(দা'ওয়াতে ইসলামী)

আমীরে আহলে সুন্নাত এর

বয়ানসমগ্র

(২য় খন্ড)

হোসাইনী দুলহা | আমি সংশোধন হতে চাই | নিশ্চুপ শাহজাদা

নেককার হওয়ার উপায় | রাগের চিকিৎসা | আত্মহত্যার প্রতিকার

মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা | মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব | মন্দ মৃত্যুর কারণ

উদাসীনতা | রহস্যময় ধনভান্ডার | T.V 'র ধ্বংসলীলা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

আমীরে আহলে সুন্নাত (دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه) এর বয়ানসমগ্র (২য় খন্ড)

যদি আপনি এ কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ পাঠ করে নেন, তবে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার অসংখ্য আমলগত ভুল-ত্রুটি আপনা আপনি সামনে ভেসে উঠবে। জ্ঞানের ভান্ডারও সমৃদ্ধ হবে এবং জ্ঞান অর্জনের সাওয়াবও লাভ করবেন। اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এ কিতাবে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর ১২টি রিসালা রয়েছে।

(১)	হোসাইনী দুল্‌হা।	(১ পৃষ্ঠা - ১৫ পৃষ্ঠা)
(২)	আমি সংশোধন হতে চাই।	(১৬ পৃষ্ঠা - ৪০ পৃষ্ঠা)
(৩)	নিশ্চুচ শাহ্‌জাদা।	(৪১ পৃষ্ঠা - ৭৯ পৃষ্ঠা)
(৪)	নেক্‌কার হওয়ার উপায়।	(৮০ পৃষ্ঠা - ১০২ পৃষ্ঠা)
(৫)	রাগের চিকিৎসা।	(১০৩ পৃষ্ঠা - ১২৩ পৃষ্ঠা)
(৬)	আত্মহত্যার প্রতিকার।	(১২৪ পৃষ্ঠা - ১৭৮ পৃষ্ঠা)
(৭)	মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব।	(১৭৯ পৃষ্ঠা - ২০৩ পৃষ্ঠা)
(৮)	মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা।	(২০৪ পৃষ্ঠা - ২৩৬ পৃষ্ঠা)
(৯)	মন্দ মৃত্যুর কারণ।	(২৩৭ পৃষ্ঠা - ২৫৯ পৃষ্ঠা)
(১০)	উদাসীনতা।	(২৬০ পৃষ্ঠা - ২৮২ পৃষ্ঠা)
(১১)	রহস্যময় ধনভান্ডার।	(২৮৩ পৃষ্ঠা - ৩০৩ পৃষ্ঠা)
(১২)	টিভির ধ্বংসলীলা।	(৩০৪ পৃষ্ঠা - ৩৩৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

কিতাবের নাম : **আমীরে আহলে সুন্নাত (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) এর বয়ানসমগ্র** (২য় খন্ড)

লিখক : শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা

হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস

আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ।

প্রকাশক : **মাকতাবাতুল মদীনা।**

প্রকাশকাল : ২০১৯ ইংরেজি

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

(১) মাকতাবাতুল মদীনা, ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭।

(২) মাকতাবাতুল মদীনা, কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯।

(৩) মাকতাবাতুল মদীনা, ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬।

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাব ছাপানোর অনুমতি নেই।

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হোসাইনী দুল্‌হা	
অসাধারণ মাদানী মুন্নী	১
হোসাইনী দুল্‌হা	২
হোসইনী দুল্‌হা	২
তিন বাহাদুর ভাই	৯
দুনিয়ার আরাম-আয়েশ মুখের উপর ছুড়ে মারল	১৩
হায়! আমি যদি বোবা হতাম!	১৫
আমি সংশোধন হতে চাই	
নিফাক ও জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি	১৬
জান্নাত চান. না জাহান্নাম?	১৭
আখিরাতের প্রস্তুতি	১৮
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ	১৯
অভিনব হিসাব	২০
না আখিরাতের ভয়, না লজ্জাবোধ	২০
শৈশবের ভুল মনে পড়ে গেছে!	২১
ছোটবেলার গুনাহকে মনে রাখার এক অভিনব ধরণ	২২
অসম্পূর্ণ নেকী নিয়ে অহংকার করা	২২
নেকী করে ভুলে যান	২২
আজ কী কী করা হলো?	২৩
ফারুকে আযম رضی اللہ تعالٰی عنہ এর বিনয়	২৩
কিয়ামতের পূর্বে হিসাব-নিকাশ	২৪
আত্মসমালোচনা মূলক হিসাব কাকে বলে?	২৪
জ্বলন্ত চেরাগে আঙ্গুল	২৫
কখনও উপরের দিকে দেখন না	২৬
যদি জান্নাতে যেতে বাধা দেওয়া হয়, তবে!	২৭
হাতকড়া ও শিকল	২৮
নিঃশ্বাসের সমষ্টি	২৯
বোকা লোকেরাই বে-আমল হয়ে থাকে	২৯
জাহান্নামের দরজায় নাম	৩০
চরম বোকামী	৩২
ক্ষমাপ্রাপ্তির আকাংখা কখন বোকামী?	৩২
যব বুনে গম কাটার আকাংখা বোকামী	৩৩
জাহান্নামের বীজ বপন করে জান্নাতী ফসলের অপেক্ষা!	৩৪
মুসিবত হতে শিক্ষা নেওয়া যায়	৩৪
আল্লাহ তায়ালা রিযিকদাতা, তা সত্ত্বেও	৩৫
আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের মাগফিরাতের যিম্মা নেননি, কিন্তু.....	৩৬
আল্লাহ তায়ালা অমুখাপেক্ষী	৩৬
সংশোধনের জন্য তাওবা করে নিন	৩৭
ভাল ভাল নিয়্যত সমূহ	৩৮
সুরমা লাগানোর ৪টি মাদানী ফুল	৪০
নিশ্চুপ শাহ্‌জাদা	
দরূদ শরীফের ফযীলত	৪১
চুপ থাকাতে নিরাপত্তা রয়েছে	৪২
বাহারাম ও পাখি	৪২
চুপ থাকার ফযীলত সম্পর্কীত ৪টি হাদীস শরীফ	৪২
৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম হওয়ার বিশ্লেষণ	৪৩
অনর্থক কথাবার্তার ৪টি ভয়ানক ক্ষতি	৪৩
সর্বাধিক ক্ষতিকর বস্তু	৪৫
ভাল কথা বল না হয় চুপ থাক	৪৫
যদি জান্নাত প্রয়োজন হয়, তবে	৪৬
চুপ থাকা ঈমান হিফাযতের মাধ্যম	৪৬
চুপ থাকা মূর্খ ব্যক্তির জন্য পর্দা স্বরূপ	৪৭
নিরবতা ইবাদতের চাবি	৪৭
সম্পদ হিফাযত করা সহজ কিন্তু জিহ্বা	৪৭
বাচাল ব্যক্তিকে বারবার লজ্জিত হতে হয়	৪৮
“বলে” আফসোস করার চেয়ে “না বলে” আফসোস করা উত্তম	৪৮
বোবা ব্যক্তি লাভের মধ্যেই রয়েছে	৮৯
ঘর শান্তির নীড়ে কিভাবে পরিণত হবে!	৪৯
শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়া মিটানোর মাদানী ব্যবস্থাপত্র	৫০
জিহ্বার কাছে আবেদন	৫১
উত্তম কথা বলার ফযীলত	৫১
প্রিয় আক্বা ﷺ দীর্ঘ নিরবতা অবলম্বনকারী ছিলেন	৫২
বলা এবং চুপ থাকা দু’টি প্রকার	৫২
অশ্লীল কথার সংজ্ঞা	৫৩
মুখ থেকে রক্ত ও পুঁজ প্রবাহিত হতে থাকবে	৫৪
কুকুরের আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি	৫৫
জান্নাত হারাম	৫৫
সাতটি মাদানী ফুলের “ফারুকী পুষ্পধারা”	৫৫
হায়! যদি এমন হত......	৫৬
জনৈক সাহাবীর জান্নাতী হওয়ার রহস্য	৫৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
অহেতুক কথাবার্তার উদাহরণ	৫৭
বাচাল ব্যক্তির জন্য মিথ্যা বলার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন	৫৯
আহ! বলার আগে যদি একটু চিন্তা করে নিতাম	৫৯
দাঙ্গা হাঙ্গামাকারীদের অহেতুক আলোচনা	৫৯
সিদ্দিকে আকবর رضی اللہ تعالیٰ عنہ মুখে পাথর রাখতেন	৬০
৪০ বছর পর্যন্ত চুপ থাকার সাধনা	৬১
কথাবার্তা লিখে হিসাবকারী তাবেয়ী বুযুর্গ	৬১
কথাবার্তা হিসাবের পদ্ধতি	৬২
ওমর ইবনে আব্দুল আযিয অঝোর নয়নে কান্না করলেন	৬৩
ঘটনার বিশ্লেষণ	৬৩
কথাবার্তা অহেতুকতা থেকে পবিত্র করার সর্বোত্তম পদ্ধতি	৬৪
বোকা লোকই না ভেবে বলে থাকে	৬৬
বলার আগে মাপার পদ্ধতি	৬৬
চুপ থাকার পদ্ধতি	৬৭
উত্তম সম্বোধনে আহবান করে সাওয়াব অর্জন করুন	৬৯
চুপ থাকার তিনটি মাদানী বাহার	৭০
(১) নিশ্চুপ থাকার বরকতে নবী করীম ﷺ এর দীদার	৭০
(২) এলাকাতে মাদানী পরিবেশে তৈরী করতে চুপ থাকার অবদান	৭১
মাদানী কাজের জন্য মাদানী হাতিয়ার	৭২
(৩) ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীতে চুপ থাকার অবদান	৭৩
ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীর ১৯টি মাদানী ফুল	৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
মিসওয়াকের ২০টি মাদানী ফুল	৭৭
নেককার হওয়ার উপায়	
দরূদ শরীফের ফযীলত	৮০
বিশাল আকারের সাপ	৮১
মৃত্যুবরণকারী বাচ্চা পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে	৮৩
পরস্পর হাসির কারণে আয়াত অবতীর্ণ	৮৪
বাঁশি থেকে আয়াতের আওয়াজ উঠল	৮৫
অন্ধের চোখ মিলে গেল	৮৫
ডাকাতের হিদায়াত কিভাবে হলো?	৮৬
ছেলের মৃত্যুতে মুচকি হাসি	৮৭
আপনি কি নেককার হতে চান?	৮৭
“কুফলে মদীনা দিবস”	৮৮
মাদানী ইনআমাতের উপর আমলকারীদের জন্য মহা সুসংবাদ	৮৯
দ্বিতীয় মাদানী ইনআম	৯০
সমস্ত ছগীরা গুনাহ মাফ	৯০
জামাআয়ের ফযীলত	৯০
প্রথম তাকবীরের ফযীলত	৯১
নামাযে হজ্বের সাওয়াব	৯১
দৈনিক পাঁচবার গোসলের উদাহরণ	৯১
জান্নাতী যিয়াফত	৯২
প্রথম কাতার	৯২
কোন ধরণের আমল বেশি উত্তম?	৯৩
মাদানী কাজ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থাপত্র	৯৪
আমলকারীদের তিন শ্রেণী	৯৫
তাওবার ফযীলত	৯৬
সমবেদনা জ্ঞাপন করার ১৬টি মাদানী ফুল	৯৭
ইছালে সাওয়াব উপলক্ষে “ইজতিমায়ে যিকির ও নাত”	১০০

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাগের চিকিৎসা	
দরূদ শরীফের ফযীলত	১০৩
শয়তানের তিনটি ফাঁদ	১০৩
অধিকাংশ লোক রাগের কারণে জাহান্নামে যাবে	১০৫
রাগের সংজ্ঞা	১০৬
রাগের দ্বারা সৃষ্ট ১৬টি অপকর্মের বর্ণনা	১০৬
রাগ দমন করার চিকিৎসা	১০৮
জান্নাতের সুসংবাদ	১০৮
শক্তিশালী বীর কে?	১০৮
রাগ দমনের ফযীলত	১০৯
সাতটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা	১০৯
কারো প্রতি রাগ আসলে এভাবে চিকিৎসা করুন	১১১
গোলাম দেরী করেছে	১১২
প্রহারের কাফফারা	১১২
ক্ষমার মধ্যেই নিরাপত্তা রয়েছে	১১৩
লবণ অতিরিক্ত দিয়েছেন	১১৩
রাগ দমন করার ফযীলত	১১৪
জবাব দানে শয়তানের আগমন	১১৪
যে চুপ রইল সে মুক্তি পেল	১১৫
সৎ কাজ কর, ভাল ফলাফল পাবে	১১৫
নম্রতা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে	১১৬
অগ্রীম ক্ষমা প্রদর্শন করার ফযীলত	১১৬
রাগ দমনকারীর জন্য জান্নাতী হুর	১১৭
হিসাব-নিকাশ সহজ হওয়ার তিনটি উপায়	১১৭
গালিতে পূর্ণ চিঠির উপর আ'লা হযরত এর ধৈর্য	১১৭
মালিক বিন দিনারের ধৈর্যের উজ্জল দৃষ্টান্ত	১১৮
নেককার বান্দা পিঁপড়াকেও কষ্ট দেয় না	১১৯
রাগ করা কী হারাম?	১২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্তরে ঈমানের নূর পাওয়ার উপায়	১২১
রাগের অভ্যাস দূরীভূত করার চারটি ওযীফা	১২১
রাগের ১৩টি চিকিৎসা	১২২
আত্মহত্যার প্রতিকার	
দরূদ শরীফের ফযীলত	১২৪
বীর যোদ্ধা	১২৫
ঐ যোদ্ধার জাহান্নামী হওয়ার দু'টি কারণ	১২৬
মুফতী শরীফুল হক সাহেবের ব্যাখ্যা	১২৬
কবুলিয়্যতের মানদন্ড শেষ পরিণতির উপর	১২৭
জান্নাত হারাম হয়ে গেল	১২৭
আত্মহত্যার অর্থ	১২৮
আত্মহত্যার সংখ্যা ও হিসাব	১২৯
আত্মহত্যার কিছু কারণ	১৩০
আত্মহত্যার পাঁচটি হৃদয়বিদারক ঘটনা	১৩০
সংবাদগুলোতে নাম প্রকাশ না করার হিকমত	১৩১
প্রতি দু'মিনিটে আত্মহত্যার তিন ঘটনা	১৩২
আত্মহত্যার দ্বারা কি মুক্তি লাভ করা যায়?	১৩২
আগুনের মধ্যে আযাব	১৩৩
সে হাতিয়ার দ্বারা আযাব	১৩৩
গলায় ফাঁস লাগানোর শাস্তি	১৩৩
আঘাত ও বিষের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান	১৩৩
আত্মহত্যাকে বৈধ মনে করা কুফরী	১৩৪
এক সেকেন্ডের কোটিতম অংশের শাস্তি	১৩৫
মু'মিনের কারাগার	১৩৫
আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা নেন	১৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধৈর্য হওয়ার দ্বারা বিপদ দূরীভূত হয় না	১৩৭
বিপদ থেকে বড় বিপদ	১৩৮
তিনশত মর্যাদা বৃদ্ধি	১৩৮
আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতেই হাসতে লাগলেন	১৩৮
হায়! আমি বিপদগ্রস্থ হতাম	১৪০
আলোকিত কবর সমূহ	১৪১
জান্নাত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আবৃত (লুকায়িত)	১৪১
গুনাহের কারণে ও বিপদ আসে	১৪২
দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হওয়াটাও গুনাহের কাফফারা	১৪৩
আমি তো কারো কোন ক্ষতি করিনি!	১৪৩
আগুনের পরিবর্তে মাটি	১৪৪
ধৈর্য ধারণ করার পদ্ধতি	১৪৪
কষ্ট বেশি হলে সাওয়াবও বেশি	১৪৫
নিজের চেয়েও বড় বিপদের সম্মুখীন ব্যক্তির দিকে দেখুন	১৪৫
ভালকাজের প্রতিযোগিতা করুন	১৪৬
কে কার দিকে দেখবে?	১৪৮
ধৈর্যকে সহজ করার উপায়	১৪৯
যদি এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হত!	১৫০
এরূপ কেন হল?	১৫১
খুবই নাজুক ব্যাপার	১৫২
কুফরী বাক্যের ১৬টি উদাহরণ	১৫২
দুঃখ সহ্য করার মানসিকতা তৈরী করুন	১৫৫
অযথা দুশ্চিন্তা করার ক্ষতি	১৫৫
কি অবস্থা?	১৫৬
উৎসাহী মুবাল্লিগ	১৫৭
হায়! বেচারা সম্পদশালী!!	১৫৮
আত্মহত্যার একটি কারণ হচ্ছে অবৈধ প্রেম	১৫৮
আত্মহত্যার আরেকটি কারণ হলো বেকারত্ব	১৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
সকলকে রিযিক প্রদান করা আল্লাহ তায়ালার বদান্যতার দায়িত্ব	১৬০
পশু পাখিকে রিযিক দান করা দৃষ্টান্ত	১৬১
আত্মহত্যার আরেকটি কারণ ঘরোয়া মনোমালিন্য	১৬১
আত্মহত্যাকারীর জানাযা ও ইছালে সাওয়াব	১৬২
কাফেরদের জাহান্নামে লাফ দেয়া	১৬৩
কুরআনের আলোকে কাফেররা নির্বোধ	১৬৩
আত্মহত্যার অন্যতম প্রধান কারণ হলো হতাশা	১৬৪
অযু ও রোযার বিস্ময়কর উপকারীতা	১৬৪
পাগড়ী পরিধান করাও হতাশাগ্রস্থতার চিকিৎসা	১৬৫
পাগড়ী ও বিজ্ঞান	১৬৫
নিঃশ্বাসের মাধ্যমে দুশ্চিন্তার চিকিৎসা	১৬৬
পেরেশানী থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে নিন	১৬৬
সবুজ গুম্বদের ধ্যানের পদ্ধতি	১৬৭
এটাই হলো সবুজ গুম্বদ!	১৬৭
পায়ে হাঁটার উপকারীতা	১৬৮
অসুস্থ বাদশাহ্	১৬৯
আপনি কি আত্মহত্যা করতে চান? থামুন ...!	১৭০
৭টি রূহানী চিকিৎসা	১৭১
(১) দুশ্চিন্তার চিকিৎসা	১৭১
(২) রিযিকে বরকতের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র	১৭১
(৩) ঘরের সকল সদস্য ঐক্যবদ্ধ থাকার আমল	১৭২
(৪) কষ্টের পর সুখ	১৭২
(৫) অবৈধ প্রেম থেকে মুক্তি পাওয়ার আমল	১৭৩

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
(৬) ঋণ থেকে মুক্তির ওযীফা	১৭৪
সকাল সন্ধ্যার পরিচয়	১৭৪
(৭) রিযিক ও কর্জ পরিশোধের জন্য **(দু'টি ওযীফা)**	১৭৪
আগুনের ডালে ঝুলন্ত বক্তি	১৭৫
বৃষ্টির ফোঁটার মত আগুনের কয়লা	১৭৬
কবর পাঁজরের হাঁড়গুলো ভেঙ্গে দেয়	১৭৬
পায়ে পড়ে মা-বাবা থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন	১৭৬
মায়ের বদ দোয়ার কারণে পা কাটা গেল	১৭৬
প্রিয় সন্তানের উপর মা-বাবার চিকিৎসাজনিত প্রভাব	১৭৭

মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব

বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৭৯
লাশ এবং গোসলদাতা	১৭৯
মৃত ব্যক্তি কি বলে?	১৮০
সারা জীবনের ব্যস্ততা	১৮
কবরের অন্তর জাগ্রতকারী ঘটনা	১৮১
রাজকীয় মৃত্যু	১৮৪
রাজত্ব কাজে আসলো না	১৮৪
দুনিয়াতে আসার উদ্দেশ্য	১৮৫
মন্ত্রীত্ব কাজে আসবে না	১৮৬
ভিত্তিহীন চারটি দাবী	১৮৭
প্রথম দাবী “আমি আল্লাহ তায়ালার বান্দা”	১৮৭
দ্বিতীয় দাবী “আল্লাহ তায়ালা একমাত্র রিযিকদাতা”	১৮৮
তৃতীয় দাবী “ইহকাল থেকে পরকাল উত্তম”	১৮৮
চতুর্থ দাবী “অবশ্যই একদিন মরতে হবে”	১৮৯
মৃত ব্যক্তির আহ্বান	১৮৯
মৃত ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা	১৯০
T.V রেখে মৃত্যুবরণ করায় কবরে শাস্তি	১৯১
প্রিয় নবী ﷺ এর মোবারকবাদ	১৯২
বাহানা করিও না	১৯৩
ভয়ানক উপত্যকা	১৯৫
টাক ওয়ালা সাপ	১৯৫
চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায কবুল হবে না	১৯৫
শেরে খোদা আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মদের প্রতি ঘৃণা	১৯৬
অত্যাচারী পিতা-মাতারও আনুগত্য	১৯৬
ওয়াদা ভঙ্গকারীর শাস্তি	১৯৭
পেটের মধ্যে সাপ	১৯৭
৩৬বার যিনার চেয়েও জঘন্য	১৯৮
জাহান্নামের পাথেয়	১৯৮
সুন্নাতের বাহার	১৯৮
কবর ও দাফনের মাদানী ফুল	২০০

মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা

বিষয়	পৃষ্ঠা
ফোঁড়ার অপারেশন	২০৪
কবরে মাটি দেয়ার কারণে ক্ষমা হয়ে গেলো	২০৫
কবরে মাটি দেওয়ার পদ্ধতি	২০৫
কবরের নিকট উপস্থিত হয়ে কান্নাকাটি	২০৬
ওসমানী ভয়	২০৬
আহ! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতো	২০৭
দুনিয়াবী জিনিসের অনুশোচনা	২০৭
মু'মিনের কবর ৭০ হাত প্রশস্থ করে দেয়া হয়	২০৯
ঈর্ষাযোগ্য কে?	২০৯
কি অবস্থা হবে!	২০৯
মৃত ব্যক্তির অনুভূতি শক্তি সুরক্ষিত থাকে	২১০
মহা চিন্তার বিষয়	২১০
গুনাহ থেকে বাঁচার একটি ব্যবস্থাপত্র	২১২
কবরের তিরস্কার	২১২
পালাতে পারবে না	২১৩
অনুগত বান্দাদের প্রতি দয়া	২১৩
সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্য	২১৩
আল্লাহ তায়ালার প্রিয় মাহবুব ﷺ এর কান্নাকাটি	২১৪
কবরের পেট	২১৪
হায়! মৃত্যু	২১৪
মৃত ব্যক্তি দাফনকারীদের দেখেন	২১৫
একাকীত্বের দিন	২১৫
প্রতিবেশী মৃতদের আহ্বান	২১৫
আমার সন্তান-সন্ততি কোথায়!	২১৬
জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত!	২১৭
অসংখ্য লোক বিষন্ন রয়েছে	২১৭
অস্থায়ী কবর	২১৭
কবরবাসীদের সঙ্গ	২১৮
আমিও তো এদের অন্তর্ভূক্ত	২১৮
কীট-পতঙ্গ বিচরণ করছে	২১৮
নরম নরম বিছানা ও কবর	২১৯
ষাঁড়ের মতো চিৎকার করতো	২১৯
কবরে ভীতি প্রদর্শণকারী বিষয়গুলো	২২০
গুনাহের ভয়ঙ্কর আকৃতি	২২০
যদি ঈমান নষ্ট হয়ে যায়!	২২১
অন্ধ বধির চতুষ্পদ জন্তু	২২২
আহ! আমি যদি সেই ব্যক্তি হতাম	২২২
ভীত সন্ত্রস্ত বুযুর্গ	২২২
আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন!	২২৩
অতি আত্মবিশ্বাসের মধ্যে থাকো না	২২৩
ঈমান সহকারে মৃত্যুর ওযীফা	২২৪
ঘুম উড়ে গেছে	২২৫
দিওয়ানা	২২৫
পুলসিরাত	২২৬
স্বপ্নে **প্রিয় মুস্তফা** ﷺ এর দয়া	২২৬

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
কবরের আযাব থেকে মুক্তির জন্য	২২৭
কবর আলোকিত করার জন্য	২২৭
কবরের সাহায্যকারী	২২৭
১. শায়খাইনদের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের মুক্তি	২২৮
২. আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীর মুক্তি	২২৮
দু'টি শিক্ষণীয় ঘটনা	২২৯
১০টি চিন্তা-ভাবনা মূলক **ফলমানে মুস্তফা** ﷺ	২৩১
জানাযার ১৫টি মাদানী ফুল	২৩৩

মন্দ মৃত্যুর কারণ

বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফ না পড়ার শাস্তি	২৩৭
স্বপ্নের ভিত্তিতে কাউকে কাফির বলা যাবে না	২৩৭
দরূদের স্থলে (দঃ, সঃ) লিখা না-জায়িয	২৩৮
সুযোগকে কাজে লাগান	২৩৯
মন্দ মৃত্যুর চারটি কারণ	২৩৯
তিনটি অপরাধের ভয়াবহতার ঘটনা	২৪০
কুকুরের আকৃতিতে হাশর	২৪১
চোগলখোরীর সংজ্ঞা	২৪২
আমরা কি চোগলখোরী থেকে বেঁচে থাকি?	২৪২
হিংসার সংজ্ঞা	২৪৪
সহজ ভাষায় হিংসার সংজ্ঞার সারাংশ	২৪৪
সায়্যিদী কুতবে মদীনার ঘটনা	২৪৫
সুদর্শন বালকের প্রতি আসক্ত দু'জন মুয়াযযিনের ধ্বংস	২৪৬
আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়ের পর্দা	২৪৬
সুদর্শন বালককে যৌন উত্তেজনা সহকারে দেখা হারাম	২৪৭
সুদর্শন বালকের সাথে ৭০ জন শয়তান	২৪৮
হজ্ব আদায় না করা মন্দ মৃত্যুর কারণ	২৪৮
আযানের সময় কথাবার্তায় লিপ্ত ব্যক্তির মন্দ মৃত্যুর ভয়	২৪৯
আযানের উত্তর প্রদানকারী জান্নাতী হয়ে গেল	২৪৯
আগুন লাফিয়ে উঠে	২৫০
ওজনে কম দেয়ার শাস্তি	২৫০
একজন শায়খের মন্দ মৃত্যু	২৫১
ফিরিশতাদের সাবেক উস্তাদ	২৫১
মাতা-পিতার আকৃতিতে শয়তান	২৫২
মৃত্যু কষ্টের এক বিন্দু	২৫২
বন্ধুদের আকৃতিতে শয়তান	২৫৩
আমাদের কি হবে?	২৫৪
জিহ্বা আয়ত্বে রাখুন!	২৫৪
উত্তম (নেক) মৃত্যুর জন্য মাদানী ফুল	২৫৫
ঈমান সহকারে মৃত্যুর জন্য চারটি ওযীফা	২৫৫
আগুনের সিন্দুক	২৫৬
নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কান্নাকাটি	২৫৮
আম্মাজানের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো	২৫৮

উদাসীনতা

বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৬০
স্বর্ণের ইট	২৬০
উদাসীনতার বিভিন্ন কারণ	২৬১
মৃত ব্যক্তির আর্তনাদ কোন কাজে আসবে না	২৬২
অসাধারণ অনুশোচনা	২৬৫
ক্রন্দনরত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে	২৬৫
যদি ঈমান বরবাদ হয়ে যায়, তবে.....	২৬৬
মৃত্যুর তিনজন দূত	২৬৭
অসুস্থতাও মৃত্যুর দূত	২৬৮
জাহান্নামের দরজায় নাম	২৬৯
চক্ষুদ্বয়ে আগুন	২৬৯
আগুনের শলাকা	২৭০
চোখে ও কানে পেরেক	২৭০
চোখে গলিত সীসা	২৭১
অগ্নি পূজারীদের মতো আকৃতি	২৭২
কে কার থেকে পর্দা করবে?	২৭২
না-জায়িয ফ্যাশনকারীদের পরিণতি	২৭৩
ওমরী কাযা আদায় করে নিন	২৭৩
اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ	২৭৪
দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী বাহার	২৭৪
মুহাম্মদ ইহ্সান আত্তারীর লাশ	২৭৪
শহীদে দা'ওয়াতে ইসলামী	২৭৬
আকীকার ২৫টি মাদানী ফুল	২৭৭

রহস্যময় ধনভান্ডার

বিষয়	পৃষ্ঠা
হুযুর পুরনূর ﷺ দরূদ পাঠকের মুখমণ্ডলে চুমু দিলেন	২৮৩
বয়ান শুনার আদব	২৮৪
এতিমদের দেওয়াল	২৮৫
অমূল্য গুপ্তধন	২৮৬
সাতটি শিক্ষণীয় লাইন	২৮৬
মৃত্যুকে নিশ্চিত জানা সত্ত্বেও হাসা	২৮৮
জাহান্নামের ভয়াবহতা	২৮৮
জাহান্নামের ভয়ানক আহার	২৮৯
মিথ্যুকের চোয়াল আলাদা করা হচ্ছিল	২৯০
চেহারা এবং বুক আঁচড়াচ্ছিল	২৯১
জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত	২৯১
আহ! ভবিষ্যতের ডাক্তার!	২৯১
উচ্চ দালানের কাহিনী	২৯২
আমাদের অহেতুক চিন্তাধারা	২৯৩
দুইটি ভয়ানক জিনিস	২৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
উঁচু দালান বিশিষ্ট লোকদের পরিণতি	২৯৪	জাহান্নামের পরিচিতি	৩১৬	মোবাইল ফোনে মিউজিক্যাল টোন	৩২৮
দুনিয়া মন লাগানোর স্থান নয়	২৯৫	জাহান্নামের ভয়ে **মাহবুবে খোদার** ﷺ অঝোড়কান্না	৩১৬	গান-বাজনাকারীর উপার্জিত অর্থ হারাম	৩২৯
আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাওবা করে নাও। কেননা, তাঁর দয়া অসীম	২৯৮	আফসোস! আমাদের অন্তর ভয়ে কাঁপছে না	৩১৮	অতি নগন্য সম্পদ	৩২৯
		সমাজ ধ্বংসের T.V এর ধ্বংসাত্মক চরিত্র	৩১৯	কানে উত্তপ্ত গলিত সীসা	৩২৯
খাবারের ৩২টি মাদানী ফুল	২৯৮			সঙ্গীতের আওয়াজ শুনা থেকে বাঁচা ওয়াজিব	৩৩০
টিভির ধ্বংসলীলা		মাওলানা সাহেব! অপরাধী কে?	৩১৯		
		আমাকে বাবা ধ্বংস করে দিয়েছে	৩২১	কানে আঙ্গুল দেয়া	৩৩০
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩০৪			সঙ্গীতের আওয়াজ আসলে সরে দাঁড়ান	৩৩১
ভয়ানক বিচ্ছু	৩০৫	T.V ঘর থেকে বের দিন	৩২২		
ভারী লাশ	৩০৬	T.V ঘর থেকে বের করে দেয়ার কারণে **প্রিয় নবী** ﷺ এর শুভাগমন	৩২২	সঙ্গীত, গান-বাজনা থেকে বেঁচে থাকার পুরস্কার	৩৩২
এই কথাগুলো বিবেকে আসছে না	৩০৭			জান্নাতের ক্বারী	৩৩২
অহংকার করে শাশুড়বাড়ী গমনকারীর আযাব	৩০৮	T.V কিভাবে মৃত্যুর কারণ হলো	৩২৪	তাওবার পদ্ধতি	৩৩২
				এক মেজরের প্রতিক্রিয়া	৩৩৩
রক্ত পিপাসু টিকটিকি	৩১০	T.V'র মাধ্যমে শারীরিক রোগ	৩২৪	টিভির কারণে মৃতের আর্তচিৎকার	৩৩৩
নামাযী ও রোযাদার ব্যক্তিও গুনাহের আযাবে লিপ্ত	৩১১	উপন্যাস ও কাহিনী	৩২৫		
		ঢোল বাজনা নস্যাত করো	৩২৬	**প্রিয় নবী** ﷺ এর দীদার হয়ে গেল	৩৩৪
সন্তানদেরকে T.V কিনে দেয়ার কারণে আযাব	৩১৩	ঘরে ঘরে মিউজিক সেন্টার	৩২৭		
		বানর ও শুয়োর	৩২৭		
আযাব থেকে কিভাবে বাঁচবেন	৩১৫	জমিনে ধসে যাবে	৩২৮		

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِه" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হলো;

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করো! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত! (আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পাঠ করার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

বয়ান নং ১

হোসাইনী দুল্‌হা

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- অসাধারণ মাদানী মুন্নী
- হোসাইনী দুল্‌হা
- তিন বাহাদুর ভাই
- দুনিয়ার আরাম-আয়েশ মুখের উপর ছুড়ে মারল

পৃষ্ঠা উল্টান

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

হোসাইনী দুল্‌হা(১)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনি আপনার মনের মধ্যে মাদানী পরিবর্তন অনুভব করবেন।

অসাধারণ মাদানী মুন্নী

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ বিন সোলায়মান জাযুলী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি সফরে ছিলাম। এক জায়গায় এসে নামাযের সময় হয়ে যায়। সেখানে অবশ্য কূপ ছিল। কিন্তু বালতি আর রশি দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি সেই চিন্তাই ছিলাম, হঠাৎ ঘরের ছাদ হতে এক মাদানী মুন্নী আমাকে খেয়াল করল, আর আমাকে জিজ্ঞাসা করল: আপনি কী খুঁজছেন? আমি বললাম: মেয়ে, আমি রশি আর বালতি খুঁজছি। সে জিজ্ঞাসা করল: আপনার নাম? বললাম: মুহাম্মদ বিন সোলায়মান জাযুলী। মাদানী মুন্নীটি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল: আচ্ছা! আপনি বুঝি সেই ব্যক্তি যার চারিদিকে প্রসিদ্ধির ডঙ্কা বাজছে। অথচ আপনার এই অবস্থা যে, আপনি কূপ থেকে পানিও বের করতে পারছেন না। এ কথা বলেই মেয়েটি কূপে থুথু ফেলল। ব্যস! মুহুর্তের মধ্যে পানি উপরের দিকে উঠে

(১) এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** কর্তৃক আয়োজিত করাচীতে সিন্ধু প্রদেশ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত তিন দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ১৪৩০ হিজরিতে প্রদান করেন। পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে সেটি আপনাদের খেদমতে পেশ করা হলো। **– মাকতাবাতুল মাদীনা মজলিশ।**

www.dawateislami.net

গেল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অযু করার পর সেই অসাধারণ মাদানী মুন্নীকে বললেন: মেয়ে! তুমি সত্যি করে বল তো, এ অসাধারণ ক্ষমতা তুমি কোত্থেকে লাভ করেছ? মেয়েটি বলতে আরম্ভ করল: আমি দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকি। তার বরকতেই এই দয়া হয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ঐ মাদানী মুন্নীর কথায় প্রভাবিত হয়ে আমি সেখানেই সংকল্প করলাম যে, দরূদ শরীফের উপর কিতাব লিখব। (সাআদতুদ দারাইন, ১৫৯ পৃষ্ঠা, দারু কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত) অতঃপর, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দরূদ শরীফের কিতাব লিখেন। কিতাবটি খুবই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। সেই কিতাবটির নাম **‘দলায়িলুল খায়রাত’**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হোসাইনী দুল্‌হা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিগত দিনগুলোতে আমরা তো কারবালার মহান শহীদদের স্মৃতিচারণ করেছি। আসুন! আমি আপনাদেরকে কারবালার হোসাইনী দুল্‌হার হৃদয়-বিদারক করুন কাহিনী শোনাব। যেমনিভাবে- সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুবাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের প্রসিদ্ধ কিতাব ‘সাওয়ানিহে কারবালায়’ উল্লেখ করেছেন:

হোসাইনী দুল্‌হা

হযরত সায়্যিদুনা ওহাব বিন আবদুল্লাহ কালবী رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বনী কালব গোত্রের একজন সৎ ও চরিত্রবান যুবক ছিলেন। তাঁর যৌবনের তারুণ্য, উচ্ছ্বলতা ও বসন্তের সময় ছিল। বিয়ে করেছেন মাত্র সতের দিন হলো। তখনও যৌবনের তারুণ্যঘন যুগল-জীবনের পূর্ণ স্বাদে বিভোর ছিলেন। এমতাবস্থায় শ্রদ্ধেয় আম্মাজান এসে উপস্থিত। তিনি ছিলেন একজন বিধবা। তাঁর একমাত্র সম্বল এবং জীবনের চেরাগ স্বরূপ ছিলেন এই একটি মাত্র পুত্র সন্তানই। মমতাময়ী মাতা

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

কান্না জুড়ে দিলেন। পুত্র আশ্চর্য হয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করল: প্রিয় মা আমার! আপনি কান্না করছেন কেন? আমার মনে পড়ছে না যে, জীবনে আপনার কোন নাফরমানি করেছি। আগামীতেও এমন কাজ আমি করতে পারি না। আপনার আনুগত্য ও মান্যতা আমার জন্য ফরয। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমি সারা জীবন আপনার অনুগত হয়েই থাকব। মা! আপনার মনে কিসের দুঃখ? কোন্ দুঃখে আপনি কাঁদছেন? প্রিয় মা আমার! আমি আপনার আদেশে নিজের জীবনও কুরবান করে দিতে রাজি। আপনি চিন্তিত থাকবেন না।

সৌভাগ্যমন্ডিত একমাত্র সন্তানের এমন সৌভাগ্যপূর্ণ কথা শুনে মায়ের কান্না আরও বেড়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন: প্রাণপ্রিয় সন্তান আমার! তুমি আমার চোখের জ্যোতিঃ, হৃদয়ের প্রশান্তি। হে আমার জীবনের প্রদীপ! হে আমার বাগানের সুবাস ছড়ানো ফুল! আমার অক্লান্ত পরিশমে তুমি আজ যুবক হয়েছ। তুমিই আমার একমাত্র হৃদয়ের প্রশান্তি, মনের প্রবোধ। এক মূহুর্ত তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারি না। তুমি ছাড়া আমি প্রাণে বাঁচি না।

چُودَرخَواب باسَم تُوئی دَرخَیالَم چُوبَیدار گردَم تُوئی دَرضَمِیرَم

(অর্থাৎ আমার শয়নে-স্বপনে কেবল তোমারই চিন্তা, তোমারই ভাবনা। জাগরণেও আমার হৃদয়-অন্তরে একমাত্র তুমিই তুমি)। হে মায়ের প্রাণ! আমি তোমাকে আমার কলিজার রক্ত পান করিয়েছি। আজ এখন কারবালার প্রান্তরে **আল্লাহ**র প্রিয়পাত্র রাসুলের দৌহিত্র, মুশকিলকুশার প্রাণপ্রিয় সন্তান, খাতুনে জান্নাতের নয়নের মণি, সুন্দর চরিত্রের বিরল আদর্শ জুলম-অত্যাচারের শিকার হয়ে আছেন। হে আমার সন্তান! তুমি কি পার তোমার প্রাণ তাঁর পবিত্র কদমে উৎসর্গ করতে? এমন আত্মমর্যাদাহীন জীবনধারণের উপর হাজারো ধিক্কার যে, আমরা জীবনে বেঁচে থাকব, অথচ **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৌহিত্র শাহজাদাকে জুলম

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

অত্যাচারের নিপীড়নে শহীদ করে দেওয়া হবে। আমার ভালবাসার কিছুও যদি তোমার মনে থাকে, আর তোমাকে লালন-পালনে যে কষ্ট আমি সহ্য করেছি সেগুলো যদি তুমি না ভুলে থাক, তবে হে আমার বাগানের ফুটন্ত ফুল! তুমি প্রিয় হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর জন্য কুরবান হয়ে যাও। হোসাইনী দুল্হা হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ আরজ করলেন: হে আমার প্রাণপ্রিয় মাতা! এ তো আমার সৌভাগ্য। এ প্রাণ শাহজাদা হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর জন্য কুরবান হয়ে যাক, আমি আন্তরিকভাবে তা-ই চাই। আমি আপনার কাছে একটি মুহুর্তের জন্য অনুমতি চাই আমার সেই স্ত্রীর সাথে একটু কথা বলার জন্য, যে তার সারাটা জীবনের সমস্ত আশা-ভরসা ও আরাম-আয়েশের দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিয়েছে। যার বাসনা এই যে, আমি ব্যতীত সে অন্য কারো দিকে চোখ তুলে না চাওয়া। আমি তার কাছে এই কথা বলে আসি, সে যদি চায়, তাহলে আমি তাকে অনুমতি দিয়ে দেব যে, সে তার জীবন নিয়ে যেদিকে যেতে চায় যেতে পারবে। মা বললেন: সন্তান আমার! মেয়ে লোকেরা বুদ্ধি-বিবেচনার দিক থেকে অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে। **আল্লাহ** না করুক, তার মুখ দিয়ে যদি তুমি ছাড়া আর কারো কথা না আসে। তাহলে তো এত বড় একটি সৌভাগ্য তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

হোসাইনী দুল্হা হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন আবদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ আরজ করলেন: প্রিয় মা আমার! আমার হৃদয়ে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর ভালবাসার গিট এতই শক্তভাবে পড়ে আছে যে, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ সেটি কেউ খুলে ফেলতে পারবে না। আর তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করার চিত্র আমার মনের মাঝে এভাবে খুদিত হয়ে আছে যে, যা দুনিয়ার কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। এ কথা বলে তিনি স্ত্রীর নিকট গেলেন। আর তাকে সংবাদ দেন যে, রাসূলের বংশ, ফাতেমার নয়ন মণি, মাওলা আলীর বাগানের ফুটন্ত এক ফুল কারবালার ময়দানে খুবই শোচনীয় ও অত্যন্ত করুণ অবস্থার শিকার। গাদ্দারেরা তাঁর উপর আক্রমণ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

চালাচ্ছে। আমার বাসনা যে, তাঁর জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করে দেব। স্বামীর এ কথা শুনে নববধু অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বহি:প্রকাশ স্বরূপ একটি নিশ্বাস ফেলল। আর বলল: হে আমার মাথার মুকুট! আমার আফসোস যে, আমি নিজেও আপনার সাথে যুদ্ধে অংশ নিতে পারছি না। ইসলামী শরীয়াত মহিলাদেরকে জিহাদের ময়দানে যাবার অনুমতি দেয়নি। আফসোস! এমন একটি সৌভাগ্য আমি অর্জন করতে পারছি না যে, তোমার সাথে আমিও জিহাদের ময়দানে গিয়ে দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করি। سُبۡحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! আপনি তো জান্নাতী বাগানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে নিয়েছেন। সেখানে হুরেরা আপনার সেবা করার জন্য অপেক্ষায় থাকবে। আমাকে কথা দিন, আহলে বায়তের সর্দারগণের সাথে জান্নাতে আপনার জন্য যখন জান্নাতী নেয়ামতগুলো পরিবেশন করা হবে, আর জান্নাতের হুরেরা যখন আপনার সেবায় নিয়োজিত থাকবে, সে সময় আপনি আমাকেও সাথে রাখবেন। হোসাইনী দুল্হা এই নেক নববধু সহ নিজের পরম শ্রদ্ধেয় আম্মাজানকে নিয়ে রাসূলের দৌহিত্রের নিকট গিয়ে পৌঁছান। নববধু নিবেদন করল: হে রাসূলের বংশধর! শহীদরা ঘোড়া হতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সাথে সাথেই হুরদের কোলে গিয়ে স্থান পান। আর জান্নাতের গিলমান ও হুরেরা পূর্ণমাত্রায় আনুগত্য সহকারে তাঁদের সেবায় নিয়োজিত হয়ে যায়। ‘এ অধম’ হুযুরের দরবারে আমার জীবন উৎসর্গ করে দিতে চাই। আমি খুবই নিঃস্ব। আমার এমন কোন আত্মীয়-স্বজনও নাই যে, আমার দায়ভার গ্রহণ করে। আমার আবেদন হলো, হাশরের দিন আমার তাঁর সাথে যেন আমার বিচ্ছেদ না ঘটে। আর পৃথিবীতেও যেন আমি নিঃস্বকে আপনার আহলে বাইতরা নিজেদের সেবিকা হিসাবে গ্রহণ করে নেন। আমি যেন আমার সারা জীবনটা আপনার পবিত্র বিবিগণের খেদমত করে কাটিয়ে দিতে পারি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ’দী)

হযরত ইমাম আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সামনে এ সব ওয়াদা হয়ে যায়। এদিকে সায়্যিদুনা ওয়াহাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ও আবেদন করলেন: হে ইমামে আলী মকাম! যদি **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুপারিশ পেয়ে আমি জান্নাত পেয়ে যাই, তখন আমি আরজ করব: **ইয়া রাসূলাল্লাহ!** আমার স্ত্রীও আমার সাথে থাকবে। হোসাইনী দুল্‌হা সায়্যিদুনা ওয়াহাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইমাম আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কাছে অনুমতি নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ অবস্থা দেখে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের কম্পন আরম্ভ হয়ে যায় যে, এক চন্দ্রমুখী রাজবাহাদুর নির্ভীক অপরিণামদর্শীর মত সৈন্যদের দিকে অগ্রসর হতে চলেছে। হাতে বল্লম, বুকে বর্ম, ক্রোড়ে ঢাল। অন্তর কাঁপানো আওয়াজের সাথে এই শেরগুলো পড়তে লাগলেন:

اَمِیْرٌ حُسَیْنٌ وَ نِعْمَ الْاَمِیْر   لَہٗ لَمْعَۃٌ کَالسِّرَاجِ الْمُنِیْر

অর্থাৎ হযরত হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হচ্ছেন আমীর, অত্যন্ত উত্তম আমীর। তাঁর এমন চমক রয়েছে যা আলোকোজ্জ্বল প্রদীপের মত।

‘বরকে খাতেফ’ অর্থাৎ চোখ-ধাঁধানো বিজলীর মত তিনি ময়দানে এসে উপস্থিত হন। বীরপ্রতীক এই সেনাবাহাদুর ঘোড়ার উপর চড়ে সামরিক মহড়া দেখালেন। শত্রুপক্ষের লোকদের আহ্বান জানালেন। যে-ই সামনে এল তলোয়ার দিয়ে মাথা উড়িয়ে দিলেন। ডানে-বামে, সামনে-পিছনে মাথায় মাথায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। বেচারাদের রক্তাক্ত ধড়গুলো মাটিতে ছটপট করতে দেখা যাচ্ছিল। একবারের মত ঘোড়ার লাগাম টানলেন। মায়ের কাছে এসে আবেদন করলেন: মা আমার! এখন আপনি আমার উপর রাজি হয়েছেন তো? বধুর কাছে গেলেন। তিনি অঝোরে নয়নে কাঁদছিলেন। তাঁকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিলেন। এমন সময় শত্রুপক্ষ হতে আওয়াজ ভেসে এল هَلْ مِنْ مُّبَارِزْ؟ “মোকাবেলা করার কেউ আছ?” সায়্যিদুনা ওয়াহাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ঘোড়ায় সাওয়ার হয়েই ময়দানের

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

দিকে ছুটে চললেন। নববধু মনোযোগ দিয়ে স্বামীর ছুটে চলা দেখে রইলেন। আর দু'চোখের পানির সমুদ্র বইয়ে দিতে লাগলেন।

হোসাইনী দুল্‌হা ক্ষুব্ধ বাঘের মত খোলা তরবারি ও প্রাণহরা বল্লম হাতে রণক্ষেত্রে এসে পৌঁছান ক্ষীপ্ত গতিতে। তখন ময়দানে শত্রুপক্ষ হতে একজন নামকরা বাহাদুর, যে ছিল সৌর্যবীর্য প্রদর্শনে দাম্ভিক ভাবে রণক্ষেত্রে টহল দিচ্ছিল হাকম বিন তোফাইলকে সায়্যিদুনা ওয়াহাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ প্রথম আক্রমণেই বল্লমবিদ্ধ করে এমনভাবে মাটিতে আছাড় দিলেন যে, তার সব হাড়গোড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এতে উভয় পক্ষে একটি গুঞ্জন আরম্ভ হয়ে যায়। সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মত আর কেউ রইল না শত্রুপক্ষে। সায়্যিদুনা ওয়াহাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ঘোড়া দৌঁড়িয়ে দুশমনদের ভিতর ঢুকে পড়েন। সামনে যাকেই পেয়েছেন এক এক করে বল্লমের অগ্রভাগে বিদ্ধ করে মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছেন। এক পর্যায়ে বল্লম টুকরো টুকরো হয়ে যায়। খাপ থেকে তরবারি বের করেন। তরবারি যোদ্ধাদের গর্দান উড়িয়ে দিতে থাকেন একের পর এক। শত্রুরা যখন যুদ্ধে একের পর এক সৈন্য হারাতে থাকল, আমর বিন সাআদ সেনাদের এই যুবক যোদ্ধাকে চারপাশ থেকে ঘিরে আক্রমণ করার আদেশ দিলো। আদেশ দিল চারদিক থেকে একই সাথে আঘাত করার। এ রকমই করল তারা। হোসাইনী দুল্‌হা যখন চতুর্দিক হতে আক্রমণের শিকার হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন পাষাণ হৃদয়ের অপদার্থরা তাঁর মাথা মোবারক কর্তন করে হোসাইনী সৈন্যদের দিকে নিক্ষেপ করল। মা আপন কলিজার টুকরা মস্তকটিকে চুম্বনে ভরে দিতে দিতে গালের সাথে লাগিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন: হে পুত্র আমার! হে আমার বাহাদুর সন্তান! এবার তোমার মা তোমার উপর সন্তুষ্ট হলো। তারপর মস্তকটি তিনি পুত্রবধুর কোলে সমর্পন করলেন। নববধু একবার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলেন। এমন সময় পতঙ্গের ন্যায় এই সুন্দর চেরাগের উপর পড়ে হোসাইনী দুল্‌হার সাথে তাঁর প্রাণ একাত্ম হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

সুরখরোঈ উসে কেহ্‌তে হেঁ কেহ্ রাহে হক মেঁ,
সর কে দেনে মেঁ যরা তো নে তাআম্মুল না কিয়া।

اَسْکَنَکُمَا اللهُ فَرَادِیْسَ الْجِنَانَ وَاَغْرَقَکُمَا فِیْ بِحَارِ الرَّحْمَۃِ وَالرِّضْوَانِ

অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** আপনারা দুজনকে জান্নাতুল ফিরদৌসর বাগানে স্থান দান করুন। আর রহমত ও সন্তুষ্টির সমুদ্রে ডুবন্ত রাখুক।

(সাওয়ানিহে কাবালা হতে সংকলিত, ১৪১ হতে ১৪৬ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মাদীনা বাবুল মাদীনা করাচী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসা এবং শাহাদাতের আগ্রহও যে কত মহান নেয়ামত। মাত্র সতের দিনের দুল্‌হা তুখোড় রণক্ষেত্রে শত্রপক্ষের সাথে একা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রাণ দিয়ে আসেন। আর শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করে জান্নাতের হকদার হয়ে যান। হোসাইনী দুল্‌হার পরশ শ্রদ্ধেয় আম্মাজান এবং সদ্য বিয়ে করা নববধুর উপরও হাজারো কোটি সালাম। কী ধরনের যে উদার মন-মানসিকতার সাথে নিজের সন্তানকে এবং বধু তার স্বামীকে ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশে মকাম, ইমামে তিশনাকাম, ইমামে হুমাম সায়্যিদুশ শুহাদা রাকেবে দোশে মুস্তফা বেকসে কারবালা ইমাম হোসাইনের পবিত্র কদম-যুগলে কুরবান হয়ে যেতে দেখলেন। এমন মহান মর্যাদাসম্পন্ন দুই মুসলিম মহিলার ইসলামী জযবার বিন্দু বিসর্গও যদি আমাদের মায়েদের এবং বোনদেরও নসীব হতো যে, তারাও আপন সন্তানদেরকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করার জন্য উপস্থাপন করবে, তাদেরকে সুন্নাতের রঙে রঙিন করবে আর আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সফরের ব্যাপারে রাজী করবে।

লুটনে রহমতেঁ কাফেলে মেঁ চলো, সীখনে সুন্নতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।
হোঙ্গী হলো মুশকিলেঁ কাফেলে মেঁ চলো, খতম হোঁ শামতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

তিন বাহাদুর ভাই

হযরত আল্লামা আবুল ফারাহ্ আবদুর রহমান বিন জওযী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ উয়ূনুল হিকায়াতে বর্ণনা করছেন: সিরিয়ার তিনজন ঘোড়া আরোহী বাহাদুর যুবক ভাই ইসলামী সৈন্যদের সাথে জিহাদে রওয়ানা হন। কিন্তু তাঁরা সৈন্যদের হতে আলাদা হয়ে চলতেন আর আলাদা অবস্থান নিতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেররা প্রথমে আক্রমণ না চালাত তাঁরা যুদ্ধে লিপ্ত হতেন না। একবার রোমদের একটি বড় সেনাদল মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাল। বেশ কিছু মুসলমানদের শহীদ করল এবং অনেককে বন্দী করে ফেলল। তিন ভাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, মুসলমানদের উপর এক বড় মুসিবত এসে পড়েছে। আমাদের উচিত নিজেদের জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া। তাঁরা সামনে অগ্রসর হলেন। প্রাণে-বাঁচা অবশিষ্ট মুসলমানদের বললেন: আপনারা আমাদের পিছনে চলে যান। আর আমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে দিন। **আল্লাহ পাক** চাইলে আমরাই আপনাদের জন্য যথেষ্ট। অতঃপর তাঁরা রোম সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালালো। রোমদের পিছু হটতে বাধ্য করেন। রোম সম্রাট (তিন যুবক ভাইয়ের বাহাদুরী অবলোকন করছিল) একজন সেনাকর্মীকে বলল: যে ব্যক্তি এই তিনজন ভাইদের মধ্য হতে যে কোন একজনকে পাকড়াও করে আনতে পারবে আমি তাকে আমার নিকটতম পদ দান করব আর সেনাপতি নিয়োজিত করব। রোম সৈন্যরা এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথে আপ্রাণ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তিন ভাইকে অক্ষত অবস্থায় পাকড়াও করতে সক্ষম হয়। রোম সম্রাট বলল: এই তিনজনকে গ্রেফতার করতে পারাই আমাদের জন্য সব চেয়ে বড় বিজয়। অতঃপর সে সেনাবাহিনীকে চলে আসার আদেশ দিয়ে দেয়। আর এ তিনজন ভাইকে নিজের সাথে রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে নিয়ে আসে। এসে বলল: তোমরা যদি ইসলাম পরিত্যাগ কর, তাহলে আমি আমার কন্যাদের সাথে তোমাদের বিয়ে করিয়ে দেব। আর ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যও তোমাদের হাতে ন্যস্ত করে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

দেব। তিন ভাই ঈমানের উপর অবিচলতা প্রদর্শনপূর্বক তার এই প্রস্তাবনাকে প্রত্যাখান করে দেন। তাঁরা আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আহ্বান করলেন। **তাঁর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সম্রাট তার মন্ত্রীসভার কাছে জিজ্ঞাসা করল: এরা কী বলছেন? মন্ত্রীসভাগণ জবাবে বলল: এঁরা তাঁদের নবীকে ডাকছেন। সম্রাট তিন সহোদরকে বলল: তোমরা যদি আমার কথা অমান্য কর, তাহলে আমি তিনটি পাত্রে তেল গরম করে তোমরা তিনজনকেই এক এক করে পাত্রে ফেলব। এরপর সে তেলসহ তিনটি পাত্র রেখে পাত্রের নিচ দিয়ে তিন দিন ধরে আগুন জ্বালাবার আদেশ দিলো। প্রতিদিন সেই তিন ভাইকে সেই পাত্রের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। আর সম্রাট তার প্রস্তাব বরাবরই তাঁদের কাছে পেশ করতে থাকত। বলত: ইসলাম ছেড়ে দাও। তাহলে আমার কন্যার সাথে তোমাদের বিয়ে দেব। আর ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যও তোমাদের হাতে ন্যস্ত করে দেব। তিন সহোদর বরাবরই ঈমানের উপর অটল থাকেন এবং সম্রাটের প্রস্তাব প্রতি বারই অগ্রাহ্য করতে থাকেন। তিন দিন পর সম্রাট বড় ভাইকে ডাকল এবং নিজের প্রস্তাব পুনরায় বলল। মুজহিদটি সম্রাটের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে দিলেন। সম্রাট ধমক দিয়ে বলল: আমি তোমাকে এই গরম তেলের পাত্রে ফেলব। কিন্তু তিনি আবারও অস্বীকার করলেন। শেষে সম্রাট ক্ষুদ্ধ হয়ে তাঁকে পাত্রে ফেলবার আদেশ দিলো। সাথে সাথে যুবকটিকে তেলে ফেলে দেওয়া হলো। এক পলকেই তাঁর সব মাংস গলে গেল। হাঁড়গোড় সব উপরে চলে এল। সম্রাট অপর ভাইকেও একইরূপ করল। তাঁকেও টগবগ করা তেলে নিক্ষেপ করল। সম্রাট যখন এমন জোরাজোরিতেও ইসলামরে উপর তাঁদের দৃঢ়চিত্ত ও অবিচলতা দেখল এবং কঠিন অগ্নিপরীক্ষাতেই অটল দেখল, লজ্জিত হয়ে নিজেকে নিজে বলতে লাগল: আমি এদের (মুসলমানদের) চেয়ে বাহাদুর আর কাউকে কখনও দেখিনি। আমি তাঁদের প্রতি এ কী আচরণ করলাম। অতঃপর সে ছোট ভাইটিকে নিয়ে আসার আদেশ দিলো। তাঁকে নিজের

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

পাশে এনে বিভিন্ন কৌশলে বিভ্রান্ত করতে চাইল। কিন্তু এই বাহাদুর তার সে সব চালবাজিতে এলেন না। তাঁর অটলতা ও অবিচলতা আগের মত বহালই রইল। এমন সময় সভাসদের কেউ বলে উঠল, হে রোম সম্রাট! আমি যদি তাকে বুঝাতে পারি, তাহলে উপহার স্বরূপ আমার কী মিলবে? সম্রাট বলল: আমি তোমাকে আমার সেনা বাহিনীর প্রধান বানিয়ে দেব। লোকটি বলল: আমি রাজি আছি। সম্রাট জিজ্ঞাসা করল: তুমি তাঁকে কীভাবে বুঝাবে? লোকটি বলল: হে সম্রাট! আপনি জনেন যে, আমার অমুক মেয়েটি খুব সুন্দর। সারা রোম সাম্রাজ্যে তার মত সুন্দরী মেয়ে আর একজনও নেই। আপনি এই যুবকটিকে আমায় সোপর্দ করুন। তাঁকে আর আমার সেই মেয়েটিকে একাকীত্বে রাখব। আর সে তাঁকে বুঝাতে সক্ষম হবে। সম্রাট লোকটিকে চল্লিশ দিনের সময় বেঁধে দিলো। আর যুবকটিকে তার হাতে তুলে দিলো। যুবকটিকে সাথে নিয়ে লোকটি আপন কন্যার কাছে এল। আর সমস্ত ব্যাপারটা তাকে খুলে বলল। মেয়েটি পিতার কথায় রাজি হয়ে কাজ করার জন্য তৈরি হয়ে গেল। যুবকটি সেই মেয়েটির সাথে একাকীত্বে এমনভাবে রইলেন যে, দিন ভর রোযা রাখতে থাকলেন আর রাতভর নফল নামায ইত্যাদিতে লিপ্ত রইলেন। এক পর্যায়ে নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হতে চলেছে। এবার বাদশাহ মেয়েটির পিতার কাছে যুবকটির অবস্থা জানতে চাইল। সে এসে আপন কন্যার কাছে জিজ্ঞাসা করল। মেয়েটি বলল: আমি তাঁকে বুঝাতে খুব একটা সক্ষম হইনি। তিনি আমার দিকে দৃষ্টিও দিচ্ছেন না। হয়ত তার কারণ এ হতে পারে যে, তাঁর দুই ভাইকে এই শহরে মেরে ফেলা হয়েছে। তাঁদের স্মরণই তাঁর মনোবেদনার একমাত্র কারণ হয়েছে। সুতরাং সময় আরও বাড়িয়ে নাও। আর আমরা দুজনকে অন্য কোন শহরে পাঠিয়ে দাও। সভাসদটি সমস্ত বিষয় সম্রাটের কাছে পেশ করল। সম্রাট তাকে সময় আরও বাড়িয়ে দিলো। আর তারা উভয়কে অন্য কোন শহরে পাঠিয়ে দেবার জন্য আদেশ দিলো। যুবকটি এখানে এসেও নিজের কাজে লিপ্ত রইলেন। অর্থাৎ তিনি দিনভর রোযা রাখতেন

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

আর রাতভর নফল নামায পড়তে থাকতেন। এক পর্যায়ে নির্দিষ্ট সময় শেষ হবার যখন আর মাত্র তিন দিন বাকী রইল, তখন মেয়েটি অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে যুবকটির নিকট আবেদন করল: আমি তোমার ধর্ম গ্রহণ করতে চাই। এমনিতেই মেয়েটি মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর তাঁরা এখান থেকে পালিয়ে যাবার ফন্দি করল। মেয়েটি আস্তাবল থেকে দুটি ঘোড়া নিয়ে এল। সেগুলোতে আরোহন করে উভয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এক রাতে তাঁরা পিছন থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। মেয়েটি মনে করল, নিশ্চয় রোম সৈন্যরা তাদের পিছু ধাওয়া করে কাছাকছি এসে পৌঁছেছে। সে যুবকটিকে বলল: আপনি সেই প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করুন, যাঁর উপর আমি ঈমান এনেছি। তিনি যেন আমাদেরকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেন। যুবকটি পিছন ফিরে দেখতেই হতবাক হয়ে গেলেন, তিনি দেখলেন তাঁর অপর দুই ভাই যাঁরা শহীদ হয়ে গেছেন ফেরেশতাদের একটি দলের সাথে ঘোড়ায় আরোহী অবস্থায় আছেন। তিনি তাঁদেরকে সালাম করলেন। এরপর তাঁদের কাছে তাঁদের অবস্থা জানতে চান। তাঁরা উভয়ে বললেন: আমরা এক সাতারেই জান্নাতুল ফিরদৌসে এসে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমাদেরকে **আল্লাহ পাক** তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। এর পর তাঁরা ফিরে গেলেন। যুবকটি মেয়েটিকে সাথে নিয়ে সিরিয়া রাজ্যে এসে পৌঁছান। আর তাঁর সাথে বিয়ে করে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। এই তিনজন সিরিয় বাহাদুর সহোদরের কাহিনী সিরিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁদের উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন কবিতা লিখিত হয়েছে। একটি কবিতা আপনারাও শুনুন:

سَيُعْطِى الصَّادِقِيْنَ بِفَضْلِ صِدْقٍ نَجَاةً فِى الْحَيَاةِ وَ فِى الْمَمَاتِ

অনুবাদ: অচিরেই **আল্লাহ পাক** সত্যবাদীদেরকে সত্যের বরকতের কারণে জীবন-মরণে পরিত্রাণ দান করবেন।

(উয়ূনুল হিকায়াত, ১৯৭, ১৯৮ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

তাঁদের উপর **আল্লাহ পাকের** রহমত বর্ষিত হোক। তাদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! পেলেন এই সিরিয় তিন সহোদর নিজেদের ঈমানে অটল থাকার কেমন বড় ধরনের রেকর্ড সৃষ্টি করলেন। তাঁদের হৃদয়ে ঈমান যে কী ধরনের স্থান লাভ করেছিল। এসব যারা বড়গলায় ইশকের দাবী যারা করে তারা প্রকৃত অর্থে ইখলাসই রাখে না। তাঁরা ছিলেন সত্যিকার আশিকে রাসূল। দুই ভাই শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করে জান্নাতুল ফিরদৌসের অবিনশ্বর নেয়ামতরাজির অধিকারী হয়ে যান। আর তৃতীয় জন রোমের সুন্দরীর প্রতি একটি বার দেখেনও নি, দিন-রাত **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে মশগুল ছিলেন। অথচ যে মেয়েটি তাঁকে শিকার করতে এসেছিল, স্বয়ং নিজেই বন্দী হয়ে গেল। ঘটনাটি থেকে এটাও জানা গেল, বিপদে আপদে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এবং **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলে আহ্বান করা আহলে হকদের (সত্যপন্থীদের) একটি পুরনো রীতি।

ইয়া রাসূলাল্লাহ্ কে না'রে সে হাম কো পেয়ার হে
জিস নে ইয়ে না'রা লাগায়া উস কা বেড়া পার হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়ার আরাম-আয়েশ মুখের উপর ছুড়ে মারল

সিরিয় এই যুবকের رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ অটলতা, দৃঢ়তা, উচ্চ মনোভাব এবং ঈমানের উপর অবিচলতার উপর মারহাবা। একটু ভেবে দেখুন তো! চোখের সামনে দুইটি প্রাণপ্রিয় ভাই শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করে যান, কিন্তু তাঁর

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

অবিচল পদক্ষেপ এতটুকু সরেনি। তাঁকে কোন হুমকি ভীত করতে পেরেনি, না বন্দীদশা জীবনের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে নিজের সংকল্প থেকে বিচলিত করতে পেরেছে। সত্যনিষ্ঠ ও সত্যের এই ধারক বিভিন্ন বিপদে এতটুকু ভয় পাননি। বালা মুসিবতের বন্যা দ্বারা তাঁর সুদৃঢ় পাদ্বয়কে এতটুকু নাড়াতে পারেনি। **আল্লাহ পাক** ও **আল্লাহ্‌র রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি উৎসর্গের মনোভাব পার্থিব আপদগুলোকে মোটেও কিছু বলে মনে হয়নি। বরং **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে আসা শত বাধা-বিপত্তিকে তিনি আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানান। তাছাড়া পৃথিবীর ধন-দৌলত ও সৌন্দর্যের লোভও তাঁর সংকল্প হতে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এই গাজী পুরুষ ইসলামের খাতিরে বিভিন্ন ভাবে পার্থিব আরাম-আয়েশের মুখে ছুড়ে মারল।

ইয়ে গাজী ইয়ে তেরে পুর আসরার বন্দে, জিনেঁ তো নে বখ্‌শা হে যওকে খোদাঈ।
হে ঠোকর সে দো নীম সাহরা ও দরেয়া, সিমট কর পাহাড় উন কি হাইবত সে রাঈ।
দো'আলম সে করতি হে বেগানা দিল কো, আজব চিজ হে লজ্জতে আশনাঈ।
শাহাদত হে মতলূব ও মকসূদে মুমিন, না মালে গনিমত না কিশওয়র কশাঈ।

অবশেষে **আল্লাহ তায়ালা** মুক্তিরও বিভিন্ন উপায় তৈরি করে রেখেছেন। সেই রোম রমনীটি মুসলমান হয়ে গেল। আর উভয়ে শাদী মোবারকের মাধ্যমে যুগলজীবন পদার্পন করলেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদেরও যদি উভয় জাহানে আনন্দ লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর করুন এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের খালি ঘর পূরণ করে প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখের মধ্যে আপনাদের এলাকার যিম্মাদারের কাছে জমা দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

হায়! আমি যদি বোবা হতাম!

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ নিশ্চিত জান্নাতী হওয়া সত্ত্বেও মুখের আপদকে খুবই ভয় করে চলতেন। এমনকি তিনি বলেন: হায়! আমি যদি বোবা হতাম, কিন্তু **আল্লাহ্**র যিকির করতে পারা পর্যন্ত যদি ভাল থাকতাম। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ১ম খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নম্বর : ৫৮২৬)

প্রিয় নবী ﷺ এর সন্তুষ্টি লাভের রহস্য

হযরত আল্লামা ইবনে হাজর হায়তমী মক্কী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: এক রাতে উমাইয়া শাসক সুলাইমান বিন আবদুল মালিক স্বপ্নযোগে **আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভে ধন্য হলেন। তিনি দেখলেন: **তাজেদারে রিসালাত হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে খুবই স্নেহ মমতা করছিলেন। সকালে তিনি হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নিকট এ স্বপ্নের তাবীর (ব্যাখ্যা) জানতে চাইলেন। হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: “সম্ভবত আপনি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পরিবার পরিজনের সাথে কোন মুহাব্বতপূর্ণ ও সৌহার্দমূলক আচরণ করেছেন।” তিনি বললেন: “হ্যাঁ, আমি হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মস্তক মোবারক ইয়াজিদের রাজকোষাগারে পেয়েছিলাম। আমি একে পাঁচটি কাফন পরিধান করিয়ে আমার অনুচর বর্গসহ এর জানাযার নামায আদায় করে সমাহিত করেছিলাম।” হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: “আপনার এ মহৎ কাজই **আল্লাহ্র মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র কারণ।” (ইমাম হোসাইন رضی اللہ عنہ এর কারামত, ২৯ পৃষ্ঠা। আস সাওয়ায়েকুল মুহরিকা, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

বয়ান নং ২

আমি সংশোধন হতে চাই

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- জান্নাত চান, না জাহান্নাম?
- ছোটবেলার গুনাহকে মনে রাখার এক অভিনব ধরণ
- কিয়ামতের পূর্বে হিসাব-নিকাশ
- কখনও উপরের দিকে দেখব না
- ক্ষমাপ্রাপ্তির আকাংখা কখন বোকামী?

পৃষ্ঠা উল্টান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আমি সংশোধন হতে চাই(১)

শয়তান লাখো অলসতা দিক, এই রিসালাটি আপনি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মনের মধ্যে আপনি মাদানী ইনকিলাব অনুভব করবেন।

নিফাক ও জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সাখাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; **সুলতানে দোয়ালম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। আর যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার উপর একশত রহমত নাযিল করেন। আর যে ব্যক্তি আমার উপর একশত বার দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার দু'চোখের মাঝখানে লিখে দেন, **'এই বান্দাটি নিফাক ও জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত'**, আর কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখা হবে।"

(আল কওলুল বদী, ২৩৩ পৃষ্ঠা, মুআসসাসাতুর রাইয়ান বৈরুত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

(১) এই বয়ানটি আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনা, করাচীতে) আয়োজিত ২৭ রমজানুল মোবারক ১৪২৩ হিজরিতে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه করেছিলেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে সেই বয়ানের লিখিতরূপ আপনাদের সামনে পেশ করা হলো।

— (মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

হে সব দোয়াউঁ ছে বড়কর দোয়া দরূদ ও সালাম,
কেহ্ দফা' করতাহে হার এক বলা দরূদ ও সালাম।

জান্নাত চান, না জাহান্নাম?

ইমাম আবু নুয়াইম আহমদ বিন আবদুল্লাহ ইস্পাহানী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ (ওফাত: ৪৩০ হিজরী) **'হিলইয়াতুল আউলিয়ায়'** বর্ণনা করেন; হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম তাইমী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: আমি এক বার মনে মনে কল্পনা করলাম, আমি জাহান্নামে রয়েছি, আর আগুনের শিকল দিয়ে বাধা অবস্থায়। যাক্কুম ফল (অর্থাৎ দোযখীদের গলধকরণ করতে দেওয়া জাহান্নামের অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ও বর্ণনাতীত কাঁটাদার তিক্ত ফল) খাচ্ছি। আর জাহান্নামীদের পুঁজগুলো পান করছি। এই কল্পনার পর আমি আমার নফসের (প্রবৃত্তির) কাছে জিজ্ঞাসা করলাম: বল, তোমার কি চাই? (জাহান্নামের শাস্তি, না এর থেকে মুক্তি?) নফস (প্রবৃত্তি) আমাকে বলল: (মুক্তি চাই, এজন্য) "আমি পৃথিবীতে আবার ফিরে যেতে চাই, আর এমন আমল করতে চাই যাতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।" এবার আমি মনে মনে এমন কল্পনা আনলাম যে, আমি এখন জান্নাতে। বিভিন্ন ফল খাচ্ছি। এখানকার নহরগুলো (স্রোতস্বিনী) থেকে পানীয় পান করছি। হুরদের সাথে সাক্ষাৎ করছি। এই কল্পনার পর আমি আমার নফসকে জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার কি চাই? (জান্নাত না জাহান্নাম?) নফস বলল: (জান্নাত চাই, তাই) আমি চাই যে, পৃথিবীতে গিয়ে নেক আমল করে আসি। যাতে জান্নাতের ভাল ভাল নেয়ামত সমূহ ভোগ করতে পারি। এবার আমি আমার নফসকে বললাম: বর্তমানে তোমার সুযোগ রয়েছে। (অর্থাৎ, হে নফস, এখন তোমাকে নিজেই নির্ধারণ করতে হবে যে, তুমি কি নিজেকে সংশোধন করে জান্নাতে যাবে? না কি বিপথগামী হয়ে জাহান্নামে! এখন তুমি সে অনুযায়ীই আমল কর)

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪র্থ খন্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৫৩৬১, দারুল কাতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

কুছ নেকিয়াঁ কামা লে জল্‌দ আখিরাত বানা লে
কোয়ী নেহি ভরোসা আয় ভাই, জিন্দেগী কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আখিরাতের প্রস্তুতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু বুঝার চেষ্টা করুন। আমাদের বুজুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى কীভাবে নিজেদের নফসকে সংশোধনের জন্য তার ব্যাপারে হিসাব করে তাকে আয়ত্বে রাখার জন্য চেষ্টা করতেন। তাছাড়া নাজুক পরিস্থিতিতে তাকে ভৎসনা করতেন। বরং কখনও কখনও তার জন্য শাস্তিও নির্ধারণ করতেন। সব সময় **আল্লাহ্ তায়ালার** ভয়ে ভীত থেকে নিজেকে আমূলভাবে সংশোধন করতে গিয়ে আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য সচেষ্ট থাকতেন। নিশ্চয় এমন লোকদের প্রচেষ্টা সফল হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন মজীদ, পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নম্বর ১৯ -এ **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿۱۹﴾

আমার আক্বায়ে নেয়ামত, আ’লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মর্তাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পীরে ত্বরীকত, আলিমে শরীয়াত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, বায়িছে খাইর ও বরকত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের বিশ্ববিখ্যাত **তারজুমায়ে কুরআন কানযুল ঈমানে** আয়াতটির অনুবাদ এভাবে লিখেছেন: **“আর যে ব্যক্তি আখিরাত চায়, আর তার প্রচেষ্টা চালায়, আর যদি সে ঈমানদার হয়, তাহলে তার প্রচেষ্টা সফল হবে।”**

উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

এখন আমাদের অবস্থা এই যে, নিজেদের পার্থিব ‘ভবিষ্যৎ’ গড়ার জন্য অনেক ধরনের চিন্তা-ভাবনা করে থাকি। সে কারণে বিভিন্ন রকমের আসবাবপত্র সংগ্রহ করার জন্য খুব প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকি। ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়িয়ে থাকি, ব্যবসা বৃদ্ধি করার জন্য এবং আগামী দিনগুলোতে পার্থিব সুখ-শান্তি পাওয়ার জন্য জানি না কত ব্যবস্থা নিয়ে থাকি যে, কিভাবে আমাদের দুনিয়ার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়। পৃথিবীতে আমাদের ভবিষ্যৎ সুন্দর হয়ে যায়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, আমরা আমাদের আখিরাতের ভবিষ্যৎকে গড়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা থেকে খুবই উদাসীন। আর আমরা আখিরাতের প্রস্তুতির বিষয়ে নিতান্তই অলস। অথচ কেবল এই পার্থিব ভবিষ্যতকে গড়ে তোলার জন্য অপেক্ষাকারী ব্যক্তি, জানি না কত মুর্খ মানুষদের মত মহা আফসোসের মৃত্যুর ঝটকাতে পতিত হয়। আর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পেয়ে খুশি হওয়ার স্থলে অন্ধকার কবরে গিয়ে আফসোসের সাগরে পতিত হয়। কেবল পার্থিব জীবনকে সজ্জিত করার চিন্তা-ভাবনায় ডুবে থেকে তার জন্য সচেষ্ট থাকা, নিজের আখিরাতের মঙ্গলের জন্য চিন্তা ও আমল করা থেকে বিরত থাকা, বিগত আমলের উপর নিজে নিজে হিসাব চালানোর মাধ্যমে আগামীতে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য এবং নেক আমল করার দৃঢ় সংকল্প না করা সরাসরি ক্ষতি ও দুর্ভাগ্য। সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে আখিরাতের হিসাবকে সামনে রেখে নিজেকে সংশোধনের জন্য কঠিনভাবে নিজের নফসের হিসাব চালায়। গুনাহের জন্য আফসোস করে এবং অশুভ পরিণতির ভয় অনুভব করে। আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের আমল যেমন ছিল। যথা:

www.dawateislami.net

অভিনব হিসাব

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইবনুস সিম্মাহ্ رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ একবার নিজের হিসাব করতে গিয়ে বয়স গণনা করলেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় ষাট বৎসর। এই ষাট বৎসরকে বার দিয়ে গুণ করলে সাত শত বিশ মাস হয়। সাত শত বিশকে আবার ত্রিশ দিয়ে গুণ দিলেন। গুণফল হয় একুশ হাজার, ছয় শত। এ ছিল তাঁর বয়সের সর্বমোট দিনের সংখ্যা। এবার তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বললেন: যদি আমার জীবনে দৈনিক একটি গুনাহও সংঘটিত হয়ে থাকে, তাহলে এখন পর্যন্ত আমার একুশ হাজার ছয়শত গুনাহ হয়ে গেছে। অথচ এই দীর্ঘ সময়টিতে এমন দিনও থাকতে পারে, যে দিনে আমার এক হাজার গুনাহ্ও হয়েছে। বলতে বলতে **আল্লাহ্**র ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। অতঃপর, একটি বিকট চিৎকার তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে বাতাসে মিলে যেতে লাগল। আর তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ মাটিতে তাশরীফ নিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর দেহ মোবারক হতে প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল।

(কীমিয়ায় সাআদাত, ২য় খন্ড, ৮৯১ পৃষ্ঠা, তেহরান)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

না আখিরাতের ভয়, না লজ্জাবোধ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভালভাবে অনুধাবন করুন যে, আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی গণের **'ফিক্‌রে মদীনা'**র(১) নমুনা কতই যে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ছিল। তাঁরা নিজেকে সংশোধনের জন্য কীভাবে আত্মসমালোচনা মূলক হিসাব করতেন, আর সর্বদা নেক আমলে রত থাকা সত্ত্বেও নিজেকে গুনাহ্গার মনে করতেন এবং সার্বক্ষণিক **আল্লাহ্ তায়ালা**র ভয়ে ভীত থাকতেন। এমনকি

(১) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিভাষায় আত্মসমালোচনা মূলক হিসাব করাকে **'ফিক্‌রে মদীনা'** বলা হয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

ভয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে কারো কারো মৃত্যুও হয়ে যেত। কিন্তু আফসোস! আমাদের অবস্থা এমন যে, রাত দিন গুনাহের সমুদ্রে ডুবে থাকা সত্ত্বেও আমাদের না আছে লজ্জাবোধ, না আছে আখিরাতের ভয়। আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی রাত্রি জাগরণ করতেন। বেশি বেশি রোযা রাখতেন। অধিক হারে ভাল আমল করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে অতি নগণ্য ও ছোট মনে করে **আল্লাহ্ তায়ালার** ভয়ে কান্নাকাটিতে লিপ্ত থাকতেন।

রাতেঁ যারি কর কর রোন্দেঁ, নিন্দ আঁখেঁ দি ধোঁন্দে,
ফজরেঁ অও গানাহার কাহান্দে, সব থেঁ নেওয়েঁ হওন্দে।

(অর্থাৎ তাঁরা এমন নেককার বান্দা যে, রাতগুলো তাঁদের কান্নাকাটিতে অতিবাহিত হয়। যে কারণে তাঁদের ঘুম হয় না। তা সত্ত্বেও যখন সকাল হয়, লোকদের সামনে নিজেকে সব চাইতে বড় গুনাহ্গার ও হীন মনে করেন।) তাঁদের শান এমন যে, কোন মুস্তাহাব কাজ ত্যাগ করাকে তাঁরা নিজের জন্য গুনাহের কাজ বলে মনে করেন। নফল ইবাদত কম করাকেও তাঁরা অপরাধ মনে করেন। শৈশবের ভুলগুলোকেও তাঁরা গুনাহ হিসাবে গণ্য করেন। অথচ প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত কোন গুনাহ্ গণ্য করা হয় না। যথা:

শৈশবের ভুল মনে পড়ে গেছে!

এক বার হযরত সায়্যিদুনা উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কোন এক ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর তখন কাঁপতে শুরু করলেন। ঘাম বের হতে থাকে। লোকেরা কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন: এটি সেই স্থান যেখানে আমি ছোট বেলায় গুনাহ্ করেছিলাম। (তাম্বীহুল মুগতারিন, ৫৭ পৃষ্ঠা, দারুল বাশায়ের বৈরুত)

তাঁদের উপর **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

ছোটবেলার গুনাহকে মনে রাখার এক অভিনব ধরণ

বর্ণিত আছে যে; ছোট বেলায় হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কোন গুনাহ্ হয়ে যায়। যখনই তিনি কোন নতুন পোশাক সেলাই করতেন, সেই পোশাকের আস্তিনে তিনি সেই গুনাহ্টি লিখে রাখতেন। আর বেশির ভাগ সময় সেটি দেখে দেখে এত বেশি কান্নাকাটি করতেন যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বেহুশ হয়ে যেতেন। (তাজকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা) তাঁর উপর **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহ্গুলো ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অসম্পূর্ণ নেকী নিয়ে অহংকার করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো। আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى নিজেদের শৈশব কালের গুনাহ্গুলোও মনে রেখে দিতেন। আর তাঁরা সেই গুনাহের উপর **আল্লাহ্র** কাছে কী রকম ভয় অনুভব করতেন। আর এদিকে আমাদের মত হতভাগাদের অবস্থা এমন যে, বালেগ হওয়ার পরে জেনে বুঝে করা গুনাহ্গুলোও ভুলে যাই। আর অসম্পূর্ণ নেকীগুলো মনে রেখে দিয়ে কত যে অহংকার করি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেকী করে ভুলে যান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নেক আমলের সৌভাগ্য অর্জনের পর সেটিকে ভুলে যায়। আর যখন কোন গুনাহ্ সংঘটিত হয়ে যায়, সেটি মনে রেখে দেয়। আর নিজেকে সংশোধনের জন্য সেটির উপর আত্মসমালোচনা মূলক হিসাব করতে থাকে। বরং নেক আমল কম করার জন্যও

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

নিজেকে নিজে ভৎসনা করতে থাকে। সব সময় নিজেকে **আল্লাহ্ তায়ালার** কহর ও গজব সম্বন্ধে ভীতি প্রদর্শণ করতে থাকে। আমাদের বুজুর্গানে দ্বীনের আমল এরকম ছিল। যথা:

আজ কী কী করা হল?

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ প্রতিদিন নিজের আত্মসমালোচনামূলক হিসাব করতেন এবং যখন রাত আসত তখন নিজের পায়ের উপর চাবুক মেরে বলতেন: বল! আজ তুমি কি কি করেছ। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা, দারে ছাদের, বৈরুত) **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বিনয়

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **'আশারায়ে মুবাশ্‌শারাগণের'** অর্থাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যে দশজন সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان কে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন তাঁদেরই একজন এবং সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর পরে সকলের চাইতে স্বীকৃতভাবে উত্তম ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত বিনয়ীভাব প্রদর্শন করতেন।

যেমন: হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: এক বার আমি হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে একটি বাগানের দেওয়ালের পাশে দেখতে পাই। তিনি আপন নফসকে বলছেন: বাহ্! লোকেরা তোমাকে আমীরুল মুমিনীন বলছে। (আবার বিনয় ও নম্রতার প্রদর্শনার্থে বলতে লাগলেন) অথচ তুমি (তো সেই লোক, যে) **আল্লাহ্ তায়ালাকে** ভয় কর না!

(মনে রেখ) তুমি যদি **আল্লাহ্**র ভয় না রেখে থাক, তাহলে তাঁর শাস্তিতে নিপতিত হতে হবে। (কীমিয়ায়ে সাআদাত, ২য় খন্ড, ৮৯২ পৃষ্ঠা, তেহরান) তাঁর উপর **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এমন ভাবে নিজের নফসকে তিরস্কার করা, **আল্লাহ্**র ভয় দেখিয়ে আত্মসমালোচনা করা মূলত আমাদের শিক্ষার জন্যই ছিল। যথা:

কিয়ামতের পূর্বে হিসাব-নিকাশ

একদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হে লোকেরা! কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগেই নিজের আমলের আত্মসমালোচনামূলক হিসাব চালিয়ে ফেল। সকল হিসাব-নিকাশ করে ফেল। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা) তাঁর উপর **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আত্মসমালোচনা মূলক হিসাব কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেদের বিগত আমলগুলোর আত্মসমালোচনা মূলক হিসাব-নিকাশ করাকে মুহাসাবা বা পরিসংখ্যান বলা হয়ে থাকে। হায়! প্রতি রাতে **‘ফিকরে মদীনা’**র[১] মাধ্যমে প্রতি দিনের হিসাব-নিকাশ করার সৌভাগ্য যদি আমাদের অর্জিত হয়ে যায়। আর এভাবে যদি আমলের উপকারী ও

(১) নিজেকে সংশোধনের উত্তম পদ্ধতি **‘মাদানী ইন্‘আমাত’** এর মধ্য হতে একটি ইন্আম হচ্ছে **‘ফিক্‌রে মদীনা’**। অর্থাৎ প্রত্যহ রাতে আপন আমলের মুহাসাবা বা নিজের পরিসংখ্যান করবেন। আর এ সময় মাদানী ইন্আমাত রিসালাটিও পূর্ণ করবেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

ক্ষতিকর দিকগুলো বুঝে এসে যায়। যেভাবে আমরা পার্টনারশিপ ব্যবসার হিসাব-নিকাশের বেলায় সদা সচেষ্ট থাকি। সেভাবে নফসের সাথে হিসাব-নিকাশেরও অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই প্রয়োজন। কেননা নফস হল, অতীব চালাক ও কৌশলী। সে আপন নাফরমানিকে সমর্থনের পোষাক দিয়ে পরিবেশন করে থাকে। যাতে করে মন্দ কিছুতেও আমরা উপকার দেখতে পাই। অথচ তাতে সরাসরি ক্ষতিই রয়েছে। কেবল তাই না, বরং প্রকৃত প্রস্তাবে সংশোধনের জন্য সকল জায়েয বিষয়াদিতেও নফস থেকে হিসাব নেয়া আবশ্যক। এতে যদি আমরা নফসের কোন অপূর্ণতা দেখতে পাই, তাহলে কঠোরতার সাথে সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করতে হবে। যেমন আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی আমল ছিল।

জ্বলন্ত চেরাগে আঙ্গুল

অনেক বড় আলিম, তাবেঈ বুজুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আহনাফ বিন কায়স رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ রাতের বেলায় চেরাগ হাতে তুলে নিতেন এবং এর জ্বলন্ত শিখায় আঙ্গুল রেখে এভাবে বলতেন: হে নফস! তুমি অমুক কাজটি কেন করেছ? অমুক বস্তুটি কেন খেয়েছ? (কীমিয়ায়ে সাআদাত, ২য় খন্ড, ৮৯৩ পৃষ্ঠা, তেহরান) তাঁর উপর **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অর্থাৎ নিজের আত্মসমালোচনা করতেন। আমার নফস যদি ভুল করে, তাহলে তাকে সাবধান হওয়া উচিত যে, এই চেরাগটির জ্বলন্ত শিখা তো খুব সামান্য, তবুও সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে জাহান্নামের ভয়ানক আগুন সহ্য করা কীভাবে সম্ভব হবে? হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ অনুরূপ আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

কখনও উপরের দিকে দেখব না

হযরত সায়্যিদুনা মাজমা' رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নামের এক বুজুর্গ একবার উপরের দিকে দৃষ্টি দেন। তাতে ছাদে থাকা একজন মহিলার উপর দৃষ্টি পড়ে। তৎক্ষণাৎ তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। আর এতই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে যান যে, তিনি অঙ্গীকার করে ফেললেন: আগামীতে কখনও আমি উপরের দিকে তাকাব না'। (ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা, দারু ছাদের বৈরুত) তাঁর উপর **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আঁখ উঠতি তো মাইঁ ঝুনঁজুলা কে পলক সী লেতা
দিল বিগড়তা তো মাইঁ ঘাবরা কে সম্ভালা করতা। (যওকে নাত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা আপনারা দেখলেন তো! আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى মাদানী চিন্তাধারা কী রকম ছিল। ভুলে কোন না-মুহরিমের উপর গিয়ে নিজের দৃষ্টি পড়ল, হঠাৎ পড়া দৃষ্টি মাফ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনও উপরের দিকে দৃষ্টি না দেবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে যান। অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যতের জন্য চোখে স্থায়ী **'কুফ্‌লে মদীনা'**(১) লাগিয়ে নিলেন।

আক্বা কি হায়া ছে ঝুকি রেহ্‌তি থি নিগাহেঁ
আঁখোঁ পে মেরে ভাই লাগা কুফ্‌লে মদীনা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে ব্যবহৃত **'কুফ্‌লে মদীনা'**র বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত বয়ান **'কুফ্‌লে মদীনা'** পাঠ করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

যদি জান্নাতে যেতে বাধা দেওয়া হয়, তবে!

হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদ্‌হাম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ একবার গোসল করার জন্য কোন গোসলখানায় গমন করেন। গোসলখানার মালিক তাঁকে বাধা দিয়ে দিরহাম (অর্থাৎ টাকা) চাইল। আর বলে দিল: দিরহাম না দিলে প্রবেশ করতে দেব না। তার এই কথা শুনেই তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কাঁদতে আরম্ভ করে দিলেন। গোসলখানার মালিক দুঃখিত হয়ে বলল: আপনার কাছে যদি দিরহাম না থাকে, কোন সমস্যা নেই। আপনি এমনিতেই গোসল করে নিন। তিনি বললেন: আমি এ কারণে কান্না করছি না যে, আপনি আমাকে বাধা দিয়েছেন। বরং আমি তো এ কারণেই কান্না করছি যে, দিরহাম না থাকার কারণে আজ আমাকে এমন এক গোসলখানায় প্রবেশ করতে দেওয়া হল না, যেখানে নেক্‌কার ও গুনাহ্‌গার সকলেই গোসল করে। হায়! নেক আমল না থাকার কারণে যদি কাল আমাকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়ে থাকে, যা কেবল নেক্‌কারদেরই জায়গা। তখন আমার কী অবস্থা হবে?

তাঁর উপর **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এগুলো সে সব পবিত্র আত্মাসমূহের ঘটনাবলী, যাঁরা হচ্ছেন **আল্লাহ্ তায়ালার** পরহেজগার বান্দা। যাঁদের মাথায় **আল্লাহ্ তায়ালা** বেলায়াতের তাজ পরিয়ে দিয়েছেন। দেখুন, ঐসব আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی এমনিতেই বুজুর্গী ও মর্যাদা লাভ করা সত্ত্বেও (অর্থাৎ বেলায়াতের মত মহান সম্মান লাভ করা সত্ত্বেও) নিজের নফসকে সংশোধনের জন্য কীভাবে যে হিসাব ও আত্মসমালোচনা করতেন। আর নিজেকে হীন ও গুনাহ্‌গার মনে করতেন। হায়! আমরাও যদি সংশোধনের আগ্রহ রাখতাম। নিজেদের ব্যাপারে হিসাব চালাতে পারতাম। আর জীবনে বেঁচে থাকতে নিজের আমলের ব্যাপারে হিসাব করে ধন্য

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

হতে পারতাম। উক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা গেল, **আল্লাহ্ তায়ালার** নেক বান্দারা পার্থিব দুঃখ-দুর্দশাকে আখিরাতের স্মরণের মাধ্যম বানাতেন। এই বিষয়ে আরেকটি ঘটনা শুনুন; যেমন:

হাতকড়া ও শিকল

মুফাসসিরে কুরআন, ছাহিবে খাযায়িনুল ইরফান ফি তাফসীরিল কুরআন, খলিফায়ে আ'লা হযরত সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের বিখ্যাত কিতাব **'সাওয়ানিহে কারবালা'**র ৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময়কালে দ্বিতীয় বার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জয়নুল আবেদীন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে বন্দী করা হয়। লোহার ভারী শিকল দিয়ে তাঁর কোমল শরীর মোবারক বাধাঁ হয়। আর তাঁর জন্য পাহারাদার নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। একদিন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস সায়্যিদুনা ইমাম যুহরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আগমন করেন। আর তাঁর এমন করুণ অবস্থা দেখে কান্নায় ঢলে পড়েন। সাথে সাথে হৃদয়ের আবেগকে ধরে রাখতে না পেরে তিনি বলে উঠেন: হায়! আমি এমন পরিস্থিতিকে আর দেখতে পারছি না। এমন যদি হত, আপনার পরিবর্তে আমি এমন করে বন্দী হতাম। তাঁর এ কথা শুনে ইমাম জয়নুল আবেদীন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: আপনি মনে করেছেন যে, এই বন্দীদশা অবস্থা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। তা মোটেও না। বাস্তবতা এটাই যে, আমি যদি চাই **আল্লাহ্ তায়ালার** দয়া ও করুণায় এখনই মুক্ত হয়ে যেতে পারি। কিন্তু এই শাস্তিতে ধৈর্যধারণ করাতে প্রতিদান রয়েছে। এই হাতকড়া, বেড়ি ও শিকলের মধ্যে বন্দী হওয়াতে জাহান্নামের ভয়ানক আগুনের, জিঞ্জিরের, আগুনের বেড়ির ও **আল্লাহ্**র শাস্তির স্মরণ রয়েছে। এ কথা বলে তিনি বেড়ি থেকে পাগুলো এবং হাতকড়া থেকে দু'টি হাত বের করে দেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

তাঁর উপর **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নিঃশ্বাসের সমষ্টি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: 'তাড়াতাড়ি করুন! তাড়াতাড়ি করুন! আপনাদের এ জীবনটা মূলতঃ কী? এ তো কতগুলো নিঃশ্বাসই মাত্র, এটা যখন বন্ধ হয়ে যাবে, আমলের কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে যাবে। যে আমল দিয়ে আপনারা **আল্লাহ্ তায়ালার** নৈকট্য অর্জন করে থাকেন। **আল্লাহ্ তায়ালা** সে সব বান্দাদের উপর দয়া করুন, যারা নিজেদের আমলের সমালোচনামূলক হিসাব চালিয়েছেন এবং নিজেদের গুনাহের উপর কিছু চোখের পানি ঝরিয়েছেন। (ইত্তেহাফুস সাদতিল মুত্তাকীন, ১৪তম খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বোকা লোকেরাই বে-আমল হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন! আমরা তো পা থেকে মাথা পর্যন্ত গুনাহে ডুবে আছি। অবশেষে কোন্ গুনাহ এমন আছে, যা আমরা করি না? আমাদের দ্বারা তো কোন নেক আমল হচ্ছেই না। সামান্য যদি হয় ইখলাসের দূরবর্তী কোন সম্পর্কও সে আমলে থাকে না। লোকদেরকে আমাদের নেক আমলের কথা শুনিয়ে রিয়ার ধ্বংসাত্মকতায় নিমজ্জিত রয়েছি। আমাদের আমলনামা নেকীশূণ্য এবং গুনাহ্পূর্ণ হতেই চলেছে। কিন্তু আফসোস! এসবের মন্দ পরিণতি ও নিজেকে সংশোধনের কোন অনুভূতি আমাদের নেই। তদুপরি আমরা নিজেদেরকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করি। এমনকি কেউ যদি আমাদেরকে

www.dawateislami.net

বোকা ও মুর্খ বলে বসে, তাহলে আমরা তাকে শত্রু মনে করি। কিন্তু এখন আপনারাই বলুন, যদি পলাতক কোন অপরাধীর ফাঁসির আদেশ হয়ে যায়, আর পুলিশ তাকে খুঁজতে থাকে, এদিকে সে গ্রেফতারি বিষয়ে ভয়হীন হয়ে নিজেকে বাঁচাবার কোন পন্থা কিংবা সাবধানতা পরিহার করে মুক্ত ভাবে ঘোরাফেরা করে, তাহলে আপনারা কি তাকে বুদ্ধিমান বলবেন? কখনও না! এমন লোককে মানুষেরা বোকাই বলে থাকবে।

জাহান্নামের দরজায় নাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাকে এ কথা বলে দেওয়া হয়, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায পরিত্যাগ করল, জাহান্নামের দরজায় তার নাম লিখে দেওয়া হয়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা, নম্বরঃ ১০৫৯০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত) আর এও সংবাদ দেওয়া হয়, যে ব্যক্তি রমযান মাসের একটি রোযাও শরয়ী কোন ওজর কিংবা অসুস্থতা ব্যতিরেকে কাযা করে, তাহলে সারা জীবন রোযা রাখলেও সে রোযার কাযা আদায় করা সম্ভব নয়। যদিও পরে তা রেখে দেয়।(১) (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৭২৩, দারুল ফিকর বৈরুত) আর এও জানিয়ে দেওয়া হয়, যে ব্যক্তি হজ্বের জন্য সামর্থ্য রাখে এবং পাথেয় সহ অপরাপর সকল ব্যয় বহন করতে সামর্থ্য হয়, তাকে **আল্লাহ্‌**র ঘরে পৌঁছিয়ে দাও। এরপরও যে ব্যক্তি হজ্ব করবে না, সে ইহুদী কিংবা খ্রীষ্টান হয়ে মরুক। (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৮১২) তোমরা যদি ওয়াদা ভঙ্গ কর, তাহলে মনে রাখবে, যে ব্যক্তি ওয়াদা ভঙ্গ করে, তার উপর **আল্লাহ্ পাক**, ফেরেশতা ও লোকজনের অভিশাপ রয়েছে। তার না

---

(১) অর্থাৎ অনর্থক রমযান মাসে একটি রোযাও যে ব্যক্তি রাখল না, সে যদি এর পরিবর্তে সারা জীবনও রোযা রাখে, তবু সেই মর্যাদা ও সেই সাওয়াব সে পাবে না, যা রমযানে রাখলে পেত। যদিও শরীয়াত মতে এক রোযা দ্বারা এর কাযা হয়ে যাবে। ফরজ আদায় হওয়া এক বিষয় আর মর্যাদা লাভ করা ভিন্ন বিষয়। (মিরআত, ৩য় খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ফরয কবুল হবে, না নফল। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬১৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৮৭০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত) তোমরা যদি খারাপ দৃষ্টি দাও, কোন না মুহরিম মহিলার দিকে দেখ, নাবালেগ পুরুষকে কু-প্রবৃত্তির দৃষ্টি দিয়ে দেখ, ভি.সি.আর., টি.ভি., ইন্টারনেট, সিনেমা হলে সিনেমা, নাটক ইত্যাদি অশ্লীল দৃশ্য লাগাতার দেখতে থাক, তাহলে মনে রাখবে! বর্ণিত আছেঃ যে নিজের চোখগুলোকে হারাম দ্বারা পরিপূর্ণ করেছে। কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদের চোখে আগুন ঢেলে দিবেন। আর যে ব্যক্তিকে এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, অচিরেই তোমাকে মরতে হবে। কেননা, জীব বলতেই প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। সময় যখন শেষ হয়ে যাবে, মৃত্যু না বিলম্বিত হবে, না তাড়াতাড়ি হবে। আর এও জানিয়ে দেওয়া হল যে, মৃত্যুর পর এমন কবরে যেতে হবে, যা গুনাহ্গারদের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভয়ানক হবে। তাদের জন্য কীট-পতঙ্গ, সাপ-বিচ্ছুও থাকবে। তাতে তাদের হাজার হাজার বৎসর থাকতে হবে। হায়! কবর প্রত্যেককে চাপ দিবে। নেক্কারদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে, যেমনি ভাবে একজন মা তার হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাকে পেয়ে অত্যন্ত মায়া ও ভালবাসা দিয়ে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে নেয়। আর যে সব ব্যক্তির উপর **আল্লাহ্ তায়ালা** নারাজ হন, তাদেরকে তা এমনভাবে পিষ্ট করবে যে, পাঁজরের হাঁড়গুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে একটি অপরটির সাথে এমনভাবে ঢুকে যাবে, উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো যেমন একটি অপরটির সাথে মিলে যায়। এতে শেষ নয়, বরং এ কথায়ও সতর্ক করে দেওয়া হল যে, কিয়ামতের একটি দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। সূর্য এক মাইল উপরে থেকে আগুন বর্ষণ করতে থাকবে। হিসাব-নিকাশের ধারাবাহিকতা চলবে। নেক্কারদের জন্য জান্নাতের আরাম আয়েশ থাকবে, আর গুনাহ্গারদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি থাকবে।

www.dawateislami.net

চরম বোকামী

এত কিছু জানার পরও কোন ব্যক্তি যদি **আল্লাহ্ তায়ালাকে** যথাযথ ভয় না করে, মৃত্যুর বিভীষিকা, কবরের ভয়াবহতা, কিয়ামতের হৃদয়বিদারক অবস্থা এবং জাহান্নামের শাস্তি সমূহকে প্রকৃতভাবে ভয় না করে, বরং উদাসীনতায় গা ভাসিয়ে অলস নিদ্রায় বিভোর থাকে, নামায না পড়ে, রমযান মাসের রোযা না রাখে, ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করে, ফরজ হওয়া সত্ত্বেও হজ্ব আদায় না করে, ওয়াদা ভঙ্গ করা অভ্যাসে পরিণত হয়, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, মানুষের প্রতি কু-ধারণা ইত্যাদি পরিহার না করে, সিনেমা, নাটক ইত্যাদির প্রতি আসক্ত থাকে, গান-বাজনা শোনা বিনোদনের মাধ্যম হয়, পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, গালমন্দ করে, বিভিন্ন ধরনের অশ্লীলতায় নিমজ্জিত থাকে, মোটকথা; নিজেকে মোটেই সংশোধন করে না, অথচ নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করতে থাকে, এমন ব্যক্তির চেয়ে বড় বোকা ও মুর্খ আর কে হতে পারে? আর চরম বোকামী বা মুর্খতা হচ্ছে: যখন সংশোধনের জন্য বলা হয়ে থাকে, তখন সে বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে বলে উঠে, ভাই কোন সমস্যা নেই, **আল্লাহ্ তায়ালা** তো বড় দাতা দয়ালু, তিনি মেহেরবানী করবেন। তিনি দয়া করবেন।

ক্ষমাপ্রাপ্তির আকাংখা কখন বোকামী?

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইহ্ইয়াউল উলুমে বলেছেন: ঈমানের বীজে ইবাদতের পানি দেবে না, অন্তরকে খারাপ চরিত্র দ্বারা ভরপুর করে রাখবে, পার্থিব আরাম-আয়েশে বিভোর থাকবে, আর অন্যদিকে ক্ষমা পেয়ে যাওয়ার অপেক্ষাও করবে! কোন ব্যক্তির এরূপ অপেক্ষা করা মানে একজন বোকা, মুর্খ ও ধোকায় নিমজ্জিত লোকেরই অপেক্ষা। (ইহ্ইয়াউল উলুমিদ্দীন, ৪র্থ খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, দারু ছাদের বৈরুত) **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্সম, রহমতে আলম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

"ব্যর্থ (অর্থাৎ বোকা) সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে খাহেশাত তথা কু-প্রবৃত্তির পিছনে পরিচালিত করে। আর (তা সত্ত্বেও) **আল্লাহ্ তায়ালার** কাছে আশাও রাখে।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২০৭-২০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৬৭, দারুল ফিকর বৈরুত)

যব বুনে গম কাটার আকাংখা বোকামী

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত হাদীসের টিকায় বলেছেন: এই হাদীস শরীফে 'ব্যর্থ' দ্বারা বোকাই উদ্দেশ্য। বুদ্ধিমানের বিপরীত। নফসে আম্মারা দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি। অর্থাৎ সে ব্যক্তি বোকা, যে কাজ করে জাহান্নামের আর আশা করে জান্নাতের। বলে বেড়ায় **আল্লাহ্ তায়ালা** তো ক্ষমাশীল, দয়াময়। যব বুনে আর আকাংখা করে গম কাটার। বলে বেড়ায় **আল্লাহ্ তায়ালা** তো ক্ষমাশীল, দয়াময়, কাটার সময় তা তিনি গম বানিয়ে দিবেন। এর নাম আকাংখা নয়। **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেছেন:

مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۙ﴿۶﴾

(পারা ৩০, সূরা ইনফিতার, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "তোমাকে কোন্ জিনিসটি প্রবঞ্চণা দিল, আপন দয়াময় প্রতিপালক হতে।"

আরো ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۱۸﴾

(পারা ২, সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "সে সব লোক যারা ঈমান এনেছে, আর সে সব যারা **আল্লাহ্‌র** জন্য ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে, আর **আল্লাহর** রাস্তায় যুদ্ধ করে। তারা **আল্লাহর** রহমতের আশাবাদী, আর **আল্লাহ্** ক্ষমাশীল দয়াবান।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

যব বুনে গম কাটার আশা করা হচ্ছে, শয়তানি ধোকা ও নফসের কুমন্ত্রণা। খাজা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেছেন: কিছু কিছু লোককে মিথ্যা আশাবাদ সোজা রাস্তা নেক আমল হতে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। মিথ্যা বলা যেমন গুনাহ্, অনুরূপ মিথ্যা আশা করাও গুনাহ্।

(মিরআতুল মানাজীহ্, ৭ম খন্ড, ১০২-১০৩ পৃষ্ঠা। আশিআ, ৪র্থ খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা। মিরকাত, ৯ম খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামের বীজ বপন করে জান্নাতী ফসলের অপেক্ষা!

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ নিজের কিতাব **"ইহ্ইয়াউল উলুমে"** লিখেছেন: হযরত সায়্যিদুনা ইহ্ইয়া বিন মুয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: আমার নিকট বড় ধোঁকা হচ্ছে, ক্ষমা পাওয়ার আশায় লজ্জিত না হয়ে বরং কোন লোক গুনাহের দিকে আরো বেশি অগ্রসর হতে থাকা। আনুগত্য পরিহার করে **আল্লাহ্ তায়ালার** নৈকট্য অর্জনে ভরসা করা। জাহান্নামের বীজ বপন করে জান্নাতের ফসলের অপেক্ষা করা। গুনাহ্ করতে থাকবে, অথচ আকাংখা করবে নেককারদের ঘরের (জান্নাতের)। ভাল আমল না করে বরং ভাল প্রতিদানের আশা করবে। জুলুম-অত্যাচার করবে, আর এদিকে **আল্লাহ্ তায়ালার** কাছে নাজাতের আশাও রাখবে।

تَرۡجُو النَّجَاةَ وَلَمۡ تَسۡلُكۡ مَسَالِكَهَا اِنَّ السَّفِيۡنَةَ لَا تَجۡرِیۡ عَلَی الۡيَبَسِ

তোমরা নাজাতের আশা রাখ, কিন্তু তাঁর প্রদত্ত রাস্তায় চল না। জেনে রাখ, নৌকা কখনও শুষ্ক মরুভূমিতে চলতে পারে না।' (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

মুসিবত হতে শিক্ষা নেওয়া যায়

মনে রাখবেন! আল্লাহ্ তায়ালা অমুখাপেক্ষী। তাঁর অমুখাপেক্ষিতাকে বুঝার জন্য এভাবে চেষ্টা করুন, পৃথিবীতে কি আপনার কোন দুঃখ-দুর্দশা আসে না? জ্বর আসে না? পেরেশানি আসে না? রিক্তহস্ততা, ঋণগ্রস্ততা, বেকারত্বের দৃশ্য, আপনি কি জীবনে কখনো একবারও দেখেননি? দুরাবস্থার শিকার কি হননি?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

হাত, পা কিংবা চোখ ইত্যাদির ওজরসম্পন্ন লোক দেখেননি? পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশার চিত্রগুলো আপনাকে কি জাহান্নামের শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না? নিশ্চয় চোখওয়ালা বা বিবেকবানদের জন্য পার্থিব দুর্দশাগুলোতে কবর, আখিরাত এবং জাহান্নামের শাস্তির স্মরণ রয়েছে। আর মনে রাখবেন! সেই অমুখাপেক্ষী **আল্লাহ্ তায়ালা!** যিনি পৃথিবীতে বান্দাদেরকে রোগসমূহ, দুঃখ-কষ্ট এবং মুসিবতের মধ্যে লিপ্ত করাতে পারেন, তিনি জাহান্নামের শাস্তিও দিতে পারেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তায়ালা রিযিকদাতা, তা সত্ত্বেও .....

এই বিষয়টি একবার গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** রিযিকদাতা। আর তিনি কোনরূপ মাধ্যম ছাড়াও রিযিক দানে সক্ষম। এটি তো আপনিও বিশ্বাস করেন, আর আমিও। হ্যাঁ! হ্যাঁ! তিনি প্রত্যেকেরই রিযিকের দায়ভার নিজের বদান্যতার যিম্মায় নিয়ে নিয়েছেন। যেমন: ১২ পারার শুরুর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا مِنۡ دَآبَّةٍ فِى الۡاَرۡضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزۡقُهَا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “আর পৃথিবীতে বিচরণকারী কোন প্রাণী এমন নেই, যার রিযিক **আল্লাহ্ তায়ালার** বদান্যতার যিম্মায় নেই।”

অতঃপর চিন্তার বিষয় এই, **আল্লাহ্ তায়ালা** যখন রিযিকের যিম্মা নিয়ে নিয়েছেন, আপনি কেন সেই রিযিকের জন্য এদিক-সেদিক দৌঁড়াদৌঁড়ি করছেন? এক শহর হতে অন্য শহরে কেন পাড়ি জমাচ্ছেন? কেন স্বদেশ ত্যাগ করে স্বদেশহারা হচ্ছেন? আর সফরে আপতিত হওয়া যে কোন দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে মেনে নিচ্ছেন? এ কারণেই যে, আপনার মন মানসিকতা এভাবে গঠিত হয়ে গেছে, আমি চেষ্টা করতে থাকলেই তবে রিযিক মিলবে, ‘হরকত মেঁ বরকত হ্যায়’ অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়াতে বরকত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেকের মাগফিরাতের যিম্মা নেননি, কিন্তু.....

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব নিজের বদান্যতার যিম্মায় নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখবেন! যে কোন মুসলমানের ঈমানের হিফাজত কিংবা বিনা-হিসাবে ক্ষমা করার দায়িত্ব নেননি। কিন্তু মানুষ কেবল রিযিকের চেষ্টা অব্যাহত রখেছে, ঈমানের না। ঈমান হিফাজতের এবং বিনা-হিসাবে মাগফিরাত লাভের জন্য কোন ধরনের প্রচেষ্টা দেখা যায় না। হয়ত এই কারণে, আজকাল অনেক লোকজনের হৃদয়-মন কঠোর হয়ে গেছে। তাই তারা দুনিয়া অর্জনের জন্য দুঃখ-কষ্ট মেনে নিতে রাজি। দুনিয়া অর্জনের জন্য প্রতিদিন আট, দশ বরং বার ঘন্টা পর্যন্ত তেলের ঘানি টানার বাহন মহিষের মত ঘুরাঘুরি করতে প্রস্তুত। হায়, শত কোটি আফসোস! ঈমানের হিফাজত এবং বিনা-হিসাবে মাগফিরাত লাভের জন্য প্রতিমাসে কেবল তিন দিনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্যও যদি বলা হয়, তখনও এই বলে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয় যে, আমাদের সময় নেই। **আল্লাহ্** ক্ষমা করুন, যেন তাদের অবস্থার ভাষা এটাই বলতে চাচ্ছে;

নফস ও শয়তান নে বদমস্ত কিয়া ভাঈ হে, হাম না সুধরে হেঁ, না সুধরেঁঙ্গে, কসম খাঈ হে।

আল্লাহ্ তায়ালা অমুখাপেক্ষী

নিশ্চয় **আল্লাহ্ তায়ালা** কোনরূপ মাধ্যম ব্যতিরেকে কেবল নিজ রহমত সহকারে জান্নাতে প্রবেশ করাতে সক্ষম। কিন্তু তাঁর অমুখাপেক্ষিতাকে ভয় করা জরুরী যে, তিনি কোন একটি মাত্র গুনাহের কারণে গ্রেফতার করে জাহান্নামেও প্রবেশ করাতে পারেন। **“মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলে” আল্লাহ্ তায়ালার** ইরশাদ নকল করা হয়েছে: “এসব লোকেরা জান্নাতে যাক, আমি কারো পরোয়া করি না। আর এরা জাহান্নামে যাক, তাতেও আমি কারো পরোয়া করি না।”
(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা, নম্বরঃ ১৭৬৭৬, দারুল ফিকর বৈরুত)

www.dawateislami.net

তাই আমাদের উচিত নিজেদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করা। আর জান্নাতুল ফিরদৌসে প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য মন-মানসিকতা এভাবে বানাতে হবে যে, **'আমি সংশোধন হতে চাই'**। আর এ জন্য নিজের মধ্যে **আল্লাহ্**-ভীতি ও **নবীপ্রেম** সৃষ্টি করার ভরপুর চেষ্টা করতে হবে। **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমতে আমরা গুনাহ্ হতে বাঁচব, নামায ও সুন্নাতের অনুসরণ করব। মাদানী কাফেলায় সফর করব। প্রত্যহ রাতে **'ফিক্‌রে মদীনা'** করতে করতে **'মাদানী ইন্‌'আমাতের'** রিসালা পূরণ করব। আর প্রতি মাসে এলাকার যিম্মাদারদের কাছে জমা দিব। তাহলে **আল্লাহ্ তায়ালার** দয়া ও অনুগ্রহে এবং **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় আমরা জাহান্নাম হতে বেঁচে গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করব। এই তো প্রকৃত সাফল্য। যেমন; পারা: ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৫ তে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "যে সব লোকদেরকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করা হল, তারা সাফল্য লাভ করল।"

সংশোধনের জন্য তাওবা করে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অবশ্য কখনও **তাঁর (আল্লাহ্ তায়ালার)** রহমত হতে নিরাশ না হওয়া চাই। **তাঁর (আল্লাহ্ তায়ালার)** অমুখাপেক্ষিতাকে ভুলেও না যাওয়া চাই। আর নিজেকে সংশোধনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা চাই। আমি আশা করি যে, আমাদের প্রত্যেক মুসলমানের আকাংখা হল: **'আমি সংশোধন হতে চাই'**। অতএব, যে ব্যক্তি বাস্তবিকই সংশোধন হতে চায় সে যেন নিজের পূর্বের গুনাহ্‌গুলো হতে সত্যিকার তাওবা করে নেয়। নিশ্চয় **আল্লাহ্ তায়ালা** তাওবা কবুলকারী। উৎসাহ প্রদানের জন্য তাওবার ফযীলত সম্পর্কে তিনটি হাদীস শরীফ আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: (১) “বান্দা যখন নিজের গুনাহ্ স্বীকার করে এবং তাওবা করে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার তাওবা কবুল করেন।” (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৬১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত) (২) হাদীসে কুদসীতে রয়েছে; **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন: “হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই গুনাহ্গার, সে ব্যক্তি ব্যতীত যাকে আমি নিরাপত্তা দান করি। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ কথা জেনে নেবে যে, আমি ক্ষমা করতে সক্ষম, আর সে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। আর আমি কারো পরোয়া করি না। (মিশকাতুল মাসাবীহ্, ২য় খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৫০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত) (৩) **রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এরূপ দোয়া করবে:

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ عَمِلْتُ سُوْءًا
اَوْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

অর্থাৎ “হে **আল্লাহ!** তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তুমি পবিত্র সত্তার অধিকারী। আমি মন্দ কাজ করেছি। আর আমি আমার নফসের উপর জুলুম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, তুমি ব্যতীত ক্ষমাশীল আর কেউ নেই।” তখন **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন: “আমি এই ব্যক্তির গুনাহ্গুলো ক্ষমা করে দিচ্ছি। তা যদি হয় পিপিলিকার সংখ্যারও সমপরিমাণ।”

(কানযুল উম্মাল, ২য় খন্ড, ২৮৭ পৃষ্ঠা, সংখ্যা: ৫০৪৯, দারু কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ভাল ভাল নিয়্যত সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের সকলের তাওবা কবুল করুন। আপনাদের সকলের ঈমান হিফাজত করুন। আপনাদেরকে বারবার

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

হজ্ব নসিব করুন। বার বার গুম্বদে খাদ্বরার জেয়ারত নছীব করুন। মুখলিস আশিকে রাসুল বানান। আর এসব দোয়া আমি পাপী, বদকার, গুনাহ্গারদের সর্দারের পক্ষেও কবুল করুন। সাহস করুন, আর আজই সংকল্প করুন, **'আমি সংশোধন হতে চাই'**। তাই আমার আর কোন নামাযই কাযা হবে না اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ..। রমযান মাসের কোন রোযা কাযা হবে না اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ..। সিনেমা, নাটক কখনও দেখব না اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ..। গান-বাজনা শুনব না اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ..। দাঁড়ি মুণ্ডাব না اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ..। দাঁড়িকে এক মুষ্টির চেয়ে ছোট করব না اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ..। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় প্রতি মাসে তিন দিন সফর করব اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ..। দৈনিক **"ফিক্‌রে মদীনা"**র মাধ্যমে প্রতি মাসে **মাদানী ইন্'আমাতের** রিসালা পূরণ করব এবং প্রত্যেক মাদানী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নিজের যিম্মাদারকে তা জমা দিয়ে দেব اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ..।

ইলাহী রহম ফরমা 'মাঁই সুধরনা চাহ্‌তা হোঁ' আব,
নবী কা তুঝ কো সদ্‌কা 'মাঁই সুধরনা চাহ্‌তা হোঁ' আব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত ও কিছু সুন্নাত বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, শময়ে বজমে হেদায়াত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে ব্যক্তি আমাকেই ভালবাসল। যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসল, সে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ্, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নম্বর: ১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

সীনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মেঁ পড়ূসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

সুরমা লাগানোর ৪টি মাদানী ফুল

(১) সুনানে ইবনে মাজাহ এর বর্ণনায় রয়েছে: সুরমার মধ্যে উন্নত সুরমা হল ‘ইস্‌মদ’। এটি দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে। আর পলক গজায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদিস নম্বর: ৩৪৯৭) (২) পাথুরে সুরমা ব্যবহার করাতে কোন সমস্যা নেই। কালো সুরমা বা কাজল সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে পুরুষদের ব্যবহার করা মাকরূহ। আর যদি সৌন্দর্য উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে, তবে মাকরূহ নয়। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা) (৩) ঘুমানোর সময় সুরমা ব্যবহার করা সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা) (৪) সুরমা ব্যবহারের তিনটি বর্ণিত পদ্ধতির সারাংশ পেশ করা হল: যথা- (১) কখনও উভয় চোখে তিন শলা করে। (২) কখনও ডান চোখে তিন বার আর বাম চোখে দুই বার। (৩) কখনও উভয় চোখে দুই শলা করে এবং পরে শেষে এক শলাতে সুরমা লাগিয়ে সেটিকে একে একে উভয় চোখে লাগাবেন। (শুআবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত) এভাবে করতে থাকলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তিনটির উপরই আমল হতে থাকবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্মাণিত যে সকল কাজ রয়েছে সবগুলোকে আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক হতে আরম্ভ করতেন। সুতরাং প্রথমে ডান চোখে সুরমা লাগাবেন, পরে বাম চোখে। সুরমা লাগানোর সুন্নাত পদ্ধতির ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য এবং অন্যান্য অগণিত সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **‘সুন্নাত ও আদাব’** হাদিয়া প্রদানপূর্বক সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন। সুন্নাত সমূহ প্রশিক্ষণের এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলাগুলোতে আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতপূর্ণ সফর করা।

সীখ্‌নে সুন্নাতেঁ কাফেলে মেঁ চলো, লুট্‌নে রহমতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।
হোঙ্গী হাল মুশকিলেঁ কাফেলে মেঁ চলো, পাওগে বরকতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।

www.dawateislami.net

বয়ান নং ৩

নিশ্চুপ শাহ্জাদা

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- বাহারাম ও পাখি
- চুপ থাকার ফযীলত সম্পর্কীত ৪টি হাদীস শরীফ
- কুকুরের আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি
- জনৈক সাহাবীর জান্নাতী হওয়ার রহস্য
- মিসওয়াকের ২০টি মাদানী ফুল

পৃষ্ঠা উল্টান

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

নিশ্চুপ শাহ্জাদা

শয়তান লাখো বাধা প্রদান করুক, আপনি এ রিসালা সম্পূর্ণ পড়ে নিন,
যদিও জিহ্বার ব্যবহারে সচেতন হওয়ার অভ্যাস না থাকে,
তবে আল্লাহর ভয়ে উজ্জীবিত হয়ে আপনার কান্না চলে আসবে। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিয়ুল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “অধিকহারে **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করা এবং আমার প্রতি দরূদ শরীফ পড়া, দরিদ্রতাকে অর্থাৎ অভাবকে দূর করে দেয়।” (আল কওলুল বদী, ২৭৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শাহ্জাদা হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল। বাদশাহ ও মন্ত্রী পরিষদ এবং দরবারের সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত এর কি হলো যে, কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দিয়েছে! সকলের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শাহ্জাদা নিশ্চুপ ছিল, চুপচাপই দিন যাপন করতে লাগল। নিশ্চুপ থাকা সত্ত্বেও শাহ্জাদার দৈনন্দিন কাজে কোন বিঘ্নতা ঘটলনা। একদিন নিশ্চুপ শাহ্জাদা আপন সঙ্গীদের নিয়ে পাখি শিকারে বের হলো। ধনুকে তীর লাগিয়ে এক ঘন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পাখির সন্ধান করছিল, প্রতিমধ্যে গাছের পাতার ঝোপের ভিতর থেকে কোন পাখির আওয়াজ

www.dawateislami.net

ভেসে আসল, ব্যস কালবিলম্ব না করে শব্দের উৎসের দিকে তীর নিক্ষেপ করে দিল আর দেখতে দেখতেই একটি পাখি আহতাবস্থায় মাটিতে পতিত হলো এবং ধড়পড় করতে লাগল। নিশ্চুপ শাহ্জাদা অতর্কিত বলে উঠল: পাখিটি যতক্ষণ চুপ ছিল নিরাপদ ছিল, কিন্তু শব্দ করতেই তীরের নিশানা হয়ে গেল আর আফসোস! সেটার বলার কারণে আমাকেও বলতে হলো!

চুপ রেহনে মে শো সুখ হে তু ইয়ে তাজরবা করলে,
এ্যায় ভাই! জবা পর তু লাগা কুফ্লে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চুপ থাকাতে নিরাপত্তা রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনাটি মনগড়া বটে তবে এটা অকাট্য সত্য যে, বাচাল ব্যক্তি অপরকেও বলতে বাধ্য করে। নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করে, অনেক সময় বলে আফসোস করে এবং বারবার পেরেশানীর শিকার হয়, বাস্তবিকই মানুষ যতক্ষণ চুপ থাকে অনেক বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকে।

বাহরাম ও পাখি

কথিত আছে: বাহরাম কোন গাছের নিচে বসেছিল, সেখানে একটি পাখির শব্দ শুনতে পেল আর সে পাখিটাকে মেরে বলতে লাগল: জিহ্বার হিফাযত মানুষ ও পাখি উভয়ের জন্য উপকারী, যদি এ পাখি নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখত তবে ধ্বংস হতনা। (মুস্তাতরাফ, ১ম খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

চুপ থাকার ফযীলত সম্পর্কীত ৪টি হাদীস শরীফ

(১) مَنْ صَمَتَ نَجَا অর্থাৎ যে চুপ রইল, সে মুক্তি পেল।

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫০৯)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

(২) اَلصَّمْتُ سَيِّدُ الْاَخْلَاقِ অর্থাৎ নিরবতা চারিত্রিক বৈশিষ্টের সরদার।

(আল ফিরদাউস বিমাচুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ৪১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৫০)

(৩) اَلصَّمْتُ اَرْفَعُ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ নিরবতা উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত।

(প্রগুক্ত, হাদীস: ৩৮৪৯)

(৪) মানুষের চুপ থাকার উপর অটল থাকা ৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম। (শুয়াবুল ঈমান, ৪র্থ খন্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৯৫৩)

৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম হওয়ার বিশ্লেষণ

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৪র্থ হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি ৬০ বছর ইবাদত করে কিন্তু অতিরিক্ত কথাও বলে, ভাল-মন্দ কথার মাঝে পার্থক্য করেনা, এর চাইতে কিছুক্ষণ চুপ থাকা উত্তম, কেননা নিরবতা দ্বারা চিন্তা ভাবনাও করা হলো, আত্মশুদ্ধি করার সুযোগও হলো, হাকীকত ও মারেফাতে মগ্ন হয়ে গোপন যিকিরের সমুদ্রেও ডুব দেওয়ার সুযোগ হলো, সাথে ধ্যান করাও হলো।

(মিরআতুল মানাজিহ্, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা)

অনর্থক কথাবার্তার ৪টি ভয়ানক ক্ষতি

“গল্প গুজব”কারী ,বাকপটু ব্যক্তি,বরং অনর্থক কথাকে জায়িয ও গুনাহের কাজ নয় মনে করে বা এমনিতেই যে মাঝে মধ্যে অনর্থক কথা বলে থাকে, প্রত্যেকেই অহেতুক কথাবার্তা সম্পর্কিত হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অভিমত লক্ষ্য করুন এবং নিজেকে অহেতুক কথাবার্তার এ চারটি ক্ষতি সম্পর্কে ভীতিগ্রস্থ করে তুলুন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ চারটি কারণে অহেতুক কথাবার্তার নিন্দা করেছেন:

(১) অনর্থক কথা কিরামান কাতিবীন (অর্থাৎ আমল লিপিবদ্ধকারী সম্মানিত ফিরিশতা) কে লিখতে হয়, অতএব মানুষের উচিত তাঁদেরকে লজ্জা করা ও অনর্থক

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

কথাবার্তা লিখার কষ্ট না দেওয়া। **আল্লাহ তায়ালা** ২৬ পারার 'সুরা কাফ্' এর ১৮ নং আয়তে ইরশাদ করেন:

مَا یَلۡفِظُ مِنۡ قَوۡلٍ اِلَّا لَدَیۡہِ رَقِیۡبٌ عَتِیۡدٌ ﴿۱۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এমন কোন কথাই সে মুখ থেকে বের করে না যে, তার সন্নিকটে একজন রক্ষক উপবিষ্ট থাকে না।

(২) অনর্থক কথাবার্তা দ্বারা ভরপুর আমলনামা **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে পেশ করা কখনো ভাল বিষয় হতে পারে না।

(৩) আল্লাহ তায়ালার দরবারে সকল সৃষ্টির সামনে বান্দাকে আদেশ দেয়া হবে যে, আপন আমলনামা পড়ে শুনাও! তখন কিয়ামতের ভয়ঙ্কর কঠোরতা তার সম্মূখে থাকবে,মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় থাকবে, সীমাহীন পিপাসার্ত হবে, ক্ষুধার তাড়নায় কোমর ভেঙ্গে পড়বে, জান্নাতে যেতে বাধা প্রদান করা হবে এবং তার উপর সকল প্রকারের আরাম আয়েশ বন্ধ করে দেয়া হবে, ভেবে দেখুন তো! এমন কঠিন মুহুর্তে অনর্থক কথাবার্তায় ভরপুর আমলনামা পড়ে শুনানো কিরূপ দুঃখজনক হবে! (হিসাব করে দেখুন, যদি প্রতিদিন শুধুমাত্র ১৫ মিনিটও অনর্থক কথাবার্তা বলে থাকেন তবে এক মাসে সাড়ে সাত ঘন্টা হলো এবং এক বছরে ৯০ ঘন্টা, মনে করুন, কেউ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ১৫ মিনিট অনর্থক কথাবার্তা বলে থাকে, তবে ১৮৭ দিন ১২ ঘন্টা হলো অর্থাৎ ছয় মাসের অধিক, এখন চিন্তা করে দেখুন! কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে, যেদিন সূর্য কেবল এক মাইল উপর থেকে আগুন বর্ষণ করতে থাকবে, এমন হৃদয়বিদারক গরমে লাগাতার ছয়মাস পর্যন্ত কে "আমলনামা" পড়ে শুনাতে পারবে! এটাতো শুধুমাত্র দৈনিক ১৫ মিনিট অনর্থক কথাবার্তার হিসাব। আমাদের তো অনেক সময় কয়েক ঘন্টা বন্ধু বান্ধবদের সাথে "অনর্থক গল্প গুজবে" অতিবাহিত হয়ে যায়, গুনাহ্পূর্ণ কথাবার্তা ও অন্যান্য গুনাহ্ সমূহতো রয়েছেই)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

(৪) কিয়ামতের দিন বান্দাকে অহেতুক কথাবার্তার জন্য তিরষ্কার করা হবে এবং তাকে লজ্জিত করা হবে। বান্দার কাছে এর কোন উত্তর থাকবেনা এবং সে **আল্লাহ তায়ালা**র সম্মূখে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে যাবে। (মিনহাজুল আবিদীন, ৬৮ পৃষ্ঠা)

হার লফজ্ কা কিছ তারাহ্ হিসাব আহ! মে দোঙ্গাঁ
আল্লাহ্ জবা কা হো আতা কুফ্লে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সর্বাধিক ক্ষতিকর বস্তু

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "একবার আমি **নবী করীম, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরজ করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমার জন্য কোন বস্তুটি সর্বাধিক ভয়াবহ ও ক্ষতিকর হিসেবে নির্ধারণ করেন? তখন **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের জিহ্বা মোবারক ধরে ইরশাদ করলেন: **"এটাকে"**। (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪১৮)

ভাল কথা বল না হয় চুপ থাক

হায়! বুখারী শরীফের এই হাদীস শরীফ যেন আমাদের মনমানসিকতা ও মস্তিষ্কে চিরস্থায়ী ভাবে বসে যায়, যাতে এটাও বর্ণিত আছে:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ

অর্থাৎ "যে **আল্লাহ** এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে, তার উচিত যেন ভাল কথা বলে বা চুপ থাকে।" (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬০১৮) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে"** এর ৯১ পৃষ্ঠায় আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "ঐসব কথার

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, যে কথার মাধ্যমে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য নয়।" (হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১ম খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: ইবাদতের উৎস নিরবতার মাধ্যমে অর্জিত হয়, অতঃপর ইলম অর্জন করা, এরপর সেটাকে মুখস্ত করা, তারপর এর উপর আমল করা এবং সেটার প্রচার করা। (তারিখে বাগদাদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা)

যদি জান্নাত প্রয়োজন হয়, তবে ....

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মহান খিদমতে লোকেরা আরয করল: আমাদেরকে এমন কোন আমল বলে দিন যাতে জান্নাতে যেতে পারি। ইরশাদ করলেন: "কখনো কথা বলোনা"। আরয করল: এটাতো হতে পারেনা। বললেন: "ভাল কথা ব্যতিত মুখ দিয়ে কোন কথা বলোনা।"

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা)

আকছর মেরি হোঁটো পে রহে যিকরে মদীনা
আল্লাহ জাবা কা হো আতা কুফ্লে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

চুপ থাকা ঈমান হিফাজতের মাধ্যম

যে দুর্ভাগার মুখ কাঁচির মত প্রত্যেকের কথা কেটে নেয়, সে অপরের কথা ভালভাবে বুঝা থেকে বঞ্চিত থাকে বরং বাচাল ব্যক্তির জন্য এটারও আশংকা থাকে যে, বক বক করতে করতে মুখ থেকে অনেক সময় আল্লাহর পানাহ! কুফরী বাক্যও বের হয়ে যায়। যেমন: হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ **"ইহ্ইয়াউল উলুম"** এর মধ্যে কতিপয় বুযুর্গের বাণী বর্ণনা করে বলেন: নিশ্চুপ ব্যক্তির দু'টি গুন অর্জিন হয় (১) তাঁর দ্বীন নিরাপদ থাকে এবং (২) অপরের কথা ভালভাবে বুঝতে পারে। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

চুপ থাকা মূর্খ ব্যক্তির জন্য পর্দা স্বরূপ

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

اَلصَّمْتُ زَيْنٌ لِّلْعَالِمِ وَسِتْرٌ لِّلْجَاهِلِ

অর্থাৎ চুপ থাকা আলিমদের সৌন্দর্য এবং মূর্খ ব্যক্তির জন্য পর্দা স্বরূপ।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭ খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৭০১)

নিরবতা ইবাদতের চাবি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সুফিয়ান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: অধিক পরিমাণে চুপ থাকা হচ্ছে ইবাদতের চাবি।

(আস-সামতু মাআ মওছুআতু ইবনে আবি দুনিয়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৫, নং- ৪৩৬)

সম্পদ হিফাজত করা সহজ কিন্তু জিহ্বা ....

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ওয়াসি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বলেন: মানুষের জন্য মুখের হিফাজত সম্পদ হিফাজতের থেকে বেশি কষ্টকর। (ইত্তিহাফুস সাদাত লিয্ যুবাইদী, ৯ম খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

আফসোস! নিজের মাল-সম্পদ হিফাযতের ব্যাপারে সাধারণতঃ প্রত্যেকেই সতর্ক থাকে, অথচ সম্পদ নষ্ট হলেও কেবল পার্থিব ক্ষতি হলো। শতকোটি আফসোস! জিহ্বার হিফাজতের চিন্তা নিতান্তই কমে যাচ্ছে, বাস্তবিকই জিহ্বার হিফাজত না করার দ্বারা পার্থিব ক্ষতির সাথে সাথে পরকালিন ক্ষতির পূর্ণ সম্ভবনা রয়েছে।

বক বক কি ইয়ে আ'দাত না ছরে হাশর পাঁসা দে
আল্লাহ জাবা কা হু আ'তা কুফ্‌লে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বাচাল ব্যক্তিকে বারবার লজ্জিত হতে হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা বাস্তব বিষয় যে, চুপ থাকাতে লজ্জিত হওয়ার সম্ভবনা অনেক কম, অন্যদিকে স্থান কাল পার্থক্য না করে কথা বলার অভ্যস্ত ব্যক্তিকে বারবার **SORRY** বলতে হয় এবং ক্ষমা চাইতে হয় কিংবা মনে মনে আফসোস করতে হয় যে, আমি এখানে না বলতাম তবে ভাল হত কেননা আমার বলার কারণে সম্মূখস্থ ব্যক্তির জড়তা দুর হয়ে গেছে, কটু বাক্য শুনতে হয়েছে, অমুক অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে, অমুকের চেহারা মলিন হয়ে গেছে, অমুকের মনে কষ্ট পেয়েছে, নিজের ভাবমুর্তিও নষ্ট হলো ইত্যাদি ইত্যাদি। হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন নদ্বর হারেসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: বেশি কথা বলার কারণে প্রভাব প্রতিপত্তি চলে যায়। (আস্ সামতু লি ইবনে আবি দুনিয়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬০, নং- ৫২)

“বলে” আফসোস করার চেয়ে “না বলে” আফসোস করা উত্তম

সত্যিই “বলে” আফসোস করার চেয়ে “না বলে” আফসোস করা এবং “অতিরিক্ত খেয়ে” আফসোস করার চেয়ে “অল্প খেয়ে” আফসোস করা উত্তম। কেননা যে বলতেই থাকে সে বিপদে ফাঁসতেই থাকে আর যে বেশি খাওয়ার অভ্যস্ত হয় সে নিজের পেটকে নষ্ট করে ফেলে, অধিকাংশই শরীর মোটা হয়ে যায় ও বিভিন্ন প্রকার রোগের শিকার হয়, যৌবনকালে রোগ থেকে কিছুটা মুক্ত থাকলেও যৌবনকাল শেষ হতেই অনেক সময় “আপাদমস্তক রোগাক্রান্ত” হয়ে যায়। অতিভোজনের ক্ষতি ও মেদবহুল শরীর থেকে আরোগ্য লাভের উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডের, অধ্যায় **“ক্ষুধার ফযীলত”** অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

বোবা ব্যক্তি লাভের মধ্যেই রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অন্ধ ব্যক্তিই লাভের মধ্যে রয়েছে। কেননা সে পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া, সুদর্শন কিশোরদের প্রতি কামভাবের দৃষ্টিতে তাকানো, ফিল্ম-ড্রামা দেখা "হাফ প্যান্ট" পরিধান করা লোকের খোলা হাঁটু ও উরু দেখা ইত্যাদি ইত্যাদি কুদৃষ্টিমূলক গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। অনুরূপভাবে বোবা লোকেরাও জিহ্বা দ্বারা সংগঠিত অগণিত আপদ থেকে রক্ষা পায়। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: হায়! আমি যদি বোবা হতাম কেবল **আল্লাহ**র জিকির করা পর্যন্ত বাকশক্তি তথা বলার সামর্থ অর্জিত হত।

(মিরকাতুল মাফাতিহ্, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৭, ৫৮২৬ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)

"ইহ্ইয়াউল উলুমে" বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এক বাচাল মহিলাকে দেখে বললেন: যদি সে বোবা হত, তবে তার জন্য সেটা ভাল হত। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা)

ঘর শান্তির নীড়ে কিভাবে পরিণত হবে!

প্রিয় আকা, নবী করীম, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর বাণী থেকে বিশেষতঃ আমাদের ঐ ইসলামী বোনেরা শিক্ষা গ্রহণ করুন যারা সর্বদা "কথা পাচার" এবং "ঝগড়া" করার মধ্যে মগ্ন থাকে এবং এদিকের কথা ওদিকে, ওদিকের কথা এদিকে বলা থেকে অবসর পায় না। যদি ইসলামী বোনেরা সত্যিকার অর্থে নিজের মুখে **"কুফ্লে মদীনা"** লাগায় তবে তাদের পারিবারিক অশান্তি, আত্মীয় স্বজনের মাঝে বিবাদ এবং শাশুড়ি-বৌয়ের ঝগড়া ইত্যাদি সহ অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং সকল পরিবার শান্তির বাগানে পরিণত হবে, কেননা বেশির ভাগ পারিবারিক ঝগড়া মুখের অপব্যবহারের কারণেই হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়া মিটানোর মাদানী ব্যবস্থাপত্র

শাশুড়ি যদি বকা-ঝকা করে, তবে “বউ” এর উচিত কেবল ধৈর্য্য ধারণ করা। প্রতি উত্তরে শাশুড়িকে একটি কথাও না বলা এবং স্বামীকেও অভিযোগ না করা, বাপের বাড়িতেও কিছু না বলা বরং মুখও যেন ফুলিয়ে না রাখে, এছাড়া নিজের সন্তান কিংবা বাসন কোষন ইত্যাদির উপরও রাগ প্রকাশ না করা। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সফলতা পদচুম্বন করবে। কথিত আছে: “এক চুপ শত লোককে হারিয়ে দেয়।” অনুরূপভাবে যদি বউ আপন “শাশুড়ির” সাথে ঝগড়া করে তবে শাশুড়ির উচিত কোন উত্তর না দেওয়া, কেবল নিরবতা অবলম্বন করা, ঘরের কাউকে এমনকি নিজের ছেলেকেও অভিযোগ না করা। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ “এক চুপ শত সুখ” অনুযায়ী সুখে শান্তিতে থাকবেন। জ্বী হ্যাঁ! সত্যিকার অর্থে সগে মদীনা (লিখক) عُفِيَ عَنْهُ এর এ “মাদানী ব্যবস্থাপত্রের” উপর যদি আমল করা যায়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অতিশীঘ্রই শাশুড়ি বউয়ের ঝগড়া মিটে যাবে এবং ঘর শান্তির বাগানে পরিণত হবে। শাশুড়ি বউয়ের ঝগড়ার প্রতিকারের জন্য হিকমতভরা মাদানী ফুল সম্বলিত **V.C.D.** “ঘর আমন কা ঘেহওয়ারা কেয়সে বনে!” মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে নিন অথবা **দাওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এ দেখুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এ **V.C.D.** এর বরকতে অনেক ঘর শান্তির বাগানে পরিণত হয়েছে!

হে দবদবা না খামুশী মে হায়বাত ভি হে পিন্হা
এ্যায় ভাই! জাবা পর তু লাগা কুফ্লে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

জিহ্বার কাছে আবেদন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহ্বা যতক্ষণ সোজা থাকবে এবং ভাল ভাল কথার ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে ততক্ষণ সেটার উপকারিতা সারা শরীরই পেতে থাকবে অপর দিকে সেটা যদি বাঁকা চলে উদাহরণস্বরূপ কাউকে ধমক দিল, গালি দিল, কাউকে অপমান করল, গীবত ও চুগলী করল, মিথ্যা বলল তবে অনেক সময় দুনিয়াতেই দৈহিকভাবে মার খেতে হয়। **আমাদের প্রিয় আক্বা, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পুতঃপবিত্র বাণী হচ্ছে: “যখন মানুষ সকালে উঠে তখন অঙ্গ সমূহ বিনীতভাবে জিহ্বাকে বলে: আমাদের ব্যাপারে **আল্লাহ তায়ালাকে** ভয় কর কেননা আমরা তোমার সাথে সম্পৃক্ত যদি তুমি সোজা থাক, তবে আমরাও সোজা থাকব, আর যদি তুমি বাঁকা হও, তবে আমরাও বাঁকা হয়ে যাব।” (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪১৫)

ইয়া রব! না জরুরত কে ছেওয়া কুছ কভি বলো!
আল্লাহ জাবা কা হো আতা কুফ্লে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

উত্তম কথা বলার ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, রাহমাতুল্লীল আলামীন, শফিয়ুল মুযনিবীন, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জান্নাতে এমন একটি প্রাসাদ রয়েছে যেটার বাহির ভিতর থেকে, ভিতর বাহির থেকে দেখা যায়। এক গ্রাম্য আরবী দাঁড়িয়ে আরয করল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এ প্রাসাদ কার জন্য? **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এটা তার জন্য যে উত্তম কথা বলে, পানাহার করায়, অনবরত রোযা রাখে এবং রাতে উঠে **আল্লাহ তায়ালার** জন্য নামায আদায় করে যখন লোকেরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে।

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৩৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

প্রিয় আক্বা ﷺ দীর্ঘ নিরবতা অবলম্বনকারী ছিলেন

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم طَوِيْلَ الصَّمْتِ

অর্থাৎ **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দীর্ঘ নিরবতা অবলম্বনকারী ছিলেন। (শরহুস সুন্নাহ্ লিল বাগাবি, ৭ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫৮৯)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: নিরবতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়াবী কথাবার্তা থেকে নিরবতা অবলম্বন করা। অন্যথায় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মুখ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির দ্বারা সর্বদা সতেজ থাকত, মানুষের সাথে বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। এখানে জায়িয কথাবার্তার ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, না জায়িয কোন কথাবার্তা তো সারা জীবন পবিত্র মুখ থেকে বের হয়নি। মিথ্যা, গীবত, চুগলী ইত্যাদি সারা জীবনে এক বারের জন্য ও মুখ মোবারক থেকে বের হয়নি। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপাদমস্তক সত্যের নিশান সুতরাং তিঁনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট অসত্যের প্রবেশ কিভাবে হতে পারে।

(মিরআতুল মানাজিহ্, ৮ম খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা)

বলা এবং চুপ থাকার দুটি প্রকার

রাহ্মাতুল্লিল আলামীন, প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

اِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوْتِ وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِنْ اِمْلَاءِ الشَّرِّ

অর্থাৎ- ভাল কথা বলা চুপ থাকা থেকে উত্তম আর চুপ থাকা মন্দ কথা বলার চেয়ে উত্তম। (শুয়াবুল ঈমান, ৪র্থ খন্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৯৯৩)

হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে ওসমান হাজবিরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যিনি দাতা গঞ্জে বখ্শ, হিসেবে পরিচিত **“কাশফুল মাহজুব”** কিতাবের মধ্যে লিখেন:

www.dawateislami.net

বাক্য (অর্থাৎ কথা) দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমত: সত্য কথা দ্বিতীয়ত: অসত্য কথা, অনুরূপ নিরবতাও দুই ধরনের: (১) উদ্দেশ্যপূর্ণ (যেমন আখিরাতের চিন্তা বা শরীয়তের বিধি বিধানের উপর গবেষণা করা ইত্যাদির জন্য) নিরবতা। (২) উদাসিনতা পূর্ণ (**আল্লাহ**র পানাহ্ কুচিন্তা কিংবা অহেতুক পার্থিব চিন্তায় ভরপুর) নিরবতা। প্রত্যেককেই নিরব অবস্থায় খুব ভালভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত, যদি তার বলা সঠিক হয় তবে বলা তার নিরবতার চেয়ে উত্তম আর যদি তার বলা সঠিক না হয় তবে নিরবতা তার বলার চেয়ে উত্তম। হুযুর দাতা গঞ্জে বখশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কথাবার্তা শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে বুঝানোর জন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাগদাদ শরীফের এক মহল্লা দিয়ে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তিকে এটা বলতে শুনেলেন: اَلسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِّنَ الْكَلَامِ অর্থাৎ নিরবতা বলার চেয়ে উত্তম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে বললেন: “ তোমার বলার চেয়ে চুপ থাকা ভাল আর আমার বলা চুপ থাকার চেয়ে উত্তম।” (কাশ্ফুল মাহ্জুব থেকে সংকলিত, ৪২০ পৃষ্ঠা)

অশ্লীল কথার সংজ্ঞা

কতই সৌভাগ্যবান ঐসব ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনগণ! যারা শুধুমাত্র ভাল কথা বলার জন্যই জিহ্বার ব্যবহার করে থাকে এবং খুব বেশি **“নেকীর দাওয়াত”** মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে থাকে। আফসোস! আজকাল মানুষের খুব কম বৈঠকই এমন রয়েছে, যা অশ্লীল কথা থেকে মুক্ত, এমনকি ধার্মিকতার লিবাসধারী লোকও অনেক সময় এটা থেকে বাঁচতে পারেনা। হয়ত তাদের এটাও জানা নেই যে, অশ্লীল কথার সংজ্ঞা কি! তবে শুনে নিন: অশ্লীল কথার সংজ্ঞা হচ্ছে:

اَلتَّعْبِيْرُ عَنِ الْاُمُوْرِ الْمُسْتَقْبَحَةِ بِالْعِبَارَاتِ الصَّرِيْحَةِ

www.dawateislami.net

অর্থাৎ লজ্জাপূর্ণ কাজের (যেমন কুরুচি ও মন্দ বিষয়াদি) খোলামেলা শব্দে আলোচনা করা। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা) অতএব ঐসব যুবক যারা যৌন তৃপ্তি পাওয়ার জন্য শুধুশুধু বিয়ের একান্ত গোপন কথা সমূহের কাহিনী শুনাতে থাকে, এছাড়া অশ্লীল আলাপকারী বরং শুধুমাত্র শুনে মনে আনন্দ দানকারী, মন্দ গালি গালাজকারী, কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিতকারী, এসব কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ কারী এবং “অশ্লীল তুষ্টি” লাভের জন্য ফিল্ম-ড্রামা (যাতে সাধারণত: বেহায়া পূর্ণ হয়ে থাকে) দর্শনকারী একটি হৃদয়কম্পন সৃষ্টিকারী রেওয়ায়েত বারবার পড়ুন ও **আল্লাহ**র ভয়ে কেঁপে উঠুন। যেমন-

মুখ থেকে রক্ত ও পুঁজ প্রবাহিত হতে থাকবে

কথিত আছে: চার প্রকারের জাহান্নামী এমন রয়েছে যারা ফুটন্ত পানি ও আগুনের মাঝখানে দৌঁড়াদৌঁড়ি করতে করতে নিজের ধ্বংসের আকাঙ্খা করতে থাকবে, তাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি এমন হবে, যার মুখ থেকে রক্ত ও পুঁজ প্রবাহিত হতে থাকবে, অন্যান্য জাহান্নামীরা বলবে: এ দূর্ভাগার কি হয়ে গেছে যে, আমাদের কষ্ট বাড়িয়ে দিচ্ছে? বলা হবে: “এ দূর্ভাগা মন্দ ও অশ্লীল কথাবার্তার দিকে মনোযোগ দিয়ে তৃপ্তি লাভ করত যেমন দৈহিক মিলনের কথা।” (ইত্তিহাফুস সাদাত লিয যুবাইদী, ৯ম খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা) পরনারী বা সুদর্শন বালকদের সর্ম্পকে আসা কুমন্ত্রনায় মনোযোগ দেওয়া, জেনে বুঝে কুচিন্তায় বিভোর হওয়া এবং **আল্লাহ**র পানাহ্! “কুকর্মের” কল্পনার মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি লাভকারীকে বর্ণিত রেওয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

না ওয়াসওয়াসে আ'য়ে না মুঝে গান্ধে খায়ালাত,
দে যেহ্‌ন কা আওর দিল কা খোদা! কুফ্‌লে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

কুকুরের আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন মায়সারা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অশ্লীল কথাবার্তা আলোচনাকারী, কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে উঠবে।

(ইত্তিহাফুস সাদাত লিয যুবাইদী, ৯ম খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা)

জান্নাত হারাম

হুযুর তাজেদারে মদীনা, রাহ্মাতুল্লীল আলামীন, শফিয়ুল মুযনিবীন, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “ঐ ব্যক্তির উপর জান্নাত হারাম, যে অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ আদায় করে।”

(আস সামতু লিইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৪, হাদীস: ৩২৫)

সাতটি মাদানী ফুলের “ফারুকী পুষ্পধারা”

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা **ওমর ফারুকে** আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: ❁ অহেতুক কথাবার্তা থেকে মুক্ত ব্যক্তিকে হিকমত তথা প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদান করা হয়। ❁ কু-দৃষ্টি তথা এদিক সেদিক দেখা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিকে অন্তরের প্রশান্তি প্রদান করা হয়। ❁ অতিভোজন (অর্থাৎ পেট ভর্তি করে খাওয়া কিংবা ক্ষুধা ব্যতিত কেবল স্বাদ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রকার বস্তু খাওয়া) ত্যাগকারীকে ইবাদতের মিষ্টতা দান করা হয়। ❁ অহেতুক হাস্যরস করা থেকে নিজেকে রক্ষাকারী ব্যক্তিকে প্রভাব প্রতিপত্তি প্রদান করা হয়। ❁ ঠাট্টা তামাশা থেকে মুক্ত ব্যক্তিকে ঈমানের নূর দান করা হয়। ❁ পার্থিব ভালবাসা থেকে মুক্ত ব্যক্তিকে আখিরাতের ভালবাসা দান করা হবে। ❁ অপরের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা থেকে মুক্ত ব্যক্তিকে নিজের দোষ-ত্রুটির সংশোধনের সামর্থ্য প্রদান করা হয়। (আল মুনবাহাত থেকে সংকলিত, ৮৯ পৃষ্ঠা)

হায়! যদি এমন হত.....

প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম সোমবার এ রিসালা পাঠের অভ্যাস করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজের অন্তরে আশ্চর্যজনক পরিবর্তন অনুভব করবেন। মাদানী ইনআম নম্বর ৪৫ ও ৪৬ অনুযায়ী আমল করা জিহ্বা হিফাজতের সর্বোত্তম পন্থা, তাই অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেচেঁ থাকার অভ্যাস করার জন্য জরুরী কথাবার্তাও কম শব্দ দ্বারা বলুন এছাড়া কিছু না কিছু কথা ইশারা কিংবা লিখে বলার চেষ্টা করুন এবং অহেতুক কথা মুখ থেকে বের হয়ে গেলে তৎক্ষণাত এক বা তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস করে নিন।

জনৈক সাহাবীর জান্নাতী হওয়ার রহস্য

আমাদের প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার** দানক্রমে লোকদেরকে দেখেই চিনে নিতেন যে, এই ব্যক্তি জান্নাতী না জাহান্নামী বরং আগত ব্যক্তি আসার আগে থেকেই জানা হয়ে যেত যে, সে জান্নাতী না জাহান্নামী। যেমন- **আল্লাহর হাবীব, তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সে জান্নাতী।” এ সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন, লোকেরা তাঁকে মোবারকবাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, শেষ পর্যন্ত কোন আমলের কারণে আপনার এ সৌভাগ্য অর্জন হল? হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমার আমল খুবই স্বল্প, আর যে আমলের কারণে **আল্লাহ তায়ালার** উপর ভরসা করছি সেটা হচ্ছে বুকের নিরাপত্তা ও উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা ত্যাগ করা।

(আস সামতু লিইবনে আবিদ্ দুনিয়া, ৭ম খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা, নং- ১১১)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

এ হাদীসে পাকের ঐ বাক্য سَلَامَةُ الصَّدرِ "বুকের নিরাপত্তা" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরের অনর্থক চিন্তা ও হিংসা ইত্যাদি অভ্যন্তরীন রোগ থেকে পবিত্র হওয়া এবং অন্তরে ঈমান মজবুত ও দৃঢ় হওয়া।

রফতার কা গুফতার কা কিরদার কা দে দে
হার উজ্ওয়া কা দে মুঝ কো খোদা কুফ্লে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অহেতুক কথাবার্তার উদাহরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "অনর্থক কথাবার্তা" যদিও গুনাহ্ নয় বটে তবে এতে কোন কল্যানও নেই। سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জবান মুবারক থেকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ নসীব হয়ে গেল! তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মাঝে একটি গুণ এটাও ছিল যে, কখনো অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত হতেন না। যে বিষয়ে সম্পৃক্ততা নেই এমন বিষয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাও করতেন না, কিন্তু আফসোস! যেসব বিষয়ে আমাদের নুন্যতম সম্পর্কও নেই, সেসব বিষয়ে অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিই। যেমন:- ☆ এটা কত দিয়ে নিয়েছেন? ওটা কত দিয়ে পাওয়া যায়? অমুক জায়গায় প্ল্যটের মূল্য কত চলছে? ☆ কারো ঘরে গেলে বা কেউ নতুন ঘর ক্রয় করলে তখন প্রশ্ন করা হয়: কত দিয়ে নিয়েছেন? রুম কয়টি? ভাড়া কত? বাড়ির মালিক কেমন? (এ প্রশ্ন অধিকাংশই **আল্লাহর** পানাহ্! গীবত, অপবাদের দরজা উন্মুক্ত হওয়ার মাধ্যম হয় কেননা এর উত্তর সাধারণত: শরীয়তের অনুমতি ব্যতিত কিছুটা এ ধরনের গুনাহ মিশ্রিত হয়: আমাদের বাসার মালিক বড় বদ মেজাজ/ নির্দয়/ অসৎ/ বজ্জাত/ লোভী/ কৃপন/ স্বার্থপর ইত্যাদি ইত্যাদি। ☆ এভাবে যখন কেউ নতুন দোকান, কার বা মোটর সাইকেল ইত্যাদি ক্রয় করে তখন অনর্থক ক্রেতা থেকে এটার দাম, টেকসই,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

নগদ, ধার, কিস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। ✫ অসহায় রোগী, যার সাথে কথাও বলা যায়না, তার থেকেও কিছু শুশ্রূষাকারী মূর্খ লোক এমন ভাবে সম্পূর্ণ হিসাব নেয় “যেন ডাক্তারদেরও ডাক্তার” আর সবগুলো বিস্তারিত জেনে নেয়, এমনকি এক্সরে এবং ল্যাব্রটারীর কারকারদিগী (রিপোর্ট)ও আদায় করে নেয়, আর যদি অপারেশন হয় তবে বিনা কারণে প্রশ্ন করার মাধ্যমে কয়টা সেলাই হয়েছে তাও জিজ্ঞাসা করে এমনকি “লজ্জাস্থানের” সমস্যা হলে, তখনও কিছু নির্লজ্জ তার বিস্তারিত জানতে লজ্জাবোধ করেনা। এরকম অহেতুক বিষয়ে মহিলারাও পুরুষদের চেয়ে কোন ভাবে পিছিয়ে নেই। ✫ গরম বা ঠান্ডার মৌসুমে সেটার কম বা বেশি হওয়া অবস্থায় অনর্থক কথা বলা হয়, যথা- গরমের মৌসুমে কিছু “আবুল ফুযুল তথা মুর্খের পিতা” উফ্ উফ্ করতে গিয়ে বলে থাকে: এক দিকে আজকাল প্রচন্ড গরম পড়ছে, আবার অন্য দিকে বিদ্যুৎ ও বারবার চলে যাচ্ছে। ✫ এভাবে শীতকালে অভিনয়ের সাথে দাঁত বাজিয়ে বলে: আজ তো প্রচন্ড ঠান্ডা। ✫ যদি বৃষ্টির মৌসুম হয়, তবে বিনা প্রয়োজনে এটার উপর আলোচনা করা হয়। যেমন- আজকাল তো অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, সব জায়গা পানিতে ভরে গেছে, প্রশাসন ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করানোর কোন চিন্তা করেনা ইত্যাদি ইত্যাদি। ✫ এভাবে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর সংশোধনের নিয়্যত ছাড়া শুধুশুধু অনর্থক আলোচনা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপর অহেতুক অভিযোগ সমূহ। ✫ কোন শহর বা দেশে সফর করে থাকলে সেখানকার পাহাড় সমূহ এবং সবুজ প্রান্তরের দৃশ্যাবলীর চিত্র, ঘর-বাড়ি ও সড়ক সমূহের বিস্তারিত বিবরণ বিনা প্রয়োজনে বর্ণনা করা ইত্যাদি ইত্যাদি এসব কিছু অহেতুক কথা নয় তো কি? অবশ্যই এটা মনে রাখবেন যে, উল্লেখিত বিষয় সমূহের ব্যাপারে যদি আমরা কাউকে আলোচনা করতে দেখি, তবে নিজেকে বদগুমানী তথা কু-ধারণা করা থেকে রক্ষা করুন কেননা অনেক সময় প্রকাশ্য দুনিয়াবী কথাও ভাল নিয়্যতের কারণে সাওয়াবের কাজ হয়ে যায়, যা কমপক্ষে অনর্থক বিষয়ে গন্য হয় না।

www.dawateislami.net

বাচাল ব্যক্তির জন্য মিথ্যা বলার গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন

এটা যেহেনে (মনমানসিকতায়) থাকে যে, অনর্থক কথা বলা গুনাহ্ নয় কিন্তু অহেতুক কথা বলা শুধু ঐ সময় গন্য হবে, যখন কমবেশী ছাড়া সঠিক সঠিক বর্ণনা করে। যদি বর্ণনায় মিথ্যার আধিক্য হয়, তবে গুনাহের গর্তে গিয়ে পতিত হলো। দুশ্চিন্তার বিষয় হলো যে, এ রকম কথাবার্তাকে যাচাই বাচাই করে সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করা, যাতে "অনর্থক কথার" সীমা থেকে সামনে অগ্রসর না হয়, এটা অনেক কঠিন কাজ অধিকাংশ সময় কথার মধ্যে মিথ্যার আধিক্য হয়েই যায়, বাচাল ব্যক্তি অধিকাংশ সময় গীবত, অপবাদ, দোষ অন্বেষণ এবং মনে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদিতে ফেসে যায়। সুতরাং নিরাপত্তা চুপ থাকার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, এই জন্য বলা হয় **"এক চুপ শত সুখ"**।

আহ! বলার আগে যদি একটু চিন্তা করে নিতাম

বাস্তবে যদি কোন মানুষ কথা বলার আগে "মেপে নেয়" অর্থাৎ চিন্তা ভাবনা করার অভ্যাস করে, তবে তার নিজের অনেক অনর্থক কথা নিজেরই অনুভব হওয়া শুরু হয়ে যাবে। কেবল "অনর্থক কথাবার্তা" হয়ে থাকে, তাতে যদিও গুনাহ্ নয় কিন্তু অনেক রকমের ক্ষতি রয়েছে। যেমন- ঐ সব কথায় জিহ্বা ব্যবহার করার কষ্ট হয় এবং মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়, যদি ততক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির বা ধর্মীয় কিতাব অধ্যয়ন করা হয় বা কোন সুন্নাত বর্ণনা করা হয়, তবে সাওয়াবের ভান্ডার হয়ে যাবে।

দাঙ্গা হাঙ্গামাকারীদের অহেতুক আলোচনা

অনুরূপ ভাবে **আল্লাহ**র পানাহ্! কোথাও দাঙ্গা হাঙ্গামাকারীদের কোন ঘটনা ঘটে গেল, তবে ব্যস্ লোকদের অনর্থক বরং কখনো কখনো গুনাহে ভরা আলোচনার জন্য একটি বিষয় হাতে এসে গেল। প্রত্যেক জায়গায় এটার

www.dawateislami.net

আলোচনা, ভিত্তিহীন ধারণা মূলক মতামত, অযথা পর্যালোচনা, অনুমান করে কোন দল বা নেতা ইত্যাদির উপর অপবাদ দেওয়া ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব কথাবার্তা অনর্থকই নয়, বরং লোকদের মধ্যে ভয়ভীতি ছড়ানোর মাধ্যম ও জনসাধারণকে উত্তেজিত হওয়ার কারণ হয় এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা হওয়ার আশংকাও থাকে। বোমাবাজ এবং দাঙ্গা হাঙ্গামাকারীদের ঘটনা সমূহ শুনা শুনানোর মধ্যে নফসের খুব আকর্ষণ হয়ে থাকে। অনেক সময় মুখে দুআর শব্দ সমূহ উচ্চারিত হয়, কিন্তু অন্তরের মধ্যে ভয়ঙ্কর খবর সমূহ শুনতে শুনানোর মাধ্যমে আনন্দ পাওয়া এবং মনের স্বাদ মিটানোর আগ্রহ লুকায়িত থাকে। হায়! আমরা নফসের এ মন্দ বিষয়কে চিহ্নিত করে দেশদ্রোহী এবং বোমাবাজদের আলোচনা সমূহের মধ্যে মনের স্বাদ নেওয়া থেকে বিরত থাকতাম। তবে হ্যাঁ মজলুমভাবে শহীদ হওয়া, আঘাত দূর্ঘটনা কবলিত মুসলমানদের সহানুভূতি, সেবা এবং নিরাপত্তার দোআ থেকে বিরত থাকা যাবেনা, কেননা এটা সাওয়াবের কাজ। সুতরাং যখন এ রকম কথাবার্তা বলার শুনার অবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন নিজে মনে মনে চিন্তাভাবনা করা উচিত যে, নিয়্যত কি? যদি ভাল নিয়্যত হয় তবে ভাল খুব ভাল। কিন্তু এধরণের অধিকাংশ ভয়ঙ্কর কথাবার্তা থেকে মনের স্বাদ পাওয়া যায়।

সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ মুখে পাথর রাখতেন

মনে রাখবেন! জিহ্বাও **আল্লাহ তায়ালার** মহান নেয়ামত এর ব্যাপারেও কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে। সুতরাং কখনো সেটার অপব্যবহার করা উচিত নয়। হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ নিশ্চিত জান্নাতী হওয়া সত্ত্বেও জিহ্বার বিপদ সমূহের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতেন। এমনকি **'ইহ্‌ইয়াউল উলুমে'** বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ নিজের পবিত্র মুখে পাথর রাখতেন যেন কথা বলার সুযোগ না থাকে।

(ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাখ লেতে থে পাথ্থর সুন আবু বকর দাহান মে,
এ্যায় ভাই! যাবা পর তু লাগা কুফ্লে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৪০ বছর পর্যন্ত চুপ থাকার সাধনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনি যদি বাস্তবিকই চুপ থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে চান, তবে এর উপর গাম্ভীর্যতার সাথে চিন্তাভাবনা করতে হবে। আর খুব সাধনা করতে হবে নতুবা সামান্য চেষ্টা দ্বারা মুখে **‘কুফ্লে মদীনা’** লাগানো কঠিন। জিহ্বার অযথা ব্যবহারের ধ্বংসলীলা দ্বারা নিজেকে ভীত সন্ত্রস্ত করে চুপ থাকার অভ্যাস গড়ার জন্য ভরপুর চেষ্টা করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সফলতা আপনার পদচুম্বন করবে। কিন্তু প্রচেষ্টা দৃঢ়তার সাথে হওয়া উচিত। আসুন! এক কৌশিশকারীর দৃঢ়তার ঘটনা শুনি: হযরত সায়্যিদুনা আরতাহ বিন মুনযির رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তি চল্লিশ বছর পর্যন্ত চুপ থাকার জন্য এভাবে সাধনা করতে থাকেন যে, নিজের মুখে পাথর রাখতেন, এমনকি খাওয়া, পান করা বা ঘুমানো ব্যতীত ঐ পাথর মুখ থেকে বের করতেন না।

(আস সামতু লিইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭ম খন্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা, নং- ৪৩৮)

মনে রাখবেন! পাথর এত ছোট যেন না হয়, যাতে কণ্ঠনালীর নিচে গিয়ে কোন বড় বিপদে ফেলে দেয় আর রোযা অবস্থায় মুখে পাথর রাখবেন না, কেননা এটার মাটি ইত্যাদি কণ্ঠনালীতে যেতে পারে।

কথাবার্তা লিখে হিসাবকারী তাবেয়ী বুযুর্গ

হযরত সায়্যিদুনা রবী বিন খুছাইম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বিশ বছর পর্যন্ত দুনিয়াবী কথাবার্তা মুখে বলেননি, যখন সকাল হত তখন কলম, কালি ও কাগজ নিতেন আর সারাদিন যা বলতেন তা লিখে নিতেন এবং সন্ধ্যায় (ঐ লিখা অনুযায়ী) নিজে হিসাব করতেন। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

কথাবার্তা হিসাবের পদ্ধতি

নিজের ‘হিসাব’ করার অর্থ হচ্ছে যে, নিজের প্রত্যেক কথার উপর চিন্তা করে নিজে থেকে নিজে কৈফিয়ত চাওয়া যেমন অমুক কথা আমি কেন বললাম? ঐ জায়গায় বলার কি প্রয়োজন ছিল? অমুক কথাবার্তা এত শব্দের মধ্যে শেষ করা যেত কিন্তু তাতে অমুক অমুক শব্দ অতিরিক্ত কেন বললাম? অমুক ব্যক্তিকে যে বাক্য তুমি বলেছিলে তাতে শরীয়তের অনুমতি ছিলনা বরং মনে কষ্ট প্রদান মূলক ছিল, তার মনে কষ্ট পেয়েছে এখন চলো তাওবাও করে নাও এবং ঐ ইসলামী ভাই থেকে ক্ষমা চাও। ঐ বৈঠকে কেন গেলে, যখন জানতে যে, ঐখানে অনর্থক কথাবার্তাও হয় এবং অমুক অমুক কথায় তুমি হ্যাঁ’র মধ্যে হ্যাঁ কেন মিলিয়েছিলে? ঐখানে তোমাকে গীবতও শুনতে হলো বরং তুমি মনোযোগ সহকারে গীবত শুনেছিলে, চল সত্যিকার তাওবা করো এবং এরকম বৈঠক থেকে দূরে থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নাও। এভাবে জ্ঞানী লোক নিজের কথাবার্তা বরং দিনের সম্পূর্ণ কার্যাবলীর হিসাব করতে পারেন। অনুরূপভাবে গুনাহ্, অসাবধানতা, নিজের অনেক দূর্বলতা এবং দোষত্রুটি সমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে এবং সংশোধনের মাধ্যম হবে। **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে হিসাব করাকে **“ফিক্‌রে মদীনা”** বলে এবং **দাওয়াতে ইসলামী**তে প্রতিদিন কমপক্ষে ১২ মিনিট **“ফিক্‌রে মদীনা”** করার এবং তাতে **মাদানী ইনআমাতের** রিসালা পূরণ করার মনমনসিকতা প্রদান করা হয়।

যিক্‌র ও দরুদ হার গাড়ি ওয়ির্দে যাবা রহে,
মেরি ফুজুল গুয়ি কি আদাত নিকাল দো। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ওমর ইবনে আব্দুল আযিয অঝোর নয়নে কান্না করলেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ্ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: "আমি শুনেছি যে, এক আলিম সাহেব হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনে আব্দুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর সামনে বলতে লাগলেন: "নিশ্চুপ আলিম"ও বক্তা আলিমের মত"। ওমর ইবনে আব্দুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বললেন: "আমি তো মনে করি যে, বক্তা আলিম কিয়ামতের দিন চুপ থাকা আলিমের চেয়ে উত্তম হবে কেননা, কথা বলার উপকার লোকদের নিকট পৌঁছে, অন্য দিকে নিশ্চুপ ব্যক্তির কেবল নিজেরই উপকার লাভ হয়। ঐ আলিম সাহিব বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি কথা বলার ফিতনা সম্পর্কে অবহিত নন? হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনে আব্দুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এটা শুনে অঝোর নয়নে কান্না করলেন।"

(আস্ সামতু লিইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭ম খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা, নং- ৬৪৮)

আল্লাহ তায়ালার রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ঘটনার বিশ্লেষণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গদের সতর্কতা এবং **আল্লাহর** ভয়ের অনুভূতি মারহাবা! অবশ্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, পরহেযগার ওলামায়ে কেরামের ওয়াজ নছীহত করা, শরীয়তের আহকাম বর্ণনা করা, মুবাল্লিগদের সুন্নাতে ভরা বয়ান করা, নেকীর দাওয়াত দেওয়া চুপ থাকার তুলনায় উত্তম আমল। কিন্তু ঐ আলিম সাহেব হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনে আব্দুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর দরবারে সাবধানতা প্রদর্শন করে আরজ করলেন যে, "আপনি কি কথা বলার ফিতনা সমূহ সর্ম্পকে অবহিত নন?" এটা নিজের জায়গায় সঠিক ছিল, আর আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর **আল্লাহর** ভয়ে অঝোর নয়নে কান্নাও ঐ আলিমে রব্বানীর বলা বাক্যটির গভীর অনুধাবনের

www.dawateislami.net

কারণে ছিল। বাস্তবে ভাল কথা বলা যদিও সবার জন্য ফলদায়ক কিন্তু স্বয়ং বক্তার জন্য এতে অনেক ধরনের ফ্যাসাদের আশংকা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যদি ভাল মুবাল্লিগ হয় তবে ভাষাগত অলংকার এবং কথাবার্তার বাকপটুতার বিনিময়ে অন্যান্যদের পক্ষ থেকে পাওয়া প্রশংসা ও সুনাম অর্জনের মাধ্যম বা শুধুমাত্র আপন যোগ্যতার উপর অহংকারী হওয়ার উপকরণ অথবা নিজেকে নিজে ‘অনেক কিছু’ মনে করা এবং অপরকে ছোট জানা বা শুধু নফসের চাহিদার কারণে অন্যের উপর খ্যাতি সৃষ্টি করা ও নিজের বাহ! বাহ! করানোর জন্য খুব চমৎকার প্রবাদ ও উত্তম পরিভাষা ইত্যাদির ব্যবহার এছাড়া জটিল বা সুন্দর শব্দ সমূহ বলা ইত্যাদি ইত্যাদি ফিতনার মধ্যে পতিত হতে পারে। যদি আরবী ভাষার দক্ষতা থাকে, তবে কথা ও বয়ান সমূহের মধ্যে নিজের আরবি জানার বিষয়টা প্রকাশ করার জন্য খুব আরবী প্রবাদ বাক্য ইত্যাদি ব্যবহারের ফিতনাতে নিমজ্জিত হতে পারে। অনুরূপভাবে যার কণ্ঠ ভাল, সেও পরীক্ষার সম্মূখিন হয়। যেহেতু লোকেরা অধিকাংশই এসব লোকের প্রশংসা করে থাকে, যার কারণে সে “ফোলে” অহংকারী হওয়ার, সুন্দর কণ্ঠকে **আল্লাহ তায়ালা**র দান মনে করার পরিবর্তে নিজের যোগ্যতা মনে করে বসা ইত্যাদি ভূলের আশংকা থাকে। তাই ঐ আলিমে রব্বানীর “বলা” সম্পর্কে “সতর্কতা প্রদর্শন” সঠিক হয়েছে, আর বাস্তবে যে মুবাল্লিগ উল্লেখিত ঘৃণীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, তবে তার বলা নিজের জন্য অনেক বড় ফিতনা এবং আখেরাতে ধ্বংসের কারণ যদিও সৃষ্টি তার থেকে উপকার লাভ করে।

কথাবর্তাকে অহেতুকতা থেকে পবিত্র করার সর্বোত্তম পদ্ধতি

নিজে কথাবার্তা কমানোর জন্য বাস্তবিক পক্ষে যে আকাঙ্খী, তার জন্য নিজের কথার বিশুদ্ধকরণ করা ও নিজের কথাবার্তাকে অনুচিত বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দাবলী এবং বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখতে এমনকি ক্ষতিকর

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

বরং অহেতুক কথাবার্তার ভেজাল থেকে বাচাঁনোর জন্য **'ইহ্ইয়াউল উলুম'** থেকে একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপত্র পেশ করা হচ্ছে যেমন হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণীর সারাংশ হলো: কথাবার্তা ৪ প্রকার।

(১) সম্পূর্ণ ক্ষতিকারক কথা। (২) সম্পূর্ণ উপকারী কথা। (৩) এমন কথা যাতে লাভ-ক্ষতি উভয়টা রয়েছে। (৪) এমন কথা যাতে কোন লাভ ও ক্ষতি নেই।

সুতরাং প্রথম প্রকারের কথা যা পরিপূর্ণ ক্ষতিকারক হয়ে থাকে। তা থেকে সর্বদা বেচেঁ থাকা উচিত। আর একই ভাবে তৃতীয় প্রকারের কথা যাতে লাভ ক্ষতি দুটি রয়েছে, তা থেকেও বেচেঁ থাকা আবশ্যক। আর ৪র্থ প্রকার যা অহেতুক কথাবার্তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত, কেননা এতে কোন লাভও নেই ক্ষতিও নেই। এজন্য এরকম কথায় সময় নষ্ট করাও এক রকম ক্ষতি। এরপর শুধু দ্বিতীয় প্রকারই বাকী রইল। অর্থাৎ- কথাবার্তার মধ্যে তিন চতুর্থাংশ (অর্থাৎ ৭৫%) ই ব্যবহারযোগ্য নয় এবং শুধু এক চতুর্থাংশ (অর্থা ২৫%) কথা যেটি উপকার মূলক, এটিই ব্যবহার যোগ্য। কিন্তু এই ব্যবহারযোগ্য কথার মধ্যে খুবই সুক্ষ্ম ধরণের রিয়াকারী, প্রতারণা, গীবত, মিথ্যার আধিক্য "আমি আমি করার বিপদ" অর্থাৎ নিজের মর্যাদা ও স্বচ্ছতা বর্ণনা করে বসা ইত্যাদি ইত্যাদি সম্ভাবনা আছে। এমনকি উপকারী কথাবার্তা বলতে গিয়ে অনর্থক কথাবার্তায় মশগুর হয়ে পড়া অতঃপর এর দ্বারা আরো বেশি বলতে গিয়ে গুনাহের শিকার হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি ভয় ভীতি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, আর এই অন্তরর্ভূক্ত হওয়াটা এতই সুক্ষ্ম যে, যার জ্ঞান থাকেনা। অতএব ব্যবহারযোগ্য কথার মাধ্যমেও মানুষ ক্ষতির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। (ইহ্ইয়াউল উলুম থেকে সংক্ষেপিত, ৩য় খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

চুপ রেহনে মে ছো সুখ হে তু ইয়ে তজরবা কর লে,
এ্যায় ভাইয়ি! যাবা পর তু লাগা কুফ্লে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

বোকা লোকই না ভেবে বলে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুদ্ধিমান প্রথমে কথাকে মেপে নেয় অতঃপর মুখ দিয়ে বলে আর বোকা যেটা মনে আসে তাই বলতে থাকে। চাই ঐ কথার কারণে যতই অপমাণিত হতে হয়। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল যে, বুদ্ধিমানের জিহ্বা তার অন্তরের পিছনে থাকে, সে কথা বলার আগে নিজের অন্তরের প্রতি ধাবিত হয় অর্থাৎ চিন্তাভাবনা করে যে, বলব কি বলবনা? যদি উপকারী হয়, তবে বলে নতুবা চুপ থাকে। অপর দিকে নির্বোধ লোকের জিহ্বা তার অন্তরের আগে হয়ে থাকে, যে এদিকে অর্থাৎ অন্তরের দিকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগই আসেনা যা কিছু মুখে আসে বলে দেয়। (তামবিহুল গাফিলীন থেকে সংক্ষেপিত, ১১৫ পৃষ্ঠা)

বলার আগে মাপার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখুন। আমাদের **প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তাফা** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো নিজের সত্য পবিত্র জবান দ্বারা কোন অহেতুক শব্দ ইরশাদ করেননি এবং কখনো অট্টহাসি দেননি। হায়! এই চুপ থাকা এবং উচ্চ আওয়াজে না হাসার সুন্নাতও ব্যাপক হয়ে যেত। হায়! আমরা "বলার" পূর্বে মাপার অভ্যস্ত হয়ে যেতাম। মেপে কথাবলার পদ্ধতি হলো যে, শব্দ মুখ থেকে বের হওয়ার পূর্বে নিজের অন্তর থেকে যেন প্রশ্ন করা যায়। যে এটা বলার উদ্দেশ্য কি? আমি কি কাউকে নেকীর দাওয়াত দিচ্ছি? যে কথা আমি বলার ইচ্ছা পোষণ করছি তাতে কি আমার বা অন্যের মঙ্গল রয়েছে? আমার কথা এমন কোন আধিক্যপূর্ণ তো নয় যা আমাকে মিথ্যার গুনাহে লিপ্ত করে দেয়। মিথ্যার আধিক্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে সদরুশ শরীয়াহ, বদরুত তরীকাহ, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: "যদি একবার আসে আর এটা বলে দেয় যে, হাজার বার এসেছে তবে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

তা মিথ্যা।" (বাহারে শরীয়ত, ৩য় খন্ড, ৫১৯ পৃষ্ঠা) এটাও চিন্তা করুন যে, আমি কারো কোন মিথ্যা প্রশংসা তো করছিনা? কারো গীবত তো হচ্ছে না? আমার এ কথা দ্বারা কারো মনে কষ্ট আসবেনা তো? বলার পর অনুতপ্ত হয়ে কথা ফিরিয়ে নেয়া বা **SORRY** বলতে হবেনা তো? থুথু ফেলার পর ছেটে নেয়া অর্থাৎ আবেগেবশতঃ কথা বলে ফিরিয়ে নিতে হবে না তো? কখনো আবার নিজের বা অন্যের রহস্য ফাঁস করে বসব না তো? বলার পূর্বে কথাকে মাপার মধ্যে যদি এ বিষয়টাও সামনে আসে যে, এই কথাতে কোন লাভ ক্ষতি নেই এবং কোন সাওয়াব আছে না গুনাহ। তখনো এ কথা বলার মধ্যে এক ধরণের ক্ষতিই রয়েছে কেননা জিহ্বাকে এরকম অহেতুক ও মূল্যহীন কথাবার্তার জন্য কষ্ট দেওয়ার পরিবর্তে যদি: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) পড়া হয় বা দরূদ শরীফ পড়া হয়, তবে অবশ্যই তাতে উপকারীই উপকার। এছাড়া এটা নিজের মূল্যবান সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার। এরকম বিশাল উপকার নষ্ট হওয়াও অবশ্যই ক্ষতি।

যিকর ওয় দুরুদ হার গড়ি বির্‌দ যাবা রহে,
মেরি ফুযুল গোই কি আদাত নিকাল দো। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

চুপ থাকার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অহেতুক কথাবার্তা গুনাহ্ নয় ঠিক কিন্তু তাতে বঞ্চিত হওয়া এবং প্রচুর ক্ষতি বিদ্যমান। এজন্য তা থেকে বেচেঁ থাকা একান্ত প্রয়োজন। হায়! হায়! চুপ থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য মুখের **"কুফ্লে মদীনা"** লাগানোর সৌভাগ্য নসীব হত। ঘটনা: হযরত সায়্যিদুনা মুআরিরক ইজলী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন যে, এমন একটি বিষয় যাকে আমি ২০ বছর পর্যন্ত অর্জন করার চেষ্টা রত থাকি কিন্তু তা অর্জন করতে পারিনি। এরপরও তা পাওয়ার আশা ছাড়িনি। জিজ্ঞাসা করা হলো: ঐ মূল্যবান জিনিস কি? হযরত মুআরিরক ইজলী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বললেন: চুপ থাকা।

(আযযুহুদ লিইমাম আহমদ, ৩১০ পৃষ্ঠা, নং- ১৭৬২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

যে চুপ থাকতে অভ্যস্ত হতে চাই, তবে তার উচিত যেন মুখে বলার পরিবর্তে প্রতিদিন কিছু কথা লিখে বা ইশারায় করে নেয়, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এভাবে চুপ থাকার অভ্যাস শুরু হয়ে যাবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **"দাওয়াতে ইসলামী"** এর পক্ষ থেকে নেককার হওয়ার মহান ব্যবস্থাপত্র **"মাদানী ইনআমাত"** এর একটি মাদানী ইনআম এটাও রয়েছে: আজকে আপনি মুখের কুফ্লে মদীনা লাগিয়ে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বাচাঁর অভ্যাস গড়ার জন্য কিছু না কিছু ইশারায় এবং কমপক্ষে চারবার লিখে কথাবার্তা বলেছেন কি? চুপ থাকার অভ্যাস করার সময় এই রকম ও হতে পারে যে, অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাচাঁর চেষ্টার মধ্যে কিছুদিন সফলতা লাভ করলেন অতঃপর বলার অভ্যাস পূনরায় আগের মত হয়ে যায়। যদি এরকম ও হয় তবে সাহস হারাবেন না। বার বার চেষ্টা করুন সত্যিকার আগ্রহ থাকলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অবশ্যই সফলতা অর্জিত হবে। চুপ থাকার অভ্যাস করার সাধনা করার সময় নিজের চেহারা হাসসোজ্জোল রাখা উচিত যেন কারো এটা মনে না হয় যে, আপনি তার উপর অসন্তুষ্ট, তাই মুখ ফুলিয়ে রেখেছেন। চুপ থাকার চেষ্টাকালীন সময়ে রাগ বৃদ্ধি হতে পারে, সুতরাং যদি কেউ আপনার ইশারা বুঝতে না পারে, তবে কখনো তার উপর রাগান্বিত হবেন না। কখনো আবার অযথা মনে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি গুনাহ্ না করে বসেন। ইশারা ইত্যাদির মাধ্যমে কথাবার্তা বলা শুধু তাদের সাথে সম্ভব যারা আপনার সম-মনমানসিকতা সম্পন্ন হবে, নতুন বা অপরিচিত ব্যক্তি হতে পারে ইশারা ইত্যাদির কারণে আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য তার সাথে প্রয়োজনে মুখে কথাবার্তা বলুন। বরং কিছু ক্ষেত্রে তো মুখে কথাবার্তা বলা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন সক্ষাৎকারীর সালামের জবাব ইত্যাদি। করো সাথে সাক্ষাত করার সময় সালাম ইশারায় নয় মুখে করা সুন্নাত। এভাবে দরজায় যদি কেউ করাঘাত করে আর ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করা হয় "কে?" তবে উত্তরে বাইরের থেকে, "মদীনা! খুলুন", "আমি" ইত্যাদি না বলা বরং সুন্নাত হলো: নিজের নাম বলা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

উত্তম সম্বোধনে আহবান করে সাওয়াব অর্জন করুন

ঠোঁট দ্বারা ‘শিসশিস’ শব্দে আওয়াজ করে কাউকে ডাকা বা দৃষ্টি আকর্ষণ করা ভাল পদ্ধতি নয়। নাম জানা থাকা অবস্থায় “মদীনা” বলে নয় বরং নাম বা উপনামে ডাকা সুন্নাত। বিশেষ করে ইস্তিঞ্জাখানা এবং নোংরা জায়গাতে “মদীনা” বলে ডাকা থেকে **বেঁচে থাকা খুবই প্রয়োজন। যদি নাম জানা না** থাকে তবে ঐ জায়গার রীতিনীতি অনুযায়ী ভদ্রভাবে ডাকা যায়। যেমন- আমাদের সমাজে যুবকদের সাধারণত ভাইজান! ভাই সাহেব! বড় ভাই! বয়স্কদের চাচাজান! বুযুর্গ! ইত্যাদি বলে ডেকে থাকে। যাহোক যখনই কাউকে ডাকা হয় তখন মুসলমানের মন খুশি করার সাওয়াবের নিয়্যতের সাথে ভাল থেকে ভাল পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নাম নিন এমন কি অবস্থার প্রেক্ষিতে শেষে “ভাই” শব্দ বা সাহেব ইত্যাদি ও বাড়ানো যায়,। হজ্জ করলে তবে “হাজী” শব্দও অন্তর্ভূক্ত করা যায়। যাকে ডাকা হয়েছে সে যেন “লাব্বাইক” (অর্থাৎ আমি উপস্থিত আছি) বলে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে প্রায় সময় কাউকে ডাকলে তার জবাবে “লাব্বাইক” বলা হয়। যা শুনতে খুবই ভাল লাগে। এর দ্বারা মুসলমানদের মন খুশি করা যায়। এমনকি সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ডাকে “লাব্বাইক” সহকারে জবাব দেওয়া হাদীস সমূহের মধ্যে বর্ণিত আছে। এছাড়াও এক **আল্লাহ**র ওলীর কার্যাবলী থেকেও এটার প্রমাণ মিলে। যেমন- কোটি কোটি হাম্বলী মাযহাব অনুসারীদের মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট মাসআলা জানার জন্য তাকে যখন কেউ নিজের দিকে মনোযোগী করত, তখন অধিকাংশ সময় “লাব্বাইক” বলতেন। (মানাকিব আল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল লিজ্‌জাওযী, ২৯৮ পৃষ্ঠা) দোআর প্রসিদ্ধ কিতাব **“হিসনে হাসীনে”** বর্ণিত আছে: যখন কোন ব্যক্তি তোমাকে ডাকে তখন জবাবে “লাব্বায়িক” বল। (হিসনে হাসীন, ১০৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

চুপ থাকার বরকতের তিনটি মাদানী বাহার

(১) নিশ্চুপ থাকার বরকতে নবী করীম ﷺ এর দীদার

এক ইসলামী বোনের চিঠির সারাংশ হলো: **দাওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার পক্ষ থেকে প্রকাশিত চুপ থাকার গুরুত্বের উপর সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনে আমি মুখে কুফ্লে মদীনা লাগানোর প্রচেষ্টা শুরু করলাম অর্থাৎ চুপ থাকার অভ্যাস গড়ার ধারাবাহিকতা শুরু করলাম, তিন দিনেই আমার ধারণা হলো যে, আগে আমি কি রকম অহেতুক কথাবার্তা বলতাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ চুপ থাকার বরকতে আমি ভাল ভাল স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। অনর্থক কথাবার্তা থেকে বাচাঁর চেষ্টার তৃতীয় দিনে আমি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নতে ভরা বয়ানের আরেকটি অডিও ক্যাসেট **"ইতেআত কিসে কেহ্তে হে"** শুনি। রাতে যখন ঘুমালাম তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ ক্যাসেটে বর্ণিত এক ঘটনা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হল! যুদ্ধের দৃশ্য ছিল। **মদীনার তাজেদার, নবীদের সরদার রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শত্রুদের গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে পাঠালেন, তিনি কাফিরদের তাবু সমূহের নিকট পৌছান, তখন তিনি কাফিরদের নেতা আবু সুফিয়ান কে (যিনি তখনো মুসলমান হয়নি) দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে, এ সুযোগটাকে গণীমত জেনে সায়্যিদুনা হুজাইফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ধনুকে তীর ধরে লাগানোর সময় তাঁর **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নির্দেশ স্মরণে আসল (যার সারমর্ম হলো: কোন ঝগড়াঝাটি করোনা) অতএব তিনি নিজের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করতে গিয়ে তীর নিক্ষেপ করা থেকে বিরত রইলেন। অতঃপর হাজির হয়ে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরবতময় দরবারে কারকারদিগী পেশ করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমার এ **স্বপ্নে নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং দুইজন সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর যিয়ারত নসীব

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

হলো। অবশিষ্ট সব দৃশ্য হালকা নজরে এসেছিল। আরো লিখেন যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শুধু তিন দিনের অনর্থক কথাবার্তা থেকে বাচাঁর প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমার উপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক বড় দয়া হয়ে গেল। সুতরাং আমার আকাঙ্খা হলো যে, কখনো যেন আমার মুখ থেকে কোন অনর্থক শব্দ বের না হয়। আপনি দোআ করুন যে, আমি নিজের এই প্রচেষ্টায় যেন সফল হয়ে যাই।

বিশেষত ইসলামী বোনদের হয়ত এই ভাগ্যবতী ইসলামী বোনের উপর ঈর্ষা হচ্ছে। কোন ইসলামী বোনের চুপ থাকা বাস্তবে অনেক বড় কথা, কেননা সাধারণত পুরুষের তুলনায় মহিলারা বেশি কথা বলে থাকে।

আল্লাহ্ যাবা কা হো আতা কুফ্লে মদীনা,
মে কাশ! যাবা পর লো লাগা কুফ্লে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) এলাকাতে মাদানী পরিবেশ তৈরী করতে চুপ থাকার অবদান

এক ইসলামী ভাই সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখক) কে, যে চিঠি পাঠিয়েছে তার সারাংশ হলো যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় চুপ থাকার ব্যাপারে সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনার পূর্বে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পর আমি অনেক অহেতুক কথাবার্তা বলতে অভ্যস্থ ছিলাম, দরূদ শরীফ পাঠ করার বিশেষ আধিক্য ছিলনা। যখন থেকে চুপ থাকার অভ্যাস শুরু করলাম, প্রতিদিন এক হাজারবার দরূদ শরীফ পড়ার সৌভাগ্য অর্জিত হচ্ছে। নতুবা আমার অমূল্য সময় এদিক সেদিক অনর্থক আলোচনায় নষ্ট হয়ে যেত। ১২দিনে পাঠ করা ১২হাজার দরুদ শরীফের সাওয়াব আপনাকে উপহার হিসেবে পেশ (ইছালে সাওয়াব) করছি। আরো আরজ হলো যে, আমার উগ্র স্বভাবের কারণে হওয়া উল্টো সিধে কথার অশুভ পরিনতি স্বরূপ আমাদের যেলী হালকায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজেও অনেক ক্ষতি হয়ে যেত। কিছুদিন আগে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

আমাদের হালকায় পারস্পরিক দ্বন্ধ সমাধানের জন্য মাদানী মাশওয়ারা হয়। আশ্চর্যজনকভাবে আমার চুপ থাকার কারণে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সমস্ত ঝগড়া সহজে মিটে গেল। আমাদের নিগরান সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে গিয়ে আমাকে নিঃস্বঙ্কোচে এই রকম বললেন: "আমার অনেক ভয় হয়েছিল যে, আপনি যদি বিতর্ক শুরু করেন তবে বাকবিতন্ডা সৃষ্টি হবে, কিন্তু আপনার চুপ থাকার মত অর্জিত নেয়ামত আমাদেরকে শান্তি প্রদান করল"। প্রকৃতপক্ষে এর আগে আমি অপদার্থের অহেতুক তর্ক-বিতর্ক এবং বক বক করার বদ্ অভ্যাসের কারণে **"মাদানী মাশওয়ারা"** ইত্যাদির পরিবেশ নষ্ট হয়ে যেত।

মাদানী কাজের জন্য মাদানী হাতিয়ার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! অনর্থক কথাবার্তা থেকে বেচেঁ থাকা মাদানী কাজের জন্য কি রকম উপকারী। সুতরাং যে সুন্নাতের মুবাল্লিগ, তাকে তো সর্বাবস্থায় গাম্ভীর্যতা এবং অল্প ভাষী হওয়া উচিত। যে বাচাল, অন্যের কথা কাটে, বার বার মাঝখানে বলতে অভ্যস্ত, কথায় কথায় আলোচনা ও তর্ক বিতর্ককারী এবং ছিদ্রান্বেষণ কারী হয়, তার কারণে ধর্মীয় কাজে ক্ষতিসাধন হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা চুপ থাকা, শয়তানকে মেরে তাড়িয়ে দেওয়ার "মাদানী হাতিয়ার"। এটা থেকে এ হতভাগা বঞ্চিত। হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে ওসিয়ত করতে গিয়ে **তাজেদারে মদীনা, প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অধিক চুপ থাকাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নাও, কেননা এতে শয়তান প্রতিরোধ হবে এবং তোমার দ্বীনের কাজে সাহায্য লাভ হবে।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৪র্থ খন্ড৪, ২৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৯৪২)

আল্লাহ্ ইস সে পেহ্লে ঈমা পে মওত দে দে,
নুকছা মেরে সবব সে হো সুন্নতে নবী কা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

(৩) ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীতে চুপ থাকার অবদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অপ্রয়োজনীয় কথা, হাসি তামাশা, তুই তুকারি করার অভ্যাস পরিহার করার মাধ্যমে ঘরেও আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে আর যখন ঘরের অধিবাসীরা আপনার গাম্ভীর্যতার প্রতি প্রভাবিত হবে, তখন তাদের প্রতি আপনার **‘নেকির দাওয়াত’** খুব শীঘ্রই প্রভাবিত হবে এবং ঘরে মাদানী পরিবেশ না থাকলে তখন পরিবেশ করতে সহজ হয়ে যাবে। যেমন- **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে “চুপ থাকার গুরুত্বের” উপর করা এক সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনে এক ইসলামী ভাই যে চিঠি দিয়েছে সেটার সারাংশ হলো: সুন্নাতে ভরা বয়ানে প্রদত্ত নির্দেশিকা মোতাবেক اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমার মত বাচাল লোক চুপ থাকার অভ্যাস করা শুরু করি। سُبْحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! এতে আমার অনেক উপকার সাধিত হচ্ছে, অনর্থক কথাবার্তায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণে ঘরের অধিবাসী আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু যখন থেকে চুপ থাকা শুরু করলাম, ঘরে আমার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হলো এবং বিশেষত আমার প্রিয় মা যিনি আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন, এখন খুবই সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। কেননা আগে আমি অনেক বাজে কথা বলায় অভ্যস্ত ছিলাম এজন্য আমার ভাল কথাও প্রভাব হীন হয়ে যেত, কিন্তু এখন আমি আম্মাজানকে যখন কোন সুন্নাত ইত্যাদি বলি তখন তিনি তা আগ্রহের সাথে শুনেন এবং আমল করার চেষ্টা করেন।

বাড়্থা হে খামুশি ছে ওয়াকার এ্যায় মেরে পিয়ারে,
এ্যায় ভাই! যাবা পর তু লাগা কুফ্‌লে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীর ১৯টি মাদানী ফুল

(১) ঘরে আসা যাওয়ার সময় উচ্চস্বরে সালাম প্রদান করুন।

(২) মা অথবা বাবাকে আসতে দেখলে, সম্মানপূর্বক দাঁড়িয়ে যান।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(৩) দিনে কমপক্ষে একবার ইসলামী ভাই আপন পিতার এবং ইসলামী বোনেরা আপন মায়ের হাত ও পায়ে চুমু দিন।

(৪) মা-বাবার সামনে আওয়াজকে সর্বদা নিচু রাখুন, তাদের চোখে কখনো চোখ রেখে কথা বলবেন না। দৃষ্টিকে নত রেখে তাদের সাথে কথাবার্তা বলুন।

(৫) তাদের দেয়া প্রতিটি কাজ যা শরীয়াত বিরোধী নয় দ্রুত করে ফেলুন।

(৬) গাম্ভীর্যতা অবলম্বন করুন। ঘরে তুই-তুমি শব্দের ব্যবহার, কর্কশ শব্দে কথা বলা, গালি দেয়া এবং হাসি তামাশা করা, কথায় কথায় রাগ করা, খাবারের দোষ-ত্রুটি বের করা, ছোট ভাই বোনদের বকাঝকা করা, মার দেয়া, ঘরের বড়দের সাথে কথা কাটাকাটি করা, ঝগড়া করা তর্কবিতর্ক করা যদি আপনার স্বভাব হয়ে থাকে তবে এ ধরনের মন্দ স্বভাবগুলোকে পরিবর্তন করে ফেলুন এবং প্রত্যেকের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিন।

(৭) ঘরে বাইরে প্রতিটি স্থানে আপনি ভদ্র, গম্ভীর হয়ে যান, ঘরের মধ্যেও অবশ্যই এর বরকত দেখতে পাবেন।

(৮) মা বরং আপনার বাচ্চার মাকেও এমনকি ঘরে (ও বাইরে) একদিনের শিশুকেও **"আপনি"** বলে সম্বোধন করুন।

(৯) নিজ এলাকার মসজিদের ইশার জামাআতের সময় হতে শুরু করে দুই ঘন্টার মধ্যেই শুয়ে পড়ুন। আহ! যদি তাহাজ্জুদের নামাযের সময় চোখ দুটি খুলে যেত, আর না হয় কমপক্ষে ফযরের নামাযতো খুব সহজেই (মসজিদে প্রথম কাতারে জামাআত সহকারে) আদায় করার সুযোগ হয়ে যেত। আর এভাবে কাজে কর্মেও কোন প্রকারের অলসতা আসত না।

(১০) ঘরের সদস্যদের মাঝে যদি নামাযে অলসতা, পর্দাহীনতা, সিনেমা, নাটক দেখা এবং গান বাজনা শোনা ইত্যাদি গুনাহের অভ্যাস থাকে আর আপনি যদি ঘরের কর্তা না হন এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি তাদের বারণ করলে তারা আপনার কথা শুনবেনা তবে বারবার তর্ক না করে সবাইকে নম্রভাবে বুঝিয়ে মাকতাবাতুল মদীনা হতে জারীকৃত সুন্নাতে ভরা বয়ানের অডিও/

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

ভিডিও ক্যাসেট শুনান, মাদানী চ্যানেল দেখলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাদানী সুফল আসবেই।

(১১) ঘরে আপনাকে যতই বকাঝকা করুক, এমনকি যদি মারেও তবুও আপনি রাগ না করে ধৈর্যের উপর ধৈর্য ধরুন। যদি আপনি তাদের প্রতিবাদে নিজ জিহ্বাকে ব্যবহার করেন তবে মাদানী পরিবেশ তৈরীর আর কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। বরং এর বিপরীত ঘটবে যে, অধিক কঠোরতা বা প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক সময় শয়তান মানুষকে খুবই জেদী বানিয়ে দেয়।

(১২) ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীর একটি খুবই উত্তম মাধ্যম হলো: ঘরে প্রতিদিন অবশ্যই অবশ্যই **‘ফয়যানে সুন্নাত’** হতে দরস দেয়া।

(১৩) আপনার পরিবারের সকলের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য খুবই একাগ্রতার সাথে দোয়া করতে থাকুন। কেননা, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اَلدُّعَآءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ “অর্থাৎ দোয়া হলো মু’মিনের হাতিয়ার।” (আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৫৫)

(১৪) বিবাহিতা ইসলামী বোনেরা যারা শশুড়বাড়ীতে থাকেন তারা শশুড় বাড়ীকে নিজ বাড়ি এবং শশুড়-শাশুড়ীকে নিজ পিতা মাতা মনে করে সম্মান করুন। যদি কোন শরয়ী বাধা না থাকে।

(১৫) মাসায়িলুল কুরআন, ২৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: “প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ সহকারে একবার পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সন্তান সন্ততি সুন্নাতের অনুসারী হবে এবং ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরী হবে। দোয়াটি হলো:

(اَللّٰهُمَّ) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿۷۴﴾ (১)

---

(১) কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করো আমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তান সন্ততি হতে চক্ষু সমূহের প্রশান্তি এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের আদর্শ বানাও। (পারা: ১৯, সুরা: ফোরকান, আয়াত:৭৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

(বি.দ্র. এখানে اَللّٰهُمَّ শব্দটি কোরআনের আয়াতের অংশ নয়।)

(১৬) অবাধ্য সন্তান চাই ছোট হোক কিংবা বড় যখন ঘুমাবে তখন তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নে দেয়া আয়াতটি শুরু ও শেষে একবার দরূদ শরীফ পড়ে শুধুমাত্র একবার এতটুকু আওয়াজে পড়ুন যেন সন্তানের ঘুম ভেঙ্গে না যায়।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ بَلۡ ہُوَ قُرۡاٰنٌ مَّجِیۡدٌ ﴿ۙ۲۱﴾ فِیۡ لَوۡحٍ مَّحۡفُوۡظٍ ﴿٪۲۲﴾ (২)

মনে রাখবেন! বয়সে বড় বা বয়স্ক ব্যক্তি যদি অবাধ্য হয়, তবে শুয়ে শুয়ে শিয়রে ওযীফা পড়তে গেলে তার জেগে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত এটা তখনই হয় যখন তার গভীর ঘুম আসে না। আর এটা বুঝা খুবই কঠিন যে, শুধু চোখ বন্ধ করে আছে নাকি ঘুমিয়ে আছে। তাই যেখানে ফিতনার আশংকা আছে সেখানে এই আমলটি করবেন না। বিশেষ করে স্ত্রী তার স্বামীর উপর এই আমল করবে না।

(১৭) এছাড়া অবাধ্য সন্তানকে বাধ্য বানানোর জন্য উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ফযরের নামাযের পর আসমানের দিকে মুখ করে শুরু ও শেষে একবার করে দরূদ শরীফ পড়ে "یَا شَہِیۡدُ" ২১ বার পড়ুন।

(১৮) মাদানী ইন্‌আমাত অনুযায়ী আমলের অভ্যাস গড়ুন, আর ঘরের সদস্যদের মধ্যে যার ভেতর বেশি নম্রতা লক্ষ্য করবেন তার উপর যেমন আপনি যদি পিতা হন তবে সন্তানদের মাঝে অতি নম্রতা ও প্রজ্ঞার সাথে মাদানী ইন্‌আমাতের আমল শুরু করান। **আল্লাহ তাআলা**র দয়ায় ঘরে মাদানী পরিবর্তন এসে যাবে।

(১৯) (ইসলামী ভাই) নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিন মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করে ঘরের

---

(২) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** বরং তা পূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন কুরআন, লওহে মাহফুযের মধ্যে। (পারা: ৩০, সুরা: বুরুজ, আয়াত: ২১, ২২)

www.dawateislami.net

অধিবাসীদের জন্যও দোয়া করুন।মাদানী কাফেলাতে সফরের বরকতে ঘরের অধিবাসীদের মধ্যে মাদানী পরিবেশ তৈরীর অনেক **'মাদানী বাহার'** শুনা যায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদাব সমূহ বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আকা, জান্নাত মে পড়োসি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মিস্ওয়াকের ২০টি মাদানী ফুল

প্রথমে দু'টি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন:

✲ মিস্ওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায পড়া মিস্ওয়াক ছাড়া ৭০রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮) ✲ মিস্ওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও কেননা তাতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮৬৯) ✲ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত উর্দূ কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** এর প্রথম খন্ডের ২৮৮পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়াহ্, বদরুত তরীকাহ্, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: মাশায়েখে কেরাম বলেন: "যে ব্যক্তি মিস্ওয়াকে অভ্যস্ত হয়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা পড়া নসীব হয় এবং যে আফিম (এক প্রকার নেশার বস্তু) খায়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা নসীব হবেনা।" ✲ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মিস্ওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নতের অনুস্মরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী ঠিক রাখে। (জামউল জাওয়ামি' লিস্ সুয়ুতী, ৫ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৮৬৭) ✲ হযরত সায়্যিদুনা আবদুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর ওযুর সময় মিস্ওয়াকের প্রয়োজন হয়। খুজে দেখা হলো কিন্তু পাওয়া গেল না। এজন্য এক দীনারের (অর্থাৎ একটি স্বর্ণের মূদ্রা) বিনিময়ে মিস্ওয়াক কিনে ব্যবহার করলেন। কিছু লোক বলল: এটা তো আপনি অনেক বেশি খরচ করে ফেলেছেন! কেউ এত বেশি দাম দিয়ে কি মিস্ওয়াক নেয়? হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুনিয়া এবং এর সমস্ত বস্তু **আল্লাহ পাকের** নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও মূল্য রাখেনা। যদি কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি কি জবাব দেব যে, "তুমি আমার **হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত কেন ছেড়ে দিলে?" যে ধন সম্পদ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম তার বাস্তবতা তো আমার কাছে মশার ডানার সমপরিমাণও ছিল না। আর এ তুচ্ছ সম্পদ এই মহান সুন্নাতেকে (মিস্ওয়াক) পালনের জন্য কেন খরচ করলেনা? (লাওয়াকিহুল আনওয়ার থেকে সংক্ষেপিত, ৩৮ পৃষ্ঠা) ✲ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: চারটি জিনিস আকল তথা জ্ঞান বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, মিস্ওয়াকের ব্যবহার, নেক্কার লোকদের সংস্পর্শ এবং নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। (হায়াতুল হাইওয়ান, ২য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) ✲ মিস্ওয়াক পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের হওয়া চাই। ✲ মিস্ওয়াক যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয়। ✲ মিস্ওয়াক যেন এক বিঘত পরিমাণ থেকে বেশি লম্বা না হয়। বেশি লম্বা হলে সেটার উপর শয়তান আরোহণ করে। ✲ মিসওয়াকের আঁশ যেন নরম হয়, শক্ত আঁশ দাঁত এবং মাড়ির মধ্যে ফাঁক (GAP) সৃষ্টি করে। ✲ মিস্ওয়াক যদি তাজা হয় তবে খুব ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে

www.dawateislami.net

রেখে নরম করে নিন। ✻ মিস্ওয়াকের আঁশ প্রতিদিন কাটা উচিত, আশঁগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত ফলদায়ক থাকে, যতক্ষণ মিস্ওয়াকে তিক্ততা অবশিষ্ট থাকে। ✻ দাঁতের প্রস্থে মিস্ওয়াক করুন। ✻ যখনই মিস্ওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করুন। ✻ মিসওয়াক প্রত্যেকবার ধূয়ে নিন। ✻ মিস্ওয়াক ডান হতে এভাবে ধরুন যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিস্ওয়াকের নিচে এবং মধ্যবর্তী তিন আঙ্গুল উপরে থাকে, আর বৃদ্ধাঙ্গুল মাথায় থাকে। ✻ প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে মিস্ওয়াক করবেন, অতঃপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর ডান দিকের নিচের দাঁত সমূহে, এরপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহের উপর মিস্ওয়াক করবেন। ✻ মুষ্ঠি বেধেঁ মিসওয়াক করার কারণে অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ✻ মিস্ওয়াক ওযুর পূর্ববর্তী সুন্নাত। অবশ্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ ঐ সময় হবে যখন মুখ দুর্গন্ধ হয়। (ফাতোওয়ায়ে রযভীয়া থেকে সংকলিত, ১ম খন্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা) ✻ মিস্ওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা এটা সুন্নাত পালণের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেধেঁ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন। (বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত উর্দূ কিতাব **‘বাহারে শরীয়ত’** এর প্রথম খন্ড, ২৯৪-২৯৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যায়ন করুন)

হাজারো সুন্নাত সমূহ শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত কিতাব সমূহ (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“বাহারে শরীয়ত”** ১৬তম খন্ড এবং (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“সুন্নাত ও আদাব”** হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের এক সর্বোত্তম মাধ্যম **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলাতে আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফেলে মে চলো, সিখনে সুন্নাতে কাফেলে মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফেলে মে চলো, খাত্‌ম হো শামাতে কাফেলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ান নং ৪

নেক্‌কার হওয়ার উপায়

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- বিশাল আকারের সাপ
- অন্ধের চোখ মিলে গেল
- কুফলে মদীনা দিবস
- সমস্ত ছগীরা গুনাহ মাফ
- সমবেদনা জ্ঞাপন করার ১৬টি মাদানী ফুল

পৃষ্ঠা উল্টান

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নেক্কার হওয়ার উপায়(১)

সম্ভবতঃ শয়তান আপনাকে এই রিসালাটি পড়ার সুযোগ দিবে না,
কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ পাঠ করে শয়তানের আক্রমনকে প্রতিহত করে দিন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

এক ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে ভয়ংকর একটি বিপদ দেখতে পেল, (এতে তিনি) ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন: তুমি কে? (বিপদ) উত্তর দিল: "আমি তোমার মন্দ আমল"। (লোকটি পুনরায়) জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি? উত্তর দিল: অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করা।

(আল কাউলুল বদী, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানা গেল, বেশি পরিমাণে দরূদ পড়াও নেক্কার হওয়ার ব্যবস্থাপত্র। হায়! আফসোস! আমরা যদি উঠা-বসায়, চলা-ফিরায় প্রতিটি মূহুর্তে দরূদ সালাম পড়তে থাকতাম।

---

(১) আমীরে আহ্লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** তিন দিন ব্যাপী ইজতিমাতে (রজবের ২, ৩, ৪ তারিখ, ১৪১৯ হিঃ, মদীনাতুল আউলিয়া মুলতানের) মধ্যে বয়ান এই বয়ানটি করেন। প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে পাঠকের খেদমতে পেশ করা হল। ---- **উবাইদ রযা ইবনে আত্তার।**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

তুরবত মে হোগি দীদ রাসুলে আনাম কি, আদত বানা রাহা হো দরুদ সালাম কি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিশাল আকারের সাপ

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে কোন ব্যক্তি তাঁর তাওবা করার কারণ জিজ্ঞাসা করল: তখন তিনি বললেন: আমি পুলিশের মহকুমায় একজন সৈনিক ছিলাম। গুনাহের অভ্যাসী ও পাক্কা শরাবী ছিলাম। আমার একটি মাত্র কন্যা ছিল। তাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসতাম। দু'বছর বয়সে সে মারা গেল। আমি চিন্তায় দূর্বল হয়ে গেলাম। ঐ বৎসরে যখন শবে বরাতের আগমন হল, আমি ইশার নামায পর্যন্ত আদায় করি নাই। বেশি মদপান করি এবং নেশাগ্রস্থাবস্থায় নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্নের জগতে বিভোর হয়ে গেলাম। (স্বপ্নে) দেখলাম কিয়ামত সংগঠিত হল। মৃতরা নিজ নিজ কবর হতে উঠে একত্রিত হচ্ছে। ইত্যবসরে আমার পিছনে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ অনুভব হল। মুখ ফিরিয়ে যেটা দেখলাম, বিশালাকারের একটি সাপ হা করে আমার উপর আক্রমন করতে প্রস্তুত, আমি ঘাবড়ে গিয়ে কিছু দূর পালিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সাপও আমার পিছনে পিছনে দৌড়াতে লাগল। এমতাবস্থায় একজন উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট দূর্বল বুজুর্গ ব্যক্তি আমার দৃষ্টিগোচর হল। আমি তার থেকে সাহায্য চাইলাম, তিনি বললেন: "আমি খুবই দূর্বল আপনাকে সাহায্য করতে পারব না।" আমি পুনরায় খুব দ্রুত গতিতে পালিয়ে যেতে লাগলাম। সাপও আমার পিছনে পিছনে সমান ভাবে দৌড়াতে লাগল। দৌড়তে দৌড়তে আমি একটি ছোট পর্বতে গিয়ে আরোহণ করলাম। ছোট পর্বতের অপর পাশে ভয়ংকর আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। অনেক লোক সে আগুনে জ্বলছে। আমিও সেখানে নিক্ষেপযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে ছিলাম। আওয়াজ হল: "পিছনে সরে যাও, তুমি এ আগুনের উপযুক্ত নও"। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে আবারো দৌড়ে পালাতে

লাগলাম। আর সাপও আমার পিছনে পিছনে ছুটছিল। ঐ দূর্বল বুজুর্গের সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হল। আর (তিনি) কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন: "আফসোস! আমি খুবই দূর্বল ব্যক্তি, আপনার সাহায্য করতে পারছি না। ঐ দেখুন, সামনে যে গোলাকার পাহাড় দেখা যাচ্ছে সেখানে মুসলমানদের **"আমানত সমূহ"** রয়েছে। (আপনি) ঐ গোলাকার পাহাড়ে যান, যদি আপনারও সেখানে কোন আমানত থাকে তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার মুক্তির কোন পথ বের হয়ে আসবে"। আমি গোল পাহাড়ে পৌঁছলাম, সেখানে অনেক জানালা ছিল। ঐ জানালাগুলোতে রেশমি কাপড়ের পর্দা শোভা পাচ্ছিল, আর দরজা সমূহ ছিল স্বর্ণের, এর উপর মোতিও জড়ানো ছিল। ফিরিস্তারা ঘোষণা করতে লাগলেন; "পর্দা সরিয়ে দাও"! দরজা খুলে দাও! হয়তঃ এই চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির কোন **"আমানত"** এখানে বিদ্যামান রয়েছে, যা তাকে এই সাপ থেকে রক্ষা করতে পারবে। জানালা খুলে গেল, আর সেখান থেকে চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট অনেক শিশু উঁকি মেরে দেখতে লাগল। তাদের মাঝে আমার মৃত দুই বৎসরের কন্যাটিও ছিল। সে আমাকে দেখে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল, (আর বলতে লাগল:) "**আল্লাহ্**র কসম! এতো আমার আব্বাজান"। অতঃপর সে লাফ দিয়ে দ্রুত আমার কাছে চলে আসল এবং তার বাম হাত দ্বারা আমার ডান হাত ধরে ফেলল। এই দৃশ্যে দেখে ঐ বিশালাকারের সাপটি পালিয়ে গেল। এতে আমার দেহে প্রাণ ফিরে আসল। কন্যাটি আমার কোলে বসে পড়ল, এবং (তার) ডান হাতে আমার দাড়ি বুলাতে বুলাতে সে ২৭ পারার সূরাতুল হাদীদের ১৬নং আয়াতের এই অংশটি তিলাওয়াত করল:

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঈমানদারদের জন্য কি এখনো ঐ সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়বে **আল্লাহে**র স্মরণ ও ঐ সত্যের জন্য, যা অবতীর্ণ হয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

নিজের কন্যা হতে এই আয়াতে কারীমা শুনে, আমি কেঁদে দিলাম। (অতঃপর) আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কন্যা! ঐ বিশালাকারের সাপটি কি রকম বিপদ ছিল? (সে কন্যাটি) বলল: সেটা হল আপনার মন্দ আমল সমূহ যা আপনি বৃদ্ধি করেই চলছিলেন। বিশালাকারের সাপের আকৃতিতে মন্দ আমলগুলো আপনাকে জাহান্নামে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট ছিল। (তিনি আবার) জিজ্ঞাসা করলেন: ঐ দূর্বল বুজুর্গ কে ছিল? (সে) বলল: সেটা হল আপনার নেক আমল সমূহ। যেহেতু আপনি নেক আমল অনেক কম করেছেন, সেহেতু সেটা অত্যন্ত দূর্বল ছিল এবং আপনার মন্দ আমলের মোকাবিলা করতে অক্ষম (ছিল)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তোমরা এই পাহাড়ে কি করছ? বলল: মুসলমানদের মৃত বাচ্চাগুলো এখানের বাসিন্দা হয়ে কিয়ামতের অপেক্ষা করছে। আমরা নিজেদের মাতা-পিতার জন্য অপেক্ষা করছি। তারা আসলে আমরা তাদের জন্য সুপারিশ করব। অতঃপর আমার চোখ খুলে গেল। আমি ঐ স্বপ্নে ভীষণ ভীত হলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমি নিজের সকল পাপের জন্য কেঁদে কেঁদে তাওবা করলাম।

(রওজুর রিয়াহীন, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মৃত্যুবরণকারী বাচ্চা পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষানীয় অগণিত মাদানী ফুলের সম্ভার রয়েছে। যার মধ্যে একটি মাদানী ফুল এটাও রয়েছে: যার নাবালেগ বাচ্চা মারা যায় ঐ ব্যক্তি মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত নয় বরং লাভবান। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর মৃত মাদানী মুন্নি স্বপ্নের মধ্যে তাঁর হিদায়াতের কারণ হয়েছে এবং মদ্যপানকারী ও জঘন্য পাপীকে তার পাপ থেকে দূরে সরিয়ে বিলায়তের আকাশের উজ্জল তারকাতে পরিণত করেছে। **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

"যে দুইজন মুসলমান স্বামী-স্ত্রীর তিনটি সন্তান মারা যাবে **আল্লাহ্ তায়ালা** নিজের দয়া ও অনুগ্রহে উভয়কে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" সাহাবা কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরজ করল: **হে আল্লাহ্‌র রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি শুধুমাত্র দুইটি বাচ্চা মারা যায় তবে? ইরশাদ করলেন: "দুইটি হলেও।" পুনরায় আরজ করল: যদি একটি বাচ্চা মারা যায় তবে? ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ! একটি হলেও।" এর পর ইরশাদ করলেন: "ঐ সত্ত্বার শপথ! যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, যে মহিলার অসম্পূর্ণ বাচ্চা (অর্থাৎ মায়ের পেটে অপূর্ণ অবস্থায় নষ্ট হয়ে) মারা যায় আর সে এর উপর ধৈর্য ধারণ করে, তবে সে বাচ্চা নিজের মাকে তার নাভীর আঁত দ্বারা টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২১৫১)

পরস্পর হাসির কারণে আয়াত অবতীর্ণ

বর্ণিত হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ ঈমান তাজাকারী ঘটনায় অন্তরে রেখাপাতকারী যে কুরআনের আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে, তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানে এর শানে নুযুল এটা রয়েছে: উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাতুনা আয়িশা ছিদ্দিকা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا হতে বর্ণিত: **নবীয়ে মুকাররম, রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের হুজরা শরীফ থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে মুসলমানদের দেখলেন, তারা পরস্পর হাসাহাসি করছে। ইরশাদ করলেন: "তোমরা হাসছ! অথচ এখনো পর্যন্ত তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা আসেনি, আর তোমাদের হাসির কারণে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।" তাঁরা আরজ করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই হাসির কাফ্‌ফারা কি? ইরশাদ করলেন: "ততটুকু পরিমাণ কান্না করা।"

(তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান পারা- ২৭, সূরাতুল হাদীদ, আয়াত নং- ১৬ এর টীকা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

নাদামাত ছে গুনাহোঁ কা ইযালা কুছ তো হো জাতা,
হামে রুনা ভি তো আ-তা নেহি হা য়ে নাদামাত ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বাঁশি থেকে আয়াতের আওয়াজ উঠল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মূলতঃ এই আয়াতে কারীমাটি নেক্‌কার হওয়ার একটি সর্বোৎকৃষ্ট মাদানী ব্যবস্থাপত্র। এর অংশ হিসাবে আরো একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন, কেননা এই কুরআনের আয়াতটি শুনে জানি না কত লোকের জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মোবারক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমার যৌবনের শুরুর অবস্থা ছিল, নিজের বন্ধুদের সাথে একদা সফর করতে করতে আমরা একটি বাগানে পৌঁছলাম। আমার বাঁশি বাজানোর খুব আগ্রহ ছিল। রাতে যখনই বাঁশি বাজানোর জন্য নিলাম, (তখন) বাঁশি থেকে এই আয়াতে কারীমার ধ্বনি উচ্চারিত হল:

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

(পারা: ২৭, সুরা: হাদীদ, আয়াত: ১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঈমানদারদের জন্য কি এখনো ঐ সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়বে **আল্লাহ**র স্মরণ (এর জন্য)

আয়াত শুনে আমার অন্তরে ভীষণ আঘাত লাগল। আমি বাঁশিকে নিক্ষেপ করলাম এবং সত্য অন্তরে গুনাহ্ থেকে তাওবা করলাম, আর প্রতিজ্ঞা করলাম এমন কোন কাজ আর কখনো করব না, যা আমাকে আমার রবের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। (শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৩১৭)

অন্ধের চোখ মিলে গেল

আপনারা দেখলেন তো! এই আয়াতে কারীমাটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর জন্য হিদায়াতের মাধ্যম হয়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

আর তিনি বিলায়তের অনেক বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। একদা তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কোথাও যাচ্ছিলেন, (পথে) একজন অন্ধ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: বলো তোমার কি প্রয়োজন? (লোকটি) আরজ করল: (আমার) চোখ দরকার। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঐ সময় দোয়ার জন্য হাত তুলে দিলেন। **আল্লাহ্ তায়ালা** ঐ অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি দান করলেন।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ডাকাতের হিদায়াত কিভাবে হলো?

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সায়্যিদুনা ফুযাইল ইবনে আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নেক্‌কার হওয়ার মাধ্যমও এই আয়াতটি ছিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর সময়ের একজন প্রসিদ্ধ ডাকাত ছিলেন। কোন একজন নারীর প্রেমে পড়ে গেলেন। সেও তাঁর সাথে গুনাহের কাজ করার জন্য সম্মত হল। যখন নির্দিষ্ট সময়ে গেলেন, তখন কোথা হতে এই আয়াতটি তিলাওয়াতের আওয়াজ আসতে লাগল:

اَلَمۡ يَاۡنِ لِلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنۡ تَخۡشَعَ قُلُوۡبُهُمۡ لِذِكۡرِ اللّٰهِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঈমানদারদের জন্য কি এখনো ঐ সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়বে **আল্লাহর** স্মরণ। (এর জন্য) (পারা: ২৭, সুরা: হাদীদ, আয়াত: ১৬) তাঁর অন্তরের জগৎ পরিবর্তন হয়ে গেল। কান্না করে ফিরে এসে **আল্লাহ্ তায়ালার** কাছে বিনীতভাবে গুনাহের মাফ চাইলেন। নেক কাজে মন বসালেন। মক্কা মুকার্‌রমাতে অনেক দিন পর্যন্ত ইবাদত করলেন এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** মকবুল আউলিয়াদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন। (রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ছেলের মৃত্যুতে মুচকি হাসি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মহান সাধক হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে কেউ কখনো মুচকি হাসতে দেখেন নি। যে দিন তাঁর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ শাহ্জাদা হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন ফুযাইল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ইন্তিকাল করেন, সে দিন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মুচকি হাসতে লাগলেন। লোকেরা আরজ করলেন: ইহা কোন ধরণের খুশির সময় যে আপনি হাসছেন! তিনি বললেন: আমি **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হয়ে হাসছি। কেননা **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির কারণে আমার ছেলের মৃত্যু হয়েছে, আর **আল্লাহ্ তায়ালার** পছন্দই আমার পছন্দ। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

জে ছোহনা মেরে দুখ ওয়িচ রাযি, মাই সুখ নো চুল্লে পাওয়া।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আপনি কি নেক্কার হতে চান?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনি কি বাস্তবিক নেক্কার হতে চান? তবে আপনাকে এর জন্য অনেক চেষ্টা করতে হবে। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, ত্বালেবে ইলমে দ্বীনের জন্য ৯২টি, ত্বালিবে ইলমে দ্বীনের জন্য ৮৩টি, মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদের জন্য ৪০টি এমনকি খুসুসী (প্রতিবন্ধী) ইসলামী ভাইদের জন্য ২৭টি মাদানী ইন্আমাত রয়েছে। অসংখ্য ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন এবং ছাত্ররা মাদানী ইন্আমাত অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন ঘুমানোর পূর্বে ফিক্‌রে মদীনা করে অর্থাৎ নিজের আমলের হিসাব করে মাদানী ইন্আমাতের পকেট সাইজ রিসালায় দেওয়া খালি ঘর পূরণ করে। এই মাদানী ইন্আমাতকে একনিষ্ঠার সাথে নিজের মধ্যে অপরিহার্য করে নেওয়ার পর নেক্কার হওয়ার এবং গুনাহ সমূহ থেকে বেঁচে

www.dawateislami.net

থাকার রাস্তায় বাঁধা-বিপত্তি **আল্লাহ্ তায়ালার** অনুগ্রহ ও দয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূর হয়ে যায় এবং এর বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার, গুনাহের প্রতি ঘৃণা করার ও ঈমান হিফাযতের মনমানসিকতা সৃষ্টি হয়। সকলের উচিত চরিত্রবান মুসলমান হওয়ার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা থেকে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা সংগ্রহ করা এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা (অর্থাৎ নিজের আমলের হিসাব) করে এর মধ্যে দেওয়া খালি ঘর পূরণ করুন, আর হিজরী সন অনুযায়ী প্রত্যেক মাদানী মাসের (অর্থাৎ চন্দ্র মাসের) প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজেদের মাদানী ইন্‌আমাতের যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

তু ওয়ালী আপনা বানালে উসকো রব্বে লাম ইয়াজাল,
মাদানী ইন্‌আমাত পর করতা রহে জু ভি আমল।

“কুফ্‌লে মদীনা দিবস”

অহেতুক কথাবার্তা বলা গুনাহ্ নয়, কিন্তু অহেতুক কথা বলতে বলতে গুনাহ ভরা কথায় লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। এজন্য অহেতুক কথা থেকে বেঁচে থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে প্রত্যেক মাসের প্রথম সোমবার (অর্থাৎ রবিবার মাগরিব থেকে সোমবার মাগরিব পর্যন্ত) **“কুফ্‌লে মদীনা দিবস”** উদযাপন করতে ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এর আনন্দ তো সেই বুঝবে, যে এইদিন উদযাপন করে। এতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা **“নিশ্চুপ শাহ্‌জাদা”** (৪৮ পৃষ্ঠা) একবার পড়া বা শুনা হয়। একাকী পড়ুন বা পরস্পর মিলে মিশে কিছু কিছু পড়ে শুনিয়ে দিন, এভাবে চুপ থাকার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। **“কুফ্‌লে মদীনা দিবসে”** যতটুকু সম্ভব প্রয়োজনীয় কথাও ইশারায় বা লিখে সম্পাদন করুন। হ্যাঁ! যে ইশারা প্রভৃতি বুঝবে না বা যেখানে কথা বলা জরুরী সেখানে মুখে বলুন। যেমন: সালাম ও সালামের জবাব, হাঁচি আসলে হামদ বলা

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

অথবা কেউ (হাঁচিতে) হামদ বললে এর জবাব, এই ভাবে নেকীর দা'ওয়াত দেওয়া ইত্যাদি। যে সকল লোক ইশারা বুঝে না, তাদের সাথে প্রয়োজনে মুখে কথাবার্তা বলুন এবং এই মাদানী ফুল সারা জীবনের জন্য গ্রহণ করে নিন, কাজের কথাও যখন বলতে হয় (তখনও) কম শব্দের মধ্যে কথা গুছিয়ে নিবেন। এত বেশি বলবেন না, কেননা যার সাথে কথা বলতেছেন হয়ত, সে বিরক্ত হয়ে যাবে। যা হোক প্রত্যেকে ঐ ধরণের আচরণ থেকে বিরত থাকবেন, যা সাধারণ মানুষের মাঝে ঘৃণার কারণ হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অনেকে এমনও রয়েছে, যে প্রতি মাসে ধারাবাহিক ৩দিন **"কুফ্‌লে মদীনা দিবস"** পালন করে। হায়! আমরাও যদি সারা জীবন প্রতিদিনই **"কুফ্‌লে মদীনা দিবস"** পালনকারী হয়ে যেতাম। হায়! অন্তরের মধ্যে সারা জীবনের জন্য এই মাদানী ফুল গেথে যেত; "অহেতুক কথা থেকে বাঁচব, যাতে গুনাহ ভরা কথায় লিপ্ত হয়ে জাহান্নামে পতিত না হই।"

মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমলকারীদের জন্য মহা সুসংবাদ

মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণকারী কেমন সৌভাগ্যবান তার অনুমান এই মাদানী বাহার থেকে বুঝা যায়, যেমন: হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ) এর একজন ইসলমী ভাইয়ের (শপথ কৃত) বর্ণনা: ১৪২৬ হিজরীর রজব মাসের এক রাতে আমি স্বপ্নের মধ্যে **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের মহান সৌভাগ্য অর্জন করি। ঠোঁট মোবারক নড়া-চড়া করছিল, আর রহমতের ফুল বর্ষণ হতে লাগল এবং মিষ্টি ভাষার শব্দাবলী কিছু এভাবে তরতীব পেল: যে এই মাসে প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে মাদানী ইন্‌আমাত অনুযায়ী ফিক্‌রে মদীনা করবে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

মাদানী ইন্‌আমাত কি ভি মারহাবা কিয়া বাত হে,
কুরবে হক কে তালেবো কে ওয়াসতে সাওগাত হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

দ্বিতীয় মাদানী ইন্আম

এই ৭২ মাদানী ইন্আমাতের মধ্যে ইসলামী ভাইদের জন্য ২য় মাদানী ইন্আম এটা রয়েছে: আপনি কি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদের প্রথম কাতারে, প্রথম তাকবীরের সাথে, জামাআত সহকারে আদায় করেন? **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** শুধু এই একটি মাদানী ইন্আম এর উপর যদি কেউ সঠিক ভাবে আমল করে, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার তরী পার হয়ে যাবে। নামাযের ফযীলত সম্পর্কে কে অবগত নয়?

সমস্ত ছগীরা গুনাহ্ মাফ

ছরকারে মদীনায়ে মুনাওয়ারা, সুলতানে মক্কায়ে মুকার্‌রমা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি দুই রাকাত নামায পড়বে এবং এর মধ্যে কোন ভুল না করে, তবে অতীতে তার যত গুনাহ্ হয়েছে **আল্লাহ্ তায়ালা** ক্ষমা করে দিবেন।" (এখানে ছগীরা গুনাহ্ উদ্দেশ্য)

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২১৭৪৯)

জামাআতের ফযীলত

আপনারা দেখলেন তো! দুই রাকাতের যখন এই ফযীলত, তখন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায সমূহের কেমন কেমন বরকত হবে! এই 'মাদানী ইন্আমে' নামায জামাআত সহকারে আদায় করার কথা রয়েছে, আর জামাআতের ফযীলত সম্পর্কে কি বলব, মুসলিম শরীফে সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **তাজদারে মদীনা, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নামায একাকী পড়ার চাইতে জামাআত সহকারে আদায় করলে সাতাশ গুণ (সাওয়াব) বৃদ্ধি পাবে।"

(মুসলিম শরীফ, ৩২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৫০)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

প্রথম তাকবীরের ফযীলত

ঐ 'মাদানী ইন্'আমে' প্রথম তাকবীরের কথাও উল্লেখ রয়েছে। এর ফযীলত সম্পর্কে শুনুন এবং আন্দোলিত হোন। ইবনে মাজাহ শরীফের বর্ণনায় রয়েছে; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি মসজিদে জামাআত সহকারে চল্লিশ রাত ইশার নামায এইভাবে আদায় করে (যেন) প্রথম রাকাত ছুটে না যায় (তবে) **আল্লাহ্ তায়ালা** তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেন।" (ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ৪৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৭৯৮) سُبْحٰنَ الله! যখন চল্লিশ রাত ইশারের ৪ রাকাত নামায জামাআত সহকারে প্রথম তাকবীরের সাথে আদায় করার এত ফযীলত, তবে জীবিত অবস্থায় বছরের পর বছর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম তাকবীরের সাথে জামাআত সহকারে আদায় করার কি রকম ফযীলত হবে!

নামাযে হজ্বের সাওয়াব

সুলতানে মদীনা, রহমতের খযিনা, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে পবিত্রতা অর্জন করে নিজের ঘর থেকে ফরয নামাযের জন্য বের হয়, তার সাওয়াব এমন রয়েছে, যেমন হজ্ব পালনকারী মুহরিমের (ইহ্রাম পরিহিত ব্যক্তির)। (আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৫৫৮)

দৈনিক পাঁচ বার গোসলের উদাহরণ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, মাহবুবে গাফ্ফার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বলো! যদি কারো দরজায় একটি নদী থাকে, যাতে সে দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে, তবে কি তার মধ্যে (শরীরে) কোন ময়লা থাকবে?" লোকেরা আরজ করল: তার (শরীরের) ময়লার মধ্য থেকে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণও এই রূপ, **আল্লাহ্ তায়ালা** এর বিনিময়ে গুনাহ সমূহ মুছে দেন।” (মুসলিম শরীফ, ৩৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৬৭)

জান্নাতী যিয়াফত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ‘মাদানী ইন্‌আমের’ কারণে নামায সমূহও মসজিদেই আদায় করা হবে। আর মসজিদে যাওয়া سُبْحٰنَ الله! হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে মুকাররম, রাসুলে মুহতাশম, নূরে মুজাস্‌সম, ছরওয়ারে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে সকাল বা সন্ধ্যায় মসজিদে আসবে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার জন্য জান্নাতে একটি মেজবানের আয়োজন করবেন।” (প্রাগুক্ত, হাদীস: ৬৬৯)

প্রথম কাতার

প্রথম কাতারের কথাও এই ‘মাদানী ইন্‌আমে’ বিদ্যমান রয়েছে। **আল্লাহ্‌র হাবীব, নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যদি লোকেরা জানত আযান ও প্রথম কাতারের মধ্যে কি রয়েছে, (তবে তা লাভ করার জন্য) লটারী দেওয়া ব্যতীত কোন উপায় থাকত না। সুতরাং এর জন্য (তারা অবশ্যই) লটারী দিত।” (সহীহ্ মুসলিম, ২৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩৭) আর একটি বর্ণনায় আছে; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “**আল্লাহ্ তায়ালা** এবং তাঁর ফিরিস্তারা প্রথম কাতারে রহমত প্রেরণ করেন। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ২য় কাতারের উপর? **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “**আল্লাহ্ তায়ালা** ও তাঁর ফিরিস্তাগণ ১ম কাতারের উপর রহমত প্রেরন করেন।” পুনরায় সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরজ করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

২য় কাতারের উপরও? ইরশাদ করলেন: "২য় কাতারের উপরও।" আরো ইরশাদ করেন: "কাতারকে সোজা কর এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলাও। নিজের ভাইদের সাথে কোমল হও। আর কাতারের মাঝে খালি জায়গা পূর্ণ কর। কেননা শয়তান ভেড়ার বাচ্চার মত তোমাদের মাঝে প্রবেশ করে।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২২৩২৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কোন ধরণের আমল বেশি উত্তম?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হয়ত আপনাদের মধ্য থেকে কারো কাছে "মাদানী ইন্‌আমাত" কঠিন মনে হবে, কিন্তু সাহস হারাবেন না। বর্ণিত আছে: اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اَحْمَزُهَا অর্থাৎ- সর্বোত্তম ইবাদত হল সেটাই, যার মধ্যে বেশি কষ্ট রয়েছে। (মাকাসদে হাসানাহ্, ৭৯ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়াতে যে আমল যত কষ্টকর হবে, কিয়ামতের দিন আমলের পাল্লায় সেটা তত বেশি ভারী হবে।" (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা) যখন আমল করা শুরু করে দিবেন তখন সেটা আপনার জন্য اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সহজ হয়ে যাবে। সম্ভবতঃ আপনার অভিজ্ঞতা থাকবে, প্রচন্ড শীতে অযু করতে বসলে শুরুতেই ঠান্ডায় দাঁত খিড় খিড় করে। অতঃপর সাহস করে যখন অযু আরম্ভ করে দেন, তখন যদিও প্রথমে খুব ঠান্ডা অনুভব হয়, কিন্তু পরে ক্রমান্বয়ে ঠান্ডা কম অনুভব হয়। প্রত্যেক কঠিন কাজের এটাই নিয়ম। উদাহরণ স্বরূপ- কোন ব্যক্তি (যদি) কোন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়, তবে সে অস্থির হয়ে যায়, অতঃপর ধীরে ধীরে যখন অভ্যস্ত হয় তখন ধৈর্য ধারণের ক্ষমতাও সৃষ্টি হয়ে যায়। এক ইসলামী ভাই **ইরকুন নিসা** নামক রোগে আক্রান্ত হলেন। এই রোগ সাধারণত পায়ের টাখনু থেকে রানের উপরের জোড় পর্যন্ত হয়ে থাকে। কারো এক মাস আর কারো বৎসরেও যায় না। তিনি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। আমি বললাম:

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালা ভাল করে দিবেন। আপনি ঘাবড়াবেন না। যখন আপনি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সহ্য করা সহজ হয়ে যাবে। কিছুদিন পরে (তার সাথে) সাক্ষাৎ হলে আমি জিজ্ঞাসা করি, তখন সে বলে সেই ব্যথাতো আছেই কিন্তু আপনার কথা অনুসারে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এতে কাজ চলে যাচ্ছে। মাদানী ইন্‌আমাত যেহেতু আমাদেরকে **আল্লাহ্ তায়ালার** অনুগত বানানোর জন্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণদানের উদ্দেশ্যেই। তাই শয়তান এতে অনেক বাঁধা সৃষ্টি করবে, কিন্তু আপনি সাহস হারাবেন না। ব্যস! এই যেহেন (মনমানসিকতা) তৈরী করে নিন যে, আমাকে এই ‘মাদানী ইন্‌আমাত’ এর উপর আমল করতেই হবে।

ছরওয়ারে দি! লিজে আপনে না তুওয়ানোঁ কি খবর
নফস ও শয়তাঁ সায়্যিদা কব তক দাবাতে জায়েগে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

মাদানী কাজ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থাপত্র

যদি **দা’ওয়াতে ইসলামীর** যিম্মাদারগণ বিশেষ মনোযোগ দিয়ে এই মাদানী কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চারিদিকে সুন্নাতের বাহার আসবে। যদি আপনারা সবাই **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য একান্ত মনে এই **‘মাদানী ইন্‌আমাত’** এর উপর আমল করা শুরু করে দেন, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জীবিত থাকাকালীন এবং তাও খুব তাড়াতাড়ি এর বরকত দেখতে পাবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনাদের অন্তরে প্রশান্তি অর্জিত হবে। বাতিন পরিশুদ্ধ হবে। **আল্লাহ্ তায়ালার** ভয় এবং ইশ্‌কে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঝর্ণা আপনার অন্তরে প্রবাহিত হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার এলাকাতে **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাজ আশ্চর্যজনকভাবে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু **‘মাদানী ইন্‌আমাত’** এর উপর আমল করা **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাধ্যম, সেহেতু শয়তান আপনাকে অনেক অলসতা দিবে, বিভিন্ন রকমের বাহানা

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

দেখাবে, আপনার অন্তর বসতে চাইবে না, কিন্তু আপনি সাহস হারাবেন না, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অন্তর বসে যাবেই।

এ্যায় রযা হার কাম কা ইক ওয়াক্ত হে
দিল কো ভি আরাম হো হি জায়েগা। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

আমলকারীদের তিন শ্রেণী

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু ওসমান মাগরিবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে তাঁর একজন মুরীদ আরজ করলেন: হে সায়্যিদী! কখনো কখনো এমন হয় যে, অন্তরের ইচ্ছা ব্যতীতও আমার মুখ হতে **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির জারি হয়ে যায়। তিনি বললেন: এটাও তো শুকরিয়া জ্ঞাপন করার বিষয়, কেননা তোমার একটি অঙ্গ (জিহ্বা) কে **আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর** যিকিরের তাওফিক দান করেছেন। যার অন্তর **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির হতে বিমুখ, তাকে কোন কোন সময় শয়তান প্ররোচনা ঢেলে দেয় যে তোমার অন্তর যখন **আল্লাহ্ তাআলর** যিকির হতে বিমুখ থাকে, তখন চুপ থাক। কেননা এমন যিকির করা বেআদবী। ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই প্ররোচনার উত্তর প্রদানকারী তিন ধরণের লোক রয়েছে; **এক:** ঐ সমস্ত লোকেরা, যারা এই সময় শয়তানকে বলে: "(তুমি আমাকে) খুব মনোযোগী করেছ, এখন আমি তোমাকে অসন্তুষ্ট করার জন্য অন্তরকেও উপস্থিত করছি।" এইভাবে শয়তানের ক্ষতস্থানে লবণ ছিটানো হয়ে যায়। **দ্বিতীয়:** ঐ বোকা, যে শয়তানকে বলে: তুমি ঠিক বলেছ; যখন অন্তর উপস্থিত নেই তখন মুখ নড়া-চড়া করে কি লাভ! আর সে **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির হতে চুপ হয়ে যায়, এই মুর্খ মনে করে, আমি জ্ঞানী লোকের কাজ করেছি, অথচ সে শয়তানকে নিজের দরদী মনে করে ধোঁকা খেয়ে ফেলল। **তৃতীয়:** ঐ ব্যক্তি যে বলে: আমি যদিও অন্তরকে উপস্থিত করতে পারিনি তারপরও জবানকে

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালার যিকিরে মগ্ন রাখা চুপ থাকার চাইতে উত্তম। যদিও অন্তর দিয়ে **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির করা এই ধরনের যিকির হতে কয়েক গুণ উত্তম।

(কীমিয়ায়ে সাআদাত, ২য় খন্ড, ৭৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাওবার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! অন্তর না ঝুঁকলেও আমলকে চালু রাখা আমাদের জন্য উত্তম। যাই হোক নেক্কার হওয়ার ব্যবস্থাপত্র পেশ করা হয়েছে। তদানুযায়ী আমল করতে থাকুন। কখনো না কখনো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ গন্তব্য পেয়েই যাবেন। 'মাদানী ইন্‌আম' নম্বর ১৬ এ প্রতিদিন দু'রাকাত তাওবার নামায আদায় করে নিজের গুনাহ্ হতে তাওবা করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তাওবা **আল্লাহ্ তায়ালাকে** সন্তুষ্ট করা এবং নেক্কার হওয়ার উত্তম মাদানী ব্যবস্থাপত্র। **আল্লাহ্‌র** পানাহ্! যদি কোন গুনাহ্ সংগঠিত হয়ে যায়, তবে ঐ সময় তাওবা করে নেয়া ওয়াজিব। তাওবা করার মধ্যে দেরী করাও একটি নতুন গুনাহ্। তাওবার একটি ফযীলত শ্রবণ করুন, আর আন্দোলিত হোন। **রাসুলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "اَلتَّآئِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ" অর্থাৎ গুনাহ্ হতে তাওবাকারী এমন হয়ে যায়, যেমন সে কোন গুনাহ্ই করেনি।" (ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪২৫০)

নেক্কার হওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করুন। প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উচিত, জীবনে কমপক্ষে ১২মাস, আর প্রতি ১২মাসে ৩০দিন এবং প্রতি ৩০দিনে কমপক্ষে ৩দিন সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলদের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলায় অবশ্যই সফর করা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদাব সমূহ বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আকা, জান্নাত মে পড়োসি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সমবেদনা জ্ঞাপন করার ১৬টি মাদানী ফুল

নবী করীম, রঊফুর রহীম, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী:

(১) যে কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, তার জন্য ঐ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির মত সাওয়াব রয়েছে। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৭৫)

(২) যে মুমিন বান্দা নিজের কোন বিপদগ্রস্থ ভাইয়ের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন তাকে কারামাতের পোষাক পরিধান করাবেন। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬০১)

(৩) যে ব্যক্তি কোন চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তিকে সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে তাকওয়ার পোষাক পরিধান করাবেন এবং রূহ সমূহের মধ্যে তার রূহের উপর রহমত বর্ষণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে জান্নাতী পোষাক সমূহ থেকে এমন দুইটি পোষাক পরিধান করাবেন, যার মূল্য (সারা) দুনিয়াও হতে পারে না। (আল মু'জামুল আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯২৯২)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে আরজ করলেন: **হে আমার রব!** ঐ ব্যক্তি কে? যে তোমার আরশের ছায়াতলে থাকবে, যে দিন সেটার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করলেন: "হে মুসা عَلَيْهِ السَّلَام ! ঐ লোক যে রোগীদের সেবা শুশ্রুশা করে, জানাযার সাথে চলে এবং কোন মৃত বাচ্চার মায়ের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে থাকে।" (তামহিদুল পরশ লিস সূয়ূতী, ২৬ পৃষ্ঠা)

(৫) সমবেদনা জ্ঞাপন এর অর্থ হচ্ছে: বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়া। "সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত।" (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৫২ পৃষ্ঠা)

(৬) দাফনের আগেও সমবেদনা জ্ঞাপন করা জায়েজ কিন্তু দাফনের পর সমবেদনা জ্ঞাপন করা উত্তম, আর এটা সেই সময় যখন মৃতের পরিবারের সদস্যরা কান্নাকাটি না করে। নতুবা তাদের সান্তনার জন্য দাফনের পূর্বেই সমবেদনা জ্ঞাপন করুন। (জাহরা, ১৪১ পৃষ্ঠা)

(৭) সমবেদনা জ্ঞাপনের সময় মৃত্যু থেকে তিন দিন পর্যন্ত, এর পর করা মাকরূহ। কেননা এর দ্বারা শোক তাজা হবে। কিন্তু যখন সমবেদনা জ্ঞাপনকারী অথবা যার সমবেদনা জ্ঞাপন করা হবে সেখানে বিদ্যমান না থাকে বা বিদ্যমান আছে, তবে তার জানা নেই, তাহলে পরে সমবেদনা জ্ঞাপন করাতে অসুবিধা নেই। (প্রাগুক্ত, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

(৮) (সমবেদনা জ্ঞাপনকারী) বিনয় নম্রতা এবং দুঃখ বেদনা প্রকাশ করবে। কথা কম বলবে আর মুঁচকি হাসি থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা (এরকম পরিস্থিতিতে) মুঁচকি হাসা (অন্তরে) হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। (আদাবে দ্বীন, ৩৫ পৃষ্ঠা)

(৯) মুস্তাহাব হল, মৃতের সকল নিকটাত্মীয়দের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে। ছোট, বড়, পুরুষ ও মহিলা সবাইকে, তবে মহিলাকে তার মুহরিমই সমবেদনা জ্ঞাপন করবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৫২ পৃষ্ঠা) সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে এটা বলবে: **আল্লাহ তায়ালা** আপনাকে সবরে জামীল (উত্তম ধৈর্য) প্রদান করুক এবং এই বিপদে আপনার উপর মহান প্রতিদান দান করুক, আর **আল্লাহ তায়ালা** মরহুমকে ক্ষমা করুক। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই শব্দাবলীর মাধ্যমে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهٗ مَا اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

অনুবাদ: আল্লাহ তায়ালারই যা তিনি নিয়েছেন আর যা দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রয়েছে, এজন্য ধৈর্য ধারণ করো এবং সাওয়াবের আশা রাখ। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

(১০) মৃতের আত্মীয়দের ঘরে বসা যেন লোকেরা তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য আসে এতে কোন অসুবিধা নেই। আর ঘরের দরজায় বা সাধারণ রাস্তার উপর বিছানা (বা কার্পেট ইত্যাদি) বিছিয়ে বসা মন্দ কাজ।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

(১১) কবরের নিকটবর্তী সমবেদনা জ্ঞাপন করা মাকরূহ (তানযিহী)। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা) কতিপয় বংশের মধ্যে মৃত্যুর পর আগত প্রথম শবে বরাত বা প্রথম ঈদের সময় আত্মীয় স্বজনেরা মৃতের পরিবারের ঘরে সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য একত্রিত হয়। এটা ভুল পদ্ধতি। হ্যাঁ! যে ব্যক্তি কোন কারণে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে পারেনি সে ঈদের দিন সমবেদনা জ্ঞাপন করাতে সমস্যা নেই। এ ভাবে প্রথম ঈদুল আযহায় যে সব মৃতের পরিবারের উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে, তাদেরকে কুরবানী করতে হবে নতুবা গুনাহগার হবে। এটাও মনে রাখবেন! শোকের দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরে ঈদের আগমনে মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করা বা শোকের কারণে ভাল পোষাক ইত্যাদি পরিধান না করা নাজায়িয ও গুনাহ। অবশ্য এমনিতে কেউ উন্নত পোষাক পরিধান না করলে গুনাহ হবে না।

(১২) যে একবার সমবেদনা জ্ঞাপন করে আসল, সে পূনরায় সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য যাওয়া মাকরূহ। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

(১৩) যদি সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য মহিলারা একত্রিত হল, যারা বিলাপ করবে, তবে তাদেরকে খাবার দেওয়া যাবে না। কেননা (তা) গুনাহকে সহযোগিতা করা হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

(১৪) বিলাপ অর্থাৎ মৃতের গুণাগুণ অতিরঞ্জনের সাথে (অর্থাৎ বাড়িয়ে গুণাগুণ) বর্ণনা করে আওয়াজ সহকারে কান্নাকাটি করা। যাকে 'বায়িন' বলা হয়। সকলের ঐক্য মতে, হারাম। এভাবে হায়! বিপদ! হায় দুঃখ! বলে বলে চিৎকার করা। (প্রাগুক্ত, ৮৫৪ পৃষ্ঠা)

(১৫) ডাক্তারগণ বলেন: (যে নিজের আত্মীয়ের মৃত্যুতে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়, তার) মৃতের জন্য একেবারে কান্নাকাটি না করলে কঠিন রোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার মাধ্যমে অন্তরের তীব্রতা বের হয়ে যায়। এজন্য (বিলাপ ছাড়া) কান্না করা থেকে কখনো নিষেধ করবেন না।

(মিরআতুল মানাজিহ, ২য় খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা)

(১৬) প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য এমন শব্দাবলী হওয়া চাই, যার মাধ্যমে ঐ দুঃখ ভারাক্রান্ত ব্যক্তির সান্তনা চলে আসে। ফকীরের অভিজ্ঞতা রয়েছে, যদি এই অবস্থায় দুঃখীদেরকে কারবালার ঘটনাবলী স্বরণ করিয়ে দেয়া হয়, তবে অনেক সান্তনা পাই। সকল সমবেদনা জ্ঞাপনই উত্তম, তবে বাচ্চার মৃত্যুতে (মুহরিম তার) মাকে সান্তনা দেওয়াতে অনেক সাওয়াব রয়েছে।

(মিরআতুল মানাজিহ থেকে সংকলিত, ২য় খন্ড, ৫০৭ পৃষ্ঠা)

ইছালে সাওয়াব উপলক্ষে "ইজতিমায়ে যিকির ও নাত"

দা'ওয়াতে ইসলামীর সকল যিম্মাদারদের খিদমতে মাদানী অনুরোধ হচ্ছে যে, আপনাদের এলাকার কোন ইসলামী ভাই রোগাক্রান্ত কিংবা বিপদাপদের (যেমন বাচ্চা অসুস্থ হওয়া, চাকুরিচ্যুত হওয়া, চুরি বা ডাকাতি হওয়া, মটর সাইকেল বা মোবাইল ছিনতাই হওয়া, দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়া, ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া, দালান ভেঙ্গে যাওয়া, আগুন ধরে যাওয়া, কারো মৃত্যু হওয়া ইত্যাদি যে কোন কষ্টের) সম্মুখীন হলে, সাওয়াবের নিয়্যতে ঐসব দুঃখী ইসলামী ভাইয়ের মন খুশি করে অসীম সাওয়াবের ভাগিদার হোন। কেননা,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

রাসুলে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয়ই **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে ফরয সমূহের পর সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে মুসলমানকে খুশি করা।" (আল মু'জামুল কবীর, ১১তম খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১১০৭৯) কারো ইন্তেকালে সম্ভব হলে তৎক্ষণাত মৃত ব্যক্তির ঘর ইত্যাদিতে উপস্থিত হয়ে যান, সুযোগ হলে মৃত ব্যক্তির গোসল, জানাযার নামায বরং দাফনকার্যেও শরীক হোন। সম্পদশালী ও পার্থিব খ্যাতি সম্পন্ন লোকদের মন খুশি করার জন্য স্বাভাবিক ভাবে অনেক লোক হয়ে থাকে। কিন্তু বেচারা দরিদ্র লোকদের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করার মত কে রয়েছে? অবশ্যই ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে বিত্তবানদের সমবেদনা জ্ঞাপন করুন তবে গরীবদেরকেও দৃষ্টির আড়ালে রাখবেন না। ঐসব "ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদের" পাশাপাশি বিশেষত আপনার অধীনস্থ গরীব ইসলামী ভাইদের ঘরে কেউ মারা গেলে, তাদেরকে তাদের আত্মীয় স্বজন সহ অন্যান্যদেরকে একত্রিত করার জন্য উৎসাহিত করে তাদের ঘরে অন্তত পক্ষে ৯২ মিনিটের **"ইজতিমায়ে যিকির ও নাত"** এর ব্যবস্থা করুন, যদি সবার নিকট আওয়াজ পৌঁছে তবে বিনা প্রয়োজনে **"সাউন্ড সিস্টেম"** লাগানোর ব্যাপারে **আল্লাহ্**কে ভয় করুন। সামর্থনুযায়ী **লঙ্গরে রাসাইল তথা বিনা মূল্যে রিসালা বন্টনের** মন মানসিকতা তৈরী করুন, খাবারের ব্যবস্থা কখনো করতে দিবেন না, (**মাসআলা:** মৃতের তৃতীয় দিবসের খাবার যেহেতু সাধারণ দাওয়াতের মত হয়, সেহেতু ধনী লোকদের জন্য জায়িয নেই, কেবল গরীব ও মিসকীন (লোকেরা) খেতে পারবে, তিন দিনের পরেও মৃত ব্যক্তির ঘরে খাওয়ার ক্ষেত্রে ধনী লোকগণ (অর্থাৎ যারা ফকীর নয়) তাদের বিরত থাকা উচিত।) যে সময় নির্ধারণ করা হবে সেটা অনুসরণ করুন "ইশার নামাযের পর আরম্ভ হবে" এটা না বলে, ঘড়ির সময় অনুযায়ী নির্ধারণ করুন যেমন রাত নয়টায় আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত হলে, মানুষের জন্য অপেক্ষা না করে নির্ধারিত সময়ে তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করে দিন, অতঃপর নাত শরীফ (সময়সীমা ২৫ মিনিট), সুন্নাত ভরা বয়ান (সময়সীমা

www.dawateislami.net

৪০মিনিট) এবং সবশেষে যিকর (সময়সীমা ৫মিনিট), হৃদয়গ্রাহী দোয়া (সময়সীমা ১২মিনিট) এবং সালাত ও সালাম (তিন শে'র) আখেরী দোয়া সহ (সময়সীমা ৩মিনিট)। এলাকার সকল যিম্মাদার, মুবাল্লিগগণ, সম্ভাব্য অবস্থায় মারকাযী মজলিসে শূরার রুকনগণ ও অন্যান্য ইসলামী ভাইদের উপস্থিতিকে নিশ্চিত করুন এছাড়া চেষ্টা করে ইছালে সাওয়াবের জন্য সেখান থেকে সাথে সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করানোর ব্যবস্থা করুন।

হাজারো সুন্নাত সমূহ শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত ২টি কিতাব। (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“বাহারে শরীয়াত”** ১৬তম খন্ড এবং (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“সুন্নাত অওর আদাব”** হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলাতে আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফেলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফেলে মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফেলে মে চলো, খাত্‌ম হো শামাতে কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কখন গোসল করা সুন্নাত

জুমা, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, আরাফার দিন (অর্থাৎ জিলহজ্ব মাসের ৯ম তারিখ) এবং ইহরাম বাধার সময় গোসল করা সুন্নাত। (ফতাওয়ায়ে আলমগীরি, ১ম খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা)

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ
এর প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

৬ সফর ১৪৩৪ হিজরি
২৭-০৬-২০১২ ইংরেজি

www.dawateislami.net

বয়ান নং ৫

রাগের চিকিৎসা

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- শয়তানের তিনটি ফাঁদ
- রাগের দ্বারা সৃষ্ট ১৬টি অপকর্মের বর্ণনা
- শক্তিশালী বীর কে?
- রাগ দমন করার ফযীলত
- গালিতে পূর্ণ চিঠির উপর আ'লা হযরত এর ধৈর্য

পৃষ্ঠা উল্টান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রাগের চিকিৎসা

শয়তান আপনাকে লাখো অলসতা দিবে, তবুও এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে শয়তানের আক্রমণকে প্রতিহত করুন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, সৈয়্যিদুল আবরার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "গত রাতে আমি এক আশ্চর্যজনক অবস্থা দেখলাম। আমি আমার (এমন) এক উম্মতকে দেখতে পেলাম যে পুলসিরাতের উপর ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে চলছিল। আবার কখনো হাঁটুর উপর ভর করে চলছিল। ইতিমধ্যে ঐ দুরূদ শরীফ আসল যা সে আমার প্রতি প্রেরণ করেছিল। তা (দরূদ শরীফ) তাকে পুলসিরাতের উপর দাঁড় করিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত সে পুলসিরাত অতিক্রম করল। (আল মুজামুল কবীর, ২৫তম খন্ড, ২৮১-২৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শয়তানের তিনটি ফাঁদ

হযরত সায়্যিদুনা ফকীহ আবুল লাইছ সমরকন্দী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "তাম্বীহুল গাফেলীন" নামক কিতাবে বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একদা বনী ঈসরাইলের একজন বুযুর্গ

www.dawateislami.net

কোথাও তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি স্থানে হঠাৎ পাথরের একটি বিশাল খন্ড উপরের দিক হতে মাথার নিকটে এসে পৌঁছল। তৎক্ষণাৎ তিনি **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির আরম্ভ করে দিলেন। ফলে পাথরের খন্ডটি দূরে সরে গেল। অতঃপর ভয়ানক বাঘ ও হিংস্র জন্তু সমূহ প্রকাশ হতে লাগল। কিন্তু বুযুর্গ ব্যক্তিটি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ভীত না হয়ে **আল্লাহ তায়ালা**র যিকিরে রত রইলেন। যখন ঐ বুযুর্গ নামাযে মশগুল হয়ে গেলেন তখন একটি সাপ এসে পায়ের সাথে জড়িয়ে গেল। এমনকি সাপটি পায়ের দিক হতে পেচাতে পেচাতে মাথা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। যখন ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সিজদা করার ইচ্ছা করতেন তখন ঐ সাপ চেহারার সাথে পেচিয়ে যেত। সিজদার জন্য মাথা ঝুঁকাতেই সে সাপ সিজদার জায়গায় (ঐ বুযুর্গকে) ভক্ষণ করার জন্য মুখ খুলে দিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ঐ বুযুর্গ সে সাপকে সরিয়ে দিয়ে সিজদা করতে সফল হয়ে যেতেন। যখন নামায শেষ হল শয়তান প্রকাশ্যভাবে সামনে এসে উপস্থিত হল এবং বলতে লাগল, এই সমস্ত কাজগুলো আমিই করেছিলাম। আপনি খুবই সাহসি। আমি আপনার আচরণে খুবই প্রভাবিত হয়েছি। সুতরাং আমি এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনাকে আর কখনো ধোঁকা দেব না। দয়া করে আপনি আমার সাথে বন্ধুত্ব করে নিন। ঐ বনী ইসরাঈলী বুযুর্গ শয়তানের এ আক্রমনকেও প্রতিহত করলেন এবং বললেন, তুই আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিলি কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি ভয় পায়নি। আর আমি কখনো তোর সাথে বন্ধুত্ব করবো না। শয়তান বলল, ঠিক আছে। অন্তত আপনি এটা জেনে নিন, আপনার ইন্তিকালের পর আপনার পরিবার বর্গের অবস্থা কেমন হবে? ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: তোর থেকে জানার আমার কোন প্রয়োজন নেই, শয়তান বলল, তাহলে এটা জেনে নিন, আমি লোকদের কিভাবে ধোকা দিয়ে থাকি। তিনি বললেন, হ্যাঁ এটা বলে দাও। শয়তান বলল, আমার তিন ধরনের ফাঁদ আছে। (১) কৃপণতা, (২) রাগ, (৩) নেশা। নিজের এ তিনটি ফাঁদের বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে

www.dawateislami.net

সে বলল, যখন আমি কাউকে কৃপণতার ফাঁদে ফেলি, তখন তাকে সম্পদের পেরেশানীতে ব্যস্ত করে রাখি এবং তার মাঝে এমন মন মানসিকতা তৈরী করি যে, তার কাছে যা সম্পদ আছে এটা তার প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। (এভাবে সে কৃপণতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে) এবং যা খরচ করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে পড়েছে তা করা থেকেও বিরত থাকে এবং অন্য লোকদের সম্পদের প্রতি লালসা করতে থাকে। (এভাবে সে সম্পদের লোভে ফেঁসে যায় আর নেকী থেকে দূরে সরে যায় ও গুনাহের সাগরে ডুবে যায়) যখন কাউকে রাগের ফাঁদে আটকাতে সফল হয়ে যায় তখন যেভাবে ছোট শিশুরা বলকে ছোড়াছুড়ি করে খেলায় ও আনন্দে মেতে উঠে আমিও ঐরূপ রাগী ব্যক্তিকে এভাবে শয়তানের জামায়াতে (দলে) নিক্ষেপ করি। রাগী ব্যক্তি ইলম ও আমলের দিক দিয়ে যতই উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন হোক না কেন অথবা দুআ করে কোন মৃতকে জীবিত করার পর্যন্ত ক্ষমতা রাখুক না কেন আমি তার থেকে নিরাশ হই না। আমি অপেক্ষায় থাকি কখনো না কখনো তার রাগ আসবে আর সে রাগকে নিজের আয়ত্বে রাখতে না পেরে মুখ দিয়ে এমন কথা উচ্চারণ করে ফেলবে যার দ্বারা তার আখিরাত ধ্বংস হয়ে যাবে। বাকী রইলো নেশা আমার এ ফাঁদে শিকার অর্থাৎ নেশাখোর একে তো ছাগলের কান ধরে টানার মত যে গুনাহে ইচ্ছা সে গুনাহে শামিল করি। এভাবে শয়তান এটা বলে দিয়েছে, যে ব্যক্তি রাগী সে শয়তানের হাতে তেমনি যেন বাচ্চার হাতে বল, এ কারণে রাগী ব্যক্তিকে ধৈর্যধারণ করা উচিত যেন শয়তানের হাতে গ্রেফতার হয়ে নিজের আমল নষ্ট না করে। (তাম্বীহুল গাফিলিন, ১১০ পৃষ্ঠা)

অধিকাংশ লোক রাগের কারণে জাহান্নামে যাবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ বুযুর্গ رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সাথে কথাবার্তায় শয়তান একথাও বলে দিয়েছে যে, রাগী ব্যক্তি শয়তানের হাতে তেমনি যেভাবে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

বাচ্চার হাতে খেলার বল। সুতরাং রাগের চিকিৎসা করা জরুরী। এমন যেন না হয় শয়তান রাগ দ্বারা সমস্ত আমল নষ্ট করে ফেলে। "কিমিয়ায়ে সা'য়াদাত" এর মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাজালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বর্ণনা করেন, রাগের চিকিৎসার জন্য কষ্ট, পরিশ্রম করা ও ধৈর্যধারণ করা ফরয। কেননা অধিকাংশ লোক রাগের কারণে জাহান্নামে যাবে। (কিমিয়ায়ে সায়াদাত, ২য় খন্ড, ৬০১ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: 'হে মানব রাগের বশবর্তী হয়ে তোমরা যেভাবে উত্তেজিত হও, তোমাদের এ উত্তেজনা তোমাদেরকে যাতে জাহান্নামে নিক্ষেপ না করে।' (ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ৩য় খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাগের সংজ্ঞা

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: 'রাগ নফসের ঐ উত্তেজনার নাম যা অন্যদের থেকে প্রতিশোধ নেয়া অথবা সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য উৎসাহ যোগায়।'

(মিরাতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৫৫ পৃষ্ঠা)

রাগের দ্বারা সৃষ্ট ১৬টি অপকর্মের বর্ণনা

রাগের কারণে অনেক ধরনের গুনাহ জন্ম নিয়ে থাকে, যা আখিরাতকে নষ্ট করে দেয়। যেমন :- (১) হিংসা, (২) গীবত, (৩) চোগলী, (৪) ঘৃণা, (৫) সম্পর্কছিন্ন, (৬) মিথ্যা, (৭) সম্মান নষ্ট করা, (৮) অপরকে ছোট জানা, (৯) গালিগালাজ, (১০) অহংকার, (১১) বিনা কারণে মারামারি, (১২) ঠাট্টা তামাশা, (১৩) নির্দয় হওয়া, (১৪) চক্ষু লজ্জা উঠে যাওয়া, (১৫) কারো ক্ষতিতে সন্তুষ্ট থাকা, (১৬) অকৃতজ্ঞ হওয়া ইত্যাদি। আসলে যার উপর রাগ আসে যদি তার ক্ষতি হয় তাতে রাগী ব্যক্তি খুশি অনুভব করে। যদি তার উপর কোন বিপদ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

আসে তবে রাগী ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং তার সমস্ত উপকারের কথা ভুলে যায় আর তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, অনেকের রাগ অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং বছরের পর বছর মনের মধ্যে জমিয়ে রাখে। ঐ রাগের বশবর্তীতে কারো মৃত্যু অথবা বিবাহের অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করে না। অনেক লোক প্রকাশ্যভাবে যদিও নেককার হয় তারপরও রাগকে মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে লালন পালন করতে থাকে, তার প্রকাশ এভাবে হয় যে, যার উপর সে রাগ করেছে তাকে যে ধারাবাহিকভাবে সহযোগীতা করে আসতেছিল তা বন্ধ করে দেয়। এখন তার প্রতি সদাচরণ করে না, সহানুভূতি দেখায় না, এমনকি সে যদি কোন ইজতিমায়ী যিকির ও নাত মাহফিল ইত্যাদির আয়োজন করে **আল্লাহ**র পানাহ শুধুমাত্র নিজের অসন্তুষ্টি ও রাগের কারণে এরূপ বরকতময় অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। কতিপয় আত্মীয়-স্বজন এমনও রয়েছে যে, তাদের সাথে লক্ষ বারও সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার করা হলেও ভাল আচরণের প্রতি কোন দৃষ্টিপাত করে না। তারপরেও আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। "জামে সগীরের" মধ্যে রয়েছে صِلْ مَنْ قَطَعَكَ অর্থাৎ যে 'তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ।' (জামে সগীর লিস সুয়ুতী, ৩০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫০০৪)

মওলানা রুমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

তু বরায়ে ওয়াছল করদন আমদী,
নে বরায়ে ফছল করদন আমদী।

অর্থাৎ তুমি সম্পর্ক রক্ষা করতে এসেছ। সম্পর্ক বিনষ্ট করতে নয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাগ দমন করার চিকিৎসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবে রাগের প্রতিকার এইভাবে হতে পারে যে, সকলকে প্রথমে রাগ দমন ও ক্ষমা প্রদর্শনের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে হবে। যখন রাগ আসবে, তখন রাগ দমনের ফযীলতের প্রতি দৃষ্টি রেখে তা দমন করার চেষ্টা করবেন।

বোখারী শরীফের মধ্যে বর্ণিত আছে: এক ব্যক্তি **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরজ করল, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে অসিয়ত করুন। ইরশাদ করলেন, "রাগ করিও না"। ঐ ব্যক্তি বারবার আরজ করল, আর উত্তর পেল, "রাগ করিওনা"।

(ছহীহ বোখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬১১৬)

জান্নাতের সুসংবাদ

হযরত সায়্যিদুনা আবু দার্‌দা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি আরজ করলাম, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে এমন কিছু আমলের নির্দেশ দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। **মদীনার তাজেদার, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " لَا تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةُ" অর্থাৎ "রাগ করিও না" তবে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৮ম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৯৯)

শক্তিশালী বীর কে?

বোখারী শরীফের মধ্যে রয়েছে, যে বীর অপরকে কুস্তিতে পরাজিত করে, সে শক্তিশালী নয় বরং শক্তিশালী হচ্ছে সেই, যে রাগের সময় নিজেকে দমন করে রাখে। (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬১১৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

রাগ দমনের ফযীলত

'কানযুল উম্মাল' নামক কিতাবে রয়েছে, নবী করীম, রউফুর রাহিম,হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) রাগকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দমন করবে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ** ঐ (ব্যক্তির) অন্তরকে নিজের সন্তুষ্টি দিয়ে পরিপূর্ণ করবেন।" (কানযুল ওম্মাল, ৩য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭১৬০) যখন কোন কথা শুনে রাগ আসে তখন বুযুর্গানে দ্বীনرَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর রাগ দমনের পদ্ধতি এবং নিু বর্ণিত তাদের ঘটনা সমূহ বারবার স্মরণ করা।

সাতটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা

ঘটনা-১: "কিমিয়ায়ে সা'আদাত" এর মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাজালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: 'এক ব্যক্তি হযরত আমীরুল মু'মীনিন সায়্যিদুনা উমর বিন আবদুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাথা নিঁচু করে নিলেন এবং বললেন, হে লোক! তুমি কি আশা করছ যে, আমার রাগ আসুক এবং শয়তান আমাকে অহংকার ও ক্ষমতার দাপটে লিপ্ত করুক। আর আমি তোমাদের উপর জুলুম করি এবং তোমরা কিয়ামতের দিন আমার থেকে তার প্রতিশোধ নিবে? আমি তা কখনো হতে দিবনা। এই বলে তিনি চুপ হয়ে গেলেন।' (কিমিয়ায়ে সা'আদাত, ২য় খন্ড, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)

ঘটনা-২: কোন ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে গালি দিল। তিনি উত্তরে বলেন, যদি কিয়ামত দিবসে আমার গুনাহের পাল্লা ভারী হয় তাহলে তুমি এখন আমাকে যা বলেছ আমি তার চেয়েও খারাপ। আর যদি আমার সৎকাজের পাল্লা ভারী হয়, তাহলে তোমার গালির আমি কোন পরোয়া করিনা। (এত্তেহাফুস্ সাদাত্তিল্ মুত্তাকীন, ৯ম খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

ঘটনা-৩: কোন একজন ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা শাইখ রবী ইবনে খাছিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কে গালি দিয়েছে। তিনি উত্তরে বলেন, **আল্লাহ তায়ালা** তোমার গালি শুনেছেন। আমার এবং জান্নাতের মধ্যখানে একটি ঘাঁটি বাঁধা রয়েছে। আমি উক্ত বাঁধাকে দূর করতে ব্যস্ত। যদি আমি আমার এ চেষ্টায় সফল হয়ে যায়, তাহলে আমি তোমার গালির কোন পরোয়া করিনা। আর যদি নিস্ফল হই, তাহলে তোমার এ গালি আমার জন্য যথেষ্ট নয়। (প্রাগুক্ত)

ঘটনা-৪: আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ কে কোন এক ব্যক্তি গালি দিলে, তিনি জবাবে বলেন, “ আমার তো এ রকম (তোমার গালির) মত, আরো অনেক দোষ-ত্রুটি রয়েছে, যা **আল্লাহ তায়ালা** তোমার থেকে গোপন রেখেছেন।

(ইহইয়াউল উলুমিদ্দীন, ৩য় খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)

ঘটনা-৫: কোন একজন ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা শা'বী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কে গালি দিলে, তিনি বললেন, তুমি যদি সত্য বলে থাক, তাহলে **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে ক্ষমা করুক। আর যদি মিথ্যা বলে থাক, তাহলে **আল্লাহ তায়ালা** তোমাকে ক্ষমা করুক। (ইহইয়াউল উলুমিদ্দীন, ৩য় খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)

ঘটনা-৬: হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কে বলা হল: **হুযুর**! অমুক ব্যক্তি আপনাকে মন্দ বলেছে। তিনি বললেন, **আল্লাহর** শপথ! আমি শয়তান কে নারাজ করব। অতঃপর তিনি দুআ করলেন, হে **আল্লাহ**! যে ব্যক্তি আমার দোষ ত্রুটি বর্ণনা করেছে, যদি তা বাস্তবে আমার মধ্যে থাকে, তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন এবং সংশোধনের ক্ষমতা দিন। আর যদি সে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে, তাহলে আপনি সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

ঘটনা-৭: এক ব্যক্তি সায়্যিদুনা বকর বিন আবদুল্লাহ মুজনী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ কে সবার সামনে মন্দ বলে যাচ্ছে কিন্তু তিনি চুপ রইলেন। কোন একজন বলল, আপনি কোন প্রতিবাদ করছেন না কেন? তিনি বললেন: আমি তো তার কোন দোষ ত্রুটি সম্পর্কে অবগত নই যে, তাকে মন্দ বলব। আর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কেনইবা গুনাহগার হব। سُبۡحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ এ সকল পবিত্র আত্মার অধিকারী বুযুর্গরা কতই সহজ সরল পবিত্র মন-মানসিকতা সম্পন্ন ছিলেন। কতই সুন্দরভাবে রাগের চিকিৎসা করেছেন। তাদের খুব ভাল করে জানা ছিল যে, নিজের নফসের জন্য রাগ করে অন্যের কাজ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

শুনলো নুকসান হি হোতা হে বিল আখির উনকো
নফসকে ওয়াস্তে গুস্সা জু কিয়া করতে হে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কারো প্রতি রাগ আসলে এভাবে চিকিৎসা করুন

রাগের ধ্বংসাত্মক দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখুন। কেননা রাগ অধিকাংশ ঝগড়া-বিবাদ, দু-ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাক, পারস্পরিক নিন্দা ও হত্যার মত জঘন্যতম কাজের মূল কারণ। যখন কারো রাগ আসে এবং মারধর ও ভাংচুর করতে ইচ্ছা করে তখন আপনি নিজেকে এভাবে বুঝাতে চেষ্টা করবেন যে, অন্যের উপর যদিও আমার কিছু ক্ষমতা প্রয়োগ করার শক্তি আছে, কিন্তু তার চেয়ে বহু গুণে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেন **আল্লাহ তায়ালা**। যদি আমি রাগের কারণে কারো মনে দুঃখ দিয়ে থাকি বা কারো হক নষ্ট করে থাকি, তাহলে কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালার** গযব (রাগ) থেকে কিভাবে রক্ষা পাব?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

গোলাম দেরী করেছে

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক গোলাম কে কোন কাজে ডেকেছেন। সে (গোলাম) দেরীতে হাজির হল। এমতাবস্থায় **হুযুরে আনোয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী হাতে মিসওয়াক ছিল, ইরশাদ করলেন: যদি কিয়ামতের ময়দানে প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হতো, তাহলে আমি তোমাকে এ মিসওয়াক দিয়ে মারতাম। (মসনদে আবি ইয়ালা, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৮৯২)

আপনারা দেখলেন তো! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। আর আজকের মুসলমানদের অবস্থা দেখুন, যদি কর্মচারী কোন কাজে সামান্যতম কোন ভূল করে বসে তবে গালি গালাজের সাথে সাথে নির্যাতনের চরম অবস্থা তার উপর তুলে দেয়।

প্রহারের কাফ্‌ফারা

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত সায়্যিদুনা আবু মাসউদ আনছারী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেন; একদা আমি স্বীয় গোলাম কে প্রহার করতে ছিলাম, এমতাবস্থায় আমার পিছন থেকে আওয়াজ শুনলাম "হে আবু মাসউদ! তোমার একথাটুকু খুব ভাল করে জেনে রাখা উচিত যে, তুমি এর উপর যতটুকু ক্ষমতা রাখ তার চেয়েও বেশী **আল্লাহ তায়ালা** তোমার উপর ক্ষমতা রাখেন।" আমি পিছনে ফিরে দেখলাম তিনি ছিলেন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, আমি আরজ করলাম, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সে (প্রহারকৃত গোলাম) **আল্লাহর** সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত। সরকারে মদীনা, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তুমি যদি তা না করতে তাহলে তোমাকে দোযখের আগুন স্পর্শ করত।" (সহীহ মুসলিম, ৯০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬৫৮৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

ক্ষমার মধ্যেই নিরাপত্তা রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিভাবে ভালবাসতেন। হযরত সায়্যিদুনা আবু মাসউদ আনসারী যখনি নিজ প্রিয় আকা মাহবুবে খোদা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি অনুভব করতে পারলেন। তাৎক্ষণিক ভাবে শুধু মাত্র গোলামকে প্রহার করা থেকে বিরত থেকেছেন তা নয়, বরং উক্ত ভূল বুঝতে পেরে সে ভূলের কাফ্‌ফারা স্বরুপ গোলামকে আযাদ করে দিলেন। আহ! আজকাল মানুষ নিজের অধীনে কর্মচারীদেরকে শরীয়তের অনুমতি ছাড়া গালি-গালাজ, প্রহার, জুলুম-নির্যাতনের মত অমানবিক আচরণ করতে বিন্দুমাত্র। একথার প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছেনা যে, **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের থেকে বেশী ক্ষমতার অধিকারী। তিনি আমাদের জুলুম-নির্যাতন সব কিছু দেখছেন। নিঃসন্দেহে নিজের মাতেহাতের (অধীনস্ত) সাথে নম্রতা ও উত্তম আচরণ এবং ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে কাজ করার মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে।

লবণ অতিরিক্ত দিয়েছেন

কথিত আছে যে, এক ব্যক্তির স্ত্রী খাবারের মধ্যে লবণ অতিরিক্ত দিয়েছে। সে লোকটির রাগ এল। কিন্তু তারপরও এটা ভেবে উক্ত রাগ দমন করে ফেলল যে, আমিও ভূল করি, অপরাধ করি। আজ যদি আমি আমার স্ত্রীর ভূলের কারণে তাকে কঠোরতা দেখিয়ে শাস্তি প্রদান করি তাহলে কখনও যাতে এমন না হয় যে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালাও** আমার পাপ ও দোষ-ত্রুটির কারণে আমাকেও শাস্তি প্রদান করবেন। তাই এ কথা ভেবে সে তার স্ত্রীর প্রতি সদয় হল। ক্ষমা প্রদর্শন করল। মৃত্যুর পর তাকে কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, **আল্লাহ তায়ালা** তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন!

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

ইহকালে আমার পাপের কারণে শাস্তির উপযুক্ত ছিলাম, তবে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করলেন: "আমার বান্দি তরকারীতে লবণ বেশী দিয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলে। যাও! আমি ও আজ তার সাথে তোমার ব্যবহারের কারণে তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাগ দমন করার ফযীলত

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "যে ব্যক্তি স্বীয় রাগকে দমন করবে। কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালা** সে ব্যক্তি থেকে তার আযাব কে থামিয়ে দিবেন।" **(শুয়ুবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১১)**

জবাব দানে শয়তানের আগমন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কেউ যদি আমাদের উত্তেজিত করতে চায় অথবা ভালমন্দ বলে এমতাবস্থায় চুপ থাকার মধ্যে আমাদের জন্য নিরাপত্তা রয়েছে। যদি শয়তান আপনাকে লাখো কু-মন্ত্রণা দেয় যে, তুমিও তাকে জবাব দাও, না হলে মানুষ তোমাকে কাপুরুষ বলবে। মিয়া! ভদ্রতার যুগ এখন নেই। এভাবে নিশ্চুপ থাকলে তো মানুষ তোমাকে বাঁচতে দিবেনা। আমি একটি হাদিস শরীফ বর্ণনা করছি, তা আপনারা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন, তার পর আপনাদের ধারণা হবে যে, কেউ মন্দ বলার সময় চুপ থাকা ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালার** রহমতের কত নিকটে চলে যায়। মসনদে ইমাম আহমদ, এর মধ্যে বর্নিত আছে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর ছিদ্দিক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে মন্দ বলল। সে যখন অতিরিক্ত মন্দ কথা বলা শুরু করল। তখন তিনি তার কিছু কথার জবাব দিলেন। (অথচ তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর জবাব মন্দ বলা থেকে মুক্ত ছিল কিন্তু)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখান থেকে উঠে গেলেন। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর ছিদ্দিক رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিছনে পৌঁছলেন এবং আরজ করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সে আমাকে মন্দ বলছিল তখন আপনি তশরীফ রেখেছিলেন। যখন আমি তার মন্দ কথার জবাব দিলাম তখন আপনি উঠে চলে আসলেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমার সাথে ফিরিশতা ছিল যে তার কথার জবাব দিচ্ছিল অতঃপর যখন তুমি নিজেই তার জবাব দেয়া শুরু করলে, তখন শয়তান মধ্যখানে এসে গেল।"

(মসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ৩য় খন্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৬৩০)

যে চুপ রইল সে মুক্তি পেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হয়তো আপনাকে কথা বলার কারণে অনেক সময় আফসোস করতে হয়েছে কিন্তু চুপ থাকার কারণে কখনো লজ্জা পেতে হয়নি। তিরমিজি শরীফে রয়েছে, مَنْ صَمَتَ نَجَا অর্থাৎ "যে চুপ রইল, সে মুক্তি পেল।" (সুনানে তিরমিযি, ২য় খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫০৯)

এ প্রবাদ বাক্যটি প্রসিদ্ধ যে, **"এক চুপ, শত সুখ।"**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সৎ কাজ কর, ভাল ফলাফল পাবে

হযরত শেখ সা'দী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ 'বুস্তানে সা'দী নামক কিতাবে নকল করেন যে, এক সৎ ব্যক্তি তার নিজের শত্রুর আলোচনাও খারাপ ভাবে করত না। যখন কারো কথা আরম্ভ করতেন তখন মুখ দিয়ে ভাল কথাই বের করতেন। মৃত্যুর পর তাকে স্বপ্নে দেখে কেউ জিজ্ঞাসা করল:

www.dawateislami.net

مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? এই প্রশ্ন শুনে তিনি মুচকি হাসলেন এবং বুলবুলির মত মিষ্টি স্বরে বললেন, "দুনিয়ার মধ্যে আমার এই চেষ্টা ছিল যে কারো সম্পর্কে কোন মন্দ কথা যাতে আমার মুখ থেকে বের না হয়। ফলে মুনকার নকীরও আমার থেকে কোনো কঠিন প্রশ্ন করেনি। আর এখানে আমার অবস্থা খুবই কল্যাণকর ও সুখকর।

(বুস্তানে সা'দী, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

নম্রতা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা অবগত হয়েছেন যে, নম্রতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করার কারণে **আল্লাহ** রব্বুল ইজ্জত এর কি পরিমাণ দয়া হয়ে থাকে। হায়! যদি আমরাও স্বীয় অপমানকারী ও কষ্টদাতাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করতাম। মুসলিম শরীফের মধ্যে রয়েছে, যে বস্তুর মধ্যে নম্রতা রয়েছে। তাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা হয়। আর যে বস্তু থেকে (নম্রতাকে) পৃথক করা হয়, তাকে ত্রুটিপূর্ণ বানিয়ে দেয়া হয়। (সহীহ মুসলিম, ১৩৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৯৪)

অগ্রীম ক্ষমা প্রদর্শন করার ফযীলত

ইহইয়াউল উলুম কিতাবে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি দুআ করছিল যে, হে **আল্লাহ!** আমার কাছে দান সদকা করার জন্য কোন সম্পদ নেই। তবে যে মুসলমান আমাকে অসম্মানী করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম" **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ওহী আসল "আমিও ঐ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম।" (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

রাগ দমনকারীর জন্য জান্নাতী হুর

আবু দাউদ শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে, যে রাগকে দমন করল অথচ তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা ছিল। কিয়ামতের দিন **আল্লাহ** সকল সৃষ্টিকুলের সামনে ডাকবেন এবং ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) দিবেন, (আর বলবেন) যে হুর কে চাও নিয়ে নাও। (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩২৫-৩২৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪৭৭৭)

হিসাব-নিকাশ সহজ হওয়ার তিনটি উপায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত আছে, "তিনটি জিনিস যে ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, **আল্লাহ** (কিয়ামতের দিন) তার হিসাব-নিকাশ খুবই সহজভাবে গ্রহণ করবেন। এবং তাকে নিজ দয়ায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(১) যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর।

(২) যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ।

(৩) যে তোমার প্রতি জুলম করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।

(আল'মুজামুল আওসাত, ৪র্থ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৫০৬৪)

গালিতে পূর্ণ চিঠির উপর আ'লা হযরত এর ধৈর্য

হায়! আমাদের মধ্যে যদি এই জযবা (আগ্রহ) সৃষ্টি হয়ে যেত যে, আগ্রহ দ্বারা আমরা নিজের ও নফসের জন্য রাগ করা ছেড়ে দিতাম। যে রকম আমাদের বুযুর্গদের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی জযবা ছিল যে, তাদের উপর কেউ যতই জুলুম করত এ হযরতগণ সে জালিমেরও সহানুভুতি প্রদর্শন করতেন। সুতরাং "হায়াতে আলা হযরত" নামক কিতাবে রয়েছে, আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর খিদমতে একবার ডাক যোগে আসা চিঠি পেশ করল। উক্ত চিঠি গালি গালাজে ভরপুর ছিল। তাঁর ভক্তরা অসন্তুষ্ট হয়ে

www.dawateislami.net

বলল: আমরা ঐ লোকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব। ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন, যে লোকেরা প্রশংসা করে চিঠি পত্র প্রেরণ করেছে প্রথমে তাদেরকে বন্টন করে দাও তারপর গালিগালিজ পূর্ণ চিঠি প্রেরণকারীদের জন্য মামলা দায়ের করে দাও।

(হায়াতে আলা হযরত, ১ম খন্ড, ১৪৩-১৪৪ পৃষ্ঠা হতে সংক্ষেপিত)

উদ্দেশ্য হল, যখন প্রশংসা কারীদেরকে পুরস্কার দিবেনা অত:পর তবে দূর্ণামকারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে কেন?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মালিক বিন দিনারের ধৈর্যের উজ্জল দৃষ্টান্ত

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی জালিমদের জুলুম ও কাফিরদের নিপীড়নের উপর ধৈর্য্য ধারণ করতেন। আর কিভাবে তারা রাগকে দমন করতেন তা এ ঘটনা থেকে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ একটি ঘর ভাড়া নিলেন। উক্ত ঘরের পাশে সংযুক্ত একজন ইহুদীর ঘর ছিল। ঐ ইহুদী হিংসার বশবর্তী হয়ে নালার মাধ্যমে ময়লা পানি ও নাপাক বস্তু তার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ পবিত্র আঙ্গিনায় নিক্ষেপ করত। কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ নিশ্চুপ থাকতেন। পরিশেষে একদিন সে নিজেই এসে আরজ করল, জনাব! আমার নালা দিয়ে আসা নাপাকির কারণে আপনার তো কোন অভিযোগতো নেই? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ অত্যন্ত নম্র ভাষায় বললেন: নালা থেকে যে ময়লা -আবর্জনা আসে তা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলি। ইহুদী বলল: আপনার এত কষ্ট হওয়ার পর ও আমার প্রতি রাগ আসে না? তিনি বললেন, রাগ তো আসে তবে তা আমি দমন করে ফেলি। কেননা পবিত্র কোরআনের ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরান, ১৩৪ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾

(পারা: ৪, সুরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪)

কানযুল ঈমান অনুবাদ থেকে: আর রাগ দমন কারীগণ এবং মানুষকে ক্ষমাকারীগণ এবং সৎ লোকগণ **আল্লাহ**র মাহবুব বা প্রিয় বান্দা।

এ জবাব শুনে ইহুদী মুসলমান হয়ে গেলেন। (তাযকেরাতুল আউলিয়া, ৫১ পৃষ্ঠা)

নিগাহে ওলী মে ওহ তাছীর দেখিহ,
বদলতি হাজারো কি তাকদীর দেখিহ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেনতো! নম্রতার কেমন বরকত! নম্রতায় প্রভাবিত হয়ে ঐ ইহুদী মুসলমান হয়ে গেলেন।

নেককার বান্দা পিঁপড়াকেও কষ্ট দেয়না

আল্লাহ তায়ালার নেককার বান্দাদের একটি নিদর্শন হল যে, সে রাগান্বিত হয়ে মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়াতো দূরের কথা পিঁপড়াকে পর্যন্ত কষ্ট দেওয়া থেকে তারা বিরত থাকে। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা খাজা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন:

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ ﴿۲۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "নিশ্চয় সৎবান্দাগণ শান্তিতে থাকবে।"

(পারা: ৩০, সূরা: মুতাফ্‌ফিফিন, আয়াত: ২২)

আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন:

اَلَّذِیْنَ لَا یُؤْذُوْنَ الذَّرَّ

অর্থাৎ নেক বান্দা হচ্ছে সে, যে পিঁপড়াকেও কষ্ট দেয় না।

(তাফসীরে হাসান বসরী, ৫ম খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাগ করা কী হারাম?

সাধারণ মানুষদের মধ্যে একটি ভুল কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, রাগ করা হারাম। রাগ হচ্ছে একটি অনিচ্ছাকৃত বিষয়। যা মানুষের মধ্যে চলে আসে। তাতে তার কোন দোষ নেই। রাগের অযথা ব্যবহার খারাপ। কোন কোন ক্ষেত্রে রাগ করাও প্রয়োজন। যেমন যুদ্ধের ময়দানে যদি রাগ না আসে, তাহলে **আল্লাহ তায়ালার** দুশমনদের সাথে কিভাবে মোকাবিলা করবে। যা হোক, রাগ আসাটা সম্ভব । কিন্তু রাগের গতিকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

যেমন: কেউ দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে অসৎ সংস্পর্শে ছিল। রাগের অবস্থা এরূপ ছিল যে, কেউ যদি তার কথার সমর্থনে হ্যাঁ এর পরিবর্তে না বলত তাহলে তার উপরচড়াও হয়ে যেত, গালি-গালাজ আরম্ভ করে দিত।

এমন কি কেউ বেয়াদবী করলে চড় মেরে দিত। মোট কথা কোন কাজ যদি তার স্বভাবের বিপরীত হত, তখন রাগ চলে আসত। ধৈর্য্য ধারণ করার বিপরীতে রাগ প্রয়োগ করত। আর যখন সৌভাগ্যক্রমে সে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হল এবং সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় সফর করল। তখন এর বরকত প্রকাশ পেল রাগের গতি ফিরে গেল। অর্থাৎ আগের মত (দাওয়াতে ইসলামীতে আসার পূর্বের মত) রাগ এখন ও তো বিদ্যমান আছে, কিন্তু সে রাগের গতি এভাবে পাল্টে গেল যে, **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাহাবায়ে কিরাম ও আওলিয়া কেরামদের দুশমন দের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি হল। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে কেউ তাকে ভাল মন্দ বলুক না কেন তার রাগ চলে আসে তবে ধৈর্য্য ধারণ করে অন্যের উপর রাগ প্রয়োগ করার পরিবর্তে নিজ নফসের উপর রাগ করে বলে, হে নফস! তোমাকে আমি গুনাহে লিপ্ত হতে দিবনা। (মোট কথা হলো; রাগ এখন আছে, তবে তার গতি পরিবর্তন হয়েছে যা পরকালের জন্য খুবই লাভজনক।)

www.dawateislami.net

অন্তরে ঈমানের নূর পাওয়ার উপায়

হাদিসে পাকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি রাগ প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দমন করল, **আল্লাহ** তার অন্তরকে ঈমান ও প্রশান্তি দ্বারা পূর্ণ করে দিবেন।

(আল জামিউস সগীর লিস সূয়ূতী, ৫৪১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৮৯৯৮)

অর্থাৎ কারো পক্ষ থেকে কোন কষ্ট পাওয়ার দরুন রাগ এসে গেল, ইচ্ছা করলে সে প্রতিশোধ নিতে পারত। কিন্তু **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রাগকে দমন করে নিয়েছে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে অন্তরের প্রশান্তি দান করবেন এবং তার অন্তরকে ঈমানের নুর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। অতএব জানা গেল যে, কোন কোন সময় রাগ আসাটা উপকারী যখন সে রাগকে দমন করার সৌভাগ্য নছীব হবে।

রাগের অভ্যাস দূরীভুত করার চারটি ওযীফা

(১) যাকে রাগ গুনাহে লিপ্ত করে, তার উচিত প্রত্যেক নামাজের পরে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ২১বার পড়ে স্বীয় শরীরে ফুঁক দিবে এবং খানা খাওয়ার সময় তিনবার করে পাঠ করে খাবার ও পানির মধ্যে ও ফুঁক দিবে।

(২) চলা-ফেরার সময় কখনো কখনো يَا اَللّٰهُ يَا رَحۡمٰنُ يَا رَحِيۡمُ পাঠ করবেন।

(৩) চলা-ফেরায় يَا اَرۡحَمَ الرَّاحِمِيۡنَ পড়তে থাকবেন।

(৪) কুরআনুল করীমের ৪র্থ পারার সুরা "আলে ইমরানের" ১৩৪ নং নিম্নোক্ত এ আয়াতাংশ টুকু প্রতিদিন সাত বার পাঠ করবে।

وَالۡكٰظِمِيۡنَ الۡغَيۡظَ وَالۡعَافِيۡنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿۱۳۴﴾

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

রাগের ১৩টি চিকিৎসার

যখন রাগ এসে যাবে তখন যেকোন একটি অথবা প্রয়োজনে সকল চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

(১) اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم পাঠ করবেন।

(২) وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِالله পাঠ করবেন।

(৩) নিশ্চুপ থাকবেন।

(৪) অযু করে নিবেন।

(৫) নাকে পানি দিবেন।

(৬) দাড়ানো অবস্থায় থাকলে বসে যাবেন।

(৭) বসা অবস্থায় থাকলে শুয়ে যাবেন, মাটিকে জড়িয়ে ধরবেন।

(৮) নিজের মুখমন্ডলকে মাটির সাথে লাগিয়ে দিবেন। (অযু থাকলে সিজদা করবেন)। যাতে একথা অনুভব হয় যে, আমি মাটি থেকে সৃষ্টি। এজন্য অন্যের উপর রাগ করা উচিত নয়। (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

(৯) যার উপর রাগ আসবে, তার সামনে থেকে সরে যাবেন।

(১০) চিন্তা করুন যে, আমি যদি রাগ করি তাহলে অপরজন ও রাগ করবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। আর শত্রুকে কখনো দূর্বল মনে করা উচিত নয়।

(১১) যদি রাগের কারণে কাউকে ধমক ইত্যাদি মন্দ কথা বলে থাকেন, তাহলে বিশেষ গুরুত্বের সাথে সবার সামনে হাত জোড় করে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবেন। এর দ্বারা নফস অপমানিত হবে এবং ভবিষ্যতে রাগ প্রয়োগের সময় স্বীয় অপমানের কথা স্মরণ হবে। আশা করা যায় এভাবে রাগ থেকে মুক্তি লাভ করবেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

(১২) চিন্তা করুন! আজ মানুষের সামান্য ভূলের কারণে আমার রাগ এসে যায় আর আমি তাকে ক্ষমা করতেও প্রস্তুত নয়, অথচ আমার অসংখ্য ভূলভ্রান্তি রয়েছে যদি **আল্লাহ** রাগান্বীত হয়ে আমাকে ক্ষমা না করেন তাহলে এখন আমার কি অবস্থা হবে?

(১৩) কেউ যদি বাড়াবাড়ি করে বা ভূল করে এবং তার উপর নফসের কারণে যদি রাগ এসে যায়, এমতাবস্থায় তাকে মাফ করে দেওয়া সাওয়াব কাজ। সুতরাং রাগ আসার সময় এ মনমানসিকতা তৈরী করুন যে, কেনই বা আমি ক্ষমা করে সাওয়াবের অধিকারী হবনা? আর সেটা কেমন জবরদস্ত সাওয়াব যে, "কিয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে, **আল্লাহ তায়ালার** কাছে যার প্রতিদান রয়েছে, সে দাঁড়িয়ে যাও, এ ঘোষণার পর ঐ সকল লোকেরা দাঁড়িয়ে যাবে যারা ক্ষমা প্রদর্শনকারী।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ান নং ৬

আত্মহত্যার প্রতিকার

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- বীর যোদ্ধা
- কবুলিয়্যতের মানদন্ড শেষ পরিণতির উপর
- ধৈর্য ধারণ করার পদ্ধতি
- অযু ও রোযার বিস্ময়কর উপকারীতা
- ৭টি রূহানী চিকিৎসা

পৃষ্ঠা উল্টান

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

আত্মহত্যার প্রতিকার(১)

হয়তো নফস ও শয়তান আপনাকে বাধা দিবে কিন্তু আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিজের পরকালের কল্যাণ সাধিত করুন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরজ করলেন: আমি (সমস্ত ওযীফা, যিকির, দোয়া সমূহ বর্জন করব এবং) নিজের পুরো সময় দরূদ পাঠে ব্যয় করব। তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এটা (তোমার এ কাজ) তোমার দুশ্চিন্তা সমূহ দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (সুনানে তিরমিজী, ৪র্থ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৬৫)

লায়েঙ্গে মেরী কবর মে তাশরীফে মুস্তফা,
আদত বানা রাহা হোঁ দরূদ ও সালাম কী।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

---

(১) এ বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিনদিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা ইজতিমা (৯,১০,১১ শাবান ১৪২৫ হিঃ, মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান) এর মধ্যে রবিবার রাতে প্রদান করেছেন। প্রয়োজনীয় কিছু পরিবর্তনের পর লিখিত আকারে পেশ করা হল। --- **মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ**

www.dawateislami.net

বীর যোদ্ধা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন: **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে আমরা (হুনাইনের) যুদ্ধে হাজির ছিলাম, তখন **আল্লাহ্র প্রিয় মাহবুব** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলামের দাবীদার একজন ব্যক্তি সম্পর্কে ইরশাদ করলেন: “সে জাহান্নামী! অতঃপর আমরা যুদ্ধ করছিলাম সে ব্যক্তি ও তীব্রতার সাথে যুদ্ধ করছিল হঠাৎ সে আঘাত প্রাপ্ত হল।” কেউ আরয করল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কিছুক্ষণ আগে জাহান্নামী বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সে তো আজ প্রচন্ড যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করেছে। তখন **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “সে জাহান্নামে পৌঁছেছে।” কিছু লোক সন্দেহে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এমন সময় কেউ এসে বলল: সে মৃত্যুবরণ করেনি বরং সে মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল। যখন রাত হল, সে আঘাতের তীব্র কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে ফেলেছে। অতঃপর যখন **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এ সংবাদ দেওয়া হল তখন **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **“আল্লাহু আকবর! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহ্ তায়ালার বান্দা ও তাঁর রাসূল।”** অতঃপর **তিনি** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ কে নির্দেশ দিলেন, তখন হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ মানুষের সামনে ঘোষণা দিলেন: “জান্নাতে শুধুমাত্র মুসলমানরাই প্রবেশ করবে, আর নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তায়ালা** এই দ্বীনের সাহায্য কোন জঘণ্য পাপী ব্যক্তি দ্বারাও করিয়ে থাকেন।”

(সহীহ মুসলিম, ৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৮। সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩০৬২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

ঐ যোদ্ধার জাহান্নামী হওয়ার দু’টি কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় মাহবুব, নবী করীম, রঊফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাফিরদের সাথে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তীব্র যুদ্ধ পরিচালনা কারী উক্ত যোদ্ধাকে জাহান্নামী সাব্যস্ত করার দু’টি কারণ হতে পারে। **(১) আত্মহত্যা করা:** এ অবস্থায় সে তার পাপের শাস্তি ভোগ করে পরবর্তীতে জান্নাতে যাবে। **(২) মুনাফিক হওয়া:** যেমন: সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারক হযরত সায়্যিদুনা মুহিউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ইবনে শরফ নববী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ খতীব বোগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর বরাত দিয়ে বলেন: “আত্মহত্যাকারী সে ব্যক্তি মুনাফিক ছিল।” (শরহে মুসলিম লিন্ নববী, ১ম খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা) এমতাবস্থায় সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

মুফতী শরীফুল হক সাহেবের ব্যাখ্যা

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক হযরত আল্লামা শরীফুল হক আমজাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ **“নুজহাতুল ক্বারী”** ৪র্থ খন্ডের ১৭৩ পৃষ্ঠায় বলেন: ঐ লোকটি মূলত কি কাফির ছিল না মুসলমান তার সমাধান দেয়া খুবই কঠিন। কিন্তু হাদীসের শুরুতে বলা হয়েছে: لِرَجُلٍ يَدَّعِي الۡاِسۡلَام (অর্থাৎ এক ব্যক্তি যে ইসলামের দাবীদার) এবং শেষাংশে ঘোষণা করা হয়েছে তাদ্বারা প্রকাশ্যে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ঐ ব্যক্তি মূলত মুসলমান ছিল না এবং পরিশেষে ইরশাদ করলেন: নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তায়ালা** এ দ্বীনের সহায়তা কোন জঘন্য পাপী ব্যক্তি দ্বারাও করান। ঐ পাপী শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থের বিচারে ও এটা প্রতীয়মান হয়, প্রকৃতপক্ষে সে মুসলমান ছিল কেননা পরিভাষায় ফাজের (পাপী) শব্দটি গুনাহগার মুসলমান কে ও বুঝায়। তবে তা অকাট্য নয়। কুরআন মজীদে রয়েছে:

وَ اِنَّ الۡفُجَّارَ لَفِیۡ جَحِیۡمٍ ﴿ۚ۱۴﴾

(পারা: ৩০, সূরা: ইনফিতার, আয়াত: ১৪)

অর্থাৎ নিশ্চয় পাপীরা তো অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।

www.dawateislami.net

এবং আরো ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِیْ سِجِّیْنٍؕ ﴿۷﴾

(পারা: ৩০, সূরা: আল মুতাফ্‌ফিফিন, আয়াত: ৭)

অর্থাৎ নিশ্চয় কাফিরদের আমলনামা সবচেয়ে নিম্নস্থান 'সিজ্জিন'-এ রয়েছে।

জালালাইন শরীফে উভয় আয়াতের ব্যাখ্যা কাফের শব্দ দ্বারা করা হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য হাদীসে ও فَاجِر শব্দ দ্বারা কাফের কে বুঝানো হলে কোন ভূল হবে না। (নুযহাতুল ক্বারী, ৪র্থ খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

কবুলিয়্যতের মানদন্ড শেষ পরিণতির উপর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রমাণিত হল! বাহ্যিক ভাবে যতই ইবাদত ও রিয়াজত করুক যত বড়ই খেদমতকারী হোক না কেন, মূলত যদি তার অন্তরে মুনাফেকী স্বভাব ও **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি শত্রুতা থাকে তাহলে তার শত সৎকাজের কোন মূল্য নেই। এটাও জানা গেল, কোন ব্যক্তির কৃত কর্মের পুরষ্কার বা তিরষ্কার পাওয়াটা তার শেষ পরিণতির উপর নির্ভর করে। যেমন- **"মুসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল"** এর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْم অর্থাৎ সকল কাজের ফলাফল শেষ পরিণতির উপর নির্ভরশীল। (মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খন্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২২৮৯৮)

জান্নাত হারাম হয়ে গেল

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে এক ব্যক্তির শরীর থেকে ফোঁড়া বের হয়েছিল। সে ব্যক্তি যখন সে ফোঁড়ায় অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভব করল তখন তার ধারালো তীর দ্বারা ফোঁড়াতে আঘাত করে ফোঁড়াটি ছিড়ে ফেলল, ফলে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। যে রক্তের ধারা কে বন্ধ করা সম্ভব হল না। পরিশেষে শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্ত বেরিয়ে যাওয়ার কারণে সে মৃত্যুবরণ করল।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

আমাদের মালিক **(আল্লাহ্ তায়ালা)** ইরশাদ করেন: "আমি তার উপর জান্নাত কে হারাম করে দিলাম।" (সহীহ মুসলিম, ৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮০)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা কারক হযরত আল্লামা নববী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আলোচ্য হাদীস থেকে এ ফলাফল বের করা হবে যে, উক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অতিদ্রুত মৃত্যুবরণ করার জন্য (আত্মহত্যা) অথবা অন্য কোন কারণে এমন কাজ করেছে (যে কারণে তার উপর জান্নাত হারাম বলা হয়েছে)। নতুবা নিশ্চিত ধারণার ভিত্তিতে চিকিৎসা ও প্রতিষেধক স্বরূপ ফোঁড়াকে অপারেশন করা হারাম নয়। (শরহে মুসলিম লিন্ নববী, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)

আত্মহত্যার অর্থ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আত্মহত্যার অর্থ হল: নিজেকে নিজে ধ্বংস করে দেওয়া। আত্মহত্যা করা কবীরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। **আল্লাহ্ তায়ালা** ৫ম পারার সূরাতুন নিসার ২৯-৩০ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۟ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿۲۹﴾ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿۳۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবদঃ হে ঈমানদারগণ! পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা; কিন্তু এযে, কোন ব্যবসা তোমাদের পরস্পরিক সন্তুষ্টিতে হয় এবং নিজেদের প্রাণগুলোকে হত্যা করোনা। নিশ্চয় **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের প্রতি দয়াবান। এবং যে অত্যাচার ওসীমালংঘন করে এমন করবে, তবে অনতিবিলম্বে আমি তাকে আগুনে প্রবিষ্ট করবো এবং এটা **আল্লাহ্ তায়ালা**র পক্ষে সহজসাধ্য।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে হযরত আল্লামা নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ "খাযাইনুল ইরফান" এর মধ্যে বলেন: **মাসয়ালা:** উপরোক্ত আয়াত দ্বারা আত্মহত্যা হারাম হওয়াটা প্রমানীত। সূরা বাকারার, ১৯৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاَنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَلَا تُلۡقُوۡا بِاَیۡدِیۡکُمۡ اِلَی التَّہۡلُکَۃِ ۚۖۛ وَاَحۡسِنُوۡا ۚۛ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿۱۹۵﴾

(পারা- ২, সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৯৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবদ: এবং **আল্লাহ্**র পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়ো না এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাও। নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণগণ **আল্লাহ্**র প্রিয়।

উপরোক্ত আয়াতে করীমার ব্যাখ্যা "খাযাইনুল ইরফানে" এভাবে করা হয়েছে: **আল্লাহ্**র রাস্তায় ব্যয় না করা যেভাবে ধ্বংসের কারণ ঠিক তেমনি অপাত্রে অপব্যয় করাটাও। তাই যে সকল বস্তু মানুষকে ধ্বংস ও বিপদের দিকে নিয়ে যায় বা ধাবিত করে সে সকল বিষয় থেকে বিরত থাকার বিধান রয়েছে। এমন কি হাতিয়ার বা যুদ্ধের সরঞ্জামাদি ব্যতীত যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সামনে গিয়ে হত্যার শিকার হওয়া, বিষপান করা অথবা অন্য কোন উপায়ে আত্মহত্যা করা। (এ সবই আত্মহত্যার মধ্যে শামিল।)

আত্মহত্যার সংখ্যা ও হিসাব

আফসোস! আজকাল দিনদিন আত্মহত্যা বেড়েই চলেছে। একটি পত্রিকার রিপোর্টে আছে: জিনাহ পোষ্ট গ্রেজোয়েট মেডিকেল সেন্টারের ঘোষিত সংখ্যানুযায়ী ১৯৮৫ সালে ৩৫ জন লোক আত্মহত্যা করেছে। আর এর সংখ্যা পরবর্তীতে বাড়তে বাড়তে এতটুকুতে পৌঁছল যে, ২০০৩ সালে ৯৩০ জন লোক আত্মহত্যা করেছে। আরো দুঃখজনক কথা হল, সে আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

অধিকাংশের বয়স ১৬ হতে ৩০ বছরের মাঝামাঝি। "হিউম্যান রাইটস কমিশন অব পাকিস্তান" এর রিপোর্ট অনুযায়ী ৬ মাসের মধ্যে অর্থাৎ জানুয়ারী থেকে জুন ২০০৪ এর মধ্যবর্তী সময়ে ১১০৩ জন লোক আত্মহত্যার সফল ও বিফল চেষ্টা করে। তন্মধ্যে ছোট বাচ্চাদের সংখ্যা ছিল ৪৬.৫%। যার অর্ধেক প্রায় শিশু। ঐ সকল অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুরা আত্মহত্যার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তা হল: ২১ জন বিষাক্ত ভরি খেয়েছে, ১১ জন বিষপান করেছে, ৮ জন ফাঁসিতে ঝুলেছে, ২ জন নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে, একজন নদীতে ডুবেছে, ৯ জন নিজের গুলিতে, ২ জন তীজাব নামক বিষাক্ত দ্রব্য পান করেছে এবং একজন গর্দানের রগ কেটে নিয়েছে। এ হিসাব তো তাই, যা প্রশাসনের এবং সাংবাদিকদের দৃষ্টি গোচর হয়েছে, এছাড়া ও আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে যা প্রকাশিত হয়নি গোপন রয়ে গেছে।

আত্মহত্যার কিছু কারণ

সাধারণত! ঘরোয়া ঝামেলা, অভাব, ঋনগ্রস্থতা, রোগাক্রান্ত হওয়া, বিপদে সম্মুখীন, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতির হতাশা এবং নিজ পছন্দের পাত্রী কে বিবাহ করতে বাধা অথবা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া ইত্যাদি কারণগুলো থেকে সৃষ্ট মানসিক দুশ্চিন্তার **(TENSION)** কারণে কতিপয় অতীব বদমেজাজী ও আবেগী দূর্ভাগা ব্যক্তিরাই আত্মহত্যা করে থাকে।

সুনলো নুকসান হি হোতাহে বিল আখের উনকো,
নফস কি ওয়াস্তে গুস্‌সা জু কিয়া করতে হে।

আত্মহত্যার পাঁচটি হৃদয়বিদারক ঘটনা

কোন কোন ঘটনা তো হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করে এরকম আত্মহত্যার পাঁচটি সংবাদ আপনাদের সামনে পেশ করছি:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(১) দৈনিক "জানবাজ" পত্রিকা, করাচি (৫ই আগস্ট ২০০৫ রোজ বৃহস্পতিবার) মা ছেলেকে বর বানিয়ে বরযাত্রিদের বিদায় দিয়েছেন। বরযাত্রীরা তাকে সাথে নিতে শত চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এরপর ঘরের সকল তালা খুলে স্বর্ণ, রৌপ্য অপরের কাছে সৌপর্দ করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে এবং দু'দিন পর লাশ পাওয়া যায়। (২) দৈনিক "জুরাত" পত্রিকার (১০ই আগস্ট ২০০৪) সংবাদ। ছয় মাস আগে বিয়ে হয়। স্ত্রী অসন্তুষ্ট হয়ে বাপের বাড়ীতে চলে যায়। স্ত্রীর বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে স্বামী নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করে। (৩) দৈনিক "ইনতিখাব" পত্রিকার (২৮শে আগস্ট ২০০৪) সংবাদ, এক পিতা নিজের মেয়ে, দুই ছেলে এবং তাদের মাকে সহ হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করে। দৈনিক "নওয়ায়ে ওয়াক্ত" করাচী (৫ই আগস্ট ২০০৪) এর দু'টি সংবাদ: (৪) "ডিগরী" (সিন্ধ) এর মধ্যে অভিভাবক বিবাহ না করানোর কারণে যুবক ফাঁসীতে ঝুলে আত্মহত্যা করে। (৫) পিতা নিজের ১৪ বছরের সন্তানকে থাপ্পড় মারার কারণে সন্তান অভিমান করে বাথরুম বন্ধ করে শরীরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করে। কয়েক মাস পূর্বে একই এলাকার অন্য একজন ছেলে উঁচু দালান থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

সংবাদগুলোতে নাম প্রকাশ না করার হিকমত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের মৃত্যুর পর সুনামের সাথে স্বরণ করার বিধান হাদীসে পাকের মধ্যে বর্ণিত আছে। এ কারণে আমি সংবাদে (আত্মহত্যাকারীদের) নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকি। কেননা পরিচিতির সাথে মুসলমানের আত্মহত্যার শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া আলোচনা করা তার দোষত্রুটি অন্বেষণের নামান্তর, যা গুনাহের পর্যায়ে পড়ে। একজন অজ্ঞ ব্যক্তিও এটা অনুমান করতে পারে যে, নাম প্রকাশের সাথে আত্মহত্যার সংবাদ হাইলাইটস করে প্রচার করাটা তার দোষত্রুটি প্রকাশের সাথে সাথে তার

www.dawateislami.net

পরিবারবর্গের দূর্নাম ও মনোকষ্টের কারণ হয়। আহ! আমাদের মুসলমান সাংবাদিক ভাইয়েরা এই বড় গুনাহের কাজ থেকে তাওবা করে আগামীতে বিরত থাকার চেষ্টা করবেন। কখনো আপনার এলাকার অথবা বংশে ও যদি (**আল্লাহ্**র পানাহ) কেউ আত্মহত্যা করে বসে তাহলে শরয়ী অনুমতি ছাড়া কাউকে বলবেন না যদি কখনো এই গুনাহ করে বসেন, তবে শরয়ীভাবে তাওবা করে নিন। হ্যাঁ! পরিচিতি বলা ছাড়া আত্মহত্যাকারীর এমনভাবে আলোচনা করা জায়েয, যাতে সম্বোধিত ব্যক্তি চিনতে না পারে।

মুজরিম হো দিল ছে খওফে কিয়ামত নিকাল দো,
পর্দা গুনাহগার কি আয়বো পে ঢালদো।

প্রতি দু'মিনিটে আত্মহত্যার তিন ঘটনা

গুনাহের ব্যাপকতা এবং পরকালের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে আফসোস, আমাদের প্রিয় দেশে আত্মহত্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। একটি দৈনিক পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী আগস্ট ২০০৪ সালে আত্মহত্যার ৬৮ ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে বাবুল মদীনা করাচি এক নম্বরে ছিল, আর মুলতান দুই নম্বরে এসেছে। ঐ পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে আত্মহত্যার একটি ঘটনা ঘটে থাকে।

আত্মহত্যার দ্বারা কি মুক্তি লাভ করা যায়?

আত্মহত্যাকারী হয়তো এ ধারণা করে, আত্মহত্যার মাধ্যমে সে মুক্তি লাভ করবে। অথচ তার মুক্তি তো দূরের কথা, তার প্রতি **আল্লাহ্ তায়ালার** অসন্তুষ্টি এমন পর্যায়ে পৌঁছে, সে অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে আযাবের ফাঁদে ফেসে যায়। **আল্লাহ্**র শপথ! আত্মহত্যার শাস্তি কখনো সে সহ্য করতে পারবে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আগুনের মধ্যে আযাব

হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি যে বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, তাকে জাহান্নামের আগুনে সে বস্তু দ্বারা আযাব দেওয়া হবে।"

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৬৫২)

সে হাতিয়ার দ্বারা আযাব

হযরত সায়্যিদুনা ছাবিত বিন দাহ্হাক رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে তাকে জাহান্নামের আগুনে উক্ত অস্ত্র দ্বারা আযাব দেওয়া হবে।" (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, হাদীস নং- ১৩৬৩)

গলায় ফাঁস লাগানোর শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে নিজের গলায় ফাঁস লাগানো থাকবে এবং যে নিজেকে নিজে বল্লম মেরে (আত্মহত্যা করেছে) জাহান্নামের আগুনে ও সে নিজেকে বল্লম মারতে থাকবে।" (সহীহ বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩৬৫)

আঘাত ও বিষের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্র প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে ও (উপর থেকে) পড়তে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে ও সর্বদা বিষপান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি লৌহার হাতুড়ী দ্বারা আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামে সে হাতুড়ী তার হাতে থাকবে আর তা দ্বারা নিজেকে আঘাত করতে থাকবে।"

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৭৭৮)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

আত্মহত্যাকে বৈধ মনে করা কুফরী

উক্ত হাদীসে আত্মহত্যাকারীর ব্যাপারে ইরশাদ করা হয়েছে যে, সে (আত্মহত্যাকারী) সর্বদা শাস্তি পেতে থাকবে। এর ব্যাখ্যায় সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারক হযরত মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শরফ নববী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিছু মত পেশ করেন: (১) যে ব্যক্তি আত্মহত্যাকে বৈধ মনে করেছে অথচ আত্মহত্যা হারাম হওয়া সম্পর্কিত জ্ঞান তার কাছে ছিল। তবে সে কাফির হয়ে যাবে এবং সর্বদা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। (নিয়ম হল: যে ব্যক্তি কোন হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম মানবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর এটি ঐ অবস্থায় হবে, যদি তা স্বয়ং হারাম হয়। যদি সে হালাল বা হারাম হওয়ার বিষয়টি অকাট্য প্রমাণাদির আলোকে প্রমাণীত হয়।) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪তম খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা) যেমন: মদপান করা অকাট্য ভাবে হারাম। কোন ব্যক্তি অবগত আছে, মদ হারাম তারপর ও সেটিকে হালাল মনে করে পান করলে, তাহলে কাফের হয়ে যাবে। অনুরূপ ভাবে (যেনা) ব্যভিচার অকাট্য ভাবে হারাম। তারপর ও যদি কেউ হালাল মনে করে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে কাফির হয়ে যাবে। (২) সর্বদা আযাবে থাকবে একথাটি অন্য একটি অর্থ হল: দীর্ঘদিন আযাবের শিকার হবে। (অতএব, যদি কোন মুসলমানের ব্যাপারে এটা বলা হয়, সে সর্বদা আযাবে থাকবে তাহলে এক্ষেত্রে এ অর্থ গ্রহণ করা হবে, দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আযাব ভোগ করবে। যেমন- প্রবাদ বাক্য বলা হয়: একবার এ জিনিস ক্রয় করে নিন, তাহলে সর্বদা আরামে থাকবেন। সর্বদা আরামে থাকা সম্ভব নয়, তাই এখানে সর্বদা আরামে থাকবেন কথাটির মর্মার্থ হবে, দীর্ঘদিন আরামে থাকবেন। অনুরূপ দোয়া হিসেবে বলা হয়: خَلَّدَ اللهُ مُلْكَ السُّلْطَانِ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** বাদশাহের রাজত্ব সর্বদা নিরাপদ রাখুন।) এখানেও মর্মার্থ হল দীর্ঘদিন নিরাপত্তা বিদ্যমান রাখুন। আমাদের এখানে বুযুর্গানে দ্বীনদের জন্য এ দোয়ার বাণী প্রচলিত আছে যে:

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালা আপনার ছায়া আমরা গুনাহগারদের উপর সর্বদা বহাল রাখুন। এখানে ও সর্বদা বলতে দীর্ঘদিন কে বুঝাবে। কিন্তু সাধারণ লোক “تادیر قائم و دائم” এর শব্দাবলী বলে থাকে, কিন্তু এটি সর্বসাধারণের ভুল, دائم বলা সত্ত্বেও تادیر বলাটা বিশুদ্ধ নয়, এটি ভুল। (৩) তৃতীয় মত হল, আত্মহত্যার শাস্তি তো এটাই, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** মু’মিনদের উপর দয়া করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন, যে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করবে সে সর্বদা দোযখে থাকবে না। (অর্থাৎ **আল্লাহ্‌র** পানাহ! যদি কোন গুনাহগার মুসলমান জাহান্নামেও যায় তাহলে কিছুদিন শাস্তি পাওয়ার পর অবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।) (শরহে মুসলিম লিন্ নববী, ১ম খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা)

এক সেকেন্ডের কোটিতম অংশের শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্‌র পানাহ! কেউ যাতে এরূপ বলে না দেয়, চল! অসুবিধা নেই। পাপ যাই হোক করে ফেলি। কিছুদিনের আযাব সহ্য করব আর কি? এমন কথা বলা কুফরী। **আল্লাহ্ তায়ালার** পক্ষ থেকে প্রদত্ত আযাব এমন কঠোর ও ভয়ানক হবে, সে আযাব কিছু দিন তো দূরের কথা, **আল্লাহ্‌র শপথ!** এক সেকেন্ডের কোটিতম অংশের আযাব তথা (সামান্যতম সময়ও) কেউ সহ্য করতে পারবে না।

মু’মিনের কারাগার

নিঃসন্দেহে আত্মহত্যা মারাত্মক অপরাধ, আর এটির জন্য লোমহর্ষক আযাব রয়েছে। **আল্লাহ্‌র** পানাহ! কারো মধ্যে যদি আত্মহত্যা করার প্ররোচনা চলে আসে তখন তার উচিত, বর্ণিত শাস্তি সমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং শয়তানের প্ররোচনাকে নিষ্ফল করে দেওয়া। যদি কোন ধরণের পেরেশানি বা

www.dawateislami.net

দুশ্চিন্তা চলে আসে ধৈর্য ও সন্তুষ্টিমূলক আচরণের মাধ্যমে বীর পুরুষের মত পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন এবং মনে রাখবেন! হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ অর্থাৎ দুনিয়া মু'মিনের জন্য কারাগার আর কাফিরদের জন্য বেহেশ্ত।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আর একথা প্রকাশ্য সত্য যে, কারাগারে তো কষ্ট হয়ে থাকে। দুশ্চিন্তাতো সেখানে থাকবেই। হযরত মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

হাস্ত দুনিয়া জান্নাত আঁ'কুফ্ফার রা,
আহলে জুলমো ফিসকে আঁ'আশরার রা।
বাহরে মুমিন হাস্তে জিন্দাহ্ ঈঁ-মকাম,
নাস্তে জিন্দাহ্ জায়ে আইশো ইহ্তিশাম।

অর্থাৎ কাফির, অত্যাচারী,পাপাচারী ও দুষ্টদের জন্য এ দুনিয়া হল বেহেশত এবং ঈমানদারদের জন্য এ দুনিয়া কারাগার স্বরূপ, আর কারাগার কখনও সুখ-শান্তির জায়গা হতে পারে না।

আল্লাহ্ তায়ালা পরীক্ষা নেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করে তাদের কৃত গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি বিপদ, দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্য ধারণ করে সফলতা অর্জন করে সে **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমতের ছায়ায় চলে আসে। যেমন- দ্বিতীয় পারার সূরা বাকারার ১৫৫-১৫৭ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۱۵۶﴾ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ঘাটতি দ্বারা। এবং সুসংবাদ শুনান ঐসব সবরকারীদেরকে। যারা হচ্ছে (এমনসব লোক যে,) যখন তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন বলে, আমরাতো **আল্লাহ্**রই মালিকানাধীন এবং আমাদেরকে তাঁরই প্রতি ফিরে যেতে হবে। এসব লোক হচ্ছে তারাই, যাদের উপর তাদের প্রতিপালকের দরূদ সমূহ এবং রহমত বর্ষিত হয়। আর এসব লোকই সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দুর দুনিয়া কে হো জায়ে রন্‌জ ওয়া আলম, মুজকো মিল জায়ে মীঠে মদীনে কা গ্বম।
হো করম হো করম ইয়া খোদা হো করম, ওয়াসেতা উছ কা জু শাহে আবরার হে।

অধৈর্য হওয়ার দ্বারা বিপদ দূরিভূত হয় না

আপনি লক্ষ্য করেছেন, **আল্লাহ্ তায়ালা** বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন, অতএব যে তাতে অধৈর্য ভাব প্রকাশ করে, আত্ম চিৎকার শুরু করে, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশক শব্দাবলী মুখে বলে বা অসন্তুষ্ট হয়ে **আল্লাহ্**র পানাহ! আত্মহত্যার পথ বেঁচে নিল সে এই পরীক্ষায় খুব মন্দভাবে অকৃতকার্য হয়ে আগে থেকে কোটি কোটি গুণ বেশি মুসিবতের শিকার হয়ে গেল। অধৈর্য হওয়ার দ্বারা বিপদ তো বিদূরিত হয় না বরং উল্টো ধৈর্যের মাধ্যমে অর্জিত মহান সাওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। যা স্বয়ং আরেকটি বড় আপদ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

বিপদ থেকে বড় বিপদ

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন মোবারক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: মুসিবত (প্রথমত) একটি থাকে কিন্তু যখন বিপদগ্রস্থ লোক (অধৈর্য প্রকাশ ও আত্মচিৎকার) করে তখন মুসিবত একটির জায়গায় দুটি হয়ে যায়। (১) একটি তো ঐ মুসিবত, যা বাকী থাকে আর অপরটি (২) মুসিবতের (ধৈর্য ধারণ করার কারণে অর্জিত) প্রতিদান নষ্ট হয়ে যাওয়া আর এই (প্রতিদান নষ্ট হয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় মুসিবত প্রথম মুসিবত থেকে বড় মুসিবত)। (তানবিহুল গাফেলীন, ১৪৩ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ প্রথমত প্রথম মুসিবতের ক্ষতি শুধু দুনিয়াবীই ছিল কিন্তু ধৈর্য ধারণ করা অবস্থায় অর্জিত মহান প্রতিদান অধৈর্য প্রকাশের মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যাওয়া ঐ মুসিবত থেকে বড় মুসিবত, তাতে আখিরাতের অনেক বড় ক্ষতি রয়েছে।

রোনা মুসিবত কা তু মত রু, আলে নবী কে দিওয়ানে,
কারবও বালা ওয়ালে শাহ্জাদো, পর ভি তুনে ধেয়ান কিয়া?

তিনশত মর্যাদা বৃদ্ধি

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "যে ব্যক্তি বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করল, এমনকি ঐ মুসিবতকে উত্তম ধৈর্য দ্বারা মোকাবিলা করল, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার জন্য তিনশত মর্যাদা লিপিবদ্ধ করবেন। প্রত্যেক মর্যাদার মাঝখানের দূরত্ব আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান হবে।"

(আল জামেউস সগীর লিস সুয়ূতী, ৩১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫১৩৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া)

আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতেই হাসতে লাগলেন

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی তো মুসিবতের কারণে অর্জিত সাওয়াবের কল্পনায় এমন বিভোর থাকতেন যে, তাদের বিপদের কোন পারোয়ায় থাকত না। যেমন-

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সা’য়াদাতুদ দা’রাঈন)

কথিত আছে, হযরত সায়্যিদুনা ফাতাহ মাওছেলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর স্ত্রী সাহেবা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا একবার জোরে (উপর থেকে) নিচে পড়ে যান, যার ফলে তাঁর নখ মোবারক ভেঙ্গে যায়। কিন্তু ব্যথার কারণে আত্মচিৎকার এবং ‘হায়’ ‘উফ’ ইত্যাদি করার পরিবর্তে তিনি হাসতে লাগলেন!! কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল; আপনার কি ব্যথা অনুভব হচ্ছে না? তিনি বললেন: ধৈর্যের বিনিময়ে অর্জিত সাওয়াবের খুশিতে আমার আঘাতের (ব্যথার) খেয়ালই আসতে পারেনি।

(কীমিয়ায়ে সাআদাত, ২য় খন্ড, ৭৮২ পৃষ্ঠা)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যদি তুমি বাস্তবে **আল্লাহ্ তায়ালা**কে মহা মর্যাদাবান মনে কর, তবে এটির পরিচয় হল, অসুস্থত অবস্থায় অভিযোগের শব্দ মুখে না বলা এবং মুসিবত এসে পড়লে তা অপরের নিকট প্রকাশ হতে না দেয়া। (কেননা অনর্থক এটি প্রকাশ করা অধৈর্যের আলামত যেমন আজকাল সামান্য সর্দি বা কাশি বা মাথা ব্যথা হলে তবে লোকেরা শুধুশুধু সবাইকে বলে বেড়ায়)। (প্রাগুক্ত)

ছর পর টুটে গো কুহে বলা সবর কর, আয় মুসলমাঁ না তু দগমদা ছবর কর,
লবপে হরফে শিকায়াত না লা সবর কর, কেহ্ এহি সুন্নাতে শাহে আবরার হে।

বিপদের কথা গোপন রাখার মধ্যে অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যার জান অথবা সম্পদে বিপদ চলে আসে, অতঃপর সে তা গোপন রাখল এবং লোকদের সামনে প্রকাশ করলনা তবে **আল্লাহ্ তায়ালা**র উপর (বদান্যতার) দায়িত্ব (হক) হচ্ছে তাকে ক্ষমা করে দেয়া।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ৪৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৮৭২)

ছুপ কর ছী তা মুতী মিল সন, সবর করে তা হিরে,
পাগলাঁ ওয়ানগু রুলা পাভে না মুতি না হিরে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

হায়! আমি বিপদগ্রস্থ হতাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত, যতই বিপদ আসুক না কেন! এটির কষ্ট ও বড় হওয়ার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার পরিবর্তে তা থেকে প্রাপ্ত আখিরাতের সাওয়াবের প্রতি মনোনিবেশ করা। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এভাবে ধৈর্যধারণ করাটা খুবই সহজ হবে। যদি আমরা ধৈর্যধারণ করাতে সফল হতে পারি তবে কিয়ামতের দিন আমরা তার মহান সাওয়াবের হকদার হতে পারব, যা দেখে অন্যান্যরাও ঈর্ষা করবে।

যেমন- **আল্লাহ্র প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন কিয়ামতের ময়দানে (দুনিয়ার) বিপদগ্রস্থ ও রোগাক্রান্ত লোকদের সাওয়াব দান করা হবে, তখন (বিপদের সম্মুখীন না হওয়া ও সুস্থ) সবল মানুষেরা আকাংখা করবে, হায়! আমাদের চামড়াও যদি কাঁচি দ্বারা কাটা হত! (অর্থাৎ আমরাও যদি বিপদগ্রস্থ হয়ে ধৈর্যধারণ করতাম।)"

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪১০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

প্রখ্যাত মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত হাদীসের শব্দ "হায়! যদি দুনিয়ায় আমাদের চামড়াও কাঁচি দ্বারা কাটা হত!"এর প্রসঙ্গে বলেন: অর্থাৎ আকাংখা করবে, দুনিয়ায় যদি আমরাও এমন রোগের শিকার হতাম। যাতে অপারেশনের মাধ্যমে চামড়া কাটা হত, তাহলে আমরাও আজ ঐ সাওয়াব অর্জন করতে পারতাম, যে সাওয়াব আজ বিপদগ্রস্থ ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ভাগ্যে জুটেছে। (মিরআত, ২য় খন্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা)

মাল ও দৌলত কি মুঝকো কছরত না দে,
তাজো তখতে শাহী আওর হুকুমত না দে,
মুজকো দুনিয়া মে বেশক তু শুহরত না দে,
তুজ ছে আত্তার তেরা তলবগার হে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

আলোকিত কবর সমূহ

বর্ণিত আছে; কোন বুজুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা হাসান ইবনে যাকওয়ান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে তার ওফাতের এক বছর পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: কোন কবরগুলো অধিক আলোকিত? বললেন: দুনিয়ায় যারা বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তাদের কবর সমূহ।"

(তাম্বীহুল মুগতারীন, ১৬৬ পৃষ্ঠা, দারুল মারেফাত, বৈরুত)

কিয়া করো লে কি খুশীয়ু কি সামান কো, বছ্ তেরে গম মে রুতা, রহো জার জার।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ঘোর অন্ধকার ঐ কবর, যা দুনিয়ার কোন বৈদ্যুতিক বাল্ব আলোকিত করতে পারে না, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরের ওসীলায় দুঃশ্চিন্তা গ্রস্থদের কবর সমূহ নূরে আলোকিত হয়ে যাবে।

খাওয়াব মে ভী এইছা আন্দেরা কভী দেখা না তাহ! জেসা আন্দেরা হামারি কবর মে ছরকার হে।
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আ'কর কবর রওশন কি'জিয়ে, যাত বে শক আপকি তু মাম্বায়ে আনওয়ার হে।

জান্নাত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আবৃত (লুকায়িত)

اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! বিপদগ্রস্থদের কবর আলোকিত হবে এবং তাদের জন্য জান্নাতে আবাস ঘরও বরাদ্দ থাকবে। জান্নাতের প্রত্যশীগণ! ঐ হাদীসে পাকটিকে বুকে ভাল করে ধারণ করে নিন, যে হাদীসে **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "জাহান্নাম কু-প্রবৃত্তির মধ্যে আবৃত (লুকায়িত) এবং জান্নাত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আবৃত।"

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৪৮৭ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত)

প্রখ্যাত মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য পবিত্র হাদীসের শব্দাবলী "জাহান্নাম কু-প্রবত্তির মধ্যে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

আবৃত" প্রসঙ্গে বলেন: দোযখ স্বয়ং খুবই ভয়ানক কিন্তু তার রাস্তায় অনেক নকল ফুল ও বাগান সজ্জিত আছে। দুনিয়াবী গুনাহ, কুকর্ম, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে খুবই চাকচিক্যময় দেখায়। আর এটাই জাহান্নামের রাস্তা। আর "জান্নাত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আবৃত" প্রসঙ্গে বলেন: জান্নাত হচ্ছে একটি অত্যন্ত সুপ্রশস্ত বাগান, কিন্তু তার রাস্তাটি কাটাযুক্ত। যা অতিক্রম করা নফসের জন্য খুবই কষ্টকর। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ, শাহাদাত জান্নাতেরই রাস্তা। ইবাদতে একাগ্রতা, কামভাব বর্জন বাস্তবেই (নফসের জন্য) কষ্টকর বিষয়। স্মরণ রাখুন! এখানে কামভাব দ্বারা উদ্দেশ্য হল হারাম কার্যাদি, যেমন- মদ্যপান, ব্যভিচার, ধোঁকাবাজি, গান-বাজনা উদ্দেশ্য। তাতে বৈধ কামভাব অন্তর্ভূক্ত নয়। কষ্ট দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইবাদত সম্পাদনের কষ্ট সমূহ। সুতরাং তাতে আত্মহত্যা ও সম্পদ নষ্ট করা অন্তর্ভূক্ত নয়। (মিরাতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা, যিয়াউল কুরআন)

গুনাহের কারণে ও বিপদ আসে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিপদের সম্মুখীন হলে অন্তরকে **আল্লাহ্ তায়ালার** ভয় প্রদর্শন করা, ধৈর্যের উপর অটল থাকা এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার করতে গিয়ে এ মানসিকতা সৃষ্টি করুন যে, আমাদের উপর যে সকল বিপদ আসে তা আমাদের কৃত কর্মেরই ফল। যেমন- কুরআনুল করীমের ২৫ পারার সূরায়ে শুরার ৩০ নং আয়াতে করীমায় ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদেরকে যে মুসীবত স্পর্শ করেছে তা তারই কারণে, যা তোমাদের হাতগুলো উপার্জন করেছে এবং বাহু কিছুতো তিনি ক্ষমা করে দেন।

www.dawateislami.net

দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হওয়াটাও গুনাহের কাফ্‌ফারা

উপরোক্ত আয়াতে করীমা প্রসঙ্গে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খাযায়েনুল ইরফানে বলেন: এ আয়াত দ্বারা প্রাপ্ত বয়স্ক জ্ঞান সম্পন্ন ঐ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাদের থেকে গুনাহ সংঘটিত হয়। মর্মার্থ হল; দুনিয়ায় যত দুঃখ-কষ্ট মুমিনদেরকে স্পর্শ করে অধিকাংশেই তার কারণ তাদের গুনাহই হয়ে থাকে। তাদের কাছে পতিত দুঃখ-কষ্টকে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদের গুনাহের কাফ্‌ফারা হিসেবে পরিগণিত করে দেন। আবার কখনো কখনো মু'মিনদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্যও বিপদের সম্মুখীন করা হয়।

বর কর জিসম জু বীমার হে তাশওয়ীশ না কর, ইয়ে মরজ তেরে গুনাহোঁ কো মিঠা জাতা হে।

আমি তো কারো কোন ক্ষতি করিনি!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই বিপদ আসে তখন আমাদেরকে ভীত হয়ে **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে মনোযোগী হয়ে তাওবা ও ইস্তিগফার করা উচিত। **আল্লাহ্**র পানাহ! শুধুমাত্র মুখ তো দূরের কথা কখনো যেন অন্তরেও এমন ধারণা না আসে, আমি তো কারো কোনো ক্ষতি করিনি, আমিতো সকলের সাথে ভাল আচরণ করি, তার পরও কোন ভূল আমার দ্বারা হয়েছে, আমাকে যেটার শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।" এমন মূর্খতা সূলভ ধারণা বাদ দিয়ে নম্রতাপূর্ণ মাদানী মানসিকতা তৈরী করুন। নিজেকে আপাদমস্তক গুনাহে ভরপুর মনে করে সর্বাবস্থায় **আল্লাহ্**র শোকরিয়া আদায় করুন যে, আমিতো একজন বড় গুনাহগার হওয়ার কারণে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত। আমার উপর আগত বিপদ যদি আমার গুনাহের শাস্তি স্বরূপ হয়, তাহলে তো তা (সে বিপদ) খুবই হালকা ভাবে মুক্তি পাচ্ছি। নতুবা দুনিয়ার এ শাস্তির (বিপদের) পরিবর্তে যদি আখিরাতের জাহান্নামের শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে আমার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

মেরে আমাল কা বদলা তো জাহান্নাম হি তাহ্,
ম্যা তো জাতা মুজে ছরকার নে জানে না দিয়া। (সামানে বখশিশ)

আগুনের পরিবর্তে মাটি

একদা এক বুযুর্গ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মাথার উপর কোন এক ব্যক্তি পাত্র ভর্তি মাটি ঢেলে দেয়। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজের কাপড় পরিস্কার করলেন এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** শোকরিয়া আদায় করলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল: আপনি কোন বিষয়ের শোকরীয়া আদায় করেছেন? বললেন: যে ব্যক্তি আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপযুক্ত (অর্থাৎ যার মাথার উপর আগুন ঢালা উচিত) যদি তার মাথার উপর শুধু মাটি ঢেলে দেওয়া হয়। তাহলে কি তা শোকরীয়া আদায় করার ক্ষেত্র নয়? (কীমিয়ায়ে সাআদাত, ২য় খন্ড, ৮০৫ পৃষ্ঠা)

যব ভী মুছীবত আয়ে নযর আখেরাত পে হো,
ছরকার! মাদানী যেহেন দো মাদানী খেয়াল দো।

ধৈর্য ধারণ করার পদ্ধতি

ধৈর্য ধারণ করার সুন্দর একটি পদ্ধতি হল, বিপদের সময় আম্বীয়ায়ে কেরামদের عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বিশেষ করে আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর সংঘটিত বিপদগুলোকে স্মরণ করা।

যেমন- তায়েফের ময়দানে আঘাত প্রাপ্ত হওয়া **মজলুম নিস্পাপ আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কোন বিপদের সম্মুখীন হয়, তার উচিত নিজের বিপদ মোকাবিলায় আমার বিপদের কথা স্মরণ করা। নিঃসন্দেহে আমার উপর সংঘটিত বিপদই হল সবচেয়ে বড় বিপদ।

(আল-জামেউল কবীর লিস সুয়ুতী, ৭ম খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১৩৪৬, দারুল ফিকির, বৈরুত)

দুখ দরদ কি মারুকো গ্বম ইয়াদ নেহি রেহতে,
যব সামনে আকোঁ কি ছরকার নযর আয়ে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

কষ্ট বেশি হলে সাওয়াবও বেশি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিপদ যতই ক্ষুদ্র হোকনা কেন কিন্তু তা অনেক বড় ভাবে অনুভব হয়। যেমন- সর্দি খুবই সামান্য এক রোগ কিন্তু যার এ রোগ হয়, সে মনে করে বিপদের একটি পাহাড় তার উপর চলে এসেছে। আর যার ক্যান্সার রোগ হয় সে বেচারা তো একেবারেই হতাশ হয়ে পড়ে। অথচ সকলেরই সাহস রাখা উচিত। সর্দির রোগী হোক আর ক্যান্সার রোগী সবাইকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। অন্ধকার কবরে নামতে হবে ও কিয়ামতের কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। দুনিয়ায় দুঃখ-কষ্ট যত বেশি হবে সাওয়াবও তত বেশি হবে। **আল্লাহ্র প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "অধিক সাওয়াব বড় বড় বিপদ সমূহের মধ্যে পাওয়া যায়। **আল্লাহ্ তায়ালা** যখন কোন গোত্রকে ভালবাসেন তখন তাদের পরীক্ষায় নিপতিত করেন অতঃপর যে পরীক্ষায় (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি এবং যে (বিপদে) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে তার জন্য **আল্লাহ্ তায়ালার** অসন্তুষ্টি রয়েছে।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৩৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৩১, দারুল মারেফাত, বৈরুত)

বেহরে মুরশিদ গমে উলফত কা খযীনা দে দো,
ছাক দিল ছাক জিগর ছুজিশে সিনা দে দো।

নিজের চেয়েও বড় বিপদের সম্মুখিন ব্যক্তির দিকে দেখুন

ধৈর্যের মন-মানসিকতা তৈরীর অন্যতম একটি পদ্ধতী হল, নিজের চেয়ে ও বেশি বিপদের সম্মুখীন ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করুন। তা দ্বারা নিজের বিপদ অনেকাংশে হালকা অনুভব হবে এবং ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়ে যাবে। হযরত সায়্যিদুনা শা'বী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলতেন: যদি নিজের উপর আগত বিপদ কে মানুষ তার থেকে বড় বিপদের সাথে পারস্পরিক তুলনা করত, তবে অবশ্যই অনেক সহজ ও নিরাপদ মনে করত। (তাম্বীহুল মুগতাররীন, ১৭৭ পৃষ্ঠা, দারুল মারেফা, বৈরুত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ভালকাজের প্রতিযোগিতা করুন

নবী করীম, রাহমাতুল্লীল আলামীন, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "দুইটি অভ্যাস এমন রয়েছে, যে ব্যক্তির মধ্যে এ দুটো (অভ্যাস)থাকবে সে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তায়ালার** নিকট কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল হিসেবে পরিগণিত হবে। তন্মধ্যে একটি হল: দ্বীনের ব্যাপারে (অর্থাৎ ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে) নিজের চেয়ে উত্তম (বেশি নেক্কার) ব্যক্তিকে দেখবে অতঃপর তার অনুসরণ করবে। আর অপরটি হল দুনিয়াবী ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের ব্যক্তিকে দেখবে অতঃপর **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রশংসা করবে, তবেই **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন। আর যে (ব্যক্তি) দ্বীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের ব্যক্তির দিকে দেখবে এবং দুনিয়াবী ব্যাপারে নিজের চেয়ে উচ্চস্তরের দিকে দেখবে, তবে সে সর্বদা না পাওয়ার শোকে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকবে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বান্দা হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন না।" (সুনানে তিরমিজী, ৪র্থ খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫২০, দারুল ফিকর, বৈরুত)

প্রখ্যাত মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "মিরাতুল মানাজীহ" ৭ম খন্ডের ৭৬ পৃষ্ঠায় বলেন: "যে (ব্যক্তি) দ্বীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে উচ্চ স্তরের ব্যক্তির দিকে দেখবে এবং তার অনুসরণ করবে" প্রসঙ্গে বলেন: অর্থাৎ যদি তুমি সৎকাজ কর তাহলে তাতে গর্ব করোনা বরং ঐ সম্মাণিত ব্যক্তিদেরকে দেখো যারা তোমার চেয়ে বেশি সৎকাজ করে, হোক সে জীবিত বা মৃত। অতএব, সকল মুসলমানেরা হযরত সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আমলের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করুন। তারা কতইনা নেককাজ সম্পাদন করেছেন যেন তাতে কোনো গর্ব, অহংকার সৃষ্টি না হয়, আর অধিক সাওয়াবের কাজ করার চেষ্টা করে। এ কারণে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদেরকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করবেন এবং যখন এ সকল ব্যক্তিরা এ সকল বুজুর্গদের সমপরিমাণ আমল করতে সামর্থ্য হবে না তখন আফসোস করবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

আফসোসই তাদের জন্য ধৈর্য হিসেবে পরিগণিত হবে। আমরা সাহাবায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দেখে এ বলে আফসোস করবো, সে যুগে আমরা ছিলাম না, যদি থাকতাম তাহলে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারার সৌন্দর্য দেখে চক্ষুকে শীতল করতাম, **তাঁর** নূরানী কদম মোবারকে প্রাণ উৎসর্গ করতাম। এটাও ধৈর্য।

যু হামভী ওয়াঁ হুতে খাকে গুলশান লেপট কি কদমো কি লেতে ওতরন,
মগর করে কিয়া নছীব মে তো ইয়ে না মুরাদী কে দিন লিখে থে।

প্রখ্যাত মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **“মিরাতুল মানাজিহ”** ৭ম খন্ডের ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় “এবং দুনিয়ার নিজের চেয়ে নিম্নোস্তরের ব্যক্তির দিকে দেখবে এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** শোকর আদায় করবে এ বলে যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে অমুক ব্যক্তির চেয়ে সম্মানিত করেছেন।” প্রসঙ্গে বলেন: এ বিষয়ে খুব ভালভাবে অনুধাবনের দ্বারা তার উপর অনেক বড় বিপদাপদ খুবই সহজ হয়ে যাবে এবং সে **আল্লাহ্ তায়ালার** শোকরিয়া আদায় করবে, আমার থেকে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। কারো যুবক সন্তান মৃত্যুবরণ করার দরুণ তার যদি ধৈর্য না আসে তাহলে সে হযরত আলী আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর শাহাদাতের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাৎক্ষণিক ভাবে ধৈর্য নসীব হবে। বরং নিজের শান্তির উপর শোকরিয়া আদায় করবে। মুফতি সাহেব পবিত্র হাদীসের বাকী অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন: বরং এমন লোকদের জীবন হিংসা, বিদ্বেষ, অধৈর্য ও অন্তরের বিষন্নতায় অতিবাহিত হবে। ধনীদের দেখে জ্বলে পুড়ে বলবে: হায়! আমার কাছে তো সম্পদ খুবই কম। এবং নিজের ইবাদতের উপর গর্ব করবে, অমুখ ব্যক্তি বেনামাযী কিন্তু আমি নামাযী। আমি তার চেয়ে উত্তম। এটাই হল তার অহংকার। **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ؕ

(পারা- ২৭, সূরা- আল হাদীদ, আয়াত- ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এ জন্য যে, দুঃখ না করো সেটার উপর, যা হাতছাড়া হয় এবং খুশী না হও সেটার উপর, যা তোমাদেরকে প্রদান করেছেন।

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়াবী স্বল্পতার উপর ব্যথিত হবে, সে জাহান্নাম থেকে এক হাজার বছরের রাস্তার নিকটবর্তী হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি ধর্মীয় অপূর্ণতার উপর আফসোস করবে সে জান্নাত থেকে এক হাজার বছরের রাস্তার নিকটবর্তী হয়ে যাবে। (আল্-জামেউস সগীর লিসসুয়ুতী, ৫১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৪৩২) একথা জেনে রাখা উচিত, দুনিয়াতে উন্নতি সাধনের চেষ্টা নিষিদ্ধ নয় বরং ধনীদের সম্পদের উপর ঈর্ষা করা নিষেধ।

কে কার দিকে দেখবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে সৎকাজ সম্পাদনে দূর্বল সে সৎকাজ সম্পাদনে অগ্রগামী ব্যক্তিদের প্রতি ঈর্ষান্বীত হয়ে তাদের ন্যায় সৎকাজ সম্পাদনে আগ্রহী হবে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তার চেয়ে ও মারাত্মক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে এই বলে শোকরীয়া আদায় করবে, অমুক ব্যক্তির চেয়ে তুলনা মূলক আমার কষ্ট কম। যেমন- হাড়েঁর ব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তি পেটের ব্যথায় কাতর ব্যক্তির দিকে তাকাবে এবং বলবে সে আমার চেয়েও বেশি কষ্টে জর্জরীত। T.B. রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ক্যান্সার রোগীর দিকে তাকাবে, সে বেচারা আমার চেয়ে ও অধিক কষ্টে রয়েছে। যার এক হাত কেটে গেছে, সে ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাবে যার দুটি হাতই কাটা। যার এক চোখ নষ্ট হয়ে গেছে সে একেবারে অন্ধ ব্যক্তির দিকে তাকাবে। কম বেতন সম্পন্ন লোক বেকার লোকের দিকে, ফ্ল্যাটে বসবাস কারী ব্যক্তি বাংলোতে বসবাস কারীদের দিকে তাকানোর

পরিবর্তে কুড়েঁ ঘর এমনকি ফুটফাটে রাত্রি যাপন কারীদের দিকে তাকাবে। হয়তো কেউ কেউ চিন্তা করছেন, অন্ধ ও ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তিরা কোন দিকে দেখবে? তারা ও তাদের চেয়ে আরো মারাত্মক কষ্টে জর্জরিত ব্যক্তিদের দিকে তাকাবে। যেমন- অন্ধ ব্যক্তি এটা চিন্তা করবে, যে অন্ধ হওয়ার সাথে লেংড়া হওয়ার দরুণ হাঁটা চলাতে ও অক্ষম তার কষ্ট তো আমার চেয়ে বেশি। ক্যান্সার রোগী চিন্তা করবে, অমুক ব্যক্তি ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে তো প্যারালাইস রোগে ও আক্রান্ত। মোটকথা! দুনিয়ার মধ্যে প্রত্যেক বিপদের চেয়েও বড় বিপদ আছে। একজন মুসলমানের জন্য সব চেয়ে বড় বিপদ হল গুনাহে লিপ্ত হওয়া। **আল্লাহ্**র শপথ! এর চেয়ে ও অনেক বড় ভয়ানক বিপদ হল কুফরী। প্রত্যেক মুসলমান সে যত বড় রোগে আক্রান্ত হোক না কেন যত বিপদগ্রস্থ হোক না কেন, তার উচিত সর্বাবস্থায় শোকরীয়া আদায় করা এ জন্য যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে ঈমান নামক মহা নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন এবং কুফরীর মত মহা বিপদ থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

আছল বরবাদ কুন আমরায গুনাহুঁ কে হে, কিয়ুঁ তো ইয়ে বাত ফরামুশ কিয়া জাতাহে।

ধৈর্যকে সহজ করার উপায়

বিপদে ধৈর্যকে আয়ত্বে আনার সহজ উপায় হল, এরূপ মানসিকতা তৈরি করুন, এই বিপদ যা এসেছে তা খুব অল্প সময়ে হালকা ভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে। ধৈর্যের মাধ্যমে অর্জিত সাওয়াব কখনো নিঃশেষ হবে না। অতএব, ধৈর্যের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। এক বুজুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যখন প্রথমে বিপদ আসে, তখন তা বড় দেখায় তবে তা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যায়, তার অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। যেমন- যখন কোন টেনশন আসে, তখন মানুষ পানাহার ছেড়ে দেয়, চোখের ঘুম চলে যায়। অতঃপর ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এটাকে এই উদাহরণ দ্বারা বুঝার চেষ্টা করুন! যেমন- কোন ব্যক্তি **T.V.** তে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

বেহুদা সিনেমা দেখছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ তার দু'টো চোখের জ্যোতি চলে গেলে, নিঃসন্দেহে সে করুণ ভাবে আহাজারী করবে। অথচ যে শুরু থেকে অন্ধ (জন্মান্ধ), সে হাঁসি তামাশা সব করছে কেন? এ জন্যে যে, সে অন্ধ হওয়াটা হলো পুরানো বিষয়। তার চেয়ে আরো স্পষ্ট উদাহরণ হল: যেটা সবার সাথে সম্পর্কীত, ঘরে কারো মৃত্যু হলে তখন কান্না-আহাজারীর শুরু হয়ে যায়। অতঃপর ধীরে ধীরে সকল কান্না-আহাজারী ব্যথা-বেদনা ভূলে গিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে এমনকি বিয়ের ধারাবাহিকতাও শুরু হয়ে যায়।

ওমর ভর কোন কিছে ইয়াদ করতা হে, ওয়াক্ত কে সাত খিয়ালাত বদল জাতে হে।

যদি এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হত!

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "শক্তিশালী মু'মিন দূর্বল মু'মিন থেকে উত্তম এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** অধিক প্রিয়। উভয়ের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। যে কাজ তোমাকে উপকার দেয় তার আকাংখা কর, **আল্লাহ্ তায়ালার** কাছে সাহায্য চাও। ক্লান্ত হয়ে বসিওনা এবং যদি তুমি কোন প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হও এরূপ বলো না যে, "যদি আমি এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হতো।" বরং এটা বল: قَدَّرَ اللهُ وَمَاشَاءَ فَعَلَ অর্থাৎ "**আল্লাহ্ তায়ালা** এটাই ভাগ্যে লিখেছেন। তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন।" কেননা "যদি" শব্দটা দিয়ে শয়তানের কাজ শুরু করে। (সহীহ মুসলিম, ১৪৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬৬৪, দার ইবনে হাযম, বৈরুত)

প্রখ্যাত মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ উপরোক্ত হাদীসের শব্দাবলী "তুমি যদি কোন ক্ষতির সম্মুখীন হও, তখন এটা বলো না, এরূপ করতাম তো এরূপ হতো" প্রসঙ্গে বলেন: কেননা এরূপ বলার দ্বারা অন্তর অনেক পেরাশান হয়ে যায়। আর **আল্লাহ্ তায়ালা** ও অসন্তুষ্টি হন।যদি (উদাহরণ স্বরূপ) আমি আমার পণ্য অমুক সময় বিক্রি

www.dawateislami.net

করতাম, তবে বেশি ভাল হত, কিন্তু আমি ভূল করেছি, এখন বিক্রি করে দিয়েছি। হায়! আমি বড় ভুল করেছি। তবে দ্বীনি ব্যাপারে এরূপ কথাবার্তা উত্তম। এখানে দুনিয়াবী ক্ষতি উদ্দেশ্য এবং "যদি শব্দের দ্বারা শয়তানের কাজ শুরু হয়" প্রসঙ্গে বলেন: এরূপ "যদি হয়তো" শব্দ বলার দ্বারা মানুষের ভরসা **আল্লাহ্ তায়ালার** উপর থাকে না। নিজের উপর বা বিভিন্ন মাধ্যমের উপর ভরসা হয়ে যায়। মনে রাখবেন! এটা পার্থিব (দুনিয়াবী) ব্যাপারে। দ্বীনি বা ধর্মীয় ব্যাপারে "হয়তো যদি" ইত্যাদি বলে আফসোস করা উত্তম বিষয়। যদি এতটুকু জীবন **আল্লাহ্ তায়ালার** ইবাদতে কাটাতে পারতাম, তাহলে মুত্তাকী হতে পারতাম। কিন্তু আমি গুনাহতে অতিবাহিত করেছি। হায়! আফসোস! এটা (অর্থাৎ এরূপ, এভাবে) যদি শব্দের উচ্চারণ ইবাদত ও বটে। (স্বয়ং বলা) যদি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র যুগে থাকতাম। তাহলে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নূরানী কদমে প্রাণ উৎসর্গ করতাম। কিন্তু আমি এতদিন পর জন্ম গ্রহণ করলাম। হায়! আফসোস! এটা (মুহাব্বতপূর্ণ কথা) ইবাদত। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন:

জু হামভি ওয়াঁ হুতে খাকে গুলশান লিপট কে কদমুছে লেতে উতরন,
মগর করে কিয়া নছীব মে তো ইয়ে নামুরাদী কে দিন লেখ্‌খি তী।

(মিরাত, ৭ম খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা)

এরূপ কেন হল?

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: দুনিয়াবী কোন জিনিসের ব্যাপারে আমার এটা বলা "কেন এমন হল?" এর চেয়ে আমি আমার মুখের উপর একটি আগুনের টুকরা রাখাকে উত্তম মনে করি।

আয় মুকাদ্দর কি রুটি হায়াও সুনো! হালে দিল পর না ইয়ু মুসকারাও সুনো,
আন্দেয়ো! গরদিশো তুম ভীহ্ আও সুনো! মুস্তফা মেরে হামি ও গমখার হে।

www.dawateislami.net

খুবই নাজুক ব্যাপার

অভাব, রোগ, বিষন্নতা ও প্রিয়জনের মৃত্যু বরণের ফলে দুঃখ ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কিছু লোকেরা (**আল্লাহ্**র পানাহ) কুফরী বাক্য ও বলে ফেলে। **মনে রাখবেন! আল্লাহ্ তায়ালা**র উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করা, তাঁকে জালিম, অভাবী, মুখাপেক্ষী বা অক্ষম মনে করা বা বলা, এ সবই কুফরী। আর এটাও মনে রাখবেন! শরয়ী কোন অপারগতা ছাড়া পূর্ণ সুস্থ বিবেক সম্পন্ন অবস্থায় সুস্পষ্ট কুফরী বাক্য উচ্চারণকারী, সমর্থনকারী, সহযোগীতাকারীও কাফের হিসাবে গণ্য হয়ে যায়। বিবাহিত হলে তার বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। কারো মুরীদ হলে বাইয়াত বিছিন্ন হয়ে যাবে, জীবনের কৃত সকল নেকী ধ্বংস হয়ে যাবে। হজ্ব করে থাকলে তাও নষ্ট হয়ে যাবে। এখন নতুন ভাবে ঈমান আনয়ন করে নতুন মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হওয়ার পর সামর্থবান হলে নতুনভাবে হজ্ব ফরজ হবে। বিপদগ্রস্থ অবস্থায় বলা হয় এমন কুফরী বাক্যের উদাহরণও শুনন:

কুফরী বাক্যের ১৬টি উদাহরণ

(১) যে বলে: "সর্বদা সব কাজ **আল্লাহ্**র উপর ভরসা করে ছেড়ে দিয়ে দেখলাম তো কিছুই হল না।" এটা কুফরী। (২) যে ব্যক্তি বিপদের সম্মুখিন হয়ে বলল: "হে **আল্লাহ্!** তুমি আমার সম্পদ নিয়ে নিয়েছ' অমুক জিনিস নিয়ে নিয়েছ, এখন আর কি করার বাকী আছে? অথবা তুমি এখন কি চাও? অথবা এখন আর কি অবশিষ্ট রয়েছে?" এটা কুফরী বাক্য। (বাহারে শরীয়াত, ৯ম খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা, বেরেলী শরীফ) (৩) যে বলে: "যদি **আল্লাহ্ তায়ালা** আমার অসুস্থতা সত্ত্বেও আমাকে আযাব দেন, তাহলে তিনি আমার উপর বড় জুলুম করেছেন।" এরূপ বলাও কুফরী। (বাহারুর বায়েক, ৫ম খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা) (৪) যে বলে: "**আল্লাহ্ তায়ালা** দুঃখিদের আরো পেরেশান করেছেন।" এটা কুফরী। (৫) যে বলে: "হে **আল্লাহ্!** আমাকে রিযিক দান কর। আমার উপর অভাব অনটন চাপিয়ে দিয়ে জুলুম করো না।" এরূপ বলা কুফরী। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা) (৬) দরিদ্রতার কারণে কাফিরদের কাছে

www.dawateislami.net

চাকরীর জন্য, অথবা কোন শরয়ী কারণ ছাড়া রাজনৈতিক ভাবে আশ্রয় নেওয়ার জন্য ভিসা ফরমে অথবা কোন ভাবে টাকা ইত্যাদি মওকুপের জন্য দরখাস্তে যদি নিজেকে মিছামিছি খ্রীষ্টান, ইহুদী, কাদিয়ানী কিংবা যে কোন কাফের সম্প্রদায়ের লোক লিখে অথবা লিখানো হয়, তার উপর কুফরীর হুকুম বর্তাবে। (৭) কারো কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন কালে এরূপ বলা বা লিখা: "যদি আপনি কাজ করে না দেন, তাহলে আমি কাদিয়ানী বা খ্রীষ্টান হয়ে যাবো।" এরূপ উক্তিকারী তৎক্ষণাৎ কাফের হয়ে যাবে এমন কি কেউ যদি বলে, "আমি ১০০ বছর পর কাফের হয়ে যাব" তাহলে সেও এখন থেকে কাফের হয়ে গেছে। (৮) যে বলে: "**আল্লাহ্ তায়ালা** যখন দুনিয়ায় আমাকে কিছু দিলেন না, তাহলে আমাকে সৃষ্টিই বা কেন করলেন।" এরূপ বলা কুফরী। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা) (৯) কোন দরিদ্র ব্যক্তি নিজের অভাব দেখে এরূপ বলল: "হে **আল্লাহ্!** অমুকও তোমার বান্দা, তাকে তুমি কতই না নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেছ, আর আমিও তোমার বান্দা কিন্তু আমাকে কতইনা দুঃখে কষ্টে রেখেছ, এটা কেমন বিচার।" এরূপ বলা কুফরী। (বাহারে শরীয়াত, ৯ম খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা, মদীনাতুল মুরশিদ বেরেলী শরীফ) (১০) "কাফের আর সম্পদ শালীদের ভাগ্যে সুখ-শান্তি আর অসহায়দের উপর দুর্দশা, ব্যস! **আল্লাহ্ তায়ালার** ঘরের সকল নিয়মনীতি উল্টো।" এমন বলা কুফরী। (১১) কারো মৃত্যু হল, তার উপর অন্যজন বললো: **আল্লাহ্ তায়ালার** এরূপ করা উচিত হয়নি।" এটাও কুফরী বাক্য। (১২) কারো ছেলে মারা গেল, সে বলল: "**আল্লাহ্ তায়ালার** কাছে এর প্রয়োজন ছিল।" এ বাক্যটিও বলা কুফরী কেননা এরূপ উক্তিকারী **আল্লাহ্ তায়ালাকে** মুখাপেক্ষী সাব্যস্ত করেছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া আলা হামিশিল ফতোওয়ায়ে আল হিন্দিয়া, ২য় খন্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠা) (১৩) কারো মৃত্যু হলে সাধারনত মানুষ বলে থাকে: "জানিনা **আল্লাহ্ তায়ালার** নিকট তার কি প্রয়োজন হয়ে গেছে যে, তাকে এত তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলেন।" আরো বলে: "**আল্লাহ্ তায়ালার** নিকট নেকবান্দাদের প্রয়োজন হয়। এ জন্যে তাড়াতাড়ি উঠিয়ে নেন।" (এরূপ বাক্য

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

শুনে অনুধাবন করার সত্ত্বেও সাধারণত লোকেরা হ্যাঁ বলে অথবা এর সমর্থনে মাথা নাড়ে। তো এরূপ উক্তিকারী সাথে সাথে ঐ সকল (সমর্থনকারী) মানুষের উপর ও কুফরীর হুকুম আরোপিত হবে। (১৪) কারো মৃত্যুতে বলল: “হে **আল্লাহ্!** তার ছোট ছোট নিষ্পাপ বাচ্চাদের উপর ও কি তোমার কোন দয়া হল না।” এরূপ বলা কুফরী। (১৫) কোন যুবকের মৃত্যু হওয়ায় বলল: “হে **আল্লাহ্!** তার ভরা যৌবনের প্রতি হলেও দয়া করতে, নিতে যদি হতো তবে অমুক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিয়ে নিতে।” এরূপ বলা কুফরী। (১৬) “হে **আল্লাহ্!** তোমার কাছে তার এমন কি প্রয়োজন হয়েছে যে, এই মুহুর্তে (এত আগেভাগেই) তাকে ফিরিয়ে নিয়েছ।” এরূপ বলা কুফরী। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া সহকারে **“২৮টি কুফরী বাক্য”**- (ঈমান নবায়ন ও বিয়ে নবায়ন পদ্ধতি সম্বলিত) নামক রিসালা অধ্যয়ন করুন। আর আরো অধিক সংখ্যক ক্রয় করে মুসলমানদের মাঝে বন্টন করুন। নির্ভরযোগ্য সংবাদপত্র বাহক (হকার) কে দিয়ে দিন। সে সংবাদ পত্রের সাথে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে। তাকে বুঝিয়ে দিন যে, সংবাদপত্র নিক্ষেপ করার পরিবর্তে হাতে হাতে দিয়ে দিন। প্রায় সংবাদ পত্রে **আল্লাহ্** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম ও ধর্মীয় বিষয়াবলী থাকে। বিয়ের কার্ডে ইত্যাদিতেও একটি করে রিসালা দেওয়া যায়। যদি কেউ কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে থাকে, আর আপনার দেওয়া রিসালা পাঠ করে সে তাওবা করে নেয় তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনিও সে সাওয়াবের হকদার হবেন। আমাকে ভারতের একজন ইসলামী ভাই ফোন করে জানিয়েছে: খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওরছ শরীফে (১৪২৬ হিজরী) আজমীর শরীফে যাতায়াতের ট্রেনে হিন্দি ভাষায় অনুদিত রিসালা “২৮টি কুফরী বাক্য” খুব বেশি বন্টন করেছেন। তা পাঠ করে অনেকে তাওবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

গুম্বদে হাদ্বরা কি টান্ডি টান্ডি চাঁও মে মেরা, খাতেমা বিল খায়ের হো বাহরে নবী পরওয়ার দিগার।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

দুঃখ সহ্য করার মানসিকতা তৈরী করুন

মুছীবতের উপর ধৈর্য ধারণ করার আরেকটি পন্থা হল, বড় বড় মুছীবতের কথা আগে থেকেই কল্পনা করে ধৈর্য ধারণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন। যেমন- এ কল্পনা করুন, আমার ঘরে যে কারো মৃত্যু হলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমি ধৈর্য ধারণ করব, যদি চাকরিচ্যুত হয় অথবা ইন্টারভিউতে ফেল হই অথবা আমার শরীরে কোন শারিরীক সমস্যা দেখা গেলে, যেমন- লেংড়া, অন্ধ অথবা কেউ অসদাচরণ করলে, কেউ আমাকে কষ্ট দিলে, তবে সকল ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করে সাওয়াব অর্জন করব। তবে যদি বাস্তবে বিপদ এসেও যায়, তবে নিজের দৃঢ় সংকল্পের উপর অটল থাকা যায়। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی বলেন: যার ধৈর্য ধারণ আসে না, তবে সে যাতে কষ্ট করে ধৈর্য ধারণ করে। স্বয়ং **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে কষ্ট করে ধৈর্য ধারণ করবে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান করবেন। আর কাউকে ধৈর্যের চেয়ে বড় কোন কল্যাণ জনক বস্তু প্রদান করা হয়নি। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা) যেমন- ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা লাভ করার জন্য ধৈর্য ধারণের ফযীলত ও অধৈর্যের ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতিসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। নিজেকে ইবাদতে ব্যস্ত রাখুন, এভাবে অনুশীলনের দ্বারা মুসীবতের দিক থেকে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মনোযোগ সরে যাবে এবং ধৈর্য ধারণ করাটা ও সহজ হবে।

অযথা দুশ্চিন্তা করার ক্ষতি

কিছু মনীষীরা বলেছেন: তিনটি বিষয়ে চিন্তা করো না- (১) নিজের দরিদ্রতা, অভাবগ্রস্থতা (মুসীবত) এর উপর। কেননা এটি চিন্তা-ভাবনা করার দ্বারা লোভ-লালসা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (২) তোমার উপর জুলুম কারীর জুলুমের উপর ও চিন্তা করো না। কেননা এর দ্বারা তোমার অন্তরের বিদ্বেষ বাড়বে এবং রাগ ও বহাল থাকবে। (৩) দুনিয়ার বেশি দিন বেঁচে থাকার ব্যাপারে চিন্তা করো না।

এর দ্বারা তুমি সম্পদ সঞ্চয় করার মধ্যে নিজের বয়সকে শেষ করে দিবে, আর আমলের ব্যাপারে উদাসীনতা সৃষ্টি হবে। সুতরাং আমাদের উচিত দুনিয়াবী ব্যাপারে দুঃশ্চিন্তা করার পরিবর্তে আখিরাতের কাজের প্রতি মনোনিবেশ করা। যেমন আমাদের বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی মনোনিবেশ করার মাদানী ধরণ যেমন ছিল:

কি অবস্থা?

হযরত সায়্যিদুনা মালেক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ থেকে কেউ জিজ্ঞাসা করল: কি অবস্থা? বললেন: ঐ ব্যক্তির আবার কি অবস্থা হবে, যে এক ঘর (দুনিয়া) থেকে অন্য ঘর (আখিরাত) এর দিকে রওয়ানা হওয়ার চিন্তার মগ্ন অথচ সে আদৌ জানেনা, জান্নাতে যেতে হবে, না জাহান্নামে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی আখিরাতের ধ্যানে কতইনা বিভোর ছিলেন। যতই অভাব ও দারিদ্রতার সম্মুখীন হোক না কেন বিন্দুমাত্রও তার কোন পরোয়া করতেন না। কেননা এ সকল পবিত্র আত্মার বুযুর্গরা তাদের মন-মানসিকতা এভাবেই গড়ে তুলেছেন, দুনিয়ায় যত মুসিবত আসুক না কেন, দুনিয়ার কষ্ট যে কোন ভাবেই অতিক্রম হয়ে যাবে কিন্তু **আল্লাহ্**র পানাহ! করব ও আখিরাতে যদি কষ্ট ও মুসিবতের সম্মুখীন হতে হয় তবে মারাত্মক ভাবে ফেঁসে যাবে। এর দ্বারা আমাদের ঐ ইসলামী ভাইয়ের শিক্ষার্জন করা উচিত, যে দুনিয়াতে দরিদ্রতার জন্য তো চিন্তিত হয়ে যায় কিন্তু আখিরাতের বিপদাপদ থেকে মুক্তির প্রতি কোন মনোযোগ থাকে না! অথচ (দুনিয়াবী) দরিদ্রতা দ্বারা যে চিন্তাগ্রস্থ সে ধৈর্য ধারণ করলে আখিরাতে তার জন্য মুক্তির পাথেয় হবে। বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করার মানসিকতা সৃষ্টির জন্য আশিকানে **রাসূল**দের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার সফর করার খুবই চমৎকার সৌভাগ্য অর্জন করুন। উৎসাহ প্রদানের জন্য মাদানী কাফেলার একটি বাহার লক্ষ্য করুন: যেমন- একটি ঘটনা আমার মত করে বর্ণনা করার চেষ্টা করছি:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

উৎসাহী মুবাল্লিগ

আশিকানে **রাসূল**দের একটি মাদানী কাফেলা জাহলাম (পাঞ্জাবের) একটি গ্রামে ১২ দিনের সুন্নাত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে পৌছল। যে মসজিদে মাদানী কাফেলা অবস্থান করেছিল এটির সামনা-সামনি অবস্থিত ঘরের অধিবাসী এক যুবকের উপর এক আশিকে **রাসূল** ইনফিরাদী কৌশিশ করে মাদানী কাফেলায় সফরের উৎসাহ প্রদান করেন। ঐ যুবক শুধুমাত্র ২ দিন সাথে থাকার জন্য সম্মত হল এবং মাদানী কাফেলার শুরাকাদের সাথে সুন্নাত শিখা-শিখানোতে ব্যস্ত হয়ে যায়। শুধুমাত্র দুইদিন মাদানী কাফেলায় অবস্থানের বরকতে আপন ঘরে সবাইকে নামাযের উপদেশ দেয়। যেহেতু সে ঘরের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ প্রায় সকলে নামায পড়া আরম্ভ করে দেয়, সামনে অবস্থিত মামার ঘরে গিয়ে নেকীর দাওয়াত পেশ করে। ঘরের অধিবাসীদেরকে টিভির ধ্বংসলীলা বর্ণনা করে **আল্লাহ্ তায়ালা**র আযাব দ্বারা ভয় প্রদর্শন করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সকলের সম্মতিক্রমে ঘর থেকে T.V. বের করে দেয়া হয়। পরের দিন ঘরে সকালে কাপড় স্ত্রি করার সময়, হঠাৎ ইলেকট্রিক শর্ট লাগে এবং ঘরের সদস্যদের বর্ণনাযায়ী (মূমূর্ষ অবস্থায়) তার মুখে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ধ্বনি জারী ছিল। এ কলেমা পাঠ করতে করতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে ক্ষমা করুন। মরহুম যুবক সৌভাগ্যবান ছিলেন, কেননা মৃত্যুর সময় কলেমা নসীব হল। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যার শেষ বাক্য لَا اِلٰهَ اِلَّا الله হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩১১৬)

কুয়ি আয়া পা কে চলা গিয়া কুয়ি ওমর ভর ভি না পাসকা,
মেরে মাওলা তুঝ ছে গিলা নেহি ইয়ে তো আপনা আপনা নসীব হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অভাবগ্র, প্যারালাইস ইত্যাদিতে অতিষ্ট হয়ে আত্মহত্যার পথ বেঁচে নেওয়া **আল্লাহ্ তায়ালার** শপথ! চরম ভুল কাজ। **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য সন্তুষ্টচিত্ত্বে সকল দুঃখ কষ্ট দূর্ভোর্গের উপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। যদি করতে হয় তাহলে আত্মহত্যা নয় কু-প্রবত্তি (নফসকে) হত্যা করুন। আহ! অভিশপ্ত শয়তান আমাদের কু-প্রবৃত্তির ফাঁদে ফেলে কতই না মন্দ কাজে লিপ্ত করে রেখেছে। যদি আমরা নফসকে তথা কু-প্রবৃত্তিকে হত্যায় এমন ব্যস্ত হয়ে যায় যে, বুযুর্গদের উক্ত পবিত্র বাণী: مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا অর্থাৎ মরার পূর্বে তোমরা মরে যাও। (কাশফুল খিফা, ২য় খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা) এর পূর্ণ আমলকারী হয়ে যান। সম্পদ অন্বেষণ থেকে অমুখাপেক্ষী ও দরিদ্রতার দুঃশ্চিন্তা থেকে নিশ্চিতও হয়ে যান এবং বিশ্বাস করুন যে, সম্পদশালীদের তুলনায়, দরিদ্র ও অর্থহীনরা উপকারে রয়েছে। যেমন-

হায়! বেচারা সম্পদশালী!!

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন গরীবরা ধনীদের চেয়ে ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৫৭)

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে; ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তান-সন্তুতি সম্পন্ন এমন গরীব মুসলমানকে ভালবাসেন, যে ভিক্ষা করা থেকে বেঁচে থাকে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪১২১)

মুহাব্বত মে আপনি গুমা ইয়া ইলাহি! না পাও মাঁয় আপনা পাথা ইয়া ইলাহি!

আত্মহত্যার একটি কারণ হচ্ছে অবৈধ প্রেম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দৈনিক সংবাদ পত্রে এরূপ সংবাদ প্রায় পাওয়া যায়, অমুক পুরুষ বা নারী তার পছন্দের পাত্র-পাত্রীকে বিবাহ করার মধ্যে

www.dawateislami.net

পরিবার বাধা হয়ে দাঁড়ানোর কারণে হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করেছে। বাস্তব কিছু প্রমান নিম্নে পেশ করা হল: "দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত" (করাচী, ৪ আগস্ট ২০০৪) (১) নিজের পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে করতে না পারায় এক যুবক বিষপান করেছে। (২) প্রেমে ব্যর্থতার কারণে (সিন্ধু প্রদেশের) এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। এ ধরণের মৃত্যু খুবই দুঃখজনক। উলঙ্গপনা, নির্লজ্জতা, সহ-শিক্ষা, পর্দাহীনতা, অশ্লীল ছবি প্রদর্শন, উপন্যাস, সংবাদপত্রের অশ্লীলতাপূর্ণ প্রবন্ধ অধ্যয়নে ইত্যাদি অবৈধ প্রেমের অন্যতম কারণ। অপ্রাপ্ত বয়সে, এক সাথে খেলা-ধুলায় অংশ গ্রহণকারী ছেলে-মেয়েদের বাল্য-বন্ধুত্বের কারণে এ গর্হিত কাজে লিপ্ত হতে পারে। তাই পিতা- মাতা যদি শুরু থেকেই নিজের বাচ্চাদেরকে অন্যান্যদের বরং নিকটতম আত্মীয়দের বরং আপন ভাই বোনদের বাচ্চাদেরকে এবং মুন্নীদেরকে এইভাবে অন্যান্যদের মুন্নাদের সাথে খেলাধূলা করা থেকে বিরত রাখতে সফল হয়ে যায় এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলোর বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে তবে এ অবৈধ প্রেমের শিকার হওয়া থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। ছেলে-মেয়েদেরকে শুরু থেকেই **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতের শিক্ষা দিতে থাকুন। যদি কারো অন্তরে বাস্তবিক পক্ষে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বত স্থান লাভ করে তবে অন্তর اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুনিয়ার অবৈধ প্রেম থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

মুহাব্বত গাইর কি দিল ছে নিকালো ইয়া রাসূলাল্লাহ!
মুঝে আপনাহি দিওয়ানা বানালো ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আত্মহত্যার আরেকটি কারণ হলো বেকারত্ব

বেকারত্ব ও ঋণগ্রস্থতায় অতীষ্ট হয়ে কিছু লোক আত্মহত্যার দিকে ধাবিত হয়। উচ্চাভিলাষী, ভাল ভাল খাবার, বিয়ে ইত্যাদিতে অপব্যয়, ঘরের আভ্যন্তরীন সাজসজ্জা, গাড়ি-বাড়ি ইত্যাদির মালিক হওয়ার জন্য বেশি সম্পদের

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

অন্বেষণে এবং বড় জমিদার ও সম্পদ শালী হওয়ার কল্পনায় স্বপ্নে বিভোর হওয়াও তার একমাত্র কারণ। যদি থাকা-খাওয়া, খাবার-দাবার ইত্যাদি বিষয়ে নিজের জীবনকে বাস্তবে সাধাসিধে করার লক্ষ্যে মাদানী মন-মানসিকতা তৈরী করতে পারেন তাহলে আপনার অল্প আয়ে জীবন সুন্দর ভাবে সুখে শান্তিতে পরিচালনা করা সহজতর হয়ে যাবে। আর এ কারণে হয়ত কোন মুসলমান আত্মহত্যার মত জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ করবে না। মূলত ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন থেকে দূরে থাকার কারণেই এমনটা হয়। আপনি কোথাও শুনবেন না, অমুক আলিম, অমুক পেশ ইমাম সাহেব আত্মহত্যা করেছেন। অথচ দ্বীনি শিক্ষার অধিকারী অনেক আলিমই অল্প উপার্জন করেই সংসার জীবন চালিয়ে যাচ্ছেন।

দওলতে ফেরাওয়ানী হে মাঙ্গনা নাদানী,
আক্বা কি মুহাব্বত হি দর আছল খযীনা হে।

সকলকে রিযিক প্রদান করা আল্লাহ্ তায়ালার বদান্যতার দায়িত্ব

উপার্জনের ব্যাপারগুলোতে **আল্লাহ্ তায়ালার** উপর সত্যিকার অর্থে ভরসা রাখুন। নিঃসন্দেহে তিনিই পিঁপড়াকে সামান্য এবং হাতিকে মণ পরিমাণ রিযিক প্রদান করেন। নিঃসন্দেহে, নিঃসন্দেহে, অবশ্যই প্রত্যেক প্রাণীকে রিযিক প্রদান করা **তাঁর** বদান্যতার দায়িত্বে রয়েছে। যেমন- ১২তম পারার শুরুতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَمَا مِنۡ دَآبَّةٍ فِى الۡاَرۡضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزۡقُهَا

(পারা: ১২, সূরা: হুদ, আয়াত: ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কেউ এমন নেই, যার জীবিকা **আল্লাহ্**র করুণার দায়িত্বে নয়।

www.dawateislami.net

পশু পাখিকে রিযিক দান করার দৃষ্টান্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তার বিষয় হল, **আল্লাহ্ তায়ালা** প্রত্যেককে রিযিক প্রদান করাটা তো নিজের দয়ায় দায়ীত্বে নিয়ে নিয়েছেন কিন্তু প্রত্যেককে ক্ষমা করার দায়ীত্ব নিজ দয়ার দায়িত্বে নেননি। ঐ মুসলমান কতই না মূর্খ। যে রিযিক বৃদ্ধির জন্য এদিক সেদিক দোড়াদোড়ি করে কিন্তু মাগফিরাতের চিন্তায় তার অন্তর জ্বলে না। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইজ্জত, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যদি **আল্লাহ্ তায়ালার** উপর এমন তাওয়াক্কুল (ভরসা) কর, যেভাবে তার উপর তাওয়াক্কুল করা দরকার। তবে তোমাদেরকে এমনভাবে রিযিক দান করা হবে, যেমনিভাবে পশুপাখিদের রিযিক দেওয়া হয় যে, তারা (পশু-পাখি) সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে আর সন্ধ্যায় পেট ভর্তি অবস্থায় ফিরে আসে।"

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর, বৈরুত)

মুঝকো দুনিয়া কি দওলত কি কছরত না দে, চাহে ছরওয়াত না দে, কুয়ী শুহরত না দে।
ফানি দুনিয়া কি মুঝ কো হুকুমত না দে, তুঝ ছে আত্তার তেরা তলবগার হে।

আত্মহত্যার আরেকটি কারণ ঘরোয়া মনোমালিন্য

আত্মহত্যার অন্যতম একটি কারণ হল ঘরোয়া মনোমালিন্য। যেমন- দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াকত (৫ই আগস্ট ২০০৪) এর সংবাদ। এক যুবক ঘরের সাংসারিক ব্যাপারে অতিষ্ট হয়ে আত্মহত্যা করে। আহ! অভিশপ্ত শয়তান, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত থেকে দূরে রেখে আমাদের ঘরের সুখ-শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে। আমাদের জীবনধারা উলট-পালট করে দিয়েছে। ঘরোয়া জীবনধারার ইসলামী ও চারিত্রিক মূল্যবোধ বিলিন হয়ে গেছে। ধর্মীয় জ্ঞান বিমুখতা ও সুন্নাত অনুযায়ী জীবন পরিচালিত না হওয়ার কারণে অধিকাংশ ঘরের সদস্যরা একে অপরকে ঘৃণা করে। এরূপ পারিবারিক কলহের সুত্র ধরে কখনো

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

স্ত্রী আত্মহত্যা করে কখনো স্বামী আবার কখনো ছেলে, কখনো মেয়ে, কখনো মা, কখনো পিতা আত্মহত্যা করে বসে। পরিবারিক এ কলহ অশান্তিকে দূর করার অন্যতম মাধ্যম আপনার ঘরে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত মাদানী মুযাকারা বা সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনা অথবা সুন্নাতে ভরা **V.C.D** দেখা এবং ঘরে **"ফয়যানে সুন্নাত"** এর প্রতিদিন দরস চালু করা এবং আপনার ঘরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি করা। যে পরিবারের প্রতিটি সদস্য নামাযী ও সুন্নাতের অনুসারী হবে এমন দাঁড়ি, বাবরী চুল ও পাগড়ী সজ্জিত আশিকে **রাসূল**দের পর্দানশীন ঘরের সদস্যদের থেকে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কখনো আত্মহত্যার মত গর্হিত সংবাদ শুনবেন না। আত্মহত্যার এ বিপদ বেনামাযী, ফ্যাশনপূজারী, অশ্লীল ফ্লিম দর্শনকারী, গান-বাজনাতে লিপ্তব্যক্তিরা, শুধু দুনিয়াবী জ্ঞানকে সবকিছু ধারণাকারী, ধর্মীয় জ্ঞান বিমুখ আমলহীন জীবন অতিবাহিতকারী ব্যক্তিরাই আত্মহত্যার শিকার হয়ে থাকে। **আল্লাহ্**র শপথ! আত্মহত্যার দিকে ধাবিত প্রত্যেক মুসলমানদের প্রতি আমার মায়া হয়। লোকেরা হয়তো তাদের ঘৃণা করে কিন্তু তাদের প্রতি আমার স্নেহ ও দয়া-মায়া রয়েছে, সেজন্যই আমি আত্মহত্যার প্রতিকার সম্পর্কিত আলোচনা করছি। বিশ্বাস করুন! যদি প্রত্যেক মুসলমান **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা হয়ে যায়, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় মুসলমান আত্মহত্যার মত জঘন্য পাপের পরিসমাপ্তি দেখবে।

দা'ওয়াতে ইসলামী কি কাইয়ুম সারে জাহাঁ মে মচ জায়ে ধুম,
উছ্ পে ফিদা হো বাচ্চা বাচ্চা, ইয়া আল্লাহ! মেরে জুলি ভরদে ।

আত্মহত্যাকারীর জানাযা ও ইছালে সাওয়াব

আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামাযও আদায় করা যাবে এবং ইছালে সাওয়াব করা বৈধ। যেমন- দুররে মুখতার কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: যে আত্মহত্যা

www.dawateislami.net

করেছে, ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত। তাকে গোসল দেওয়া যাবে এবং তার (জানাযার) নামায ও পড়া যাবে। এটার উপর ফতোয়া। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা, দারুল মারেফা, বৈরুত) এমনকি ঐ ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দোয়া করাও জায়িয।

কাফেরদের জাহান্নামে লাফ দেয়া

মনে রাখবেন! মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। এমনকি তাদের কাছে এ কাজের প্রতি সহায়তা দানকারী অনেক ব্যবস্থাপনা রয়েছে। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি: তাদের কাছে এমন কতগুলো মিউজিক্যাল প্রেম কাব্য আছে, যা মূর্খ কাফিরদের আত্মহত্যার প্রতি প্রেরণা সৃষ্টি করে জাহান্নামে লাফ দিয়ে থাকে। এ কাফেররা যদিও বা দুনিয়ায় অনেক উন্নতি সাধন করেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সকল কাফেররাই বোকাদের সরদার। **আল্লাহ্‌র** শপথ! ঐ ব্যক্তিই বিবেকবান, বুদ্ধিমান, যার বিবেক **দামানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরে **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে মাথা ঝুকিয়ে দিয়েছে।

দামানে মুস্তফা ছে লেপটা ইয়াগানা হো গেয়া,
জিসকি হুযুর হো গেয়ী উস কো যমানা হু গেয়া।

কুরআনের আলোকে কাফেররা নির্বোধ

আমি সকল কাফেরদের বোকা বলছি এটা শুধু আমার কথা নয়। কুরআনুল করীমের ৯ম পারার সূরাতুল আন্‌ফালে ২২নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۲۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট সমস্ত জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারাই, যারা বধির, বোবা, যাদের বিবেক নেই।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

প্রখ্যাত মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এ আয়াতে করীমাটি আবদু-দ্বার ইবনে কুসাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যে বলত, যা কিছু হুজুর এনেছেন আমরা সে বিষয়ে বোবা ও অন্ধ। এর থেকে জানা গেল, যে **নবী করীম হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে উপকার লাভ করতে পারেনা সে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট। দেখুন হযরত নূহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর প্রতি নির্দেশ ছিল, নৌকায় পশুদেরকে ও তুলে নাও কিন্তু কাফেরদের তুলবে না। এটা ও বুঝা গেল, যার মুখ, চোখ, কান, বিবেক দ্বারা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিচিতি লাভ করতে পারবে না। তার সে মুখ বোবা মুখ। তার চোখ হল অন্ধ, বধির ও ঐ আকল বিবেক হীন। আবদু-দ্বার এর গোত্রের সকলেই উহুদ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের মধ্যে শুধু দু'জন ঈমান আনে তারা হলেন: মুসয়ার বিন উমাইর এবং সুয়াইবিত বিন হারমালা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا। (নুরুল ইরফান, ২৮৫ পৃষ্ঠা)

আত্মহত্যার অন্যতম প্রধান কারণ হলো হতাশা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আত্মহত্যার অন্যতম কারণ হল, টেনশন বা হতাশা **(DEPRESSION)** যার ফলে মানুষের মস্তিষ্ক বিকল হয়ে যায়। মাদানী মানসিকতা না থাকার কারণে সে শয়তানের প্রতারণার শিকার হয়ে ধারণা করে, টেনশন ও হতাশা থেকে আমি মুক্তি পাব এবং আমার শান্তি লাভ হবে আর এভাবে আত্মহত্যা করে নিজের জন্য ভয়ংকর অশান্তি ডেকে আনে।

ছরকারে নামদার এহি আরজু হে কেহ, গম মে তোমহারে কাশ! রহো বে করার মে।

অযু ও রোযার বিস্ময়কর উপকারীতা

টেনশন ও হতাশার একটি রূহানী চিকিৎসা হল: অযু ও রোযা। এখন তো এই বাস্তব বিষয়টাকে কাফেররাও স্বীকার করে নিয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

যেমন- একজন কাফের ডাক্তার তার লিখিত প্রবন্ধে এ বিস্ময়কর সত্যটি এভাবে প্রকাশ করেছে: আমি হতাশার রোগে আক্রান্ত কিছু রোগীকে প্রতিদিন পাঁচবার মুখ ধৌত করিয়েছি। কিছু দিন পর তাদের এ রোগ কমে যায়। অতঃপর এ ধরণের আরো কিছু রোগীকে প্রতিদিন হাতমুখ ধৌত করিয়েছি ফলে তারা আরোগ্য লাভ করে। উক্ত ডাক্তার তার প্রবন্ধের শেষাংশে গিয়ে স্বীকার করেছে: মুসলমানদের মধ্যে হতাশাগ্রস্থতার রোগীর সংখ্যা কম পাওয়া যায়। কারণ তারা দৈনিক কয়েকবার হাত মুখ ধৌত করে (অযু করে)। অপর একজন ইংরেজ অভিজ্ঞ ডাক্তার সেগমিন্ড ফ্রাইড **(SEGMEND FRIDE)** রোযার উপকারীতা স্বীকার পূর্বক বলেন: রোযার দ্বারা শারীরিক, মানসিক জটিলতা, হতাশাগ্রস্থতা কু-প্রবৃত্তি রোগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পাগড়ী পরিধান করাও হতাশাগ্রস্থতার চিকিৎসা

প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সুন্নাত ইমামা শরীফ (পাগড়ী) বাঁধা ও মানসিক চাপ থেকে মুক্তি লাভ এবং নিজের মধ্যে সহনশীলতা বৃদ্ধির সর্বোত্তম মাধ্যম। যেমন- হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "তোমরা পাগড়ী পরিধান করো, এর দ্বারা তোমাদের সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। (আল্-মুস্তাদারক লিল্-হাকিম, ৫ম খন্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৪৮৮)

পাগড়ী ও বিজ্ঞান

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী ইমামা (পাগড়ী) শরীফ মাথায় সজ্জিত কারী সৌভাগ্যবান ব্যক্তি অর্ধাঙ্গ ও রক্ত থেকে সৃষ্ট অনেক রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে। কেননা পাগড়ী সজ্জিত করার বরকতে মস্তিষ্কের দিকে চলাচলকারী বড় বড় রগের মধ্যে রক্তের চাপ শুধু মাত্র প্রয়োজন অনুপাতে থাকে অপ্রয়োজনীয় রক্ত মস্তিষ্কে পৌঁছতে পারে না। এ কারণে আমেরীকায় অর্ধাঙ্গ রোগের প্রতীকারের জন্য পাগড়ী সাদৃশ মাস্ক **(MASK)** তৈরী করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

উন কা দিওয়ানা ইমামা আওর জুলফো রেশ মে,
ওয়াহ দেখো তো সহি লাগতাহে কিত্না শানদার।

নিঃশ্বাসের মাধ্যমে দুশ্চিন্তার চিকিৎসা

টেনশন মানসিক চাপ কমানোর জন্য নিঃশ্বাসের ব্যয়াম খুবই ফলদায়ক। এর জন্য ফজরের সময়টা উত্তম। কেননা ঐ সময়ে সাধারণত ধোঁয়া এবং শোর-গোল থাকে না। এ ব্যায়ামটি আপনি বাতাস চলাচল করে এমন কম আলোকিত কক্ষে করুন। ইসলামী ভাইয়েরা বরান্দায় এমন ভাবে দাঁড়াবেন যাতে কারো ঘরের প্রতি দৃষ্টি না পড়ে। আর ইসলামী বোনেরা ও এমন ভাবে দূরে দাড়াঁবেন যেন কোন পরপুরুষ না দেখে এমনকি তার দৃষ্টিও যেন কোন পরপুরুষের উপর না পড়ে। তার পদ্ধতি খুবই সহজ। প্রথমে নিজের আঙ্গুল নাকের বাম ছিদ্রের নিকটে রেখে সামান্যতম চাপ দিন এবং নাকের ডান পার্শ্ব থেকে শ্বাস গ্রহণ করুন এখন ডান দিক থেকে চাপ দিবেন এবং বাম দিকে শ্বাস বাহির করুন। এভাবে কমপক্ষে ৩০ বার এ আমল করুন। যদি এর চেয়ে বেশিও করেন, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। এ আমল দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনি দুশ্চিন্তায় কমতি এবং উৎফুল্লতা অনুভব করবেন।

পেরেশানী থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে নিন

আরো একটি প্রতিকার হল: নিজের পেরেশানী নিয়ে দুশ্চিন্তা করা পরিত্যাগ করুন। যদি ভাবতে থাকেন, আমি খুব রোগাক্রান্ত, চিন্তিত, আমার চতুর্দিকে বিপদ, তবে আপনার দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবে আর যা দ্বারা আপনি নিজে নিজেই যন্ত্রণার শিকার হবেন। হযরত সায়্যিদুনা আমীরুল মু'মিনীন আলী মুরতাজা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ سَقِمَ بَدَنُهُ অর্থাৎ- যার দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়, তার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৪৩৯)

www.dawateislami.net

দিল কো সুকু চমন মেহে না লালাহ যার মে,
সুজও গুদায তু হে ফাকাত কুয়ে ইয়ার মে।

সবুজ গুম্বদের ধ্যানের পদ্ধতি

আসুন! নিজের মানসিকতাকে সতেজ বরং সতেজতর করার জন্য তৃতীয় মাদানী পদ্ধতিটা ও শুনে নিন। আর তা হল: দিনের যে কোন সময় বাতাস চলাচলকারী কম আলোকিত এবং শান্ত জায়গায় শুয়ে সর্বোত্তম বরকতময় জায়গার ধ্যান করুন। আর এ ধ্যান যেন বাস্তব থেকেও বেশি নিকটবর্তী হয়। মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا অবস্থিত সবুজ গম্বুদের সুন্দর দৃশ্য মারহাবা! এ দৃশ্যটি দুনিয়ার সকল সুন্দর দৃশ্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের অধিকারী। সবুজ গুম্বদের ধ্যান করুন। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে **'তাসাওরে মদীনা'** নামক ক্যাসেট হাদিয়াসহ সংগ্রহ করে এর মাধ্যমে ভালভাবে মদীনার ধ্যান করতে পারবেন।

কিয়া সবজে সবজে গুম্বদ কা খোব হে নাযারা,
হে কিছ কদর সুহানা কেইসা হে পেয়ারা পেয়ারা।

এটাই হলো সবুজ গুম্বদ!

আপনি হয়ত অনেকবার সবুজ গুম্বদ দেখেছেন। আর যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বাস্তবে দেখেছেন। তার জন্য ধ্যান করা অনেক সহজ। প্রথমে হালকা প্রতিচ্ছবি অনুভব হবে অতঃপর ধীরে ধীরে বাস্তবে নিকটবর্তী করার চেষ্টা করুন। যদি সত্যিকার আগ্রহ থাকে তবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনি হঠাৎ ডাক দিয়ে বলে উঠবেন, এটাই হল সবুজ গুম্বদ শরীফ। অতঃপর খেয়াল করুন, ভোরের সোনালী সময়। শীতল বাতাস আন্দলিত হয়ে সবুজ সবুজ গুম্বদকে চুমু খেয়ে এটির আশেপাশে ঘুরে এসে আমাকে বরকত সমূহ বন্টন করছে, আমাকে স্পর্শ করছে, যার ফলে আমার পরিপূর্ণ শীতলতা অনুভব হচ্ছে অতঃপর এটাও ধ্যান করুন যে,

www.dawateislami.net

সবুজ গুম্বদ শরীফের উপর হালকা হালকা বৃষ্টি কণা কুরবান হয়ে যাচ্ছে এবং তা থেকে বরকত নিয়ে বিন্দু বিন্দু ফোঁটা আমার উপর এসে পড়ছে। কিছুক্ষণের জন্য হৃদয় স্পর্শকারী চমৎকার ধ্যানে নিজেকে হারিয়ে ফেলুন।

দরে মুস্তফা কি তালাশ তিহ্ মে, পোহছ গেয়া হো খেয়াল মে,
না তাহকন কি চেহেরে পে হে আছর, না সফর কি পাও মে দুল হে।

সম্ভব হলে আপনি প্রতিদিন এভাবে ধ্যান করুন, তার রহমত দূর কোথায়, সত্যি সত্যি যদি পর্দা উঠে যায় এবং আশিকানে রাসূল বাস্তবে সবুজ গুম্বদের জলওয়া দেখে নেয়। প্রতিদিন কম পক্ষে সাত মিনিট এরূপ করতে থাকুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার মানসিক চাপ তথা দুশ্চিন্তা কমে যাবে। বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখুন।

গুম্বদে হাদ্বরা খোদা তুজকো সালামত রাখে, দেখ লেতে হে তুজে পিয়াস বুজা লেতে হে।

পায়ে হাঁটার উপকারীতা

মানসিক চাপ ও মনের দুশ্চিন্তা কমানোর জন্য মানসিক ব্যায়াম ছাড়াও প্রতিদিন পৌনে এক ঘন্টা বিরতীহীন ভাবে পায়ে হাঁটা উচিত। ১৫ মিনিট মধ্যম গতিতে, মাঝখানের ১৫ মিনিট তুলনামূলক তাড়াতাড়ি কদম ফেলবেন এবং শেষের ১৫ মিনিট অনুরূপ মধ্যম গতিতে চলবেন। আর এই সময়ের মধ্যে দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকুন। বিরতিহীনভাবে হাঁটতে থাকুন। চলার সময় এ চেষ্টা করবেন, পায়ের পাঞ্জার উপর যাতে শরীরের চাপ পড়তে থাকে। পায়ে হেটে চলার জন্য সময়টি উত্তম। কেননা এ সময়ে সাধারণত গাড়ির ধোঁয়া, ধূলাবালি থেকে মুক্ত থাকেও চতুর্দিকে পরিচ্ছন্নতা এবং চমৎকার স্বাস্থ্যকর বাতাস থাকে। এক বর্ণনা মোতাবেক জান্নাতে সর্বদা ঐ সময়ের (সকালের) অনুরূপ পরিবেশ হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার হজম শক্তি ঠিক থাকবে। আপনার প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ

www.dawateislami.net

ভালভাবে কাজ করবে। রক্ত দ্রুতবেগে চলাচল করবে। রক্ত চলাচল দ্রুতবেগ হওয়ার দ্বারা শরীর থেকে এক বিশেষ ধরণের বিষাক্ত পদার্থ বেরিয়ে যায়। যার বৈশিষ্ট্য আফিনের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। যা বের না হলে শরীরে বিভিন্ন ধরণের ব্যথা এবং কষ্ট বৃদ্ধি পেতে থাকে, উল্লেখিত পদ্ধতিতে নিয়মিত পায়ে হাঁটার অনুশীলনের মাধ্যমে আপনার শরীরের বিষাক্ত পদার্থ বের হতে থাকবে যা দ্বারা শারীরিক রোগ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করবেন। সাথে সাথে মানসিক চাপও কমে যাবে। আর আপনার রক্তে চর্বির মাত্রা বেড়ে গেলে, তাও বের হয়ে যাবে। মস্তিষ্ক ও সদা সতেজ ও ফুরফুরে মেজাজের থাকবে। আর মানসিক অবস্থা যখন সতেজ থাকবে তখন আত্মহত্যার ধারণা ও কাছে আসবে না اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

আয় বে কসুকে হামদম দুনিয়া কি দূর হো গম, বস্ জায়ে দিল মে কা'বা সিনা বনে মদীনা।

অসুস্থ বাদশাহ্

প্রতিবেশী রাজ্যের দু'জন বাদশার মধ্যে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। তন্মধ্যে একজন বাদশাহ প্রায় সময় বিভিন্ন প্রকার দুশ্চিন্তা ও রোগে আক্রান্ত হতেন। অপর দিকে অন্য বাদশাহ সবল ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন। একবার অসুস্থ বাদশাহ সুস্থ-সবল বাদশাহ্কে বললেন: আমি অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করানোর পরও সুস্থতা অর্জনে ব্যর্থ। আপনি কোন ডাক্তারের চিকিৎসা নেন? সুস্থ বাদশাহ মুচকি হেঁসে বললেন: আমার নিকট দু'জন ডাক্তার আছে। অসুস্থ বাদশাহ বললেন: দয়া করে ঐ দু'জন ডাক্তারের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিন। যদি তারা আমার চিকিৎসা করে তাহলে হয়তো আমি ও সুস্থ হয়ে উঠবো। বিনিময়ে আমি তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে পূর্ণ করে দিব। সুস্থ বাদশাহ্ মুচকি হেসে বললেন: আমার ডাক্তার তো আমাকে একেবারে ফ্রি চিকিৎসা করে। আর ঐ দুই ডাক্তার হল আমার দুটি পা। চিকিৎসা পদ্ধতি হল: তাদের সাহায্যে আমি খুব বেশি পায়ে

www.dawateislami.net

হেঁটে চলি। তাই আমার শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। হয়তো আপনি বেশি বসে থাকেন। পায়ে হেঁটে চলতে অলসতা করেন। সামান্য পথ অতিক্রম করতেই বাহন ব্যবহার করেন। এজন্য আপনি সর্বদা অসুস্থ ও মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন।

আপনি কি আত্মহত্যা করতে চান? থামুন ......!

যখন কোন রোগাক্রান্ত, বেকার, ঋণগ্রস্থ, কঠিন চিন্তার শিকার বা কোন রাগান্বিত ও আবেগী মানুষ বা কোন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়াতে ভৎসনা থেকে ভীত অথবা পছন্দের পাত্র-পাত্রী বিবাহ করতে ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন শয়তান দরদী হয়ে আসে এবং প্রতারণা দেয় যে, তুমি এত দুশ্চিন্তায় থাকার পরও আত্মহত্যা কেন করছ না? এরূপ ঝামেলা থেকে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মুক্ত হয়ে যাও। আবেগী পুরুষ-মহিলাদের বিবেক এমন পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রে শয়তানর অনুসরণ করে বসে। আর আত্মহত্যা করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। সুতরাং শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন আপনি খুব ঠান্ডা মাথায় শয়তানের এ কুমন্ত্রণা প্রতিহত করুন। আর আত্মহত্যার ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতিগুলো বারবার এভাবে স্মরণ করুন, **প্রথমত** একাজ **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসন্তুষ্ট করে এবং আত্মীয় স্বজন কে ব্যথিত করে অপরদিকে শয়তান ও শয়তানের অনুগত কাফেরদের খুশি করে। **দ্বিতীয়ত** তা দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান তো হয় না। বরং আত্মহত্যা কারীর আত্মীয় স্বজন কে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখিন করে। **তৃতীয়তঃ** আত্মহত্যার দ্বারা প্রাণে বাঁচা যায় না বরং উল্টো কঠিনভাবে ফেঁসে যায়। তবে ঐ ব্যক্তির জন্য কি পরিমাণ ক্ষতি এবং হতাশাজনক বিষয় হবে, শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে আত্মহত্যা করে নিজেকে কবর ও হাশরের শাস্তি এবং জাহান্নামের হকদার করে নেয়। আর এটা কেমন ব্যক্তিত্বহীন আচরণ, নিজে আত্মহত্যা করে নিকটাত্মীয়দের

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

গলায় দূর্নামের ও লজ্জার মালা পড়িয়ে নিজে বিদায় নেয়। এমনকি নিজে শত্রুদেরকেও খুশি করা। অতএব, আপনি মাদানী কল্পনা তৈরির মাধ্যমে অভিশপ্ত শয়তান কে একেবারে নিরাশ করে দিন। নিজের ঈমান আক্বিদার উপর অটল থাকার দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে অভিশপ্ত শয়তানকে এ বলে মুখ ফিরিয়ে দিন যে, আমি কেন আত্মহত্যা করব? আত্মহত্যা করলে আমার বিপদ। আমার প্রতিপালকের উপর তো আমার ভরসা, ভরসা, পূর্ণ ভরসা রয়েছে। আত্মহত্যাতো সে ব্যক্তিই করবে যে **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়। **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত অনেক বড়। তিনি আমার সকল কষ্ট দূর করবেন। আমি গুনাহগার কে তিনিই একমাত্র কোন হিসাব-নিকাশ ছাড়া ক্ষমা করবেন। এরপরও প্রকাশ্যভাবে যদি মনের ব্যথা দূরীভূত না হয়, তারপরও আমি **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট আছি। আত্মহত্যা করে নিজের আখিরাত বরবাদ করে, হে অভিশপ্ত শয়তান! তোকে আমি কখনো খুশী করব না।

৭টি রুহানী চিকিৎসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুশ্চিন্তার সম্পর্ক কলবও রুহের সাথে। দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে এবং কলবের প্রশান্তির জন্য কিছু রূহানী চিকিৎসা জেনে নিন:

(১) দুশ্চিন্তার চিকিৎসা

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم প্রতিদিন ৬০বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সকল প্রকার দুশ্চিন্তা দূর হবে। মনের ভীতির জন্য এ আমল খুবই উপকারী।

(২) রিযিকে বরকতের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র

যদি আপনি বেকারত্বের শিকার হয়ে হতাশ হয়ে থাকেন, নিম্নে প্রদত্ত আমল করুন: যেমন- হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন সা'দ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

করেন: এক ব্যক্তি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট অভাব অনটনের অভিযোগ করে। **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যখন তুমি ঘরে প্রবেশ কর এমতাবস্থায় ঘরে কেউ অবস্থান করলে সালাম দিয়ে প্রবেশ কর। অতঃপর আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করো এবং একবার “قُلْ هُوَ اللّٰهُ শরীফ” পাঠ করো। ঐ ব্যক্তি উক্ত আমল করল আর **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে এমন সম্পদশালী করলেন যে, তিনি বিভিন্ন ভাবে প্রতিবেশীদেরকেও আর্থিক সহযোগীতা করতে লাগলেন। (আল-জামেউ লি আহকামিল কুরআন লিল-কুবতুবী, ১০তম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর)

(৩) ঘরের সকল সদস্য ঐক্যবদ্ধ থাকার আমল

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ঘরের সকল সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য জুমার নামাযের পর “লাহোরী লবণে” এক হাজার এক বার يَا وَدُوْدُ পাঠ করে শুরু ও শেষে দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করুন, তখন থেকে লবণের পাত্রটি মাটিতে রাখবেন না। আদবের সাথে আলমিরা, টেবিল ইত্যাদিতে উঁচু জায়গায় রাখবেন উক্ত লবণ সাত দিন পর্যন্ত ঘরের সকল রান্নাকৃত তরকারীতে দিবেন। সবাই খাবেন। **আল্লাহ্ তায়ালা** সকলের মধ্যে একতা সৃষ্টি করবেন। প্রত্যেক শুক্রবার সাত দিনের জন্য পাঠ করে নিবেন। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৬তম খন্ড, ৬১২ পৃষ্ঠা)

(৪) কষ্টের পর সুখ

হযরত আল্লামা ইমাম শা'রানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **“তবকাতে কুবরা”** এর মধ্যে হুজুর গাউছে আযম رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ নিম্নোক্ত পবিত্র বানী বর্ণনা করেন: প্রাথমিক অবস্থায় আমি খুবই কষ্টের শিকার হয়েছিলাম। যখন কষ্ট সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছত তখন অক্ষম হয়ে মাঠিতে লুঠিয়ে পড়তাম এবং আমার মুখ থেকে কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত দু'টি পবিত্র আয়াত জারী হয়ে যেত:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ۙ﴿۵﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ؕ﴿۶﴾

(পারা: ৩০, সূরা: আলামনাশরাহ্, আয়াত: ৫,৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে, নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ উক্ত প্রবিত্র আয়াতের বরকতে আমার সকল দুঃখ- কষ্ট দূর হয়ে যেত। (আত্-তাবকাতুল কুবরা, ১ম খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত) বিপদগ্রস্থ ও রোগাক্রান্ত রোগীর উচিত, ছরকারে গাউছে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর উক্ত আমলকে স্মরণ করে অস্থির হলে জমীনে শুয়ে যাবে এবং সূরা আলাম নাশরাহ এর উল্লেখিত ৫ ও ৬নং আয়াত তিলাওয়াত করবে। **আল্লাহ্ তায়ালা** চাইলে হুজুর গাউছে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর উসীলায় মুশকিল আসান হয়ে যাবে।

মেরে মুশকীলো কো তু আছান করদে! মেরে গাউছ কা ওয়াসেতা ইয়া ইলাহী!

(৫) অবৈধ প্রেম থেকে মুক্তি পাওয়ার আমল

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنۡتَ سُبۡحٰنَكَ ٭ۖ اِنِّیۡ كُنۡتُ مِنَ الظّٰلِمِیۡنَ ؕ

اَللهُ نُوۡرُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ

অযু সহকারে উক্ত আয়াতে করীমাটি তিনবার (শুরু ও শেষে একবার দরূদ শরীফ সহ) পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করবেন। এ আমল ৪০ দিন পর্যন্ত করবেন। নামাযের ধারাবাহিকতা অবশ্যই জরুরী।

মাদানী ফুল: যদি কেউ অবৈধ প্রেমে ফেঁসে যায়। তখন তার ধৈর্য ধারণ করা উচিত। বিবাহের পূর্বে সাক্ষাৎ বরং শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ, চিঠি প্রেরণ, পরস্পর কথোপকথন, মোবাইলে আলাপ ইত্যাদি সকল শরীয়াত বিরোধী কাজ যা অবৈধ প্রেমের কারণে সংঘঠিত হয়, তা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। নিজের অবৈধ প্রেমের জন্য **আল্লাহ্‌**র পানাহ!

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও জুলাইখা এর ঘটনাকে দলীল বানানো চরম অজ্ঞতা ও হারাম। মনে রাখবেন! প্রেম জুলাইখার পক্ষ থেকে ছিল, হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সত্ত্বা তা থেকে সম্পূর্ণ পূতঃপবিত্র ছিল। প্রত্যেক নবী নিষ্পাপ। অবৈধ প্রেম সম্পর্কিত শিক্ষনীয় অভাবনীয় তথ্য জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২ পৃষ্ঠার কিতাব **"পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর"** অধ্যয়ন করুন।

(৬) ঋণ থেকে মুক্তির ওযীফা

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِیْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِیْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

(অর্থাৎ- **'হে আল্লাহ্!** আমাকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে শুধুমাত্র হালালের সাথে থাকার এবং নিজ দয়া, অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্য কারো অমুখাপেক্ষী করে দাও।') উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পর ১১ বার এবং সকাল-সন্ধ্যা ১০০ বার। প্রতিদিন ১০০ বার (শুরু ও শেষে একবার দরূদ শরীফ) পাঠ করুন। উক্ত দোয়া সম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: তোমাদের যদি পাহাড় পরিমাণ কর্জ থাকে তবে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ (এই দোয়ার বরকতে) কর্জ পরিশোধ হয়ে যাবে। (সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৫৭৪)

সকাল সন্ধ্যার পরিচয়

অর্ধ রাত থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ আলোকিত হওয়া পর্যন্ত সময় হচ্ছে সকাল। আর জোহরের ওয়াক্ত শুরু হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়কে সন্ধ্যা বলা হয়। (আল ওযীফাতুল করীমা, ৯ পৃষ্ঠা)

(৭) রিযিক ও কর্জ পরিশোধের জন্য (দু'টি ওযীফা)

(ক) یَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَاب: ৫০০বার (শুরু ও শেষে ১১ বার দরূদ শরীফ) এ আমল নামাযী ইসলামী ভাই ও বোনেরা ইশার নামাজের পর খোলা মাথায় খোলা

www.dawateislami.net

আসমানের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাঠ করবে। (এমন স্থানে আমল করবে যেখানে গাইরে মুহরিম ও কারো ঘরে দৃষ্টি না পড়ে) (খ) يَا بَاسِطُ: প্রতিদিন ফযরের নামাযের দোয়ার পর দশবার (শুরু ও শেষে একবার দরূদ শরীফ) পাঠ করে উভয় হাতে (ফুঁক) দিয়ে উভয় হাত মুখে বুলিয়ে নিবেন।

মাদানী নুকতা: আহ! যদি রিযিক বৃদ্ধির মুহাব্বতের পরিবর্তে সৎকাজের বরকত লাভের ব্যাপারে আফসোস করত। আর তার জন্য ও কিছু আমল করত।

মাদানী পরামর্শ: ওযীফা শুরু করার পূর্বে কোন সুন্নী আলিম অথবা ক্বারী সাহেব কে শুনিয়ে নিবেন।

মাদানী আবেদন: এ রিছালাটিতে বর্ণনা কৃত যে কোন ওযীফা যদি পাঠ করতে চান। তাহলে শুরু করার পূর্বে ছরকারে গাউছে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর প্রতি ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতে ১১ টাকা অথবা ১১১ টাকা এবং কাজ সমাধা হওয়ার পর ছরকারে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর ইছালে সাওয়াবের জন্য (কোন সুন্নী আলিমের পরামর্শে) ২৫ অথবা ১২৫ টাকার ধর্মীয় কিতাব বন্টন করুন। (টাকার কম বেশি করাতে কোন সমস্যা নেই।)

আগুনের ডালে ঝুলন্ত ব্যক্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেঈ رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বর্ণনা করেছেন, **ছরওয়ারে কায়েনাত, শাহে মওযুদাত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মেরাজের রাতে আমি কিছু লোককে দেখতে পেলাম যারা আগুনের ডালের সাথে ঝুলে রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'জিবরাঈল! এরা কারা?' বললেন: اَلَّذِيْنَ يَشْتُمُوْنَ اٰبَاءَهُمْ وَاُمَّهَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا অর্থাৎ এরা সেই লোক যারা পৃথিবীতে তাদের মাতা-পিতাকে গালি দিত।"

(আযযাওয়াজিরু আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২য় খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

বৃষ্টির ফোঁটার মত আগুনের কয়লা

বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে গালমন্দ করে বৃষ্টির ফোঁটা যেরূপ আসমান হতে জমিনে পড়ে তদ্রূপ তার কবরে আগুনের কয়লা বর্ষিত হতে থাকে। (আযযাওয়াজিরু আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২য় খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা)

কবর পাঁজরের হাঁড়গুলো ভেঙ্গে দেয়

বর্ণিত আছে যে, যখন মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তিকে দাফন করা হয় তখন কবর তাকে চাপতে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তার উভয় পাঁজর একটি অপরটির সাথে মিশে চুরমার হয়ে যায়। (আযযাওয়াজিরু আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২য় খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা)

পায়ে পড়ে মা-বাবা থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাতা-পিতা উভয় কিংবা যে কোন একজন যদি আপনার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন তাহলে অতি সত্তর হাত জোড় করে তাদের পা জড়িয়ে ধরুন, আর কান্না করে করে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। তাদের বৈধ চাহিদাগুলো পূরণ করে দিন। **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারেও কান্নাকাটি করে করে তাওবা করে নিন। এতে আপনার উভয় জগতের মঙ্গল রয়েছে। মাতা-পিতার অধিকার সম্পর্কিত আরও বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রচারিত দুটি ভিসিডি **(১) 'মা-বাবার হক'** এবং **(২)** ১৪৩০ হিজরীর রমযানুল মোবারকের ইতিকাফে অনুষ্ঠিত **'মাদানী মুযাকারা'র 'মা-বাবার অবাধ্যদের পরিণতি'** নামের ভিসিডিগুলো দেখুন।

মায়ের বদ দোয়ার কারণে পা কাটা গেল

বাস্তবিকই মাতা-পিতার অধিকারগুলো পূরণ করা খুবই কঠিন। এ কাজের জন্য আজীবন সচেষ্ট থাকতে হবে। আর মাতা-পিতার অসন্তুষ্টি থেকে

www.dawateislami.net

সতর্ক থাকতে হবে। যে সব লোক মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয় পৃথিবীতেও তাদের ভয়ানক পরিণতি হয়ে থাকে। যেমন: হযরত আল্লামা কামাল উদ্দীন দামিরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বর্ণনা করছেন: যমখ্‌শরীর (যিনি ছিলেন 'মুতাযিলা' ফেরকার একজন প্রসিদ্ধ আলিম তার) একটি পা কাটা ছিল। মানুষের জিজ্ঞাসার মুখে তিনি বললেন: এ আমার মায়ের বদ দো'আর ফল। কাহিনীটি ছিল এরূপ: আমি ছোট বেলায় একটি চড়ুই পাখি ধরেছিলাম। তার পায়ে একটি দড়ি বেঁধে দিই। হঠাৎ পাখিটি আমার হাতছাড়া হয়ে উড়তে উড়তে একটি দেওয়ালের ফাঁকে আশ্রয় নিল। কিন্তু দড়িটি দেওয়ালের বাইরে ঝুলছিল। আমি দড়িটি ধরে নির্দয়ভাবে টান দিলাম। চড়ুইটি ব্যথায় কাতর অবস্থায় বের হয়ে এল। কিন্তু পাখিটির পা দড়িতে কেঁটে গিয়েছিল। আমার মা এই দুঃখজনক দৃশ্যটি দেখেন। তিনি মনোবেদনায় অধীর হয়ে উঠলেন। তাঁর মুখ দিয়ে আমার জন্য বদদো'আ বের হল, 'তুমি যেমন করে এই নির্বাক প্রাণিটির পা কেটে ফেলেছ, **আল্লাহ্ তা'আলা** তোমার পা কেটে দিন'। বদদো'আর ফল প্রকাশ পেয়ে গেল কিছু দিন পর ইলম তলবের উদ্দেশ্যে আমি বোখারা সফর করি। পথিমধ্যে আমি বাহন থেকে পড়ে যাই। পায়ে বেশ আঘাত পাই। বোখারা পৌঁছে যথেষ্ট চিকিৎসা নিই। কিন্তু আমার কষ্টের ইতি ঘটল না। অবশেষে পা কেটে ফেলতে হল। (মায়ের বদ দো'আটি এভাবে বাস্তবায়িত হয়)। (হায়াতুল হায়ওয়ানুল কুবরা, ২য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় সন্তানের উপর মা-বাবার চিকিৎসাজনিত প্রভাব

মাতা-পিতার গুরুত্বের কথা কে না জানে? ইসলাম আমাদেরকে মাতা-পিতা উভয়কে খুশি রাখার এবং তাদেরকে অসন্তুষ্ট করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। নিঃসন্দেহে তাতে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক মঙ্গল রয়েছে। অমুসলিম বিজ্ঞানীরাও মাতা-পিতা সম্পর্কে অভাবনীয় ও আশ্চর্যজনক বিশ্লেষণ দিয়েছেন। যথা ডাক্তার নিকল্‌সন ডেভিস (Dr. Nicholson Devis) ও

www.dawateislami.net

প্রফেসর মিস্‌লন্‌ ক্যাম (Prof. Mislon Cam) এর রিপোর্টের সারমর্ম হচ্ছে, মাতা-পিতা বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার সাথে সাথে সন্তানদের প্রতি তাঁদের ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর এই ভালবাসার কারণে মাতা-পিতার চোখের মধ্যে আলোর এক বিশেষ রশ্মি সৃষ্টি হয়ে থাকে, যা সন্তানের জন্যে সুস্বাস্থ্যের কারণ। মাতা-পিতা হাজার মাইল দূরে অবস্থান করুক না কেন, (যদি তারা সন্তানের প্রতি খুশি থাকে, তাহলে) তাঁদের সংবেদনশীলতা ও শুভ কামনার মাধ্যমে সেই রশ্মির একটি অদৃশ্য বিচ্ছুরণ সন্তান পর্যন্ত এসে পৌঁছায়। মাতা-পিতা অসুস্থ হয়ে থাকলেও তাঁদের এই অদৃশ্য রশ্মি-শক্তি কখনো দুর্বল হয় না। এর শক্তি ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। মাতা-পিতা যদি নিকটে থাকেন, তাহলে তাঁদের ভালবাসাপূর্ণ অদৃশ্য রশ্মি-শক্তি শরীর ও ধ্বমনিগুলোকে (অর্থাৎ সেই সূক্ষ্ম শুভ্র রগ যা মস্তিষ্ক ও মগজ থেকে বের হয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে আছে) শক্তি দান করে এবং মসৃণ ও কোমল রাখে। মাতা-পিতার স্পর্শ সন্তানের ব্রেইন জনিত রোগ ও মানসিক ব্যাধি দূর করে দেয়। জনৈক বিজ্ঞানী নিজের গবেষণার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমি যখনই আমার মায়ের সাথে ভালবাসাপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করি তখন আমার মাঝে প্রশান্তির একটি সুখানুভূতি দোলা দিয়ে যায়। দেখুন, এ ছিল অমুসলিমদের গবেষণার কথা। আমাদের তো কেবল দুনিয়ার উপকার সাধনের উদ্দেশ্যে নয় বরং **আল্লাহ্ তা'আলা ও প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিধি-বিধান অনুযায়ী চলার নিয়্যতেও মাতা-পিতার আনুগত্য করা আবশ্যক। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তারপরও তো মুসলমানরা মাতা-পিতার সেবা করে থাকেন। অমুসলিমরা তো কেবল বুড়ো মাতা-পিতার প্রতি সম্মানের কথা ব্যক্ত করেছেন। এবার তাহলে নিচের ঘটনাটি দিয়ে আর একবার ব্যাপারটি ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করুন।

www.dawateislami.net

বয়ান নং ৭

মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- লাশ এবং গোসলদাতা
- রাজকীয় মৃত্যু
- ভিত্তিহীন চারটি দাবী
- ৩৬বার যিনার চেয়েও জঘন্য
- কবর ও দাফনের মাদানী ফুল

পৃষ্ঠা উল্টান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব

শয়তান আপনাকে লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার অন্তরে **মাদানী পরিবর্তন** অনুভব করবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, শাহানশাহে আবরার, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তোমরা তোমাদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো। কেননা, তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।" (আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৩৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

লাশ এবং গোসলদাতা

প্রসিদ্ধ আলিম ও মুহাদ্দিস এবং তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; "মৃত ব্যক্তি সবকিছু জানতে পারে। এমনকি (সে) গোসলদাতাকে বলে: তোমাকে **আল্লাহ্ তায়ালার** শপথ দিচ্ছি, তুমি গোসলদানে আমার সাথে নম্রতা প্রদর্শন করো। আর যখন তাকে খাটে রাখা হয়, তখন তাকে বলা হয়: "নিজের ব্যাপারে মানুষের মন্তব্যগুলো শুনো।

(শরহুস্ সুদূর, ৯৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মৃত ব্যক্তি কি বলে?

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেন; **মদীনার তাজেদার, নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মৃত ব্যক্তিকে যখন খাটে রাখা হয় এবং তাকে নিয়ে এখনোও তিন কদম পথ অতিক্রম করা হয়েছে মাত্র, তখন সে বলে, আর তার কথা মানুষ এবং জিন ব্যতীত **আল্লাহ্ তায়ালা** যাদের চান তাদেরকে শুনান। মৃত ব্যক্তি বলে: "হে আমার ভাইয়েরা! এবং হে আমার লাশ বহনকারীরা! তোমাদেরকে যেন দুনিয়া ধোঁকায় না ফেলে, যেভাবে আমাকে ধোঁকায় ফেলেছিলো। আর সৃষ্টি যেন তোমাদেরকে খেলায় (মগ্ন) না রাখে। যেভাবে সে আমাকে মগ্ন রেখেছিলো। আমি যা কিছু উপার্জন করেছি তা নিজের ওয়ারিশদের জন্য রেখে যাচ্ছি। **আল্লাহ্ তায়ালা** কিয়ামতের দিন আমার কাছ থেকে হিসাব নিবেন। আর আমাকে পাকড়াও করবেন। অথচ (আজ) তোমরা আমাকে বিদায় জানাচ্ছ এবং আমাকে আহ্বান করছো (অর্থাৎ আমার জন্য কান্নাকাটি করছো)।

(শরহুস সুদুর, ৯৩ পৃষ্ঠা, কিতাবুল কুবুর মাআ মাওসুআতে ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫)

জিতনে দুনিয়া সেকান্দর থাহ্ চলা, জব গিয়া দুনিয়া ছে খালি হাত থাহ্।

সারা জীবনের ব্যস্ততা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐ সময় কেমন একাকীত্ব হবে, যখন রুহ শরীর থেকে পৃথক হয়ে যাবে। আর ঐ সময় কি রকম নিঃসঙ্গতা হবে, যখন শরীর থেকে দামী কাপড়গুলো খুলে নেয়া হবে, গোসলদাতা গোসল করাবে সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করিয়ে দেওয়া হবে। (আর তখন) কেমন কঠিন দুঃখের ব্যাপার হবে যখন লাশ কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। হায়! হায়! "এই দুনিয়া" যাকে সাজানোর জন্য সারা জীবন ব্যস্ততায় কাটিয়ে ছিলাম, যার জন্য রাতের ঘুম ত্যাগ করেছি। নানা রকম বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। হিংসুকদের শত

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

বাঁধা উপেক্ষা করে নিজের জীবন বাজী রেখে সম্পদ উপার্জন করেছি। খুব বেশি ধন-সম্পদ জমা করতে ব্যস্ত ছিলাম। যে ঘরকে মজবুত করে নির্মাণ করেছিলাম, তাকে নানা রকম ফার্ণিচার দ্বারা সজ্জিত করেছি। আজ এসব কিছু ত্যাগ করে বিদায় নিতে হচ্ছে। আহ্! দামী পোশাকগুলো হ্যাংগারে টাঙ্গানোই থেকে যাবে। আর গাড়ী থাকলে গ্যারেজেই থেকে যাবে। খেলাধুলার সামগ্রী, জীবনযাপনের সামগ্রী এবং নানারকমের জিনিসপত্র যেখানে যা আছে সেখানেই পড়ে থাকবে। আর মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব ঠিক তখনই আরো চরম পর্যায়ে পৌঁছবে, যখন তাকে উজ্জল ঝিলিমিলি আলো থেকে "অস্থায়ী আনন্দ ও খুশিতে মাতোয়ারার স্থান" এ ধ্বংসশীল ঘর থেকে বের করে অন্ধকার কবরে রেখে দেওয়ার জন্য তার খাট বহনকারীরা তাকে কাধেঁ নিয়ে কবরস্থানের দিকে পথ চলতে থাকবে।

আ-লমে ইনকিলাব হে দুনিয়া, চন্দ লামহো কা খাওয়াব হে দুনিয়া।
ফখর কিউ দিল লাগায়ে ইছ ছে, নেহী আচ্ছি, খারাব হে দুনিয়া।

কবরের অন্তর জাগ্রতকারী ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একটি জানাযার সাথে কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। (তিনি) সেখানে একটি কবরের নিকট বসে গভীর চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন হয়ে গেলেন। কেউ (তাঁকে) জিজ্ঞাসা করল: হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এখানে একাকী কেন বসে আছেন? বললেন: "এখনই একটি কবর আমাকে চিৎকার দিয়ে আহ্বান করলো এবং বললো: হে ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! আমার কাছ থেকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন না যে, আমি আমার ভিতরে আসা ব্যক্তির সাথে কি রকম আচরণ করে থাকি? আমি সে কবরকে বললাম: "আমাকে অবশ্যই বলো, সে বলতে লাগলো: যখন কেউ আমার ভিতর আসে তখন আমি তার কাফনকে ছিন্ন ভিন্ন করে শরীরকে টুকরো টুকরো করে দিই। অতঃপর তার মাংস খেয়ে ফেলি। আপনি কি আমার নিকট

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

একথাও জিজ্ঞাসা করবেন না যে, আমি তার জোড়াগুলোর সাথে কেমন আচরণ করি?" আমি বললাম: "এটাও বলো?" সে বলতে লাগলো: হাতদ্বয়কে কব্জি থেকে, হাঁটুকে পায়ের গোড়ালী থেকে, আর পায়ের টাখনুকে পা থেকে পৃথক করে দিই।" এতটুকু বলার পর, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ অঝোর নয়নে কাঁদতে শুরু করলেন। যখন তার কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসল তখন এভাবে শিক্ষণীয় **মাদানী ফুল** বিতরন করতে রইলেন।

হে ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুনিয়াতে আমাদেরকে অতি স্বল্প সময় থাকতে হবে। যারা এ দুনিয়ায় ক্ষমতা সম্পন্ন রয়েছে, তারা পরকালে খুবই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। আর যারা এ জগতে ধনী রয়েছে, তারা পরকালে নিঃস্ব ফকির হয়ে যাবে। (আখিরাতে) যুবক বৃদ্ধ হয়ে যাবে, আর যারা জীবিত আছে, তারা মৃত্যু বরণ করবে। দুনিয়া যখন তোমার দিকে আসবে তখন সে যেন তোমাকে ধোঁকায় নিমজ্জিত না করে। কেননা, তুমি জান যে, এটি অতি শীঘ্রই বিদায় নিয়ে যাবে। কুরআন শরীফ তিলাওয়াতকারীরা কোথায় গিয়েছে? বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্ব পালনকারীরা কোথায় গিয়েছে? রমজান শরীফের রোযা আদায়কারীগণ কোথায় গিয়েছে? কবরের মাটি তাদের শরীরকে কি অবস্থা করেছে? কবরের কিটপতঙ্গ তাদের মাংসের কি পরিণতি করেছে? তাদের হাঁড় ও জোড়াগুলোর সাথে কি অবস্থা হয়েছে? **আল্লাহ্ তায়ালার** শপথ! (যে বেআমল) দুনিয়াতে আরামের নরম বিছানায় থাকতো, কিন্তু এখন নিজের পরিবার পরিজন ও (ঘর, বাড়ী) দেশ ছেড়ে আরামের পর সংকীর্ণ (কবরের বাসিন্দা) হয়ে গেছেন। আর তাদের পুত্ররা অলি গলিতে এদিক সেদিক ঘুরাফিরা করছে। কেননা, তাদের বিধবা স্ত্রীরা অন্য স্বামী গ্রহণ করে পুনরায় সংসার করছে। তাদের আত্মীয়-স্বজনরা তাদের ঘর-বাড়ীগুলো দখল করে নিয়েছে এবং সম্পদগুলো নিজেদের মাঝে বন্টন করে নিয়েছে। **আল্লাহ্ তায়ালার** শপথ! তাদের মাঝে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

কতেক সৌভাগ্যবান এমনও রয়েছে। যারা কবরে (নানা ধরণের) নেয়ামতের স্বাদ উপভোগ করছেন। আর কেউ কেউ এমনও আছে যারা কবরে আযাবের মধ্যে গ্রেফতার রয়েছে। আফসোস! শত কোটি আফসোস! ওহে বোকা! যে আজ মৃত্যুর সময় নিজের পিতার, কখনো নিজ পুত্রের আবার কখনো আপন ভাইয়ের চোখ বন্ধ করছে, তাদের মধ্যে কাউকে গোসলও করিয়েছে, কাউকে কাফনও পরিধান করিয়েছে, (আবার) কারো জানাযার খাটও বহন করেছে এবং কাউকে কবরের সংকীর্ণ অন্ধকারময় গর্তে দাফন করেছে। (স্মরণ রাখুন!) কাল এসব কিছু আপনার সাথেও কার্যকর হবে। হায়! আমার যদি জানা থাকতো, কোন্ অঙ্গটি (কবরে) সর্বপ্রথম নষ্ট হয়ে যাবে। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ কাঁদতেই রইলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে শেষ পর্যন্ত বেহুশ হয়ে গেলেন এবং এক সপ্তাহ পরেই দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিলেন।

(আররাওজাতুল ফায়িক, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ "ইহ্ইয়াউল উলুম" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন: "হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর (পবিত্র) মুখ দিয়ে এই আয়াতে কারীমা জারি ছিলো:

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِیْنَ لَا یُرِیْدُوْنَ عُلُوًّا فِی الْاَرْضِ وَ لَا فَسَادًا ؕ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ ﴿۸۳﴾

(পারা- ২০, সুরা- কাসাস, আয়াত- ৮৩)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: এই পরকালের ঘর আমি ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য তৈরী করে রেখেছি যারা জমিনে অহংকার করে না। ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না। আর ভাল পরিণাম রয়েছে খোদাভীতি অর্জনকারীদের জন্য।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাজকীয় মৃত্যু

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর হৃদয় বিদারক ঘটনাটিতে বিবেকবানদের জন্য উৎকৃষ্ট শিক্ষণীয় উপদেশ রয়েছে। রাজকীয় মৃত্যুর আরেকটি ঘটনা শুনুন: যেমন- হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ “ইহ্ইয়াউল উলূম” গ্রন্থে বর্ণনা করেন; মৃত্যুর সময় কেউ খলিফা আব্দুল মালিক বিন মরওয়ান থেকে জিজ্ঞাসা করলো: “এই সময় আপনি নিজেকে কেমন পাচ্ছেন?” তিনি উত্তর দিলেন। “হুবহু ঐরূপ যেমনটি কুরআন মজীদের ৭ম পারায় সুরাতুল আনআম এর ৯৪ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেছেন:

وَلَقَدۡ جِئۡتُمُوۡنَا فُرَادٰی كَمَا خَلَقۡنٰكُمۡ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ تَرَكۡتُمۡ مَّا خَوَّلۡنٰكُمۡ وَرَآءَ ظُهُوۡرِكُمۡ

(পারা- ৭, সূরা- আনআম, আয়াত- ৯৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিশ্চয় তোমরা আমার নিকট একাই আসবে যেভাবে আমি তোমাদেরকে একাই সৃষ্টি করেছিলাম এবং যে ধন-সম্পদ আমি তোমাদেরকে দান করেছি অবশ্যই তা পিছনে ত্যাগ করে আসবে।

(ইহ্ইয়াউল উলূম, ৫ম খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা)

রাজত্ব কাজে আসলো না

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ “ইহ্ইয়াউল উলূম” গ্রন্থে বর্ণনা করেন: “প্রসিদ্ধ আব্বাসীয় খলিফা হারুনূর রশিদ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর যখন শেষ (মৃত্যুর) সময় (ঘনিয়ে) আসলো, তখন তিনি নিজের কাফনকে বারবার উলট পালট করে দুঃখ নিয়ে দেখতে রইলেন এবং ২৯তম পারার সুরাতুল হা-ক্কাহ্ এর এ আয়াত শরীফগুলো পড়তে রইলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

مَآ اَغۡنٰی عَنِّیۡ مَالِیَہۡ ۚ﴿۲۸﴾ هَلَكَ عَنِّیۡ سُلۡطٰنِیَہۡ ﴿ۚ۲۹﴾

(পারা-২৯, সূরা- হা-ক্কাহ্, আয়াত- ২৮-২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না। আমার সকল ক্ষমতা ধ্বংস হয়েই গেলো।

(ইয়াহ্ইয়াপউল উলূম, ৫ম খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)

দুনিয়াতে আসার উদ্দেশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তব কথা এই যে, এই দুনিয়াতে এসে আমরা কঠিন পরীক্ষায় জড়িয়ে পড়েছি। আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য অন্য রকম ছিলো এবং (আমরা) হয়ত তার বিপরীত অন্য কিছু বুঝতে শুরু করেছি। আমাদের জীবন যাপনের ধরণ এ কথা প্রমাণ করে যে, **আল্লাহ্ তায়ালা**র পানাহ! আমাদেরকে কখনো মৃত্যু বরণ করতে হবে না। মনে রাখবেন! আমরা এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারবো না। এই দুনিয়াতে আসার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সম্পদ উপার্জন করা বা দুনিয়াবী জ্ঞান ও বিজ্ঞান এর বিষয়ে ডিগ্রী অর্জন করা এবং শুধু দুনিয়ার উন্নতি অর্জন করাও নয়, ১৮ পারার সূরাতুল মু'মিনুন-এর আয়াত- ১১৫-তে ইরশাদ হচ্ছে:

اَفَحَسِبۡتُمۡ اَنَّمَا خَلَقۡنٰکُمۡ عَبَثًا وَّ اَنَّکُمۡ اِلَیۡنَا لَا تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۱۱۵﴾

(পারা- ১৮, সূরা- মু'মিনুন, আয়াত- ১১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা কি এ ধারণা করে নিয়েছো যে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে না?

ইয়াদ রাখ হার আন আখির মওত হে, বনতু মাত আনজান আখির মওত হে।
মরতে জাতে হে হাজারো আদমী, আকেল ও নাদান আখির মওত হে।
কিয়া খুশি হো দিল কো চান্দে জিসত ছে, গমজদা হে জান আখির মওত হে।
মুলকে ফানি মে ফানা হার শায়কো হে, ছুন লাগা কর কান আখির মওত হে,
বারহা ইলমি তুঝে ছামঝা চুকে, মান ইয়া মত মান আখির মওত হে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

মন্ত্রীত্ব কাজে আসবে না

আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। সে যদি নিজের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করার কাজে সফলতা অর্জন না করে এবং কিয়ামতের দিন গুনাহের পাহাড় নিয়ে পরাক্রমশালী **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে উপস্থিত হয়, তখন **আল্লাহ্ তায়ালার** অসন্তুষ্টি অবস্থায় **তাঁর** দুনিয়ার অগণিত সম্পদও তাকে আপন **প্রতিপালকের** গযব ও শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। দুনিয়াবী জ্ঞান ও বিজ্ঞান, কারখানা, হাতিয়ার, দুনিয়ার উৎস, উচ্চ পদমর্যাদা, মন্ত্রীত্ব, দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, সুনাম, শক্তি, দুনিয়ার সম্মান **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে কৃতকার্য করতে পারবে না। নেতৃত্বের নেশায় পাগল হয়ে একে অপরের দোষ-ত্রুটিকে প্রকাশকারীরা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড উত্তপ্তকারীরা, আর মুসলমানদের হক সমূহ নষ্টকারীদের জন্য চিন্তার বিষয় যে, যদি গুনাহের কারণে **আল্লাহ্ তায়ালা** নারাজ হয়ে যায়, আর তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং ঈমান ও নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ঐ সকল কঠিন বিপদ সমূহ তার নিকট উপস্থিত হবে যা কখনো সমাধান হবে না। **আল্লাহ্ তায়ালা** ৩০ পারায় সূরাতুল হুমাযাহ তে ইরশাদ করেন:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ﴿۱﴾

الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ ۙ﴿۲﴾

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ﴿۳﴾

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ﴿۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি, যিনি পরম দয়ালু ও করুনাময়। (১) ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য যে লোক সম্মুখে বদনামী করে এবং অগোচরে পাপাচার করে। (২) যে ব্যক্তি সম্পদ সঞ্চয় করেছে এবং গুনে গুনে রেখেছে (৩) সে কি একথা বুঝে নিয়েছে যে, তার সম্পদগুলোই তাকে এ দুনিয়াতে চিরস্থায়ী করে রাখবে। (৪) তা কখনোই নয়। বরং তাকে পদদলিত করার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝ الَّتِیْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـٕدَةِ ۝ اِنَّهَا عَلَیْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِیْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

(পারা- ৩০, সূরা- হুমাযা)

(৫) আপনি কি জানেন ঐ পদদলিতকারী কি? (৬) তা হলো **আল্লাহ্**র প্রজ্বলিত আগুন। (৭) যা অন্তর সমূহকে তীরের মতই ভেদ করে দিবে। (৯) নিশ্চয় তাকে তাদের উপরই সুনির্দিষ্ট করা হবে (১০) লম্বা লম্বা খুঁটিতে।

ভিত্তিহীন চারটি দাবী

হযরত সায়্যিদুনা শফিক বলখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: "মানুষ চারটি বিষয় দাবী করে কিন্তু তাদের আমল তাদের দাবীর পরিপন্থী। যথা-

(১) তারা মুখে বলে, আমরা **আল্লাহ্ তায়ালার** বান্দা। কিন্তু তাদের আমল বা কার্যকলাপ স্বাধীন ব্যক্তির মতো। (২) তারা বলে: **আল্লাহ্ তায়ালা** একমাত্র আমাদেরকে রিযিক দেওয়ার মালিক। কিন্তু তারা অনেক ধন-সম্পদ একত্রিত করে নেওয়ার পরেও মনে প্রাণে সন্তুষ্ট হতে পারে না। (৩) তারা আরো বলে: "দুনিয়া থেকে আখিরাত উত্তম।" কিন্তু তারা শুধুমাত্র দুনিয়ার উন্নতি অর্জনেই সচেষ্ট রয়েছে। (৪) তারা বলে থাকে; "আমাদেরকে অবশ্যই একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু তাদের জীবন ধারণের নমুনা এমন যে, কখনো তাদেরকে মরতে হবে না।" (উয়ূনুল হিকায়াত, ৭৫ পৃষ্ঠা)

প্রথম দাবী "আমি আল্লাহ্ তায়ালার বান্দা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিকই চিন্তার বিষয় যে, নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মুসলমান একথা স্বীকার করে, আমি **আল্লাহ্ তায়ালার** বান্দা। আর প্রতীয়মান রয়েছে, "বান্দা" অনুগত হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানের কাজ-কর্ম স্বাধীন ব্যক্তির মতো। দেখুন! যে অপরের কর্মচারী হয়, সে তার

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে। নিঃসন্দেহে আমরা **আল্লাহ্ তায়ালার** বান্দা। আর তার দেওয়া রিযিকই খাচ্ছি। কিন্তু আফসোসের বিষয়, আমাদের কাজ পরিপূর্ণ (কামিল) বান্দাদের মতো নয়। **তাঁর** হুকুম হচ্ছে; “নামায পড়ো” কিন্তু আমরা তাতে অলসতা করি। রমযানের রোযা পালনের হুকুম রয়েছে কিন্তু আমাদের একটা অংশ তা পালন করে না। এভাবে **আল্লাহ্ তায়ালার** অন্যান্য আদেশ পালনেও (আমাদের) অনেক অলসতা রয়েছে।

দ্বিতীয় দাবী “আল্লাহ্ তায়ালা একমাত্র রিযিকদাতা”

নিঃসন্দেহে একমাত্র **আল্লাহ্ তায়ালাই** রিযিকের যিম্মাদার। কিন্তু তার পরেও রিযিক অর্জনের ধরণ খুবই আশ্চার্যজনক। **আল্লাহ্ তায়ালাকে** রায্যাক (রিযিক দাতা) মেনে এবং রিযিক দাতা হিসেবে স্বীকার করার পরও জানিনা কেন মানুষেরা সূদের লেনদেন করে। সূদে ঋণ নিয়ে ফ্যাক্টরী চালায় এবং ঘর বাড়ি নির্মাণ করে। যখন **আল্লাহ্ তায়ালাকে** রিযিকদাতা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন, তখন কোন্ বিষয়টি ঘুষ নেওয়ার জন্য বাধ্য করছে? কি কারণে ভেজাল দ্রব্য ধোঁকাবাজি করে বিক্রি করা হচ্ছে? কেন চুরি ডাকাতি ও লুটতরাজের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে? রিযিকের এই হারাম পন্থাগুলো শেষ পর্যন্ত কেন আপন করে রেখেছেন?

তৃতীয় দাবী “ইহকাল থেকে পরকাল উত্তম”

নিঃসন্দেহে ইহকাল থেকে পরকাল অধিক উত্তম। একথা দাবী করার পরেও শত কোটি আফসোস! আমাদের কর্মকাণ্ড হচ্ছে শুধুমাত্র দুনিয়াকে উত্তম ও উজ্জ্বল করা। কেবল দুনিয়ার সম্পদ সঞ্চয় করার কাজেই ব্যস্ত রয়েছি। অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার সম্পদে বিভোর দেখা যাচ্ছে এবং তাদের জীবন ধারণের অবস্থা দেখে বুঝা যাচ্ছে, দুনিয়া থেকে কখনো বিদায় নিবে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

চতুর্থ দাবী “অবশ্যই একদিন মরতে হবে”

নিঃসন্দেহে “আমাদেরকে একদিন অবশ্যই মরতে হবে।” একথা স্বীকার করার পরেও আফসোস! শত কোটি আফসোস! জীবন যাপনের ধরণ এরকম যেন কখনো মরতেই হবে না। দেখুননা হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ‘আমাদেরকে অবশ্যই একদিন মরতে হবে’ এ দাবীর বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিলেন। তার জীবন যাপনের অবস্থা এই ছিলো, সর্বদা এমনভাবে ভীত থাকতেন, যেন তাকে মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষেপিত) যাকে বর্তমানে “গ্রেফতারী পরওয়ানা” বলা হয়। অথচ এই অর্থে প্রত্যেকের জন্য গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হয়ে গেলো, কারণ যেই জন্ম লাভ করেছে, তাকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে। প্রত্যেক প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই যেন “চুড়ান্ত তালিকায়” এসে গেছে। অর্থাৎ জন্ম লাভ করার পূর্বেই তার রিযিক, বয়স নির্ধারিত হয়ে গেছে। বরং তার দাফন হওয়ার স্থানও নির্ধারিত হয়ে গেছে। মায়ের পেটে মানুষের আকৃতির নমুনা তৈরীর জন্য ফিরিশতা, জমিনের সেই অংশ থেকে মাটি সংগ্রহ করে যেখানে ঐ বান্দা জীবন অতিবাহিত করার পর মৃত্যুবরণ করে দাফন হবে। শুনুন! শুনুন! বান্দা নিজের নির্ধারিত রিযিক গ্রহণ করে জীবন অতিবাহিত করার পর মানুষের কাধেঁর উপর খাটের মধ্যে আরোহণ করে যখন কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন কি বলে। যেমন-

মৃত ব্যক্তির আহ্বান

মদীনার তাজেদার, নবী করীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “ঐ সত্ত্বার শপথ! যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, যদি মানুষেরা মৃত ব্যক্তির ঠিকানা দেখে নিতো এবং তার কথা শুনতে পেতো তখন তারা মৃত ব্যক্তিকে ভুলে গিয়ে নিজেদের জন্য কান্না করতো। (আর) যখন মৃত ব্যক্তিকে খাটের উপরে রেখে উঠানো হয়, তখন তার রূহ নড়াচড়া করে খাটের উপর বসে

www.dawateislami.net

আহ্বান করতে থাকে: “হে আমার পরিবার পরিজন! দুনিয়া তোমাদের সাথে (যেন) এমন ভাবে না খেলে, যেমনভাবে সে আমার সাথে খেলেছে, আমি হালাল এবং হারাম সম্পদ জমা করেছিলাম এবং আবার ঐ সম্পদ অপরের জন্য রেখেও এসেছি। এর উপকার তারাই ভোগ করবে, আর এর ক্ষতি আমাকে ভোগ করতে হবে। তাই যা কিছু আমার উপর ঘটেছে তাকে (তোমরা) ভয় করো। (অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণ করো।) (আত তাযকিরাতু লিল কুরতুবী, ৭৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খুবই চিন্তার বিষয়, বাস্তবিকই প্রত্যেক জানাযা বিশেষ মুবাল্লিগ স্বরূপ (প্রচারক)। সে যেন আমাদেরকে আহ্বান করে বলছে: হে আমার পরে (দুনিয়াতে) বসবাসকারী লোকেরা! যেভাবে আমি আজ দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। অচিরেই তোমাদেরকেও আমার পিছনে পিছনে চলে আসতে হবে। অর্থাৎ জানাযা যেন আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করে যাচ্ছে।

জানাযা আগে বাড়কে কেহ রাহা হে আয় জাহা ওয়ালো,
মেরে পিছে চলে আও তোমহারা রেহনুমা মে হো।

মৃত ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা

শরহুস সুদূর কিতাবে বর্ণিত রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা সায়িদ বিন মুসাইয়্যব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেছেন: একদা আমরা হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সঙ্গে মদীনা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর একটি কবরস্থানে গেলাম। হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم কবরবাসীদেরকে সালাম করলেন এবং বললেন: হে কবরবাসীরা! তোমরা কি নিজেদের সংবাদ শুনাবে, নাকি আমরা শুনাবো? সায়্যিদুনা সায়িদ বিন মুসাইয়্যব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: আমরা সকলেই কবর থেকে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ এর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আর কেউ একজন বলছেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনিই সংবাদ প্রদান করুন, আমাদের মৃত্যুর পর কি হয়েছে?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم তখন বললেন: "শুনে নাও! তোমাদের (রেখে যাওয়া) সম্পদ বন্টন হয়ে গেছে। তোমাদের স্ত্রীরা অন্য স্বামী গ্রহণ করে নিয়েছে, তোমাদের সন্তানেরা ইয়াতিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। (আর) যে ঘরকে তোমরা অনেক মজবুত করে তৈরী করেছিলে সেখানে আজ তোমাদের শত্রুরা বসবাস করছে।" এখন তোমরা তোমাদের অবস্থা শুনাও! এ কথা শুনার পর একটি কবর থেকে আওয়াজ আসলো: "হে আমীরুল মু'মিনীন! (আমাদের) কাফন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে, (আমাদের) চুলগুলো ঝড়ে পড়ে এদিক সেদিক হয়ে গেছে, আমাদের শরীরের চামড়া টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। আমাদের চোখ দুটি বেয়ে চেহারায় এসে গেছে এবং আমাদের নাকের ছিদ্র থেকে পুঁজ বের হচ্ছে আর আমরা যা কিছু আগে পাঠিয়েছিলাম (অর্থাৎ যা আমল করেছি) তা আমরা পেয়েছি। যা কিছু পিছনে রেখে এসেছি তা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি।

(শরহুস সুদূর, ২০৯ পৃষ্ঠা। ইবনে আসাকির, ২য় খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)

T.V. রেখে মৃত্যুবরণ করায় কবরে শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যুর পরে কি রেখে যাচ্ছি, তার উপরও মানুষের গভীর চিন্তা করা উচিত। অবৈধ ব্যবসা বা জুয়ার আসর অথবা মদের দোকান কিংবা মিউজিক সেন্টার বা ফ্লিম ইন্ডাষ্ট্রি অথবা সিনেমা ঘর কিংবা নাট্যমঞ্চ বা গুনাহের সরঞ্জাম ইত্যাদি রেখে মারা গেলে, তখন তার পরিণাম খুবই ভয়াবহ ও কষ্ঠদায়ক হবে। একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শুনুন: একজন ইসলামী ভাই লন্ডন থেকে একটি চিঠি পাঠিয়ে ছিলো, যার সারাংশ নিজের ভাষায় বর্ণনা করার চেষ্টা করছি: বাবুল ইসলাম (সিন্ধু প্রদেশে) বসবাসকারী একজন বুযুর্গ বলেছেন: "এক রাতে আমি কবরস্থানের ভিতরে (গিয়ে) একটি তাজা কবরের পাশে বসে গেলাম, যাতে শিক্ষা অর্জন হয়। বসে বসে আমার ঘুম এসে গেলো এবং কবরের অবস্থা আমার কাছে প্রকাশ হয়ে গেলো। দেখতে পেলাম ঐ কবরবাসী আগুনে জ্বলছে এবং চিৎকার করে করে সে আমাকে বলছে: "আমাকে বাঁচাও! আমাকে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

বাঁচাও।" আমি বললাম: "আমি কিভাবে বাঁচাতে পারি? সে বললো: কিছুদিন আগেই আমার মৃত্যু হয়েছে। আমার যুবক ছেলে এসময় টিভি তে সিনেমা দেখছে। যখনই সে এমন করে, তখন আমার উপর কঠিন আযাব শুরু হয়ে যায়। **আল্লাহ্**র দোহাই আমার যুবক ছেলেকে বুঝাবেন যাতে বিলাসীতা পূর্ণ জীবন ধারণ করা ছেড়ে দেয়, সে যেন এ টিভি না দেখে। কেননা, সেটা আমি ক্রয় করে ছিলাম, আর এখন এর কারণে আযাবে ফেঁসে গেছি। আফসোস! আমি সন্তানদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু ইসলামী শিক্ষা দিইনি। তাদেরকে গুনাহ থেকে বিরত রাখিনি এবং কবর ও আখিরাতের ব্যাপারে সাবধান করিনি। কবরবাসী নিজের নাম ও ঠিকানা বলে দিলেন। সুতরাং আমি সকালে পার্শ্ববর্তী গ্রামে অবস্থিত মরহুমের ঘরে গেলাম। যুবক তখন ঐ রাতে টিভিতে সিনেমা দেখার (কথা) স্বীকার করলেন। আমি যখন তাকে আমার স্বপ্ন শুনালাম তখন মর্মাহত হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং নিজ ঘর থেকে টিভি বের করে দিলেন।

প্রিয় নবী ﷺ এর মোবারকবাদ

একজন মেজরের বর্ণনা; আমি তখন 'মংগলা ডেম' স্থানে অবস্থান করতাম "জাহলাম" এর ইসলামী ভাইয়েরা সুন্নাতে ভরা বয়ানের কয়েকটি ক্যাসেট আমাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করে। আর সে ক্যাসেটগুলো ঘরে চালানো হলো। তাতে বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের ঐ বুযুর্গ ব্যক্তির ঘটনাও ছিলো। এ ঘটনা শুনে আমরা সবাই **আল্লাহ্ তায়ালা**র আযাবে ভয় পেয়ে গেলাম এবং সর্ব সম্মতিক্রমে টিভিকে ঘর থেকে বের করে দিলাম। **আল্লাহ্**র শপথ! টিভি ঘর থেকে বের করে দেয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পর আমার সন্তানের মা (আমার স্ত্রী) স্বপ্নে **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভে ধন্য হলেন এবং **প্রিয় আক্বা, দোজাহানের বাদশাহ, হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছেন: "মোবারক হোক। কেননা, তোমাদের ঘর থেকে টিভি বের করে দেয়ার আমলটি **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে কবুল হয়ে গেছে।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ পাক** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

এগুলো ঐ সময়ের ঘটনাবলী যখন **দা'ওয়াতে ইসলামী** মহিলা এবং গান-বাজনা ইত্যাদি থেকে পবিত্র ১০০% ইসলামী "মাদানী চ্যানেল" এর যাত্রা শুরু করেনি। "মাদানী চ্যানেল" ব্যতীত দুনিয়া ব্যাপী এটা লিখা পর্যন্ত আমার জানা মতে এখনও কোন বিশুদ্ধ শরয়ী চ্যানেল নেই। তাই বর্ণিত ঘটনাবলী ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটে একেবারে সঠিক। কেননা, ঐসব লোকেরা গুনাহে ভরা অনুষ্ঠান দেখতো। এখনো বিভিন্ন চ্যানেলে গুনাহে ভরা অনুষ্ঠান দেখে এমন ব্যক্তিদের জন্য এটাই অনুরোধ যে, ঐ **T.V.** কে ঘর থেকে বের করে দিবেন এবং এর মাধ্যমে যতো গুনাহ করেছে, সেগুলো থেকে তাওবাও করবে। হ্যাঁ! যদি দেখতেই হয় বরং অবশ্যই দেখুন এবং এজন্য এমন ব্যবস্থা করুন যে, যেন আপনার **T.V.** তে শুধু মাদানী চ্যানেলই চলে। কুরআন তিলাওয়াত, নাত শরীফ, সুন্নাতে ভরা বয়ান সমূহ এবং রং-বেরঙের মাদানী ফুলের বরকতে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার ঘর শান্তির নীড়ে পরিণত হবে। অন্যান্য চ্যানেল বন্ধ করার তিনটি পদ্ধতি লক্ষ্য করুন: ❄ ম্যানুয়েল টিউনের মাধ্যমে নিজের কাঙ্ক্ষীত চ্যানেলকে অন্যান্য সকল চ্যানেলের উপর সেট **(Set)** করে দিন। ❄ টিভিতে প্রদত্ত ব্লক সিস্টেমের মাধ্যমে অন্যান্য চ্যানেল ব্লক করে দিন। ❄ আজকাল নতুন ডিভাইসের মধ্যে নির্দিষ্ট চ্যানেলের পাসওয়ার্ড লাগাতে পারেন।

বাহানা করিও না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এবার দেখুন! কোন সৌভাগ্যবান এমন রয়েছে, যে নিজের ঘর থেকে **T.V.** বের করে বা শুধুমাত্র এতে মাদানী চ্যানেলের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়। আর **আল্লাহ্র** পানাহ! কোন দূর্ভাগা এমন রয়েছে, যে গুনাহে ভরা অনুষ্ঠান সহ **T.V.** রেখে মারা যায় এবং **আল্লাহ্** না করুক! **আল্লাহ্** না করুক! **আল্লাহ্** না করুক! কবরে গিয়ে ফেঁসে যায়! হয়তঃ শয়তান আপনাকে এই কুমন্ত্রণা দিতে পারে যে, বুঝতে পারছিনা, **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালারা কোথা থেকে এরকম "ঘটনাবলী" সংগ্রহ করে আনে, **T.V.** তো মাদানী চ্যানেলের

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

পূর্বেও অমুক অমুকের ঘরে বিদ্যমান ছিলো। দেখুন! আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই দলীল যথেষ্ট নয়। আপনি আমার বর্ণনাকৃত ঘটনাবলী বিশ্বাস করুন বা না করুন কিন্তু **আল্লাহ্**কে ভয়কারী ব্যক্তির অন্তর চিৎকার করে করে বলবে যে, এটা (টিভি) সাধারণত গুনাহের মিটারকে খুব দ্রুত পরিচালনাকারী। এর অনর্থক অনুষ্ঠান সমূহ সমাজকে নষ্ট ও ধ্বংস করে দিয়েছে, চরিত্র খারাপ করে দিয়েছে। লজ্জাহীনতা, পর্দাহীনতা এই টিভির কারণেই অনেক বেশি ব্যাপক হয়েছে এবং কিছু স্বল্পতা ছিলো তা ডিস-এন্টিনা পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। **T.V.** ই একমাত্র আমাদের স্ত্রী-কন্যাকে নতুন নতুন খারাপ খারাপ ফ্যাশন শিখিয়েছে। আমাদের যুবক ছেলে সন্তানদেরকে দুঃচরিত্র প্রেমে পরিপূর্ণ নাটক দেখিয়ে যুবতীদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাদের জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর এই কৌশলে আমাদের কন্যাদেরকেও নষ্ট করে দিয়েছে। ছোট ছোট বাচ্চাদের অবস্থা এমন করে দিয়েছে যে, তারা সঙ্গীতের তালে পায়ের টাখনু নাড়তে ও নাচতে দেখা যায়, এরপর যদিও আংশিক অসম্পূর্ণতা ছিলো তা ইন্টারনেট এর মাধ্যমে পূর্ণ করতে লাগলো। মুসলমান ধ্বংসের অতল গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। ইসলামের শত্রুদের শক্তি এ পর্যায়ে শোচনীয়ভাবে পিছনেই পড়ে গেছে এবং তারা (মুসলমানদের) এত বেশি বিলাসিতাপূর্ণ ও প্রমোদ প্রেমিক এর অভ্যস্ত করে দিয়েছে যে, **আল্লাহ্র** পানাহ! এখন মুসলমানরা অমুসলিমদের পূর্ণরূপে মুখাপেক্ষী হয়ে গেছে। অথচ এমন একটি সময় ছিলো, শুধুমাত্র ৩১৩ জন মুসলমান বদর ময়দানে এসে দুষ্ট কাফিরদের ১ হাজার সৈন্যকে লাঞ্ছিতভাবে পরাজিত করেছিল এবং তাদের শান এমন ছিলো যে,

গোলামানে মুহাম্মদ জান দেনে ছে নেহী ডরতে,
ইয়ে ছরকাট জায়ে ইয়া রেহ জায়ে ওহ পরওয়া নেহী করতে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করুন এবং এটাও অঙ্গিকার করুন: "আগামীতে গুনাহ থেকে বেঁচে সৎকাজ করবো।" ভীত হয়ে তাওবা করার দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য আসুন কয়েকটি গুনাহের শাস্তি শ্রবন করি:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

ভয়ানক উপত্যকা

জাহান্নামে 'গাই' নামক একটি ভয়ানক উপত্যকা রয়েছে। যার উত্তপ্ততা থেকে জাহান্নামের অন্যান্য উপত্যকাগুলো আশ্রয় চাই। এই উপত্যকা ব্যভিচারী, মদপান কারী, সূদখোর, মিথ্যা সাক্ষী দাতা, মাতা-পিতার অবাধ্য ও বেনামাযীর জন্য রয়েছে। **(রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)**

টাক ওয়ালা সাপ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যাকে **আল্লাহ্ তায়ালা** সম্পদ দান করেছেন এবং সে ঐ সম্পদের যাকাত প্রদান করলো না, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে একটি টাক ওয়ালা সাপের আকৃতিতে পরিণত করা হবে। আর ঐ সাপটির দুইটি তিলক থাকবে (যা তার মারাত্মক বিষাক্ত হওয়ারই নমুনা) এবং সে সাপটিকে ঐ ব্যক্তির গলার হার বানিয়ে দেয়া হবে যেটা নিজের চোয়াল দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে দংশন করতে থাকবে আর বলবে: আমি হচ্ছি তোমার সম্পদ, তোমার ধন ভান্ডার।" **(সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, ৪৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৪০৩)**

চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায কবুল হবে না

মদ পানকারীরা কান লাগিয়ে শুনুন এবং থর থর করে কেঁপে উঠুন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে মদ পান করবে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। যদি সে তাওবা করে **আল্লাহ্ তায়ালা** তার তাওবা কবুল করবেন। অতঃপর যদি ২য়বার পুনরায় মদ পান করে, তবে পুনরায় পরবর্তী চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। সে যদি তাওবা করে, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** তার তাওবা কবুল করবেন। অতঃপর যদি ৩য়বার মদ পান করে, তখনও পুনরায় পরবর্তী চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। যদি সে

www.dawateislami.net

তাওবা করে, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** তার তাওবা কবুল করবেন। পুনরায় যদি সে ৪র্থবার মদ পান করে, তখনও পরবর্তী চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। এরপর সে যদি তাওবা করে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার তাওবা কবুল করবেন না এবং তাকে নাহরে খাবাল (অর্থাৎ দোযখীদের পূঁজের নদী) থেকে পান করানো হবে।" (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮৬৯)

শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মদের প্রতি ঘৃণা

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم মদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন: "যদি কোন কূপে মদের একটি ফোঁটা পড়ে এবং তার উপর মিনার নির্মাণ করা হয়, তবে আমি ঐ মিনারে আযান দেবনা। আর যদি কোন সাগরে মদের একটি ফোঁটা পড়ে অতঃপর ঐ সাগরটি শুকিয়ে যায় এবং তাতে ঘাঁস জন্মায়, তবে ঐ ঘাসে আমি আমার পশু চরাবো না। (রুহুল বয়ান, ১ম খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা)

অত্যাচারী পিতা-মাতারও আনুগত্য

পিতা-মাতার অবাধ্যদেরকে ভয়ে তাওবা করে নেওয়া এবং মাতা পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদেরকে সন্তুষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন নতুবা অবস্থা করুণ হবে। **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির সকাল আপন মাতা-পিতার আনুগত্য করা অবস্থায় হয়, তার জন্য সকালেই জান্নাতের দুইটি দরজা খুলে যায়। আর মাতা পিতার মধ্য থেকে একজনও (জীবিত) থাকে, তবে একটি দরজা খুলে যায়। আর (যদি) যে ব্যক্তি মাতা পিতার ব্যাপারে **আল্লাহ্**র নাফরমানী করে সন্ধ্যা (অতিবাহিত) করলো, তার জন্য সকালেই জাহান্নামের দুইটি দরজা খুলে যায়। আর মাতা-পিতা থেকে (যদি) একজনই (জীবিত) থাকে, তবে একটি দরজা খুলে যায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

এক ব্যক্তি আরয করলো: "যদিও মাতা-পিতা তার উপর জুলুম করে।" ইরশাদ করলেন: "যদিও জুলুম করে, যদিও জুলুম করে, যদিও জুলুম করে।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৯১৬)

ওয়াদা ভঙ্গকারীর শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি মাতা-পিতা শরীয়াত বিরোধী আদেশ দেয় তখন সে ব্যাপারে তার কথার আনুগত্য করা যাবে না। যেমন- হারাম সম্পদ উপার্জন করে আনা অথবা দাঁড়ি মুণ্ডানোর নির্দেশ দেয় তখন তার এ কথা মানা যাবে না। গুনাহের কথায় বা কাজে মাতা পিতার আনুগত্যকারী গুনাহগার এবং জাহান্নামের হকদার হবে। যে কথায় কথায় ওয়াদা করে নেয় কিন্তু শরীয়াত সম্মত কারণ ছাড়া পূর্ণ করে না, তার জন্য খুবই চিন্তার বিষয়। যেমন- **মক্কা মদীনার সুলতান, প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে কোন মুসলমানের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করে তার উপর **আল্লাহ্ তায়ালা** ও ফিরিশতাগণ এবং সকল মুসলমানের লানত বর্ষিত হয়। আর তার কোন ফরয ও নফল (ইবাদত) কবুল হবে না।

(বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৬১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮৭০)

পেটের মধ্যে সাপ

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মেরাজের রাতে আমাকে এমন একটি গোত্রের নিকট ভ্রমণ করানো হয়েছে, যাদের পেট ছোট কক্ষের মত ছিলো তাতে সাপে ভরা ছিলো, যা পেটের বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিলো আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "হে জিব্রাঈল! এরা কোন লোক? তখন তিনি বললেন: "এরা ঐসব লোক যারা সূদ খেতো।"

(ইবনে মাজাহ্, ৩য় খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৭৩)

www.dawateislami.net

৩৬বার যিনার চেয়েও জঘন্য

আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় মাহবুব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সূদের একটি দিরহাম (টাকা) জেনে বুঝে খাওয়া ৩৬ বার যিনা (ব্যভিচার) করা থেকেও বেশি মারাত্মক এবং কঠিন গুনাহ্।"

(সুনানে দারু কুত্নী, ৩য় খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮১৯)

জাহান্নামের পাথেয়

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; "বান্দা যা হারাম সম্পদ উপার্জন করবে যদি (তা) খরচ করে তাতে কোন বরকত হবে না। আর যদি সদকা বা দান খয়রাত করে তা কবুল হবে না এবং যদি ঐ সম্পদ নিজের অবর্তমানে রেখে মারা যায়, তবে সেটা তার জন্য জাহান্নামের পাথেয় হিসাবে পরিণত হবে।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২য় খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৬৭২) সূদের ধ্বংসলীলা এবং তা থেকে বেঁচে ব্যবসা ইত্যাদি করার পদ্ধতি সমূহের উপর জ্ঞান অর্জন করার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা "সূদ ও এর প্রতিকার" অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার চক্ষুদ্বয় খুলে যাবে।

সুন্নাতের বাহার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুশে আসুন! উদাসীনতা থেকে জাগ্রত হোন! তাড়াতাড়ি গুনাহ থেকে তাওবা করে নিন। পশ্চিমা সভ্যতা থেকে দূরে থাকুন। **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত সমূহ আঁকড়ে ধরুন। নিজের সংশোধনের সাথে সাথে অন্যান্যদের সংশোধনেরও মনমানসিকতা তৈরী করুন। নেকীর দাওয়াতের জন্য নিজেকে বিলীন করার আগ্রহ সৃষ্টি করুন। জান, মাল এবং সময় সবকিছু সুন্নাত জীবিত করার জন্য উৎসর্গ করার আগ্রহ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

বৃদ্ধি করুন এবং নিয়্যত করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে** إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।" নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিখা এবং শিখানো হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারা রাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ। আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলায় সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং দৈনন্দিন "ফিক্‌রে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সুন্নাতের অনুসারী হওয়া, গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া এবং ঈমান হিফাযতের জন্য চিন্তাভাবনা করার মনমানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কবর ও দাফনের মাদানী ফুল

❋ **আল্লাহ্ তায়ালার** বাণী:

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿۲۵﴾ اَحْيَآءً وَّ اَمْوَاتًا ﴿۲۶﴾

(পারা- ২৯, সূরা- মুরসালাত, আয়াত- ২৫, ২৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি কি জমিনকে একত্রকারী করিনি। তোমাদের জীবিত ও মৃতদের।

এ আয়াতে মোবারাকার ব্যাখ্যায় "নূরুল ইরফান" ৯২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে; এভাবে যে, জীবিতরা জমিনের পৃষ্ঠের উপর আর মৃতরা জমিনের পেটে একত্রিত আছে। ❋ মৃতকে দাফন করা ফরযে কিফায়া (অর্থাৎ একজনও দাফন করে দেয় তবে সবাই দায়মুক্ত হয়ে যাবে, নতুবা যার কাছে সংবাদ পৌছেছিল আর দাফন করাইনি গুনাহগার হবে) মৃতকে জমিনে রেখে চারিদিক থেকে দেয়াল দিয়ে বন্ধ করে দেয়া জায়েয নেই। (বাহারে শরীয়তে, ১ম খন্ড, ৮৪২ পৃষ্ঠা) ❋ কবর সমূহ **আল্লাহ্ তায়ালার** নেয়ামত। কেননা, এতে মৃতকে দাফন করে দেয়া হয়। যাতে পশু এবং অন্যান্য বস্তুগুলো তার খেয়ানত না করে। ❋ নেককারদের কাছাকাছি দাফন করা চাই। কেননা, তার বরকতে সে উপকার লাভ করে থাকে। যদি আল্লাহর পানাহ আযাবের হকদার ও হয়ে যায়, তখন তিনি সুপারিশ করে থাকেন। ঐ রহমত যা নেককারের উপর অবতীর্ণ হয় তাকেও আবৃত করে নেয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিজেদের মৃতদেরকে নেককার লোকদের নিকটবর্তী দাফন করো।"[১] (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা) ❋ রাতে দাফন করার মধ্যে কোন সমস্যা নেই।[২] ❋ একটি কবরে একজন থেকে বেশি প্রয়োজন ব্যতিত দাফন করা জায়েয় নেই, আর প্রয়োজন হলে করতে পারে।[৩] ❋ জানাযার খাট কবর

(১) (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা)
(২) (জাওয়াহের, ১৪১ পৃষ্ঠা)
(৩) (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৪৬ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

থেকে কিবলার দিকে রাখা মুস্তাহাব যেন মৃতকে কিবলার দিক থেকে নামানো হয়। ❋ কবরের পায়ের দিকে রেখে মাথার দিকে আনবেন না।(১) ❋ প্রয়োজন সাপেক্ষ দু বা তিন আর উত্তম হলো, শক্তিশালী ও নেককার লোক কবরে নামবে।(২) ❋ প্রয়োজনে মৃত মহিলা হলে মুহরিম কবরে নামবে আত্মীয় স্বজন আর এরাও না থাকলে নেককার দের দ্বারা নামাবেন। ❋ মৃত মহিলাকে কবরে নামানো থেকে তকতা লাগানোর পর্যন্ত কোন কাপড় দ্বারা ঘিরে রাখবেন। ❋ কবরে নামানোর সময় এ দোয়া পাঠ করুন: بِسۡمِ اللّٰہِ وَ بِاللّٰہِ وَ عَلٰی مِلَّۃِ رَسُوۡلِ اللّٰہ(৩) ❋ মৃতকে ডান পার্শ্বে শুয়াবেন এবং কিবলার দিকে করে দিন এবং কাফনের বন্ধন খুলে দিন যে এখন আর প্রয়োজন নেই, না খুললেও কোন সমস্যা নেই।(৪) ❋ কাফনের গিরা যে খোলে সে খোলার সময় এ দোয়া পাঠ করবে: اَللّٰھُمَّ لَاتَحۡرِمۡنَا اَجۡرَہٗ وَلَاتَفۡتِنَّا بَعۡدَہٗ۔(৫) **অনুবাদ: হে আল্লাহ্!** আমাদেরকে এর সওয়াব থেকে বঞ্চিত করো না এবং আমাদেরকে এরপর ফিতনায় ফেলিওনা। ❋ কবর কাঁচা ইট(৬) দ্বারা বন্ধ করে দিবেন যদি মাটি নরম হয় তবে (লাকড়ীর) তকতা লাগানো জায়েয।(৭) ❋ এখন মাটি দেয়া যাক, মুস্তাহাব হলো, মাথার দিক থেকে উভয় হাতে তিনবার মাটি দিবে। প্রথমবার বলবে: مِنۡهَا خَلَقۡنٰكُمۡ(৮)

---

(১) (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৪৪ পৃষ্ঠা)
(২) (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)
(৩) (তানভিরুল বাছার, ৩য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)
(৪) (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা। জওহেরা, ১৪০ পৃষ্ঠা)
(৫) (হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মায়াকিল ফালাহ, ২০৯ পৃষ্ঠা)
(৬) (কবরের ভিতরের অংশ আগুনে পোড়া পাঁকা ইট লাগানো নিষেধ কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখন সিমেন্টের দেয়াল এবং স্লেব এ প্রচলন রয়েছে এজন্য সিমেন্টের দেয়াল এবং সিমেন্টের তাক সমুহের ঐ অংশ যা ভিতরের দিকে রাখা হয় কাঁচা মাটির দ্বারা লিপে দিবেন। **আল্লাহ্ তায়ালার** মুসলমানদের আগুনের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)
(৭) (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৮৪৪ পৃষ্ঠা)
(৮) (আমি মাটি থেকে তোমাকে সৃষ্টি করেছি)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

দ্বিতীয়বার: وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ(১) তৃতীয়বার: وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى(২) বলবে। এখন বাকি (মাটি) কোদাল ইত্যাদি দ্বারা দিবেন।(৩) ❋ যতটুকু মাটি কবর থেকে বের হয়েছে তার বেশি দেয়া মাকরুহ।(৪) ❋ হাতে যে মাটি লেগেছে, সেগুলোকে ঝেড়ে দেয়া বা ধৌত করার স্বাধীনতা রয়েছে।(৫) ❋ কবর চার কোনাবিশিষ্ট বানাবেন না বরং এটি উটের কোহানের মতো ঢালু রাখবেন। (দাফনের পর) এর উপর পানি ছিটানো উত্তম। কবর এক বিঘত পরিমান উচু হওয়া বা একটু বেশি।(৬) দাফনের পর কবরের উপর আযান দেয়া সাওয়াবের কাজ এবং মৃতের জন্য খুবই ফল দায়ক।(৭) ❋ মুস্তাহাব হলো, দাফনের পর কবরের উপর সুরা বাকারার শুরু ও শেষ আয়াত তিলাওয়াত করা, শিয়রে (অর্থাৎ মাথার দিকে) الٓمّٓ থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে শেষ পর্যন্ত তিলওয়াত করা।(৮) ❋ দাফন করার পর কবরের পাশে এতটুকু অবস্থান করা মুস্তাহাব, যতটুকু পরিমাণ সময়ে উট জবেহ করে মাংস বন্টন করে দেয়া যায়। কেননা, এরা থাকার দ্বারা মৃতের প্রশান্তি লাভ হয় এবং মুনকার-নকীর ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে ভয় হবে না, আর ততটুকু সময় কুরআন তিলাওয়াত এবং মৃতের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফার করবে এবং এ দোয়া করবে যেন মুনকার-নকীরের প্রশ্নের জবাবে অটল থাকে।(৯) ❋ শাজারা ও আহাদনামা কবরে দেয়া জায়েয, বরং "দুররে মুখতার" কিতাবে কাফনের উপর আহাদনামা লিখাকে জায়েয বলেছেন আর বলেন: এর দ্বারা মাগফিরাতের আশা করা যায়

(১) (এর মধ্যে তোমাকে ফিরিয়ে আনবো)
(২) (আর এর থেকে তোমাকে পূনরায় বের করব)
(৩) (জওহেরা, ১৪১ পৃষ্ঠা)
(৪) (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)
(৫) (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৪৬ পৃষ্ঠা)
(৬) (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৪৬ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা)
(৭) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা)
(৮) (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৪৬ পৃষ্ঠা)
(৯) (প্রাগুক্ত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এবং মৃতের বুক এবং কপালের উপর بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লিখা জায়েয। এক ব্যক্তি এটা লিখার ওসিয়ত করে ছিলো; ইন্তিকারের পর বুক এবং কপালের উপর যেন بِسۡمِ اللّٰہ শরীফ লিখে দেয়া হয়, কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো। সে বললো: যখন আমাকে কবরে রাখা হলো আযাবের ফেরেশতা আসলো। ফেরেশতারা যখন কপালের উপর بِسۡمِ اللّٰہ শরীফ লিখা দেখলো তখন বললো: তুমি আযাব থেকে বেঁচে গেছো। (দুররে মুখতার, গুনিয়া) এমনও হতে পারে যে, কপালের উপর بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লিখবে এবং বুকের উপর কলেমায়ে তায়্যিবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিন্তু গোসলের পর কাফন পরিধানের আগে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা লিখবে, কালি দ্বারা লিখবে না।(১)

❋ কবর থেকে মৃতের হাড্ডি সমূহ বাহিরে বেরিয়ে আসলে তখন ঐ হাড্ডি সমূহকে দাফন করা ওয়াজীব। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা)

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো,
শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো,
খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ
এর প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

২৯ মুহাররামুল হারাম ১৪৩৬ হিজরি
২৩-১১-২০১৪

(১) (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৪৮ পৃষ্ঠা। রাদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

বয়ান নং ৮

মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- কবরে মাটি দেয়ার কারণে ক্ষমা হয়ে গেল
- আহ! আমার যদি আমাকে জন্মই না দিতো
- দুনিয়াবী জিনিসের অনুশোচনা
- আহ! আমি যদি সেই ব্যক্তি হতাম
- ঈমান সহকারে মৃত্যুর ওযীফা

পৃষ্ঠা উল্টান

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা(১)

হয়তো নফস প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, তবুও এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিজের আখিরাতের মঙ্গল করুন।

ফোঁড়ার অপারেশন

আফতাবে শরীয়াত ও তরিকত, শাহাজাদায়ে আ'লা হযরত, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা হামিদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অনেক বড় ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানী, আশিকে রাসূল, সাহাবীদের শানে প্রাণ উৎসর্গকারী, আউলিয়ায়ে কিরামের ভালবাসা পোষণকারী এবং দরূদ ও সালামের আশিক ছিলেন। যখনই জ্ঞান অর্জন ও পাঠদান থেকে অবসর হতেন তখন যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। তার শরীর মোবারকে ফোঁড়া হয়ে গিয়েছিলো, যার অপারেশন করা আবশ্যক হয়ে গিয়েছিলো। ডাক্তার বেহুশ করার ইনজেক্শন দিতে চাইলে তিনি নিষেধ করে দেন, অতঃপর তিনি দরূদ ও সালামের ওযীফা পাঠে ব্যস্ত হয়ে যান, এরূপ অনুভূতি ও হুশ থাকাবস্থায় অবস্থায় দুই-তিন ঘন্টা পর্যন্ত অপারেশন

(১) এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিনদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা (সিন্ধু প্রদেশ) পহেলা মুহার্‌রামুল হারাম ১৪২৫ হিজরি রোজ রবিবার (২০,২১,২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ ইংরেজি সাহারায়ে মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী) তে প্রদান করেছিলেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

--- মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

হতে থাকে। দরূদ শরীফের বরকতে তিনি কোন ধরণের কষ্টকর অবস্থা প্রকাশ হতে দেননি। (তাযকিরায়ে মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ৪৮৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কবরে মাটি দেয়ার কারণে ক্ষমা হয়ে গেলো

এক ব্যক্তির ইন্তিকালের পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللهُ تَعَالٰى بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তরে বললেন: আমার আমল পরিমাপ করা হলো, গুণাহের ওজন বেড়ে গেলো, অতঃপর একটি থলে আমার নেকীর পাল্লায় রাখা হলো, যার কারণে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে গেলো এবং আমার ক্ষমা হয়ে গেলো। যখন সেই থলেটি খোলা হলো তখন তার মধ্যে সেই মাটি দেখলাম যা আমি এক মুসলমানের দাফনের সময় তার কবরে দিয়েছিলাম। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪র্থ খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কেউ সত্যিই বলেছেন:

রহমতে হক 'বাহা' না মে জুইদ, রহমতে হক 'বাহানা' মে জুইদ।

(অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত মূল্য নয়, বাহানা খোঁজে থাকে)

কবরে মাটি দেওয়ার পদ্ধতি

মুসলমানের কবরে মাটি দেওয়া মুস্তাহাব। এর পদ্ধতি হলো: কবরের মাথার পার্শ্ব হতে দুই হাতে মাটি উঠিয়ে তিনবার কবরে দেবে, প্রথমবার দেওয়ার সময় বলবে: مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ(১) দ্বিতীয়বার দেওয়ার সময় বলবে: وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ(২) এবং

---

(১) কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি জমিন থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি।
(পারা: ১৬, সূরা: ত্বাহা, আয়াত: ৫৫)

(২) কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সেটার মধ্যেই তোমাদেরকে আবার নিয়ে যাবো।
(পারা: ১৬, সূরা: ত্বাহা, আয়াত: ৫৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

তৃতীয়বার দেওয়ার সময় বলবে: وَ مِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً اُخۡرٰی(১) এবার বাকী মাটি কোদাল ইত্যাদি দিয়ে ঢেলে দিন।

কবরের নিকট উপস্থিত হয়ে কান্নাকাটি

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ যখন কারো কবরে উপস্থিত হতেন তখন এমনভাবে কান্নাকাটি করতেন যে, তাঁর দাঁড়ি মোবারক ভিজে যেতো। আরয করা হলো: "জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করার সময় আপনি কান্না করেন না কিন্তু কবরে গিয়ে অনেক কান্নাকাটি করেন, এর কারণ কি?" বললেন: আমি **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করতে শুনেছি: "আখিরাতের সর্বপ্রথম ধাপ হলো কবর, যদি কবরবাসীরা এর থেকে মুক্তি পায় তবে পরবর্তী অবস্থা তার জন্য সহজ হয়ে যায় এবং যদি মুক্তি না পায়, তবে পরবর্তী অবস্থা খুবই কঠিন হবে।

(ইবনে মাযাহ, ৪র্থ খন্ড, ৫০০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪২৬৭)

ওসমানী ভয়

আল্লাহ্! আল্লাহ্! যুন্নুরাঈন, কুরআন সংকলক, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর খোদা ভীরুতা! তাঁর উপাধী এই কারণেই যুন্নুরাঈন ছিলো যে, তাঁর বিবাহ বন্ধনে **রহমতে কাওনাঈন, নানায়ে হাসাইন, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একের পর এক দুই শাহ্জাদী ছিলো, তিনি দুনিয়াতেই নিশ্চিত জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ পেয়েছিলেন এবং তাঁকে নিস্পাপ ফিরিশতারা লজ্জা করতো। এরপরও কবরের ভয়াবহতা এবং অন্ধকারাচ্ছন্নতা সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন, খোদাভীতির আধিক্যের সময়ে তিনি একবার বলেন: "যদি আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং

(১) <u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: এবং সেটা থেকে পুনরায় তোমাদেরকে বের করবো।

(পারা: ১৬, সূরা: ত্বাহা, আয়াত: ৫৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

এটা জানিনা যে, এ দু'টির মধ্য হতে কোনটিতে যাবো তবে আমি সেখানেই ছাই হয়ে যাওয়া পছন্দ করবো।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৮৩, সংক্ষেপিত)

আহ! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতো

আফসোস! শত কোটি আফসোস! আমাদের অন্তরে গুণাহের জমাট বেঁধে গেছে, অথচ নিঃসন্দেহে জানি যে, মৃত্যু আসবেই, হয়তো আজই এসে যাবে এবং আমাদের কবরে নামিয়ে দেয়া হবে, এটাও জানি যে, রাতে বিদ্যুৎ চলে গেলে, মনে ভয় চলে আসে এবং অন্ধকার ভয়ের জন্ম দেয়, এরপরও কবরের ভয়াবহ অন্ধকারের কোন অনুভূতি নাই। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিশ্চিত জান্নাতী হওয়ার পরও খোদাভীতিতে কাঁপতে থাকতেন। একবার খোদাভীতির অতিশয্যে তিনি একটি খড়ের টুকরো হাতে নিয়ে বললেন: "আহ! আমি যদি এই খড় হতাম, কখনো বলতেন: আহ! আমাকে যদি সৃষ্টিই না করা হতো, কখনো বা বলতেন: আহ! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতো। (ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

কাশকে না দুনিয়া মে পয়দা মায় হুয়া হোতা,
কবর ও হাশর কা সব গম খতম হো গিয়া হোতা।
গুলশানে মদীনা কা কাশ! হোতা মে সবঝা,
ইয়া মে বন কে এক তিনকা হি ওহাঁ পড়া হোতা।
আহ! সলবে ঈমাঁ কা খউফ খায়ে জাতা হে,
কাশকে মেরী মা নে হি নেহী জানা হোতা।

দুনিয়াবী জিনিসের অনুশোচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! আমরা অনুশোচনায় ভরা মৃত্যুর প্রস্তুতি থেকে একেবারে উদাসীন। মনে রাখবেন! জীবন চলার পথে ঐ সকল জিনিস যার প্রতি মানুষের শুধুমাত্র দুনিয়াবী ভালবাসা ছিলো, মৃত্যুর পর এসবের

www.dawateislami.net

স্মরণ মানুষকে ব্যাকুল করে তুলে এবং এই আক্ষেপ মৃতের জন্য অসহ্য হয়ে পড়ে, এই বিষয়টি এভাবে বুঝার চেষ্টা করুন যে, যখন কারো ফুলের মতো একমাত্র সন্তান হারিয়ে যায়, তবে সে কিরূপ ব্যাকুল হয়ে যায় এবং পাশাপাশি তার ব্যবসা বানিজ্য ইত্যাদি যদি ক্ষতির সম্মুখীন হয় তবে তার আক্ষেপ অনুশোচনার অবস্থা কেমন হবে! তাছাড়া সে যদি কোন বড় পদের অফিসার হয় এবং বিপদের উপর বিপদ যদি তার এই পদচ্যুতি হয় তবে তার উপর যে কষ্ট ও আক্ষেপের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে তা কেবল সেই বলতে পারবে। সুতরাং তার পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন এবং বন্ধু-বান্ধবের বিচ্ছেদ, তাছাড়া গাড়ি-বাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছেদ, ব্যবসা-বানিজ্য, মিল-ফ্যাক্টরি, উন্নত খাট, ফ্রিজ, খাওয়া-দাওয়ার সরঞ্জামের ভান্ডার, রক্ত ও ঘামের উপার্জন, উচ্চ পদ ইত্যাদি প্রতিটি জিনিসের প্রতি তার শুধুমাত্র দুনিয়াবী কারণেই ভালবাসা ছিলো, সুতরাং এর বিচ্ছেদের ফলে তার কষ্ট হয়ে থাকে এবং যে যতই নফসের চাহিদানুযায়ী আরাম-আয়েশে জীবন অতিবাহিত করে, মৃত্যুর পর সেই বিলাসীতাকে ছেড়ে যাওয়ার কষ্টও তত বেশি হবে। যার নিকট ধন-সম্পদ কম হবে তার তা ছেড়ে যাওয়ার কষ্টও কম হবে এবং যার নিকট বেশি হবে, তার তা ছেড়ে যাওয়ার কষ্টও বেশি হবে। মনে রাখবেন! এই কম বেশির কষ্ট তখনই হবে যখন সে এই ধন-সম্পদের ভালবাসা দুনিয়াবী কারণেই হবে। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "এর প্রকাশ রুহ বের হওয়ার সাথে সাথে দাফনের পূর্বেই হয়ে যায় এবং সে নশ্বর পৃথিবীর যেই যেই নেয়ামতের প্রতি পরিতৃপ্ত ছিলো, এসবের বিচ্ছেদের আগুন তার ভেতর জ্বলে উঠে।" (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

মু'মিনের কবর ৭০ হাত প্রশস্থ করে দেয়া হয়

যে মুসলমান শুধুমাত্র নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুনিয়াবী জিনিসকে চলার পাথেয় বানিয়েছিলো,তার বোঝা ভারী হবে না, মৃত্যু তার জন্য প্রিয়তমের সাক্ষাতের বার্তা নিয়ে আসে, যারা **আল্লাহ্ তায়ালার** নেক বান্দা হয়ে থাকে, যারা দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি আগ্রহী ছিলো না, তাদের সম্পদ ছাড়ার অনুশোচনাও হয় না এবং কবরে তার খুবই আনন্দ অনুভূত হয়। যেমনিভাবে; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মু'মিন নিজের কবরে একটি সবুজ শ্যামল বাগানে (অবস্থান করে) থাকে এবং তার কবরকে ৭০ হাত প্রশস্থ করে দেয়া হয়, আর তার কবরকে চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মতো আলোকিত করে দেয়া হয়।" (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৫ম খন্ড, ৫০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৬৬১৩)

ঈর্ষাযোগ্য কে?

হযরত সায়্যিদুনা মাসরূখ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমার অন্য কারো প্রতি এমন ঈর্ষা হয় না, যেমন হয় কবরে যাওয়া সেই মু'মিনের প্রতি, যে দুনিয়ার কষ্ট থেকে আরাম পেয়ে গেলো এবং আযাব থেকে সুরক্ষিত রইলো।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

কি অবস্থা হবে!

হযরত সায়্যিদুনা আতা বিন ইয়াসার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: **প্রিয় রাসুল, রাসুলে মাকবুল, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে বললেন: হে ওমর! যখন তোমার ইন্তিকাল হবে, তখন কি অবস্থা হবে! তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমাকে নিয়ে যাবে এবং তিন গজ লম্বা ও দেড় গজ প্রশস্থ কবর তৈরী করবে, অতঃপর ফিরে এসে তোমাকে গোসল দিবে এবং কাফন পরাবে আর সুগন্ধি লাগিয়ে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

তোমাকে উঠিয়ে নিবে, আর তোমাকে কবরে রেখে দিবে, অতঃপর তোমার কবরে মাটি ভরাট করে দিবে এবং তোমাকে দাফন করে দেবে, আর যখন তারা ফিরে আসবে তখন তোমার নিকট পরীক্ষা গ্রহনকারী দু'জন ফিরিশতা মুনকার ও নকীর আসবে। তাদের আওয়াজ মেঘের গর্জনের মতো এবং চোখ জ্বলন্ত বিদ্যুতের মতো হবে, তারা নিজের চুলকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আসবে এবং তাদের দাঁত দিয়ে কবর খুঁড়ে আসবে, তারা তোমকে ধরে নাড়িয়ে কথা বলবে। হে ওমর! সেই সময় কি অবস্থা হবে? হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ আরয করলেন: তখনো কি আমার অনুভূতি শক্তি আজকের মতোই বহাল থাকবে? ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ"। আরয করলেন: তবে اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ আমি তাদের জন্য যথেষ্ট হবো। (ইত্তেহাফুস সা'দাত লিয যুবাইদী, ১৪তম খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা)

মৃত ব্যক্তির অনুভূতি শক্তি সুরক্ষিত থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই হাদীসে পাক উদ্ধৃত করার পর বলেন: মৃত্যুর কারণে জ্ঞান ও অনুভূতিতে কোন পরিবর্তন আসে না, শুধুমাত্র শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিবর্তন আসে, সুতরাং মৃত ব্যক্তি আগের মতো বুদ্ধিমান, বুঝশক্তি সম্পন্ন এবং কষ্ট ও স্বাদ অনুভূতি সম্পন্নই হয়ে থাকে। জ্ঞান ও অনুভূতি হচ্ছে বাতেনী বিষয় এবং তা দৃষ্টিগোছর হয় না। মানুষের শরীর যদিওবা পঁচে গলে নষ্ট হয়ে যায় তবুও জ্ঞান ও অনুভূতি সুরক্ষিত থাকে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

মহা চিন্তার বিষয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্‌র কসম! মহা চিন্তা, ভয় এবং খুবই ভীতিকর বিষয়, পশুদের তো মরতেই অনুভূতি শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতি শক্তি যেমনই ছিলো তেমনই রয়ে যায়, বরং দৃষ্টিশক্তি

www.dawateislami.net

ও শ্রবণ শক্তি কয়েক গুন বেড়ে যায়। হায়! হায়! যদি আমাদের মন্দ আমলের কারণে **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে আমাদের কি অবস্থা হবে! একটু কল্পনা তো করুন! যদি আমাদেরকে সুন্দর এবং সকল সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন কোন ঘরে একাকী আটকে রাখা হয়, তবুও ঘাবড়ে যাব! আর আমাদের মাঝে সম্ভবত কেউ কবরস্থানে একটি রাত একা কাটানোর সাহস করতে পারবে না! আহ! সেই সময় কি অবস্থা হবে, যখন কয়েক মণ মাটির নিচে একা আমাকে ছেড়ে আমার বন্ধুরা ফিরে যাবে, শরীর যদিও স্থীর হয়ে থাকবে, কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি তো অটুট থাকবে, লোকদের চলে যেতে দেখবো, তাদের চলার শব্দ শুনতে পাবো, কয়েক মণ মাটির নিচে আমি পড়ে থাকবো। আহ! আহ!! আহ!!! হে বে-নামাযী! হে রমযান মাসের রোযা শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া ভঙ্গকারী! হে যাকাত প্রদানে গড়িমসিকারী! হে সিনেমা-নাটকের দর্শণকারী! হে গান-বাজনা শ্রবণকারী! হে পিতা-মাতাকে কষ্ট প্রদানকারী! হে শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত মুসলমানদের মনে কষ্ট দানকারী! হে চুরি-ডাকাতী ও লোকদের হুমকিভরা চিঠি দিয়ে টাকা আদায়কারী! হে পকেটমার! হে লোকদের জায়গা সম্পত্তি দখলকারী! হে অসহায় কৃষকের রক্ত পানকারী! হে ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে অত্যাচার ও নিপীড়নের তুফান বর্ষণকারী! হে নিজের স্বাস্থ্য ও সম্পদের নেশায় মত্ত হয়ে গুণাহের বাজার গরমকারী! শুনো! শুনো!! হয়তো এই প্রকাশ্য জীবনে কেউ তোমাদের কবরে বন্ধ করতে পারবে না, তবে অতিশীঘ্রই অর্থাৎ কয়েক বছর বা কয়েক মাস বা কয়েক দিন, বরং হতে পারে কয়েক ঘন্টা পরই মৃত্যু এসে আলিঙ্গন করে নিবে এবং তোমাদের কবরে একা বন্দী করে দেবে! হযরত সায়্যিদুনা বকর আবিদ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ তার মাকে বললেন: “প্রিয় মা! এটা কতইনা ভাল হতো যে, আপনি আমার ব্যাপারে বন্ধ্যা (নিঃসন্তান) হতেন। আহ! এখনতো আমি জন্ম লাভ করে ফেলেছি তবে শুনে রাখুন! আপনার সন্তানকে

www.dawateislami.net

অনেকদিন যাবৎ কবরে বন্দি থাকতে হবে অতঃপর সেখান থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে যাত্রা করতে হবে।" (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

গুনাহ থেকে বাঁচার একটি ব্যবস্থাপত্র

হায়! হায়! মৃত্যুর পর কিরূপ একাকীত্ব হবে! কেমন অসহায়ত্ব অবস্থা হবে! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যদি আপনি আপনার সংশোধন চান, তবে গুণাহ করার যখন ইচ্ছা জাগে তখন এই ব্যবস্থাপত্রটি অবলম্বন করুন, অর্থাৎ এরূপ চিন্ত ভাবনাা করার অভ্যাস করুন যে, নিঃসন্দেহে মৃত্যু যা আজকেও আসতে পারে আর মৃত্যুর পর আমাকে ঘোর অন্ধকার এবং ছোট্ট কবরে রেখে বন্ধ করে দেয়া হবে, আমি যদিও প্রকাশ্যভাবে নড়তেও পারবো না কিন্তু সবকিছু বুঝতে পারবো! হায়! সেই সময় আমার উপর কিরূপ অবস্থা বিরাজ করবে! আমার সন্তান এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জানে যে, আমি সব কিছু দেখছি তবুও সবাই আমাকে একা ফেলে চলে আসবে, হায়! হায়!! আমার নাফরমানি সমূহ! যদি **আল্লাহ্ তায়ালা** অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে আমার কি অবস্থা হবে! হযরত আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ "শরহুস সুদুর" এ উদ্ধৃত করেন:

কবরের তিরস্কার

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইদ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন মৃত ব্যক্তির সাথে আসা লোকেরা ফিরে যায় তখন মৃত ব্যক্তি বসে তাদের পায়ের আওয়াজ শুনে এবং কবরের পূর্বে তার সাথে কারো কথা হয় না, কবর বলে: হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার অবস্থা সম্পর্কে শুনোনি? আমার সংকীর্ণতা, দূর্গন্ধ, ভয়াবহতা এবং কীটপতঙ্গ সম্পর্কে কি তোমাকে ভীতি প্রদর্শণ করা হয়নি? যদি এমন হয় তবে তুমি কি প্রস্তুতি নিয়েছ? (সরহুস সুদুর, ১১৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

পালাতে পারবে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো একবার, সেই সময় যখন কবরে একা হয়ে যাবো, আতংকিত হয়ে যাবো, কোথাও যেতে পারবো না, কাউকে ডাকতে পারবো না এবং পালিয়ে যাওয়ারও কোন উপায় থাকবে না। সেই সময় কবরের কলিজা বিদীর্ন করা চিৎকার শুনে কি অবস্থা হবে! কবরের মধ্যে নামায আদায়কারী এবং সুন্নাতের উপর আমলকারীর জন্য প্রশান্তি, অন্যদিকে বেনামাযী এবং শরীয়াত বিরোধী ফ্যাশনকারীদের জন্য বিপদই বিপদ হবে। যেমনিভাবে; হযরত আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

অনুগত বান্দাদের প্রতি দয়া

হযরত সায়্যিদুনা উবাইদ বিন ওমাইর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; কবর মৃত ব্যক্তিকে বলে: যদি তুমি তোমার জীবনে **আল্লাহ্ তায়ালার** আনুগত্য করে থাকো তবে আমি তোমার প্রতি দয়া করবো এবং যদি তুমি তোমার জীবনে **আল্লাহ্ তায়ালার** অবাধ্য হয়ে থাকো তবে আমি তোমার জন্য আযাব স্বরূপ, আমি সেই ঘর, যে আমার মধ্যে নেককাজ এবং আনুগত্যশীল বান্দা হয়ে প্রবেশ করেছে, সে আমার মধ্য হতে হয়ে মনে বের হবে এবং যে অবাধ্য ও গুণাহগার, সে আমার মধ্য হতে ধ্বংসশীল অবস্থায় বের হবে।

(সরহুস সুদুর, ১১৪ পৃষ্ঠা, আহওয়ালুল কুবুর লিইবনে রজব, ২৭ পৃষ্ঠা)

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালার কসম! কবরের অভ্যন্তরীন অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক, কেউ জানে না যে, আমার সাথে কি অবস্থা হবে? **আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “কবরের দৃশ্য সকল দৃশ্য থেকে বেশি ভয়াবহ।” (তিরমীযি, ৪র্থ খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৩১৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় মাহবুব ﷺ এর কান্নাকাটি

তাজেদারে রিসালাত, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কবর সম্পর্কীত খোদাভীরুতা লক্ষ্য করুন। যেমনিভাবে; হযরত সায়্যিদুনা বারা' বিন আ'যিব رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমরা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি জানাযায় শরীক ছিলাম, তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবরের এক পাশে বসলেন এবং এতই কান্নাকাটি করলেন যে, মাটি ভিজে গেলো। অতঃপর ইরশাদ করলেন: "এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করো।" (ইবনে মাযাহ্, ৪র্থ খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪১৯৫)

কবরের পেট

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন সালিহ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه যখন কবরস্থানের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন বলতেন: হে কবরেরা! তোমাদের প্রকাশ্য অবস্থা খুব ভাল, কিন্তু বিপদ সব তোমাদের পেটে। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

হায়! মৃত্যু

হযরত সায়্যিদুনা আতা সুলামী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর পবিত্র অভ্যাস ছিলো যে, যখন রাত হতো তখন কবরস্থানের দিকে চলে যেতেন এবং বলতেন: হে কবরবাসীরা! তোমরা মৃত্যুবরণ করেছো, হায় মৃত্যু! তোমরা নিজের আমল দেখেছো, হায় আমল! অতঃপর বলতেন: হায়, হায়! কাল 'আতা'ও কবরে যাবে, হায়! কাল আতাও কবরে যাবে। এভাবেই কান্নাকাটি করতে করতে সারা রাত অতিবাহিত করতেন। (প্রাগুক্ত)

আন্ধেরী কবর কা দিল সে নেহী নিকালতা ডর, করোঙ্গা কিয়া জু তু নারাজ হো গিয়া ইয়া রব!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মৃত ব্যক্তি দাফনকারীদের দেখেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভেবে দেখুন! গুণাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করে মৃত্যু বরণকারীদের জন্য কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা হবে আর যখন কবরে সে সব কিছু দেখবে, শুনবে এবং বুঝবে সেই মুহুর্তে তার কিরূপ অবস্থা হবে! **আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মৃত ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে পারে যে, তাকে কে গোসল দিচ্ছে এবং কে তাকে কাঁধে উঠাচ্ছে, এমনকি তাকে কবরে কে নামাচ্ছে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১০৯৯৭)

একাকীত্বের দিন

আহ! আহ! আহ! যখন কবরে নামানো হবে, তখন কি অবস্থা হবে! হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি তোমাকে নিজের নিঃসঙ্গতার (একাকীত্বের) দিনের কথা বলবো না? তা সেই দিন, যখন আমাকে কবরে একাকী নামিয়ে দেয়া হবে। (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

গো পেশ নজর কবর কা পুর হোল গাড়াহ হে,
আফসোস মগর ফির ভি ইয়ে গফলত নেহি জাথী।

প্রতিবেশী মৃতদের আহ্বান

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: যখন গুণাহগার মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং তার উপর আযাবের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়, তখন তার প্রতিবেশী মৃতরা তাকে বলে: "হে আমাদের প্রতিবেশী এবং ভাইদের পর দুনিয়ায় অবস্থানকারী! তোমার জন্য কি আমাদের অবস্থা থেকে কোন শিক্ষণীয় বিষয় ছিলো না? আমাদের তোমার পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া কি তোমার জন্য

www.dawateislami.net

চিন্তা ভাবনার বিষয় ছিলো না? তুমি কি আমাদের আমলের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যাওয়া দেখনি? তোমার তো সুযোগ ছিলো, তুমি সেই নেকীগুলো কেন করোনি, যা তোমার ভাইয়েরা করতে পারেনি?” মাটির কোণা থেকে তাকে বলবে: “হে প্রকাশ্য দুনিয়ার চাকচিক্য দ্বারা ধোঁকা খাওয়া ব্যক্তি! তুমি তা থেকে শিক্ষা কেন নাওনি, যারা তোমার পূর্বে এখানে এসেছে এবং তাদেরও দুনিয়া ধোঁকায় রেখেছিলো।” (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবতা হচ্ছে; প্রত্যেক মৃত্যুবরণকারী মৃত্যুবরণ করতেই মূলত এই বার্তা দিয়ে যায় যে, যেভাবে আমি মারা গেলাম ঠিক সেভাবেই তোমাকেও মরতে হবে, যেভাবে আমাকে কয়েক মণ মাটির নিচে দাফন করা হচ্ছে, ঠিক সেভাবেই তোমাকেও দাফন করা হবে।

জানাযা আগে বড় কে কেহ রাহা হে এ্যয় জাহাঁ ওয়ালো!
মেরে পীছে চলে আও তোমাহারা রেহনুমা মে হোঁ।

আমার সন্তান-সন্তুতি কোথায়!

হযরত সায়্যিদুনা আতা বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন সর্বপ্রথম তার আমল এসে তার বাম উরুতে নাড়া দিয়ে বলে: আমি তোমার আমল। সেই মৃত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে: আমার সন্তান সন্তুতি কোথায়? আমার নেয়ামত, আমার সম্পদ কোথায়? তখন আমল বলে: এসব তোমার পিছনে রয়ে গেছে এবং আমি ছাড়া তোমার কবরে আর কেউ আসেনি। (সরহুস সুদুর, ১১১ পৃষ্ঠা)

সাথ জিগরী ইয়ার ভি না আয়ে গা, তু একেলা কবর মে রেহ জায়েগা।
মাল, দুনিয়া কা এহিঁ রেহ জায়েগা, হার আমল আচ্ছা বুরা সাথ আয়েগা।
মালে দুনিয়া দো জাহাঁ মে হে ওবাল, কাম আয়েগা না পেশে যুল জালাল।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত!

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কবর হয়তো জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগান বা জাহান্নামের গর্ত সমূহের একটি গর্ত।"

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৪৬৮)

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: যে ব্যক্তি কবরের আলোচনা বেশি পরিমাণে করে, সে একে জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগান হিসেবে পায় এবং যে এর স্মরণ থেকে উদাসীন থাকে, সে এটিকে জাহান্নামের গর্ত সমূহ থেকে একটি গর্ত হিসেবে পায়। (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

অসংখ্য লোক বিষন্ন রয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা সাবিত বুনানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: আমি কবরস্থানে প্রবেশ করলাম, যখন সেখান থেকে বের হতে লাগলাম তখন উচ্চ স্বরে কেউ বললো: হে সাবিত! এই কবরবাসীদের নিরবতা (দেখে) ধোঁকা খেও না, এদের মধ্যে অসংখ্য লোক বিষন্ন রয়েছে। (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

অস্থায়ী কবর

হযরত সায়্যিদুনা রাবিই বিন খুসাইম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ নিজের ঘরে একটি কবর খুঁড়ে রেখেছিলেন। যখনই তিনি নিজের অন্তরে কোন কঠোরতা অনুভব করতেন তখন তার ভিতর গিয়ে শুয়ে পড়তেন এবং যতক্ষণ **আল্লাহ্ তায়ালা** চাইতেন সেখানে অবস্থান করতেন। অতঃপর ১৮ পারা সুরা মু'মিনুন এর ৯৯ ও ১০০ নং আয়াতের এই অংশটুকু তিলাওয়াত করতেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

رَبِّ ارۡجِعُوۡنِ ﴿۹۹﴾ لَعَلِّیۡۤ اَعۡمَلُ صَالِحًا فِیۡمَا تَرَکۡتُ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার রব! আমাকে পূনর্রায় ফেরত পাঠান! হয়তো আমি তখন কিছু পুণ্য অর্জন করবো তাতেই, যা আমি ছেড়ে এসেছি।

অতঃপর নিজের নফসের দিকে মনোনিবেশ করে বলতেন: হে রবীই! এখন তোমাকে আবার ফিরিয়ে দেয়া হলো। (প্রাগুক্ত)

কবরবাসীদের সঙ্গ

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡهُ কবরের পাশে বসা ছিলেন, এই সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে বললেন: আমি এমন লোকদের নিকট বসে আছি, যারা আখিরাতের স্বরন করিয়ে দেয় এবং যখন উঠে যাই তখন (তারা) আমার গীবত করে না। (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

আমিও তো এদের অন্তর্ভূক্ত

হযরত সায়্যিদুনা জাফর বিন মুহাম্মদ رَحۡمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ রাতে কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং বলতেন: হে কবরবাসীরা! কি ব্যাপার যে, আমি তোমাদের ডাকছি অথচ তোমরা উত্তর দিচ্ছো না? অতঃপর বলতেন: **আল্লাহ্ তায়ালার** কসম! এদের উত্তর দেয়াতে কোন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, আহ! মূলত যেন আমিও এদের অন্তর্ভূক্ত। অতঃপর ফযরের সময় উদিত পর্যন্ত নফল নামায আদায় করতে থাকতেন। (প্রাগুক্ত)

কীট-পতঙ্গ বিচরণ করছে

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡهُ একবার তার কোন বন্ধুকে বললেন: ভাই! মৃত্যুর স্মরণ আমার ঘুম

www.dawateislami.net

কেঁড়ে নিয়েছে, আমি রাতভর জেগে থাকি এবং কবরবাসীদের সম্পর্কে ভাবতে থাকি। হে ভাই! যদি তুমি তিনদিন পর কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরের মধ্যে দেখ তবে জীবনে অনেকদিন তার সাথে থাকার পরও তোমার তাকে দেখে আতঙ্ক বিরাজ করবে এবং যদি তুমি তার ঘরের অর্থাৎ তার কবরের অভ্যান্তরিন অংশ দেখো যাতে কীট-পতঙ্গ বিচরণ করছে এবং শরীরকে খাচ্ছে, পূঁজ বের হচ্ছে, মারাত্মক দূগর্ন্ধ আসছে আর কাফনও ময়লা হয়ে গেছে। হায়, হায়! ভাবুন তো একবার! এই মৃত ব্যক্তি যখন জীবিত ছিলো তখন সুন্দর ছিলো, সুগন্ধিও উন্নত মানের ব্যবহার করতো, উন্নত মানের পোশাক পরিধান করতো........... বর্ণনাকারী বলেন: এতটুকু বলার পর তাঁর মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে গেলো, আর একটি চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

নরম নরম বিছানা ও কবর

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন হারব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: ঐ ব্যক্তির প্রতি জমিন (মাটি) আশ্চার্যাহ্নিত হয়, যে নিজের স্বপ্নের ঘরকে পরিপাটি করে এবং শোয়ার জন্য নরম বিছানা বিছিয়ে থাকে। জমিন তাকে বলে: হে আদম সন্তান! তুমি আমার মাঝে অনেকদিন যাবৎ পঁচে গলে যাওয়াকে কেন স্মরণ করছো না? মনে রাখবে! আমার এবং তোমার মাঝে কোন কিছু আড়াল হবে না! (অর্থাৎ তোমাকে মাটির উপর কোন তোষক ছাড়াই রেখে দেয়া হবে!)

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

ষাঁড়ের মতো চিৎকার করতো

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ রাখাশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণকারী ছিলেন। যখন কবর দেখতেন তখন কবরের অন্ধকার ও একাকীত্বের নির্জনতার ভয়ে এতই আতঙ্কিত হতেন যে, তাঁর মুখ থেকে ষাঁড়ের মতো আওয়াজ বের হতো। (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

কবরে ভীতি প্রদর্শণকারী বিষয়গুলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই কবরের অবস্থা নির্ভয়ে থাকার মতো নয়, আজ আমাদের শরীরে টিকটিকি উঠে গেলে বরং বিচ্ছু পাশ দিয়ে চলে গেলেও শরীরে কাঁপুনি সৃষ্টি হয়ে যায় এবং মুখ থেকে চিৎকার বের হয়ে যায়। হায়, হায়! গুণাহের কারণে যদি **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, তবে সংকীর্ণময় কবরে এসে কে আমাদের বাঁচাবে, কে আমাদের সান্তনা দেবে। আহ! আহ! আহ! হে বিড়ালের আওয়াজ শুনে ঘাবড়ানো ব্যক্তিরা শোন! হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "শরহুস সুদুর" এ উদ্ধৃত করেন: "যখন মানুষ কবরে প্রবেশ করে তখন সেই সব জিনিস তাকে ভয় প্রদর্শণ করার জন্য চলে আসে যেগুলোকে সে দুনিয়াতে ভয় করতো এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**কে ভয় করতো না।"

(শরহুস সুদুর, ১১২ পৃষ্ঠা)

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী,
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কাড়ী।

গুনাহের ভয়ঙ্কর আকৃতি

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যদি তুমি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নিজের বাতেনকে দেখো তবে দেখবে যে, বিভিন্ন হিংস্র প্রাণী তোমাকে ঘিরে রেখেছে; যেমন; রাগ, কামভাব, ঘৃণা, হিংসা, অহঙ্কার, আত্ম অহমিকা এবং লৌকিকতা ইত্যাদি। যদি তুমি গুণাহের কারণে দৃষ্টিগোচর না হওয়া এই সকল হিংস্র প্রাণী হতে সামান্য পরিমাণ উদাসীন হয়ে গুণাহ করো তবে এই হিংস্র প্রাণীগুলো তোমাকে কামড়াতে এবং আচড়াতে থাকে। যদিও এখন তোমার এই কষ্ট অনুভূত হচ্ছেনা এবং তা তোমার দৃষ্টিগোছরও হচ্ছেনা কিন্তু মৃত্যুর পর কবরে পর্দা উঠে যাবে আর তুমি সেই হিংস্র

প্রাণীদের দেখবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ! তুমি নিজের চোখেই দেখবে যে, গুণাহসমূহ বিচ্ছু এবং সাপ ইত্যাদির আকৃতিতে কবরে তোমাকে ঘিরে রেখেছে। বিশ্বাস করুন! এই মন্দ অভ্যাসগুলো আসলে ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণীই, যা এখনও তোমার সাথেই আছে কিন্তু এদের ভয়ানক আকৃতি তোমার কবরে দৃষ্টিগোচর হবে। এই ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণীগুলোকে নিজের মৃত্যুর পূর্বেই মেরে ফেলো অর্থাৎ গুণাহ ছেড়ে দাও, যদি না ছাড়ো তবে ভাল ভাবে জেনে নাও যে, সেই গুণাহের হিংস্র প্রাণী এখনও তোমার অন্তরকে কাটছে এবং আচড়াচ্ছে। যদিও এই কষ্ট তোমার অনুভব হচ্ছে না। (ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

যদি ঈমান নষ্ট হয়ে যায়!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চরম উদাসীনতার যুগ, শুধুমাত্র দুনিয়াবী জ্ঞান ও কর্মপদ্ধতি শিখার প্রতি ধাবিত এবং চারিদিকে সম্পদ উপার্জনের ভিড় লেগে আছে। ইলমে দ্বীন অর্জন করা, নামায আদায় এবং সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য মুসলমান আগ্রহী নয়, চেহারা, পোশাক বরং সমাজ-সংস্কৃতি সবকিছুতেই কাফিরদের অনুসরনেরই মানসিকতা। **আল্লাহ্ তায়ালার** কসম! সর্বদা অযথা বকবক এবং গুণাহের আধিক্য খুবই ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, অত্যাধিক বলার কারণে অনেক সময় মুখ দিয়ে কুফরী বাক্যও বের হয়ে যায়, কিন্তু সে সেই সম্পর্কে জানেই না। ঈমানের হিফাজতের মানসিকতাও আজ গুটিকতেকের কাছেই বিদ্যমান। **আল্লাহ্** না করুন! নাফরমানীর কারণে যদি ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং কুফরির উপর মৃত্যু হয়, তবে وَاللهِ بِاللهِ تَاللهِ অবস্থা খুবই ভয়াবহ হবে। যে কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করবে, তার কবর আযাবের একটি ঝলক লক্ষ্য করুন। যেমন; হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

অন্ধ বধির চতুষ্পদ জন্তু

হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি এই সংবাদ পেয়েছি যে, কবরে কাফিরের উপর অন্ধ এবং বধির চতুষ্পদ জন্তু লেলিয়ে দেয়া হয়। তার হাতে লোহার একটি চাবুক থাকে। সে এই চাবুক দিয়ে কাফিরকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রহার করতে থাকবে। (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

আহ! আমি যদি সেই ব্যক্তি হতাম

প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের হিফাজতের চিন্তা থাকা উচিত, এজন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় সফর করাকে অভ্যাসে পরিনত করুন, যেন আশিকানে রাসূলের উত্তম সঙ্গ প্রাপ্ত হই, ইলম অর্জিত হয়, মুখের সতর্কতার উৎসাহ পাওয়া যায় এবং ঈমানের গুরুত্ব ও মর্যাদা অন্তরে বৃদ্ধি পায় আর দুনিয়াবী উদ্দেশ্য যেমন; রোজগার ও চাকরীর জন্য দোয়ার পাশাপাশি শেষ পরিণতি ভাল হওয়ার এবং ক্ষমা লাভের জন্য দোয়া করা আর করানোরও মানসিকতা তৈরি হয়। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা মন্দ মৃত্যুর ব্যাপারে খুবই ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে এক হাজার বছর পর বের হবে। অতঃপর বললেন: "আহ! সেই ব্যক্তি যদি আমি হতাম।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এই কথাটি জাহান্নামে সর্বদা অবস্থান করা এবং মন্দ মৃত্যুর ভয়ে বলেছিলেন। (ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)

ভীত সন্ত্রস্ত বুযুর্গ

এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ চল্লিশ বছর পর্যন্ত হাসেননি। বর্ণনাকারী বলেন: আমি যখন তাকে বসা অবস্থায় দেখতাম মনে হতো যেন একজন কয়েদী, যাকে গর্দান উড়ানোর জন্য আনা হয়েছে! আর যখন কথা বলতেন যেন মনে হতো তিনি আখিরাতকে চোখের

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

সামনে দেখে দেখে কথা বলছেন এবং যখন চুপ থাকতেন তখন এমন মনে হতো যেন চোখের সামনে আগুন প্রজ্জলিত করা হচ্ছে! এরূপ বিষন্ন ও ভীত সন্ত্রস্ত থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন: আমার ঐ বিষয়ে ভয় হয় যে, যদি **আল্লাহ্ তায়ালা** আমার কতিপয় অপছন্দনীয় আমল দেখে আমাকে আযাব দেন এবং বলেন যে, যাও তোমাকে ক্ষমা করা হলো না, তবে আমার কি হবে? (প্রাগুক্ত)

আহ! কসরতে ইসইয়াঁ, হায়! খওফ দোযখ কা,
কাশ! ইস জাহাঁ কা মে না বশর বনা হোতা।

আল্লাহ্ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে খোদাভীরুদের মর্যাদা অনেক উচ্চ স্তরে হয়ে থাকে। এমনিভাবে যে রাতে হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ইন্তিকাল করেন, সেই রাতে দেখা গেলো যে, যেন আসমানের দরজা খোলা রয়েছে এবং এক আহবানকারী ঘোষনা করছেন: শোন! হাসান বসরী **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে এই অবস্থায় উপস্থিত হয়েছেন যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁর উপর সন্তুষ্ট। (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

আরশে পর ধুমে মাছী ওহ মু'মিনে সালিহ মিলা,
ফরশ পর মা'তম উঠে ওহ তৈয়ব ও তাহির গিয়া। (হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

অতি আত্মবিশ্বাসের মধ্যে থাকো না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা এই অতি আত্মবিশ্বাসে থাকে যে, আমার আকীদা খুবই মজবুত, আমার যদিও বদ আকীদা ও কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব, বদ আকীদা লোকের বয়ান শ্রবণ করলেও, তাদের কিতাব ও পত্রিকার কলাম গুলো পড়লেও এমনকি তাদের সংস্পর্শে থাকলেও আমার ঈমান নষ্ট হবে না! **আল্লাহ্ তায়ালার** শপথ! এমন লোক বড় ভূলের মধ্যে রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

“মলফুযাতে আ'লা হযরত” এ রয়েছে: যে নিজের নফসের প্রতি আস্থা রাখে, সে অনেক বড় এক মিথ্যুকের উপর আস্থা রাখলো এবং যদি নফস কোন বিষয়ের উপর কসম খেয়ে বলে তবে সেটাই সবচেয়ে বড় মিথ্যা।

(সংক্ষেপিত মলফুযাতে আ'লা হযরত, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

অন্তরের কান দিয়ে শ্রবণ করুন! কাফের এবং বদ মাযহাবীদের এমনকি **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবা ও আউলিয়াদের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن বেয়াদবদের সাথে বন্ধুত্ব এবং তাদের সংস্পর্শে থাকা, তাদের শিক্ষক বানানো, তাদের বয়ান শ্রবণ করা ইত্যাদি সব হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ এবং যদি তাদের অমঙ্গলের কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় তবে কবরে অসংখ্য আযাবের সম্মুখীন হতে হবে, যেমন; কিয়ামত পর্যন্ত নিরান্নব্বইটি ভয়ঙ্কর অজগর সাপ ছোবল মারতে থাকবে এবং জাহান্নামে সর্বকালের জন্য থাকতে হবে। কাফেরের সংস্পর্শের কারণে ঈমান নষ্টকারী দূর্ভাগা মুরতাদ কিয়ামতের দিন আফসোস করে খুবই আর্তনাদ করবে। যেমনিভাবে; ১৯ পারা সুরা ফুরকানের ২৮ ও ২৯ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿۲۸﴾ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ط

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হায়, দুর্ভোগ আমার! হায়, কোনমতে আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! নিশ্চয় সে আমাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে আমার নিকট আগত উপদেশ থেকে।

ঈমান সহকারে মৃত্যুর ওযীফা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুণাহের কারণেও ঈমান নষ্ট হতে পারে। সুতরাং গুণাহ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, ঈমান হিফাযতের দোয়া করা থেকে উদাসীন না হওয়া চাই, কামিল পীরের বাইয়াত গ্রহন করে তাঁর দোয়ার আশ্রয়ে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

চলে আসা উচিৎ। তাছাড়া ঈমান হিফাযতের ওযীফাও পাঠ করতে থাকা উচিৎ। “শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া” এর ২৩ পৃষ্ঠার মধ্যে একটি ওযীফা লিখা হয়েছে: যে প্রতিদিন সকালে (অর্থাৎ অর্ধ রাত ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ চমকানো পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে) ৪১বার يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ (পূর্বে ও পরে তিনবার করে দরূদ শরীফ) পাঠ করবে, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঐ ব্যক্তির অন্তর জীবিত থাকবে এবং ঈমান সহকারে মৃত্যু হবে।

মুসলমাঁ হে আত্তার তেরে করম সে,
হো ঈমান পর খাতেমা ইয়া ইলাহী!

ঘুম উড়ে গেছে

হযরত সায়্যিদুনা তাউস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন রাতে বিছানায় শুতেন তখন এমন ভাবে গড়াগড়ি করতেন যেমনিভাবে; গরম কড়াইয়ের মধ্যে শষ্য ইত্যাদি এদিক সেদিক লাফাতে থাকে! অতঃপর বিছানাকে গুটিয়ে নিতেন এবং কিবলামূখী হয়ে যেতেন (অর্থাৎ নফল নামায আদায় করতেন) এবং বলতেন: জাহান্নামের স্মরণ খোদাভীরুদের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে। সকাল পর্যন্ত এমনি ভাবে ইবাদতে ব্যস্ত থাকতেন। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)

দিওয়ানা

হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েস করনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ওয়াজকারীর কাছে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং তাঁর ওয়াজ শুনে কান্না করতেন, যখন জাহান্নামের আলোচনা হতো তখন চিৎকার করে করে উঠে চলে যেতেন, লোকেরা পাগল পাগল বলে তাঁর পিছু নিতো। (প্রাগুক্ত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

পুলসিরাত

হযরত সায়্যিদুনা মুয়াজ বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: মু'মিনের ভয় ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ হবে না যতক্ষন পর্যন্ত সে জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলসিরাত পার হবে না। (প্রাগুক্ত)

স্বপ্নে প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর দয়া

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা "মন্দ মৃত্যুর কারণ" মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে পাঠ করুন, যদি আপনার অন্তর জীবিত থাকে তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পড়ার সময় কান্না চলে আসবে। এক ইসলামী ভাই সম্ভবত ১৪১৯ হিজরীতে নিজের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন: আমি রাতে রিসালা "মন্দ মৃত্যুর কারণ" পাঠ করাতে আমি ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয়ে একেবারে ঘাবড়ে গেলাম, চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো, কাঁদতে কাঁদতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, ঘুমাতেই আমার ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠলো, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার স্বপ্নে তাশরীফ নিয়ে আসলেন, আমি কাঁদতে কাঁদতে আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার ঈমানকে বাচিঁয়ে নিন! **নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী হাতে একটি রেজিষ্টার ছিলো, যা আমি গুণাহগারকে দিলেন এবং মুচকি হেঁসে ইরশাদ করলেন: "ঈমানের উপর শেষ পরিণতিও হবে এবং সবকিছুই লাভ করবে।"

সরে বালী ইনহে রহমত কি আদা লায়ি হে,
হাল বিগড়া হে তো বিমার কি বন আয়ি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

কবরের আযাব থেকে মুক্তির জন্য

যে প্রতি রাতে সূরা মূলক পাঠ করবে, সে কবরের আযাব থেকে মুক্ত থাকবে। (সংক্ষেপিত শরহুস সুদুর, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

কবর আলোকিত করার জন্য

"রউযুর রিয়াহীন" এ বর্ণিত রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা শকিক বলখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটির মধ্যে পেয়েছি (১) গুণাহের চিকিৎসা চাশতের নামাযের মধ্যে (২) কবর আলোকিত হওয়াকে তাহাজ্জুদের মধ্যে (৩) মুনকার নকিরের উত্তরকে কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে (৪) পুলসিরাত নিরাপদে অতিক্রম করাকে রোযা ও দান-খয়রাতের মধ্যে (৫) হাশরের মাঠে আরশের ছায়া পাওয়াকে নির্জনতা অবলম্বন করার মধ্যে।

(সংক্ষেপিত শরহুস সুদুর, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

কবরের সাহায্যকারী

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন তার নেক আমল এসে তাকে ঘিরে নেয়। যদি আযাব তার মাথার দিক থেকে আসে তবে কুরআনের তিলাওয়াত তা আটকে দেয় আর যদি পায়ের দিক থেকে আসে, তবে নামাযে দাঁড়ানো তার পথরোধ করে, যদি হাতের দিক থেকে আসে তবে হাত বলে: **আল্লাহ্ তায়ালার** কসম! সে আমাকে সদকা দেয়া এবং দোয়া করার জন্য প্রসারিত করতো, তুমি তার নিকট পৌঁছাতে পারবে না, যদি মুখের দিক থেকে আসে তবে যিকির ও রোযা সামনে এসে যাবে, এমনিভাবে একদিকে নামায ও ধৈর্য দাঁড়িয়ে যাবে এবং বলবে: আর যদি কোন দিক বাকী থাকে তবে আমরা উপস্থিত আছি। (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও আউলিয়ায়ে এজামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ভালবাসা ও সম্পর্কও কবরের আযাব থেকে বাচিঁয়ে নেয়। যেমনিভাবে; শরহুস সুদুরের দু'টি ঘটনা লক্ষ্য করুন:

(১) শায়খাইনদের رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের মুক্তি

এক ব্যক্তিকে ইন্তিকালের পর স্বপ্নে দেখে কেউ জিজ্ঞাসা করলো: مَا فَعَلَ اللهُ تَعَالٰى بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলেন: **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: মুনকার নকিরের সাথে কিরূপ কাটলো? উত্তর দিলেন: **আল্লাহ্ তায়ালার** দয়ায় আমি তাদের আরয করলাম: হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও ওমর ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا দের ওসীলায় আমাকে ছেড়ে দিন। তখন তাদের মধ্যে একে অপরকে বললো: তিনি তো অনেক বড় বুযুর্গদের ওসীলা পেশ করেছেন সুতরাং তাকে ছেড়ে দাও। অতঃএব তারা আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং চলে গেলেন।

(সংক্ষেপিত শরহুস সুদুর, ১৪১ পৃষ্ঠা)

(২) আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীর মুক্তি

এক নেককার ব্যক্তি যিনি হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খাদিম ছিলেন। তার ইন্তিকাল হয়ে গেলো, দাফনের পর কবরের পাশে উপস্থিত অনেকেই শুনেছেন যে, সে মুনকার নকিরকে বলছেন: "আমাকে কেন প্রশ্ন করছেন, আমি তো বায়েজিদ বোস্তামীর খাদিমদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম।" সুতরাং মুনকার নকির তাঁকে ছেড়ে দিলেন এবং চলে গেলেন।

(প্রাগুক্ত, ১৪২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রতি মাসে নিজের এলাকার যেলী নিগরানকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত এবং সুন্নাতের উপর আমল করার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে, তাছাড়া কবরের আযাব হতে বাঁচার মাধ্যম হবে।

দু'টি শিক্ষণীয় ঘটনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল কথায় কথায় মানুষ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়, সুতরাং পরস্পর ভালবাসার সম্পর্ক অটুট রাখার আগ্রহে ভাল নিয়্যত সহকারে সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণের প্রসঙ্গে দু'টি কাহিনী উপস্থাপন করছি।

(১) **ঘটনা**: হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একবার **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীস শরীফ বর্ণনা করছিলেন, এমতাবস্থায় বললেন: সকল আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি আমাদের মাহফিল থেকে উঠে যান। এক যুবক উঠে গিয়ে তার ফুফুর নিকট গেলেন, যার সাথে তার কয়েক বৎসরের পুরাতন ঝগড়া ছিল। উভয়ে যখন একে অপরের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলো, তখন ফুফু ঐ যুবককে বললেন: তুমি গিয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করবে: কেন এরূপ হল? (অর্থাৎ সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর এই ঘোষণার উদ্দেশ্য কী?) যুবকটি (সেখানে) উপস্থিত হয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে এরূপ শুনেছি, "যে সম্প্রদায়ের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বিদ্যমান থাকে, সে সম্প্রদায়ের উপর **আল্লাহ্ তায়ালা**র রহমত নাযিল হয় না।"

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২য় খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

(২) **ঘটনা:** এক হাজী কোন এক দ্বীনদার ব্যক্তির নিকট মক্কায়ে মুকার্‌রমায় একহাজার দীনার আমানত স্বরূপ জমা রাখলেন। হজ্বের কার্যাবলী সম্পাদনের পর মক্কায়ে মুকার্‌রমায় ফিরার পর জানতে পারলেন যে, সেই ব্যক্তি মারা গেছে। মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট সেই আমানত সম্পর্কে খবরা-খবর নিলে তারা বললেন: আমরা জানি না। এক **আল্লাহ্ তায়ালার** অলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এই হাজীকে বললেন: মাঝরাতে জমজম কূপের পাশে গিয়ে সেই ব্যক্তির নাম ধরে ডাকো, যদি সে জান্নাতি হয় তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উত্তর দেবে। সুতরাং সে গেলো এবং জমজম শরীফের কূপের পাশে গিয়ে ডাকলো কিন্তু কোন উত্তর আসলো না, তিনি যখন এই কথা সেই বুযুর্গকে জানালেন তখন তিনি “اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ” পাঠ করে বললেন: ভয় হচ্ছে যে, সে জাহান্নামী, ইয়ামেনে যাও, সেখানে বরহুত নামে একটি কূপ আছে, মাঝরাতে তাতে ঝুঁকে সেই ব্যক্তির নাম ধরে ডাকো, যদি সে জাহান্নামী হয় তবে উত্তর দেবে। সুতরাং সে এমনই করলো, সে উত্তর দিলো। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো: আমার আমানত কোথায়? সে বললো: আমি আমার ঘরের অমুক জায়গায় পুতে রেখেছি, যাও গিয়ে খুঁড়ে তা নিয়ে নাও। জিজ্ঞাসা করা হলো: তুমি তো নেককার হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলে, তারপরও এই শাস্তি কেন? সে বললো: আমার এক গরীব বোন ছিলো, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম, তার প্রতি দয়া করতাম না। **আল্লাহ্ তায়ালা** বোনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে আমাকে এই শাস্তি দিয়েছেন।

(কিতাবুল কাবায়ির, ৫৩,৫৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা, দাদা-দাদি, ভাই-বোন, খালা-মামা, চাচা-ফুফী ইত্যাদি আত্মীয়দের “যুল আরহাম” বলে। এদের সাথে শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে “আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা” বলে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মতো কাজ। যেমনিভাবে; **আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আত্মীয়দের সাথে) সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না। (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৫৯৮৪) (তবে হ্যাঁ বদআকীদা সম্পন্ন আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না)

১০টি চিন্তা-ভাবনা মূলক ফরমানে মুস্তফা ﷺ

(১) তোমরা সবাই দায়িত্বশীল আর তোমাদের প্রত্যেককে নিজের অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (আল মু'জামুস সগীর লিত তাবারানী, ১ম খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা)

(২) যে দায়িত্ববান তার অধীনস্থদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে জাহান্নামে যাবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২০৩১১)

(৩) যে ব্যক্তিকে **আল্লাহ্ তায়ালা** কোন সম্প্রদায়ের যিম্মাদার বানালেন অতঃপর সে তাদের মঙ্গলের প্রতি খেয়াল রাখলো না তবে সে জান্নাতে সুগন্ধিও পাবে না। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৭১৫১)

(৪) ন্যায় বিচারক কাযীর (শাসক) কিয়ামতের দিন একটি মূহুর্ত এমন আসবে যখন সে আকাঙ্খা করবে যে, আহ! সে দু'জনের মাঝে যদি একটি খেজুরের জন্যও সমাধান না করতো। (মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৬৯৮৬)

(৫) যে ব্যক্তি দশ ব্যক্তির উপরও যদি দায়িত্বশীল হয়, তবে কিয়ামতের দিন তাকে এমনভাবে নেয়া হবে যে, তার হাত তার ঘাড়ের সাথে বাঁধা থাকবে। এখন হয়তো তার ন্যায়পরায়নতা তাকে মুক্ত করবে অথবা তার অত্যাচার তাকে আযাবে নিপতিত করবে।

(সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৩য় খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা, হদীস নং- ৫৩৪৫)

(৬) (**হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়া:) **হে আল্লাহ্!** যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল, অতঃপর সে তাদের উপর কঠোরতা প্রদর্শণ করে তবে তুমিও তার উপর কঠোরতা প্রদর্শণ করো। আর যদি

www.dawateislami.net

তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শণ করে তবে তুমিও তার সাথে নম্রতা প্রদর্শণ করো। (মুসলিম, ১০১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১৮২৮)

(৭) **আল্লাহ্ তায়ালা** যাকে মুসলমানের কাজ সমূহ হতে কোন কিছুর দায়িত্বশীল বানালো, অতঃপর সে তাদের চাহিদা, দারিদ্রতা ও অভাবের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করিয়ে দেয়, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা**ও তার চাহিদা, দারিদ্রতা ও অভাবের মাঝে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করিয়ে দেবেন। (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২৯৪৮) (আহ! আহ!! আহ!!! যারা অধীনস্থদের চাহিদাকে উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে পূর্ণ করে না তবে **আল্লাহ্ তায়ালা**ও তাদের চাহিদা পূরণ করবে না।)

(৮) **আল্লাহ্ তায়ালা** তার প্রতি দয়া করে না, যে লোকদের প্রতি দয়া করে না। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৭৩৭৬)

(৯) "নিশ্চয় তোমরা অতি শীঘ্রই শাসনভারের আকাঙ্ক্ষা করবে কিন্তু কিয়ামতের দিন তা অনুশোচনার কারণ হবে।" অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: "আমি এই কাজের (অর্থাৎ শাসনভারের) জন্য এমন কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করি না, যে এটা চায় বা এর প্রতি আকাঙ্ক্ষা রাখে।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৭১৪৮,৭১৪৯) (যে মন্ত্রীত্ব, পদ এবং দায়িত্বের জন্য দৌড়াদৌড়ি করে এবং পদ না পাওয়ার কারণে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে তাদের জন্য এটি শিক্ষণীয় বিষয়।)

(১০) ন্যায় বিচারক শাসক নূরের মিম্বরে থাকবে, এরা হচ্ছে সেই লোক, যারা নিজের সিদ্ধান্ত সমূহ, পরিবারের সদস্য এবং যাদের উপর দায়িত্বশীল তাদের সাথে ন্যায় পরায়ণতার সাথে কাজ সম্পদন করে। (সুনানে নাসায়ী, পৃষ্ঠা ৮৫১, হাদীস নং: ৫৩৮৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

"যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

(ইবনে আসাকীর, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জানাযার ১৫টি মাদানী ফুল

❁ ৪টি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: (১) যে (ব্যক্তি) কোন মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে মৃতের পরিবারের নিকট গিয়ে সমবেদনা প্রকাশ করলো, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** তার জন্য এক ক্বিরাত সাওয়াব লিখে দিবেন, অতঃপর যদি মৃতের সাথে যায় তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** দুই ক্বিরাত প্রতিদান লিখেন, অতঃপর যদি মৃতের জানাযার নামায আদায় করে, তবে তিন ক্বিরাত, অতঃপর যদি কাফন-দাফনে উপস্থিত থাকে তবে চার ক্বিরাত আর প্রতি ক্বিরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। (সংশোধিত ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা। উম্‌দাতুল ক্বারী, ১ম খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৭) (২) মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে, (তার মধ্যে একটি হলো) যখন মৃত্যু হবে তখন তার জানাযায় অংশ নেয়া। (মুসলিম, ১১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৫ (২১৬২), সংক্ষেপিত) (৩) "যখন কোন জান্নাতী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন **আল্লাহ্ তায়ালা** ঐ সমস্ত লোকদের শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করেন যারা তার জানাযা নিয়ে চলে, যারা এর পেছনে চলে এবং যারা তার জানাযার নামায আদায় করে। (আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব, ১০ম খন্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১১০৮) (৪) "মু'মিন বান্দার মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম পুরস্কার হলো যে, তার জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (মুসনাদুল বায্‌যার, ১১তম খন্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪৭৯৬) ❁ হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে আরয করলেন: **ইয়া আল্লাহ্!** যে শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য জানাযার সাথে ছিলো, তার প্রতিদান কি? **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করলেন: যেদিন সে মৃত্যুবরণ করবে, ফিরিশতা তার জানাযার সাথে থাকবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো। (শরহুস সুদুর, ৯৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

❋ হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন আনাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللهُ تَعَالٰی بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: একটি বাক্যের জন্য ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ জানাযার লাশবাহী খাট দেখার পর বলতেন। (তা হলো:) سُبۡحٰنَ الۡحَیِّ الَّذِیۡ لَایَمُوۡتُ (অর্থাৎ- ঐ পুতঃপবিত্র সত্তা যিনি জীবিত, যার কখনো মৃত্যু আসবে না।) সুতরাং আমিও জানাযার লাশবাহী খাট দেখে এরূপ বলতাম, আর এ বাক্য বলার কারণে **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" (ইহইয়াউল উলূম, ৫ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা) ❋ জানাযায় **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি, ফরয আদায়, মৃত ব্যক্তি ও তার আত্মীয়-স্বজনের অন্তর খুশী করা ইত্যাদি ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে অংশগ্রহন করা উচিৎ। ❋ জানাযার সাথে যাওয়ার সময় নিজের পরিণতির কথা ভাবতে থাকুন যে, আজকে যেমনিভাবে তাকে নিয়ে যাচ্ছে, তেমনিভাবে একদিন আমাকেও নিয়ে যাওয়া হবে, যেমনিভাবে একে কয়েক মণ মাটির নিচে দাফন করা হবে, ঠিক তেমনি আমাকেও দাফন করে দেওয়া হবে। এভাবে চিন্তা ভাবনা করা ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ। ❋ জানাযার লাশবাহী খাটকে কাঁধে নেয়া সাওয়াবের কাজ, **আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন মুয়ায رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর জানাযার লাশবাহী খাট কাঁধে উঠিয়েছিলেন। (তাবকাতুল কুবরা লিইবনে সা'আদ, ৩য় খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা। আল বিনায়া, ৩য় খন্ড, ৫১৭ পৃষ্ঠা) ❋ হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "যে জানাযার লাশবাহী খাট নিয়ে চল্লিশ কদম চলবে তার চল্লিশটি কবীরা গুণাহ মোচন করে দেয়া হবে।" তাছাড়াও হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "যে জানাযার চার পায়া কাঁধে নেয় **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে চিরস্থায়ী ক্ষমা করে দিবেন।"

(জুহরা, ১৩৯ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৫৮,১৫৯ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

❁ সুন্নাত হলো, একের পর এক চারো পায়া কাঁধে নেয়া এবং প্রতিবার দশ কদম চলা। পরিপূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে, প্রথমে মাথার ডান পাশের পায়া কাঁধে নিবে অতঃপর ডান পায়ের দিকে, এরপর মাথার বাম পাশে অতঃপর বাম পায়ে এভাবে দশ কদম করে চলবে তবেই চল্লিশ কদম পূর্ণ হবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮২২ পৃষ্ঠা) অনেকে জানাযার জুলুশে এভাবে বলে যে, প্রত্যেকে দু’দু’কদম করে চলুন! তাদের উচিৎ এভাবে ঘোষনা করা: “দশ দশ কদম করে চলুন” ❁ জানাযাকে কাঁধা দেয়ার সময় জেনে শুনে কষ্ট দেয়ার ভঙ্গিতে লোকদের ধাক্কা দেয়া, যেমন অনেকে নিশেষ ব্যক্তির জানাযায় এরূপ করে থাকে, এটা নাজায়িয এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। ❁ ছোট বাচ্চার জানাযা যদি একজনেই হাতে করে নিয়ে চলে তবে অসুবিধে নাই এবং একের পর একের হাতে নিতে থাকুন। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা) মহিলাদের (বড় হোক বা ছোট) কোন প্রকার জানাযার সাথে যাওয়া নাজায়িয ও নিষেধ। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮২৩ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা) ❁ স্বামী তার স্ত্রীর জানাযা কাঁধাও দিতে পারবে এবং কবরে নামাতেও পারবে এবং মুখও দেখতে পারবে। শুধুমাত্র গোসল দেয়া এবং সরাসরি শরীর স্পর্শ করা নিষেধ রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮১২,৮১৩ পৃষ্ঠা) ❁ জানাযার সাথে উচ্চ আওয়াজে কালেমা তৈয়্যব বা কালেমা শাহাদত বা হামদ ও নাত ইত্যাদি পাঠ করা জায়িয। (দেখুন: ফতোওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৯ম খন্ড, ১৩৯-১৫৮ পৃষ্ঠা)

জানাযা আগে আগে কেহ রাহা হে এ্যয় জাহাঁ ওয়ালো!
মেরে পীছে চলে আও তুমহারা রেহনুমা মে হোঁ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“বাহারে শরীয়াত”** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **‘সুন্নাত ও আদব’** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো,
শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো,
খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

১৪ই রযবুল মুরাজ্জব ১৪৩৫ হিজরি
১৪-০৫-২০১৪ ইংরেজি

www.dawateislami.net

বয়ান নং ৯

মন্দ মৃত্যুর কারণ

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- দরূদ শরীফ না পড়ার শাস্তি
- মন্দ মৃত্যুর চারটি কারণ
- আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়ের পর্দা
- ফিরিশতাদের সাবেক উস্তাদ
- নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কান্নাকাটি

পৃষ্ঠা উল্টান

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মন্দ মৃত্যুর কারণ(১)

সম্ভবত আপনাকে শয়তান এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়তে দিবে না। শয়তানের বিভিন্ন মারাত্মক আক্রমণ সম্পর্কে জানার জন্য রিসালাটি পাঠ করে নেয়া আপনার জন্য খুবই উপকারী হবে।

দরূদ শরীফ না পড়ার শাস্তি

বর্ণিত আছে: এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর কেউ স্বপ্নে মৃত ব্যক্তির মাথায় অগ্নিপূজারীদের টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেল। তখন সে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলো, মৃত ব্যক্তি জবাব দিলো: যখন কোথাও **প্রিয় নবী, মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মোবারক আসত, তখন আমি দরূদ শরীফ পড়তাম না। এ গুনাহের কারণে আমার কাছ থেকে মারেফত ও ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। (সবয়ে' সানাবিল, ৩৫ পৃষ্ঠা, মাকতাবায়ে নূরিয়া রযবীয়া, সক্কর)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

স্বপ্নের ভিত্তিতে কাউকে কাফির বলা যাবে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো? গুনাহের ভয়াবহতা কিরূপ ভয়ানক যে, এর কারণে মৃত্যুর সময় ঈমান বরবাদ হয়ে যাওয়ার আশংকা

(১) এ বয়ানটি ২৩ রবিউল আখির ১৪১৯ হিজরি, শারজা থেকে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, বাবুল মদীনা করাচীতে সম্প্রচারিত হয়েছিল। প্রয়োজনীয় সংশোধন সহকারে লিখিত আকারে উপস্থাপন করা হলো।

www.dawateislami.net

থাকে। এখানে এ জরুরী মাসআলা হৃদয়ে গেঁথে নিন যে, কারো ব্যাপারে খারাপ স্বপ্ন দেখা নিঃসন্দেহে দুশ্চিন্তার বিষয়। তথাপি নবী ছাড়া অন্য কারো স্বপ্ন শরীয়াতে দলীল নয়। আর শুধুমাত্র স্বপ্নের ভিত্তিতে কোন মুসলমানকে কাফির বলা যাবে না। এছাড়া স্বপ্নে মৃত মুসলমানের মধ্যে কোন কুফরের আলামত দেখলে কিংবা স্বয়ং মৃত মুসলমান স্বপ্নে নিজের ঈমান বরবাদ হয়ে যাওয়ার খবর দিলেও তাকে কাফির বলা যাবে না।

দরূদের স্থলে (দঃ, সঃ) লিখা না-জায়িয

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: জীবনে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করা ফরয আর যিকরের জলসায় (যেখানে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হচ্ছে সেখানে) দরূদ শরীফ একবার পড়া ওয়াজিব। চাই নিজে পবিত্র নাম নিক কিংবা অন্যের (মুখ) থেকে শুনে থাকুক। যদি এক মজলিসে একশ'বার (তাঁর পবিত্র নামের) আলোচনা আসে তখন প্রতিবার দরূদ শরীফ পড়া উচিত। যদি পবিত্র নাম নিলো কিংবা শুনল কিন্তু ঐ সময় দরূদ শরীফ পড়লো না, তবে অন্য কোন সময় তার বদলা স্বরূপ পড়ে নিবে। পবিত্র নাম লিখলে তখন দরূদ শরীফ অবশ্যই লিখবে। কেননা, অনেক ওলামায়ে কিরামের মতে ঐ সময় দরূদ শরীফ লিখা ওয়াজিব। আজকাল অধিকাংশ মানুষ দরূদ শরীফ (অর্থাৎ পরিপূর্ণ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখার) পরিবর্তে বাংলায় দঃ, সঃ, সাঃ লিখে থাকে, এরকম লিখা নাজায়িয ও অকাট্য হারাম। অনুরূপভাবে رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ও رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর স্থলে রঃ, রাঃ লিখে থাকে এটাও উচিত নয়। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১০১-১০২ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী) **আল্লাহ্ তায়ালার** মোবারক নাম লিখে তাতে "জ্বীম" লিখবেন না। عَزَّوَجَلَّ বা جَلَّ جَلَالُهٗ পূর্ণভাবে লিখুন।

হারদম মেরী যবা পে দুরূদো সালাম হো, মেরী ফুযুল গোয়ী কি আদত নিকালদো।

www.dawateislami.net

সুযোগকে কাজে লাগান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন আপনারা যে ঘটনা শুনলেন, তাতে **আল্লাহ্‌র রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম শুনে দরূদ শরীফ পাঠ না করা ব্যক্তির পরিণতির ব্যাপারে দেখা দুশ্চিন্তাজনক স্বপ্নের বর্ণনা রয়েছে। আমাদেরকে **আল্লাহ্ তায়ালার** অমুখাপেক্ষীতা ও তাঁর গোপন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ভয় করা উচিত এবং দরূদ শরীফ পড়তে অলসতা না করা উচিত। আজকের পূর্বে হয়তো অনেক বার এমন হয়েছে যে, আমরা **আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র নাম শুনে বা শুনার পর ভুলে গিয়ে দরূদ শরীফ পড়িনি। যেহেতু এ সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, যদি ঐ সময় দরূদ শরীফ না পড়ে থাকে তবে পরেও পড়ে নিতে পারবে। সুতরাং এখন পড়ে নিন এবং আগামীতে চেষ্টা করে তৎক্ষণাৎ পড়ে নিবেন অন্যথায় পরে পড়ে নেবেন।

উহ সালামত রহা কিয়ামত মে, পড়লিয়ে জিসনে দিল সে চার সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মন্দ মৃত্যুর চারটি কারণ

শরহুস সুদূর কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: কতিপয় ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বলেন: মন্দ মৃত্যুর কারণ হলো চারটি: (১) নামাযে অলসতা, (২) মদ্যপান, (৩) মাতা-পিতার অবাধ্যতা, (৪) মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া।

(শরহুস সুদূর, ২৭ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

যে সব ইসলামী ভাই مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্‌র** পানাহ!) নামায আদায় করে না কিংবা কাযা করে আদায় করে, ফজরের (নামাযের) জন্য উঠে না অথবা শরীয়াত সম্মত অপারগতা ছাড়া মসজিদে জামাআ'ত সহকারে (নামায) আদায় করার পরিবর্তে ঘরেই নামায আদায় করে নেন, তাদের জন্য (এতে) চিন্তার বিষয় রয়েছে। নামাযে অলসতা যেন মন্দ মৃত্যুর কারণ না হয়। অনুরূপভাবে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

মদ্যপানকারী, মাতা-পিতার অবাধ্য ও মুসলমানদেরকে নিজের মুখ অথবা হাত ইত্যাদি দ্বারা কষ্ট প্রদানকারীরা সত্যিকারের তাওবা করে নিন। সদরুল আফাযিল আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তাওবার মূল বিষয় হচ্ছে; **আল্লাহ্**র দিকে প্রত্যাবর্তন করা। এটার তিনটি ভিত্তি রয়েছে। এক, অপরাধ স্বীকার করা। দুই, অনুতপ্ত হওয়া। তিন, পরিত্যাগের ইচ্ছা (অর্থাৎ- এ গুনাহ্ ত্যাগ করার পাকাপোক্ত ইচ্ছা)। যদি গুনাহ্ ক্ষতিপূরণ উপযুক্ত হয় তবে সেটার ক্ষতিপূরণ দেয়াও আবশ্যক। যেমন- বেনামাযীর তাওবার জন্য পূর্ববর্তী নামায সমূহের কাযা আদায় করাও জরুরী। (খাযাইনুল ইরফান, ১২ পৃষ্ঠা, বোম্বাই) যদি বান্দার হক নষ্ট করে থাকে, তাহলে তাওবা করার সাথে সাথে সেগুলোর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক। যেমন- মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী অথবা বন্ধু কিংবা অন্যান্যদের মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে, তাহলে তার কাছ থেকে এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যেন সে ক্ষমা করে দেয়। শুধুমাত্র মুচকি হেসে **SORRY** বলে দেয়া প্রত্যেক বিষয়ে যথেষ্ট নয়!

নফস ইয়ে কিয়া জুলুম হে হার ওয়াক্ত তাজা জুরম হে,
নাতুয়া কে সর পে ইতনা বুঝ ভারী ওয়াহ ওয়াহ।

তিনটি অপরাধের ভয়াবহতার ঘটনা

"মিনহাজুল আবিদীন"-এ বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আ'য়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের এক ছাত্রের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলেন আর তার নিকট বসে সূরা ইয়াসিন শরীফ পড়তে লাগলেন। তখন ঐ ছাত্রটি বললো! "সূরা ইয়াসিন পড়া বন্ধ করুন।" এরপর তিনি তাকে কলেমা শরীফের তালকীন(১) (শিক্ষা) দিলেন। সে বললো, আমি কখনো এ কলেমা পড়বো না, "আমি এটার প্রতি অসন্তুষ্ট।" আর একথার উপরই তার মৃত্যু ঘটল।

---

(১) মুমুর্ষু ব্যক্তিকে "কলেমা পড়" এমন কথা বলবেন না, বরং তালকীনের শুদ্ধ পদ্ধতি এরূপ; মুমুর্ষু ব্যক্তির নিকটে উঁচু আওয়াজে কলেমা শরীফের যিকির করবে যেন তারও স্মরণ এসে যায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَالله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের ছাত্রের মন্দ মৃত্যুতে খুবই আঘাত পেলেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত নিজ ঘরে বসে কাঁদতে রইলেন। চল্লিশ দিন পর তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, ফিরিশতাগণ ঐ ছাত্রটিকে জাহান্নামে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কারণে **আল্লাহ্** তোমার মরেফাত ছিনিয়ে নিয়েছেন? আমার ছাত্রদের মধ্যে তোমার স্থানতো অনেক উর্ধ্বে ছিলো! সে জবাব দিলো! তিনটি অপরাধের কারণে, (১) চোগলখুরী, আমি আমার বন্ধুদের একটা বলতাম আর আপনাকে আরেকটা বলতাম। (২) হিংসা, আমি আমার বন্ধুদের হিংসা করতাম। (৩) মদ্যপান, একটি রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য ডাক্তারের পরামর্শে প্রতি বছর ১ গ্লাস মদ পান করতাম।

(মিনহাজুল আবিদিন, ১৬৫ পৃষ্ঠা, মুয়াসিসাতুস্ সায়রুওয়ান, বৈরুত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁপে উঠুন! এবং ভীত হয়ে নিজের সত্যিকারের **প্রতিপালক**কে খুশি করার জন্য তাঁর নিরাশ্রয়দের আশ্রয়স্থল দরবারে ঝুকে পড়ুন। আহ! চোগলখুরী, হিংসা ও মদ্যপানের কারণে অলিয়ে কামিলের শিষ্য কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে মারা গেলো। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মৃত্যুর সময় مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্‌**র পানাহ!) তার মুখ থেকে কুফরী বাক্য বের হয়, তবে কুফরের হুকুম দেয়া যাবে না। কেননা সম্ভবত মৃত্যুর কষ্টে আকল (জ্ঞান) চলে গেছে আর বেহুশ অবস্থায় এ বাক্য (মুখ থেকে) বের হয়ে গেছে। (বাহারে শরীয়াত, ৭ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা, দারুল মারেফা, বৈরুত)

কুকুরের আকৃতিতে হাশর

আফসোস! আজকাল চোগলখোরী (পরোক্ষ দুর্নাম) এরূপ ছড়িয়ে পড়েছে যে, অধিকাংশ মানুষ সম্ভবত বুঝতেই পারে না যে, আমি চোগলখোরী

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

করছি। চোগলখোরী আখিরাতের জন্য মারাত্মক বিনষ্টকারী। যেমন- **মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “গীবত, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, চোগলখোরী ও নির্দোষ মানুষের দোষ অন্বেষণ কারীদেরকে **আল্লাহ্ তায়ালা** (কিয়ামতের দিন) কুকুরের আকৃতিতে উঠাবেন। (আত্তারগীব ওয়াত্তরহীব, ৩য় খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত) অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: চোগলখোর জান্নাতে যাবে না। (সহীহুল বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬০৫৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

চোগলখোরীর সংজ্ঞা

ধ্বংসকারী গুনাহ্ সমূহ থেকে বাঁচা জরুরী এবং এগুলো থেকে বাঁচার জন্য প্রায়ই এগুলোর পরিচয় লাভ করাও জরুরী। এখানে চোগলখোরীর সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হচ্ছে। আল্লামা আইনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইমাম নববী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে উদ্ধৃত করেন: কারো কথা ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে অন্যকে বলে দেয়া হচ্ছে চোগলখোরী। (উ'মদাতুল ক্বারী, ২য় খন্ড, ৫৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৬, দারুল ফিকির, বৈরুত)

আমরা কি চোগলখোরী থেকে বেঁচে থাকি?

আফসোস! অধিকাংশ মানুষের কথা-বার্তায় আজকাল গীবত ও চোগলখোরীর ব্যাপারটা বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বন্ধুদের বৈঠক হোক কিংবা ধর্মীয় সমাবেশের পরে আলাপের বৈঠক, বিয়ের অনুষ্ঠান হোক কিংবা শোকের অনুষ্ঠান, কারো সাথে সাক্ষাৎ হোক কিংবা ফোনে কথা বার্তা, কয়েক মিনিটও যদি কারো সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ হয় আর দ্বীনী বিষয়ে জ্ঞানী কোন বিচক্ষণ আলিম যদি (আমাদেরকে) ঐ কথাবার্তার (ভাল-মন্দ দিক) “পরিচয়” করে দেন তাহলে সম্ভবত প্রায় মজলিসে (বৈঠক) অন্যান্য গুনাহ্রে বাক্য সমূহের সাথে সাথে তিনি ডজন খানেক “চোগলখোরীও” প্রমাণ করে দেবেন। হায়! হায়! আমাদের কি হবে! পুনরায় একবার এ হাদীস শরীফের ব্যাপারে ভেবে দেখুন, “চোগলখোর জান্নাতে যাবে না।” হায়! এমন যদি হতো। সত্যিকার অর্থে

www.dawateislami.net

আমাদের মুখের কুফ্‌লে মদীনা[1] অর্জিত হয়ে যেতো। হায়! এমন যদি হতো, প্রয়োজন ছাড়া কোন শব্দ মুখ থেকে বের না হতো। অধিক কথোপকথনকারী এবং দুনিয়াদার বন্ধুদের মধ্যে অবস্থানকারীর জন্য গীবত ও বিশেষত চোগলখোরী থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার। আহ! আহ! আহ! হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "যে ব্যক্তির কথাবার্তা অধিক হয়, তার ভুল ত্রুটিও বেশি হয়ে থাকে। আর যার ভুল ত্রুটি বেশি হয়, তার গুনাহ্ বেশি হয়ে থাকে এবং যার গুনাহ্ বেশি হয়, সে জাহান্নামের অধিক উপযুক্ত।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩য় খন্ড, ৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা, ৩২৭৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে অতিরিক্ত কথাবার্তাকে থামিয়ে রাখে আর সম্পদ থেকে অতিরিক্তটুকু খরচ করে।" (আল মু'জামুল কবীর, লিত্‌তাবরানী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭১,৭২, দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত) এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: কোন ব্যক্তি অনেক সময় আমাকে এমন কথা বলে ফেলে যে, তার জবাব দেয়া আমার এত পছন্দ হয় যে, পিপাসার্ত ব্যক্তির নিকট ঠান্ডা পানিও হয়তো এরূপ পছন্দ হয় না। কিন্তু আমি এ বিষয়ে ভীত হয়ে জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকি যে, আবার যেন এটা অনর্থক কথায় পরিণত হয়ে না যায়।

(এতহাফুস সাদাতুল মুত্তাক্বীন, ৯ম খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐ সাহাবী তো অনর্থক কথার ভয়ে বৈধ জবাব দেয়া থেকেও বিরত রইলেন আর আমরা যখন কারো কথার বিস্তারিত বর্ণনা দিই, তখন না গীবত ত্যাগ করি, না চোগলখোরী, না দোষ বর্ণনা থেকে বিরত থাকি, না অপবাদ আরোপ থেকে। হায়! হায়! আমাদের কি হবে! **হে আল্লাহ্!** আমাদেরকে যথার্থ জ্ঞান দাও এবং গুনাহযুক্ত কথাবার্তা থেকে বিরত না থাকা

(১) অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বাঁচার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে মুখে (মাদানী তালা) লাগানোকে কুফ্‌লে মদীনা বলা হয়।

www.dawateislami.net

(আমাদের মত) লোকদেরকে সত্যিকার অর্থে মুখের কুফ্লে মদীনা নসীব করো।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনায় হিংসার অমঙ্গলেরও আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। আফসোস! হিংসার রোগও খুব বেশি ছড়িয়ে পড়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে, "হিংসা নেকীসমূহকে এভাবে খেয়ে ফেলে, যেভাবে আগুন লাকড়ীকে খেয়ে ফেলে।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪২১০, দারুল মারিফা, বৈরুত)

হিংসার সংজ্ঞা

হিংসাকারীকে হিংসুক আর যাকে হিংসা করা হয়, তাকে হিংসাকৃত বলা হয়। "লিসানুল আরব"-এর ৩য় খন্ডের ১৬৬নং পৃষ্ঠায় হিংসার সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: اَلْحَسَدُ اَنْ تَتَمَنّٰى زَوَالَ نِعْمَةِ الْمَحْسُوْدِ اِلَيْكَ অর্থাৎ হিংসা হলো, তুমি ইচ্ছা করো যে, হিংসাকৃতের নেয়ামত তার কাছ থেকে বিনষ্ট হয়ে তোমার অর্জিত হোক।

সহজ ভাষায় হিংসার সংজ্ঞার সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত সংজ্ঞা থেকে জানা গেলো, কারো কাছে কোন নেয়ামত দেখে ইচ্ছা করা যে, হায়! যদি এমন হতো তার কাছ থেকে এ নেয়ামত দূর হয়ে আমি তা পেয়ে যেতাম। যেমন- কারো খ্যাতি ও সম্মানের প্রতি ঘৃণার মনমানসিকতা নিয়ে ইচ্ছা করা যে, এ ব্যক্তি কোন প্রকারে অপদস্ত হয়ে যাক আর তার জায়গায় আমার সম্মানের স্থান অর্জিত হোক। এছাড়া কোন ধনীর প্রতি জ্বলে পুড়ে এরূপ আশা করা যে, এ ব্যক্তির কোন উপায়ে যেন ক্ষতি সাধিত হয় আর সে যেন গরীব হয়ে যায় এবং আমি যেন তার জায়গায় ধনী হয়ে যাই। এ ধরনের আকাংখা করা হলো হিংসা। আর **আল্লাহ্**র পানাহ! এ মহামারী

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

রোগ যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে পড়েছে। আজকাল অন্যের ব্যবসা বিনষ্ট করার জন্য খুবই চেষ্টা করা হয়। ঐ ব্যক্তির মালের শুধু শুধু দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে ঐ দোকানদারের প্রতি নানা অপবাদ দেয়া হয় আর এভাবে হিংসার কারণে মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, সম্মানহানী এবং জানি না আরো কি কি গুনাহ করে বসে। আহ্! এখন অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট হতে চলেছে। পূর্ববর্তী মুসলমানরা কিরূপ ভালো মানুষ ছিলেন তা এ ঘটনা থেকে উপলব্ধি করুন।

সায়্যিদী কুত্‌বে মদীনার ঘটনা

খলীফায়ে আ'লা হযরত, শায়খুল ফযীলত, সায়্যিদুনা ওয়া মাওলানা ওয়া মুরশিদুনা যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী রযবী মাদানী প্রকাশ কুত্‌বে মদীনা رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তুর্কীদের "শাসনামল" থেকেই মদীনা শরীফে زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِیۡمًا বসতী স্থাপন করেন। প্রায় ৭৭ বছর সেখানে অবস্থান করেন আর এখন জান্নাতুল বাক্বীতে তাঁর মাযার রয়েছে। তাঁর কাছে কেউ আরয করলেন, ইয়া সায়্যিদী! পূর্বের (সম্ভবত তুর্কীদের সময়ের) মদীনাবাসীকে আপনি رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কিরূপ পেয়েছেন? বললেন: একজন সম্পদশালী হাজী সাহেব গরীবদের মাঝে কাপড় বিতরনের উদ্দেশ্যে ক্রয় করার জন্য একজন কাপড় বিক্রেতার দোকানে গেলেন আর কাংখিত কাপড় বেশি পরিমাণে চাইলেন। দোকানদার বলল: আমি আপনার চাহিদা পূরণ করতে পারবো কিন্তু আবেদন হচ্ছে, আপনি পাশের দোকান থেকে তা খরিদ করুন। কারণ, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আজকে আমার ভালো বিক্রি হয়েছে। ঐ বেচারা (আমার) প্রতিবেশী দোকানদারের বিক্রি কিছুটা কম হয়েছে। হযরত সায়্যিদী কুত্‌বে মদীনা رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: পূর্বের মদীনাবাসী এরূপ ছিলেন।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

দিল ছে দুনিয়া কি উলফত নিকালো! ইস তাবাহী সে মওলা বাঁচালো,
মুঝ কো দিওয়ানা আপনা বানালো, ইয়া নবী তাজদারে মদীনা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

সুদর্শন বালকের প্রতি আসক্ত দু'জন মুয়ায্যিনের ধ্বংস

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন আহমদ মুয়ায্যিন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আমি কাবা শরীফের তাওয়াফরত ছিলাম। এক ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি পড়লো, যে কাবা শরীফের গিলাফের সাথে জড়িয়ে একটি দোয়া বারবার করছিল। "হে **আল্লাহ্** আমাকে দুনিয়া থেকে মুসলমান হিসেবেই বিদায় দিও।" আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: এ দোয়া ছাড়া অন্য কোন দোয়া কেন করছো না? সে বললো, আমার দুই ভাই ছিলো। বড় ভাই চল্লিশ বছর যাবৎ মসজিদে বিনা পারিশ্রমিকে আযান দিতে থাকেন। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো তখন সে কুরআন শরীফ চাইলো। আমরা তাকে দিলাম, যাতে তা থেকে বরকত লাভ করে। কিন্তু কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে সে বলতে লাগলো: "তোমরা সকলে সাক্ষী হয়ে যাও, আমি কুরআনের সকল বিশ্বাস ও হুকুম সমূহের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি এবং খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করছি। এরপর সে মারা গেলো। অপর ভাইটি ত্রিশ বৎসর যাবৎ মসজিদে বিনা পারিশ্রমিকে আযান দিলো। কিন্তু সেও শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করলো এবং মারা গেলো। তাই আমি নিজের মৃত্যুর ব্যাপারে ভীষণ চিন্তিত এবং সর্বদা উত্তম মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে থাকি। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আহমদ মুয়ায্যিন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার দুই ভাই শেষ পর্যন্ত এমন কি গুনাহ্ করতো? (যার কারণে তাদের ঈমান হারা হয়ে মৃত্যু হয়েছে) সে বললো: "তারা পরনারীর প্রতি আসক্ত ছিল এবং সুদর্শন বালকের (অর্থাৎ দাড়ি মোচ গজায়নি এমন ছেলেদের) যৌন উত্তেজনা সহকারে দেখতো।" (আররাওযুল ফায়িক্ব, ১৭ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়ের পর্দা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিপদ হয়ে গেল! এখনও কি পরনারীদের থেকে পর্দাহীনতা ও নিসঙ্কোচে মেলামেশা থেকে বিরত থাকবেন না? এখনও কি

www.dawateislami.net

পরনারী এমনকি নিজের ভাবী, চাচী, জেঠী, মামী (তারাও শরীয়াত অনুযায়ী পরনারী) তাদের কাছ থেকে নিজের দৃষ্টিকে হিফাযত করবেন না? অনুরূপভাবে চাচাত, জেঠাত, মামাত, ফুফাত ও খালাত, এছাড়া শ্যালিকা ও ভগ্নিপতি পরস্পরের মধ্যে পর্দার বিধান রয়েছে। না-মুহ্‌রিম (যার সাথে বিবাহ বৈধ) পীর ও মুরীদনীর (মহিলা মুরীদ) মধ্যেও পর্দা রয়েছে। মুরীদনী না-মুহ্‌রিম পীরের হাত চুম্বন করতে পারবে না।

সুদর্শন বালককে যৌন উত্তেজনা সহকারে দেখা হারাম

সাবধান! সুদর্শন বালকতো আগুন, আগুন! সুদর্শন বালকের নৈকট্য, তার সাথে বন্ধুত্ব, তার সাথে ঠাট্টা-মশকরা করা, পরস্পর কুস্তি ধরা, টানাটানি করা ও অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়ানো জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে। সুদর্শন বালক থেকে দূরে থাকাতেই নিরাপত্তা নিহিত। যদিও ঐ বেচারার (সুদর্শন বালকের) কোন দোষ নেই। সুদর্শন বালক হওয়ার কারণে তার মনে কষ্টও দিবেন না। তবে তার কাছ থেকে নিজেকে নিজে বাঁচানো অত্যন্ত জরুরী। কখনো সুদর্শন বালককে মোটর সাইকেলে নিজের পেছনে বসাবেন না। নিজেও তার পেছনে বসবেন না। কেননা আগুন সামনে হোক কিংবা পিছনে হোক সেটার তাপ সর্বাবস্থায় পৌঁছবে। উত্তেজনা না থাকলে তবুও সুদর্শন বালকের সাথে কোলাকুলি করা হচ্ছে ফিতনার স্থান। আর উত্তেজনারসহিত কোলাকুলি করা এমনকি করমর্দন করা (হাত মিলানো) বরং ফোকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی বলেন: সুদর্শন বালকের প্রতি উত্তেজনা সহকারে দেখাও হারাম। (তাফসীরাতে আহমদিয়া, ৫৫৯ পৃষ্ঠা, পেশাওয়ার) তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ এমনকি পোষাক-পরিচ্ছদ থেকেও দৃষ্টিকে হিফাযত করুন। তার ভাবনায় যদি উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তাহলে তা থেকেও বাঁচুন। তার লেখা কিংবা অন্য কোন বস্তুর মাধ্যমে যদি উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তবে তার সাথে সম্পর্কিত সকল বস্তু থেকে দৃষ্টিকে হিফাযত করুন। এমনকি তার ঘরের প্রতিও দেখবেন না।

www.dawateislami.net

যদি তার পিতা বা বড় ভাই ইত্যাদিকে দেখলে তার (সুদর্শন বালকের) ভাবনা আসে এবং উত্তেজনা এসে পড়ে তাহলে তাদেরকেও দেখবেন না।

সুদর্শন বালকের সাথে ৭০ জন শয়তান

সুদর্শন বালকের মাধ্যমে ধোঁকাবাজ ও প্রতারক শয়তানের কৃত ধ্বংসাত্মক হামলা থেকে সাবধান করে আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে; নারীর সাথে দুজন শয়তান থাকে আর সুদর্শন বালকের সাথে ৭০ জন (শয়তান থাকে)। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৭২১ পৃষ্ঠা) যাহোক পরনারী (অর্থাৎ যার সাথে বিবাহ বৈধ) তার কাছ থেকে ও সুদর্শন বালক থেকে নিজের চক্ষুদ্বয় ও নিজের সত্ত্বাকে দূরে রাখা খুবই জরুরী, অন্যথায় এইমাত্র আপনি ঐ দু'ভাইয়ের মৃত্যুর বেদনাদায়ক পরিণামের সম্পর্কে শুনলেন যারা বাহ্যিকভাবে নেককার ছিল। দয়া করে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত রিসালা (লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা) পাঠ করুন।

নফস বে লাগাম তো গুনাহো পে উকসাতা হে,
তওবা তওবা করনে কি ভী আদত হোনী চাহিয়ে।

হজ্ব আদায় না করা মন্দ মৃত্যুর কারণ

আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যার হজ্ব করার ক্ষেত্রে প্রকাশ্য কোন ধরণের প্রয়োজনীয়তা বাঁধা হয়নি, কোন যালেম বাদশাহর পক্ষ থেকেও বাঁধা নেই, না তার এমন কোন রোগ রয়েছে যা তাকে হজ্ব আদায় করা থেকে বাঁধা প্রদান করে। এমতাবস্থায় সে হজ্ব আদায় করা ছাড়া মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সে হয়ত ইহুদী হয়ে মরল নতুবা খ্রীষ্টান হয়ে মরল। (সুনানুদ্দারিমী, ২য় খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৮৫, বাবুল মদীনা, করাচী) জানা গেল, হজ্ব ফরয হওয়া সত্ত্বেও যে অবহেলা করল এবং হজ্ব আদায় না করে মৃত্যুবরণ করল, তবে তার মন্দ মৃত্যু হওয়ার খুবই আশংকা রয়েছে।

www.dawateislami.net

আযানের সময় কথাবার্তায় লিপ্ত ব্যক্তির মন্দ মৃত্যুর ভয়

সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের বরাতে উদ্ধৃত করেন: যে ব্যক্তি আযানের সময় কথাবার্তায় লিপ্ত থাকে, তার **আল্লাহ্**র পানাহ! মন্দ মৃত্যু হওয়ার ভয় রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী)

আযানের উত্তর প্রদানকারী জান্নাতী হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন আযান শুরু হয় তখন কথাবার্তা ও অন্যান্য কাজকর্ম বন্ধ রেখে আযানের উত্তর দেয়া উচিত। তবে যদি মসজিদের দিকে গমনরত কিংবা ওযূ করা অবস্থায় থাকে তবে চলাকালেও ওযু করার সময় উত্তর দেয়া যাবে। যখন একের পর এক আযানের আওয়াজ আসে তখন প্রথম আযানের উত্তর দেয়াটা যথেষ্ট। যদি সবগুলো আযানের উত্তর দেয়া হয় তবে উত্তম। আযানের উত্তর দাতারও অপূর্ব মর্যাদা রয়েছে। যেমন- তারীখে দামেস্কের ৪০তম খন্ডের ৪১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: এক ব্যক্তি যার বাহ্যিক বড় কোন নেক আমল ছিলোনা, তিনি মৃত্যু বরণ করলেন। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর উপস্থিতিতে ইরশাদ করলেন: তোমরা কি জানো! **আল্লাহ্ তায়ালা** একে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন! এতে লোকেরা আশ্চর্য্য হলেন। (কেননা, বাস্তবিক তার কোন বড় নেক আমল ছিল না।) তাই এক সাহাবী তাঁর ঘরে গেলেন এবং তাঁর বিধবা বিবিকে জিজ্ঞাসা করলেন: তার কোন বিশেষ আমলের কথা আমাদেরকে বলুন। তখন তিনি জবাব দিলেন, (তার) আরতো কোন বিশেষ বড় আমল সম্পর্কে আমি জানি না। শুধু এতটুকুই জানি যে, দিন হোক কিংবা রাত, যখনই তিনি আযান শুনতেন তখন (আযানের) উত্তর অবশ্যই দিতেন।

(তারীখে দামেস্ক লি ইবনে আসাকির, ৪০তম খন্ড, ৪১২-৪১৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত, দারুল ফিকির, বৈরুত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের মাগফিরাত হোক। আযান ও আযানের উত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আহকাম জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক মুদ্রিত রিসালা ফয়যানে আযান অবশ্যই পাঠ করবেন।

গুনাহে গদা কা হিসাব কিয়া উহ আগর ছে লাখ ছে হে ছিওয়া,
মগর আই আফু' তেরে আফউ কা তো হিছাব হে না শুমার হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আগুন লাফিয়ে উঠে

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡه এক রোগীর শিয়রে উপস্থিত হলেন, যে মৃত্যুপথযাত্রী ছিলো। তাকে অনেকবার কলেমা শরীফের তালকীন করলেন। কিন্তু সে "দশ-এগার, দশ-এগার" বলতে লাগল! যখন তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন সে বলল: আমার সামনে আগুনের পাহাড় বিদ্যমান, যখন আমি কলেমা শরীফ পড়ার চেষ্টা করি তখন এ আগুন আমাকে জ্বালানোর জন্য লাফিয়ে উঠে। এরপর তিনি (মালিক বিন দিনার رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡه) লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, দুনিয়াতে এ ব্যক্তি কি কাজ করতো? তারা বললো: এ ব্যক্তি সুদখোর ছিলো এবং ওজনে কম দিতো।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ৫২-৫৩ পৃষ্ঠা, ইন্‌তিশারাতে গাঞ্জীনা, তেহরান)

ওজনে কম দেয়ার শাস্তি

আহ্! সুদখোর ও ওজনে কম দানকারীদের ধ্বংস! সামান্য টাকার জন্য নিজেই নিজেকে জাহান্নামের আগুনে অর্পন করার সাহস কারীরা? শুনুন! শুনুন! রূহুল বয়ানে বর্ণনা করা হয়েছে: যে ব্যক্তি ওজনে খিয়ানত করে, কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের গভীরে নিক্ষেপ করা হবে এবং দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

বসিয়ে নির্দেশ দেয়া হবে, "এ পাহাড়গুলোকে ওজন করো।" যখন ওজন করতে শুরু করবে তখন আগুন তাকে জ্বালিয়ে দিবে। (রূহুল বয়ান, ১০ম খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা, কোয়েটা)

গর উন কে ফযল পে তুম ইতিমাদ করলেতে, খোদা গাওয়াহ কে হাসিলে মুরাদ করলেতে।

একজন শায়খের মন্দ মৃত্যু

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ও হযরত সায়্যিদুনা শায়বান রাঈ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ উভয়ে এক জায়গায় একত্রিত হলেন। সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ সারারাত কাঁদতে রইলেন। সায়্যিদুনা শায়বান রাঈ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সুফিয়ান ছাওরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বললেন: আমাকে মন্দ মৃত্যুর ভয় কাঁদাচ্ছে। আহ্! আমি একজন শায়খ থেকে চল্লিশ বৎসর যাবৎ ইলম অর্জন করেছি। তিনি ষাট বৎসর পর্যন্ত মসজিদুল হারামে ইবাদত করেছেন কিন্তু তার মৃত্যু কুফরের উপর হয়েছে। সায়্যিদুনা শায়বান রাঈ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বললেন: হে সুফিয়ান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ! তা তার গুনাহসমূহের বিপদ ছিলো। আপনি **আল্লাহ্ তায়ালার** নাফরমানী কখনো করবেন না।

(সাবয়ে' সানাবিল, ৩৪ পৃষ্ঠা, মাকতাবায়ে নূরিয়্যা রযবীয়া, সক্কর)

ছুড়া জঙ্গ দিল কা ছুড়া দিরে দিরে, হিজাবাতে জুলমত হটা দিরে দিরে।
কর আহিস্তা আহিস্তা যিকরে ইলাহী, হো ফের মিদহাতে মুস্তফা দিরে দিরে।

ফিরিশতাদের সাবেক উস্তাদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালা হচ্ছেন অমুখাপেক্ষী। তাঁর গোপন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কেউ জানেনা। কারো পক্ষে নিজের জ্ঞান কিংবা ইবাদতের উপর গর্ব করা উচিত নয়। শয়তান হাজার বৎসর ইবাদত করেছে। নিজের কঠোর সাধনা ও জ্ঞানের কারণে মুআল্লিমুল মালাকূত অর্থাৎ ফিরিশতাগণের শিক্ষক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ দূর্ভাগাকে অহংকার ডুবিয়েছে

www.dawateislami.net

আর সে কাফির হয়ে গেল। এখন বান্দাদের পথভ্রষ্ট করার জন্য সে পূর্ণ চেষ্টা চালাচ্ছে। জীবন ভরতো কুমন্ত্রণা দিতেই থাকে, কিন্তু মৃত্যুর সময় পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে যে, কিভাবে বান্দার মন্দ মৃত্যু হয় । যেমনিভাবে-

মাতা-পিতার আকৃতিতে শয়তান

বর্ণিত আছে: যখন মানুষের মৃত্যুর যন্ত্রণা চলতে থাকে, তখন দুজন শয়তান তার ডানে বামে এসে বসে পড়ে। ডান দিকের শয়তান তার পিতার আকৃতি ধরে বলে, বৎস! দেখো আমি তোমার মেহেরবান ও প্রিয় পিতা। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করো। কেননা, সেটাই সবচেয়ে উত্তম ধর্ম। বাম দিকের শয়তান মৃত্যুবরণকারীর মায়ের আকৃতিতে আসে আর বলে: আমার প্রিয় পুত্র! আমি তোকে নিজের পেটে রেখেছি, নিজের দুধ পান করিয়েছি এবং নিজের কোলে লালন-পালন করেছি। প্রিয় বৎস! আমি উপদেশ দিচ্ছি, ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করো। কেননা, এটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। (আত্ তাযকিরা লিল কুরতুবী, ৩৮ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

মৃত্যু কষ্টের এক বিন্দু

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই খুবই দুশ্চিন্তাজনক ব্যাপার। বান্দা যখন জ্বর কিংবা মাথা ব্যথা ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয় তখন তার জন্য কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ মৃত্যুর সময়ের কষ্টতো খুবই বেশি হয়ে থাকে। "শরহুস সুদূর"-এ বর্ণিত রয়েছে: যদি মৃত্যু কষ্টের এক বিন্দু সমগ্র আসমান ও যমীনে বসবাসকারীদের উপর ফেলা হয় তবে সকলে মারা যাবে। (শরহুস সুদূর, ৩২ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত) তাহলে এমন স্পর্শকাতর অবস্থায় যখন মা-বাবার আকৃতিতে শয়তানেরা ধোকা দিবে, তখন ইসলামের উপর মানুষ স্থির থাকা কিরূপ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।" কিমিয়ায়ে সা'আদাত"-এ রয়েছে:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

হযরত সায়্যিদুনা আবূ দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলতেন: খোদার শপথ! কেউ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না যে, মৃত্যুর সময় তার ঈমান অবশিষ্ট থাকবে কি থাকবে না! (কিমিয়ায়ে সা'আদাত, ২য় খন্ড, ৮২৫ পৃষ্ঠা, ইনতিশারাতে গাঞ্জীনা, তেহরান)

ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাহা থা মরতে দম, কবর মে পোঁহোচা দেখা আপ হে।

বন্ধুদের আকৃতিতে শয়তান

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: মৃত্যুর সময় শয়তান নিজের চেলাদেরকে মৃত্যু পথযাত্রীর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের আকৃতিতে নিয়ে পৌঁছে। তারা সবাই বলে, ভাই! আমরা তোমার পূর্বে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছি। মৃত্যুর পর যা কিছু রয়েছে তা সম্পর্কে আমরা ভালভাবে অবগত রয়েছি। এখন তোমার পালা। আমরা তোমাকে সহানুভূতিশীল পরামর্শ দিচ্ছি যে, তুমি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে নাও, কারণ এ ধর্মই **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে গ্রহণযোগ্য। যদি মৃত্যুপথযাত্রী তাদের কথা না মানে তবে অনুরূপভাবে অন্যান্য শয়তানরা বন্ধুদের আকৃতিতে এসে বলে, তুই খ্রীষ্টানদের ধর্ম গ্রহণ করে নাও, কারণ এ ধর্মই হযরত মূসা عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এর ধর্মকে রহিত করেছিলো। এভাবেই নিকট আত্মীয়দের আকৃতিতে দলগুলো এসে বিভিন্ন ভ্রান্ত দলগুলোকে গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়। সুতরাং যার ভাগ্যে সত্য থেকে ফিরে যাওয়া লিখা থাকে, সে ঐ সময় টলমল অবস্থায় পড়ে যায় আর ভ্রান্ত ধর্ম অবলম্বন করে নেয়। (আদ্ দুর্‌রাতুল ফাখিরা ফী কাশফে উ'লূমুল আখিরা, ৫১১ পৃষ্ঠা, মাজমূআ'তু রাসায়িলিল ইমাম আল গাযালী, দারুল ফিকির, বৈরুত)

কিসি আওর সে হামে কিয়া গরজ,
কিসি আওর সে হামে কিয়া তলব,
হামে আপনে আক্বা সে কাম হে,
না ইদর গিয়ে না উদর গিয়ে।

www.dawateislami.net

আমাদের কি হবে?

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের করুন অবস্থার প্রতি দয়া করুক। মৃত্যু যন্ত্রনার সময় জানিনা আমাদের কি হবে! আহ্! আমরা অনেক গুনাহ্ করেছি, নেকীর নাম মাত্র নেই। আমরা দোয়া করছি: **হে আল্লাহ্!** মৃত্যুর যন্ত্রনার সময় আমাদের নিকট শয়তান যেন না আসে, বরং **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেন দয়া করেন।

নাযা’ কে ওয়াক্ত মুঝে জলওয়ায়ে মাহবুব দিখা,
তেরা কিয়া জায়েগা মে’ শাদ মরোঙ্গা ইয়া রব।

জিহ্বা আয়ত্বে রাখুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালার অমুখাপেক্ষীতা ও তাঁর গোপন ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমান কম্পিত ও ভীত থাকা উচিত। জানিনা কোন নাফরমানী **আল্লাহ্ তায়ালা** এর অসন্তুষ্টি ও গযবকে উত্তেজিত করে দেয়। আর ঈমানের জন্য বিপদ তৈরী হয়ে যায়। তাই সর্বদা নিজের প্রতিপালকের সম্মুখে বিনয় প্রকাশ করতে থাকুন। জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখুন। কারণ, বেশি কথা বলাতেও অনেক সময় মুখ থেকে কুফরী বাক্য বের হয়ে যায় এবং খবর থাকে না। সর্বদা ঈমান হিফাযতের চিন্তা করতে থাকা জরুরী। আমার আক্বা, আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বলেন: যার (জীবনে) ঈমান হারানোর ভয় থাকে না, মৃত্যুর সময় তার ঈমান হারা হয়ে যাওয়ার খুবই আশংকা রয়েছে। (আল মালফুয, ৪র্থ খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা, হামিদ এন্ড কোম্পানী, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর)

ইলাহী! উন কি মুহাব্বত কা গাও বাকী রহে, দারোনে দিল ইয়ে সুলাগতা আলাও বাকী রহে।
গুনাহ কা বার কিয়ামত কা বাহরে পুর আসুভ, ইলাহী! উন কি শাফায়াত কি নাও বাকী রহে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

উত্তম (নেক) মৃত্যুর জন্য মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুশ্চিন্তা..... দুশ্চিন্তা..... খুবই কঠিন দুশ্চিন্তার বিষয়। আমরা জানিনা যে, আমাদের ব্যাপারে **আল্লাহ্ তায়ালার** গোপন ব্যবস্থাপনা কি, জানিনা আমাদের মৃত্যু কিরূপ হবে! হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যদি মন্দ মৃত্যু থেকে নিরাপত্তা চাও, তবে সারা জীবন **আল্লাহ্ তায়ালার** আনুগত্যের মাঝে অতিবাহিত করো। আর প্রতিটি গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকো। আবশ্যক যে, তোমার মাঝে যেন 'আরিফীনদের' (খোদা প্রেমিক) ন্যায় ভয়-ভীতির আধিক্য থাকে। এমনকি এর কারণে তোমার কান্নাকাটি যেন দীর্ঘায়িত হয়ে যায় এবং তুমি যেন সর্বদা চিন্তাগ্রস্থ থাকো। আগে গিয়ে (ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)আরো বলেন, তোমার উত্তম মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে মশগুল থাকা উচিত। সর্বদা **আল্লাহ্**র যিকরে লেগে থাকো, অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা বের করে দাও। গুনাহ্ থেকে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি অন্তরেরও হিফাযত করো। যতটুকু সম্ভব মন্দ লোকদেরকে দেখা থেকেও বেঁচে থাকো। কারণ এতেও অন্তরে প্রভাব পড়ে এবং তোমার মন-মানসিকতা সেদিকে আকর্ষিত হতে পারে।

(ইহ্ইয়াউল উলূম, ৪র্থ খন্ড, ২১৯-২২১ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত, দারুস সাদির, বৈরুত)

মুসলমান হে আত্তার তেরী আতা ছে, হো ঈমান পর খাতিমা ইয়া ইলাহী।

ঈমান সহকারে মৃত্যুর জন্য চারটি ওযীফা

এক ব্যক্তি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করার জন্য দোয়া চাইলেন। তখন তিনি তার জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন: (১) (প্রতিদিন) সকালে ৪১বার يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ [১]

(১) হে চিরঞ্জীবী! হে চিরস্থায়ী! তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

www.dawateislami.net

শুরু ও শেষে (একবার করে) দরূদ শরীফ সহকারে পড়বেন। (২) শোয়ার সময় নিজের সকল ওযীফা আদায়ের পর সূরা কাফিরূন প্রতিদিন পড়ে নিবেন। এরপর কথাবার্তা বলবেন না। তবে যদি প্রয়োজন হয় তবে কথা বলার পর পুনরায় সূরা কাফিরূন তিলাওয়াত করে নিবেন, যেন শেষ এর উপরই হয়। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঈমান সহকারে মৃত্যু হবে। (৩) তিনবার সকালে ও তিনবার সন্ধ্যায় এ দোয়াটি পাঠ করবেন: اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نُّشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَّعْلَمُهٗ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهٗ [1] (আল মালফুয, ২য় অংশ, ২৩৪ পৃষ্ঠা, হামিদ এন্ড কোম্পানী, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর) (৪) بِسْمِ اللهِ عَلٰى دِيْنِىْ بِسْمِ اللهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَوُلْدِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ [2] সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পাঠ করুন। দ্বীন, ঈমান, জান, মাল, সন্তান সবকিছু নিরাপদ থাকবে। (শাজারা-এ-কাদেরীয়া, রযবীয়া, ২৬ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী) (সূর্য অস্ত যাওয়া থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত রাত ও অর্ধ রাত ঢলে পড়া থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ চমকানো পর্যন্তকে সকাল বলা হয়)

আগুনের সিন্দুক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে কোন দুর্ভাগার মৃত্যু কুফরের উপর হবে, তাকে কবর এমন জোরে চাপ দিবে যে, তার এ দিকের পাঁজর অন্য দিকে আর অন্য দিকেরটা এদিকে হয়ে যাবে। কাফিরের জন্য এরূপ আরো বেদনাদায়ক শাস্তি হবে। কিয়ামতের পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমতুল্য দিন কঠিনতর ভয়ানক অবস্থায় অতিবাহিত হবে। অতঃপর তাকে উপুড় অবস্থায় টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যেসব গুনাহগার মুসলমান জাহান্নামে প্রবেশ করেছিলো, যখন তাদেরকে বের করা হবে তখন দোযখে শুধুমাত্র ঐসব লোক থাকবে যাদের মৃত্যু

(১) **হে আল্লাহ্!** আমরা তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঐ বস্তুর সাথে তোমাকে অংশীদার করা থেকে এবং যা আমরা জানি না তা থেকে ক্ষমা চাচ্ছি।

(২) **আল্লাহ্ তায়ালার** নামের বরকতে আমার প্রাণ, দ্বীন, সন্তান এবং পরিবার ও সম্পদ নিরাপদে থাকুক।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

কুফরের উপর হয়েছিল। এরপর অবশেষে কাফিরের জন্য এরূপ হবে যে, তার দেহ সম আগুনের সিন্দুকে তাকে বন্ধ করা হবে। অতঃপর তাতে আগুন প্রজ্জলিত করা হবে আর আগুনের তালা লাগিয়ে দেয়া হবে। এরপর এ সিন্দুকটি আগুনের অন্য একটি সিন্দুকে রাখা হবে আর এ দুইটির মাঝখানে আগুন জ্বালানো হবে এবং এতেও আগুনের তালা লাগিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর অনুরূপভাবে সেটাকে অন্য আর একটি সিন্দুকে রেখে আগুনের তালা লাগিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে এবং মৃত্যুকে একটি ভেড়ার ন্যায় জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে এনে জবাই করে দেয়া হবে। এখন আর কারো মৃত্যু আসবে না। প্রত্যেক জান্নাতী চিরস্থায়ী জান্নাতে ও প্রত্যেক জাহান্নামী চিরস্থায়ী ভাবে জাহান্নামেই থাকবে। জান্নাতীদের জন্য আনন্দ আর আনন্দ হবে আর জাহান্নামীদের জন্য বেদনা আর আফসোস হবে। (বাহারে শরীয়া'ত, ১ম খন্ড, ৭৭,৯১,৯২ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী)

ইয়া রব্বে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ! আমরা তোমার কাছে ক্ষমার সাথে মদীনাতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন ও জান্নাতুল ফিরদাওসে **মাদানী মাহবূব হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার আবেদন করছি।

পায়া হে উহ আলতাফ ও করম আপ কে দরপর, মরনে কি দোয়া করতে হে হাম আপ কে দরপর।
সব আরজ ও বয়া খতম হে খামুশ খাড়া হে, আসকতা হে বদর আখ হে নম আপ কে দরপর।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালার রহমত থেকে কখনো নিরাশ হবেন না। আপনি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলায় সফর করতে থাকুন তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঈমান হিফাযতের মন-মানসিকতা তৈরী হতে থাকবে। যখন মন-মানসিকতা তৈরী হবে তখন অনুভূতিও সৃষ্টি হবে। ভাবাবেগ অর্জিত হবে। দোয়ার জন্য হাত উঠবে। অতঃপর اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এরূপ আরয করবো:

তু নে ইসলাম দিয়া তু নে জামাআত মে লিয়া, তু করিম আব কোয়ী ফিরতা হে ইতিয়্যা তেরা।

www.dawateislami.net

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কান্নাকাটি

একটু স্পন্দিত হৃদয়ে হাত রেখে শুনুন! **আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় মাহ্বুব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমরা গুনাহগারদের ঈমান হেফাজত থাকার ব্যাপারে কেমন চিন্তা রয়েছে! যেমন রূহুল বায়ানের ১০ম খন্ডের ৩১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: একদা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে ধোঁকাবাজ শয়তান আকৃতি পরিবর্তন করে হাতে পানির বোতল নিয়ে হাযির হলো আর বলল: আমি লোকদের নিকট মৃত্যু যন্ত্রনার সময় এ বোতল ঈমানের পরিবর্তে বিক্রয় করি। এ কথা শুনে **নবী করিম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতই কাঁদলেন যে, আহলে বায়তে আত্হার (পবিত্র পরিবার-পরিজন) عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও কাঁদতে লাগলেন। **আল্লাহ্ তায়ালা** ওহী পাঠালেন: **হে আমার মাহ্বুব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি চিন্তা করবেন না! আমি মৃত্যুর সময় আমার বান্দাদেরকে শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচিয়ে থাকি। **(রূহুল বয়ান, ১০ম খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)**

হার উম্মতী কি ফিকর মে আক্বা হে মুজতরিব,
গমখায়ারে ওয়ালিদায়ন সে বড় কর হুযূর হে।

আম্মাজানের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাংগঠনিক এলাকা গুলশানে বাগদাদ বাবুল মদীনা, করাচীর একজন ইসলামী বোনের বর্ণনার সারাংশ হলো; আম্মাজান (বয়স প্রায় ৬০ বৎসর) সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন চোখ খোলা সত্ত্বেও তিনি কিছু দেখছিলেন না। আমরা ভয় পেয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে জানতে পারলাম যে, হাই ব্লাড প্রেসারের ফলে তার চোখের আলো নিভে গেছে। তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে গেলাম কিন্তু সবাই নিরাশ করলেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

তাবীবো নে মরিজে লা দাওয়া কে কে টালা হে,
বনা না কাম উন কা ইনদিয়া দো ইয়া রাসূলাল্লাহ।

আম্মাজান প্রচন্ড বিশ্বাসের সাথে বললেন: আমাকে মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় অনুষ্ঠিতব্য ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়ে যাও। إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সেখানে আমি দৃষ্টিশক্তি লাভ করব। সুতরাং মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায়, রবিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে আমরা দু'বোন আম্মাজানের হাত ধরে নিয়ে গেলাম। ইজতিমার ভাবাবেগপূর্ণ দোয়া আমাদেরকে খুব কাঁদালো। আম্মাজান খুব বেশি কেঁদেছিলেন। হঠাৎ তার চোখে বিজলীর ন্যায় উজ্জ্বল আলো এসে গেলো আর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার মেঝ পরিস্কার ভাবে দৃষ্টি গোচর হতে লাগলো। অতঃপর দেখতে দেখতেই চক্ষুদ্বয় পরিপূর্ণ আলোকিত হয়ে গেলো।

সুন্নাত কি বাহার আয়ী ফয়যানে মদীনা মে,
রহমত কি গটা ছায়ী ফয়যানে মদীনা মে।
নাকিস হে জু সুনওয়ায়ী, কমজোর হে বিনায়ী,
মাঙ্গ আকে দোয়া ভায়ী ফয়যানে মদীনা মে।
আপত মেপ গেরা হে গর, বিমার পড়া হে গর,
আকর লে দোয়া ভায়ী ফয়য়ানে মদীনা মে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ান নং ১০

উদাসীনতা

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- মৃত ব্যক্তির আর্তনাদ কোন কাজে আসবে না
- যদি ঈমান বরবাদ হয়ে যায়, তবে.....
- মৃত্যুর তিনজন দূত
- না-জায়িয ফ্যাশনকারীদের পরিণতি
- আকীকার ২৫টি মাদানী ফুল

পৃষ্ঠা উল্টান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

উদাসীনতা(১)

যাবতীয় অলসতা দুর করে এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনি আপনার অন্তরে পরিবর্তন অনুভব করবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও হিসাব-নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তিলাভকারী ব্যক্তি সেই হবে, তোমাদের মধ্যে যে আমার উপর দুনিয়াতে অধিক পরিমানে দরূদ শরীফ পাঠ করবে"।

(ফিরদাওসুল আখবার, ৫ম খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮২১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

স্বর্ণের ইট

বর্ণিত রয়েছে: এক নেককার ব্যক্তি কোন এক জায়গায় একটি স্বর্ণের ইট পেলেন। সে সম্পদের মোহে মত্ত হয়ে সারা রাত বিভিন্ন ধরণের কল্পনা করতে

---

(১) এ বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আহমদাবাদ (ভারত)- এ অনুষ্ঠিত ৩ দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ২৮, ২৯, ৩০শে রজব ১৪১৮ হিজরি (২৮, ২৯, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইংরেজি) শেষ দিনে প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন সহকারে লিখিভাবে পেশ করা হলো। --- **মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

লাগলেন। এখন আমি এই সম্পদ দিয়ে ভাল ভাল খাবার খাবো, উন্নত মানের পোশাক পরিধান করবো, আর বাড়ীতে অনেক চাকর রাখবো। মোটকথা- সম্পদশালী হয়ে যাওয়ায় কারণে আরাম আয়েশের ধ্যান করতে করতে একেবারে চিন্তিত হয়ে ঐ রাতে **আল্লাহ্ তায়ালার** ধ্যান থেকে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন হয়ে গেলেন। ভোরবেলা মাথার মধ্যে এ সমস্ত কল্পনা করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লে, ঘটনাক্রমে তিনি এক কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি একটি কবরের উপর থেকে মাটি নিয়ে ইটের খামির তৈরি করছে। এ দৃশ্য দেখে একেবারে তাঁর চোখ থেকে অলসতার পর্দা সরে গেলো। অঝোর ধারায় তাঁর চোখ দিয়ে পানি বের হতে লাগলো। তিনি ভাবতে লাগলেন, হায়! হয়তো মানুষেরা আমার মৃত্যুর পর আমার কবর থেকেও মাটি নিয়ে এমনিভাবে ইটের খামির তৈরি করবে। আহ! আমার এ সম্পদ দ্বারা বহু কষ্টের বিনিময়ে নির্মিত সুউচ্চ অট্টালিকা ও উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ সবই এখানে আপন স্থানে পড়ে থাকবে। তাই স্বর্ণের ইটের প্রতি মন লাগিয়ে অস্থায়ী সুখভোগের প্রতি লালায়িত হওয়া হবে সম্পূর্ণ বোকামী। হ্যাঁ, যদি মন লাগাতেই হয়, তাহলে আমার প্রিয় প্রিয় **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতিই লাগানো উচিৎ। এ সমস্ত চিন্তা ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত তিনি স্বর্ণের ইট ফেলে দিলেন এবং দুনিয়া বিমুখতা এবং অল্পে তুষ্টির পথই বেছে নিলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

উদাসীনতার বিভিন্ন কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবে অধিক সম্পদ লাভের মোহে মত্ত থাকার মধ্যে **আল্লাহ্ তায়ালার** বিধানের প্রতি উদাসীন হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। যে দুনিয়ার নিয়ামতের মধ্যে মন লাগিয়ে দেয়, সে তো অবশ্যই ধর্মের প্রতি অলসতার শিকার হয়ে পড়ে। অলসতাতো অলসতাই। অলসতা বান্দাকে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। ভাল ব্যবসা এক প্রকার নিয়ামত, সম্পদ ও নিয়ামত। সুউচ্চ অট্টালিকা, উত্তম বাহন, মাতা-পিতার জন্য সন্তান সন্ততি এদের সবই নিয়ামত। যে কোন প্রকারের দুনিয়াবী নিয়ামতের মধ্যে প্রয়োজনে অতিরিক্ত নিমগ্ন থাকাই হলো উদাসীনতার কারণ। এ ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে ২৮ পারার সূরা মুনাফিকুনের ৯নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

(পারা: ২৮, সূরা: মুনাফিকুন, আয়াত: ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
হে ঈমানদারগন! তোমাদের ধন-সম্পদ, না তোমাদের সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই যেন তোমাদেরকে **আল্লাহ্**র স্মরণ থেকে উদাসীন না করে; এবং যে কেউ এমন করে তবে ঐ সমস্ত লোক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

এ আয়াতে কারিমা থেকে ঐ সব মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ যাদেরকে নেকীর দা'ওয়াত দিলে বা নামাযের দিকে আহ্বান করলে বলে, "জনাব, আমরাতো নিজের রুজির চিন্তায় ব্যস্ত থাকি। উপার্জন করা আর সন্তান সন্ততির জন্য আহার যোগাড় করাওতো ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত। আমরা তা থেকে একটু অবসর পেলেই আপনাদের সাথে মসজিদে গমন করবো। নিশ্চয় এ ধরণের কথা দ্বীনের প্রতি উদাসীনতার কারণেই বলে থাকে।

মৃত ব্যক্তির আর্তনাদ কোন কাজে আসবে না

ওহে শুধুই দুনিয়ার ধন-সম্পদের আধিক্যের ধ্যানে মগ্ন থাকা লোকেরা! "সম্পদ উপার্জনের জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে উদভ্রান্তের মত ঘোরাঘুরিকারী, কিন্তু মসজিদে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে হায়হুতাশ করে দূরে থাকা ব্যক্তিরা, নিজের ঘরকে সাজানোর জন্য পানির মত টাকা খরচকারী কিন্তু **আল্লাহ্ তায়ালার**

www.dawateislami.net

রাস্তায় খরচ করা থেকে প্রাণ রক্ষাকারীরা, ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকারের আধুনিক ফরমূলা প্রস্তুতকারী কিন্তু নেকীর মধ্যে বরকতের ব্যাপারে বেপরোয়া অবস্থায় জীবনযাপনকারীরা"! উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে তাড়াতাড়ি তাওবা করা উচিত। যেন এমন কখনো না হয় যে, হঠাৎ একদিন মৃত্যু এসে আপনার আলোকোজ্জল কামরায় ফোমের তৈরী আরামের তোষক দ্বারা সজ্জিত মনোরম পালঙ্ক থেকে ছোঁ মেরে আপনাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে আর বিষাক্ত কীটপতঙ্গে পরিপূর্ণ ভয়ানক অন্ধকার কবরে শুইয়ে দেবে। তখন এসব লোকেরাই চিৎকার করে বলতে থাকবে, **হে আল্লাহ্!** আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করো, যাতে সেখানে গিয়ে আমি তোমার ইবাদত করতে পারি। **মাওলা!** দয়া করে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দাও। আমি ওয়াদা করছি যে, আমার সমস্ত সম্পদ তোমার পথে বিলিয়ে দেবো....., পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে প্রথম কাতারে তাকবীরে ঊলার সাথে জামাআত সহকারে আদায় করবো....., তাহাজ্জুদও কখনো ছাড়বো না বরং সর্বদা মসজিদেই পড়ে থাকবো..., দাঁড়ির সাথে সাথে বাবরী চুলও রাখবো..., মাথায় সর্বদা পাগড়ী শরীফের তাজ সাজিয়ে রাখবো....., **হে আল্লাহ্!** আমাকে পুনরায় প্রেরণ করো.....। মেহেরবানী করে আর একবার সুযোগ দান করো, দুনিয়া থেকে আধুনিক ফ্যাশন নির্মূল করে চতুর্দিকে সুন্নাতের পতাকা উড়াবো.....। **হে পরওয়ারদেগার!** শুধুমাত্র একটিবার সুযোগ দান করো, যাতে আমি অধিক পরিমাণে নেকীর কাজ করে এই সীমাহীন আজাব থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাত লাভ করতে পারি.....। রাত-দিন গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকা ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর এ ধরণের আর্তনাদ কোন কাজেই আসবে না। যেহেতু কুরআনুল কারিমে এসব ব্যাপারে পূর্ব থেকেই হুশিয়ার করে দেওয়া হয়েছিলো। ২৮ পারার সূরা মুনাফিকুনের ১০ ও ১১ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

وَاَنۡفِقُوۡا مِنۡ مَّا رَزَقۡنٰكُمۡ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّاۡتِیَ اَحَدَكُمُ الۡمَوۡتُ فَیَقُوۡلَ رَبِّ لَوۡلَاۤ اَخَّرۡتَنِیۡۤ اِلٰۤی اَجَلٍ قَرِیۡبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنۡ مِّنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۱۰﴾ وَ لَنۡ یُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفۡسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَ اللّٰهُ خَبِیۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۱﴾

(পারাঃ ২৮, সূরাঃ মুনাফিকুন, আয়াতঃ ১০-১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং আমার প্রদত্ত (রিযিক) থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করো এরই পূর্বে যে, তোমাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু এসে পড়বে। অতঃপর বলতে থাকবে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে কিছু সময়ের জন্য কেন অবকাশ দিলেনা? যাতে আমি দান সদকা করতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত হতাম! এবং কখনো **আল্লাহ্** কোন প্রাণকে অবকাশ দিবেন না যখন তার প্রতিশ্রুতি (নির্দ্ধারিত সময়) এসে পড়বে এবং তোমাদের কৃত কর্ম সম্পর্কে **আল্লাহ্**র খবর আছে।

দিলা গাফেল না হু ইয়াকদাম, ইয়ে দুনিয়া ছোড় জানা হে,
বাগিচে ছোড়কার খালি যমী আন্দর সামানা হে।
তেরা নাজুক বদন ভাই জু লেটে সেজ ফুলোপর,
ইয়ে হোগা একদিন বে জান, উসে খিরমো নে খানা হে।
তু আপনি মউত কো মাত্ ভূল কর সামান চলনেকা,
যমী কি খাকপার চোনা হে ইটোঁ কা ছেরহানা হে।
না বায়লী হু ছেকে ভাই না বেটা বাপ তে মায়ী,
তু কিউঁ ফেরতাহে সাওদায়ী আমল নে কাম আনা হে।
কাহাহে যাওরি নমরুদী? কাহাহে তখতে ফিরআউনী!
গেয়ী সব ছোড় ইয়ে ফানী আগার নাদান দানা হে।
আযীযা! ইয়াদ কর জিস দিন কে ইযরাঈল আয়েগী,
না জাওয়ে কুয়ী তেরে সঙ্গ আকিলা তুনে জানা হে।
জাহাকে শাগল মে শাগল, খোদা কে যিকর ছে গাফেল,
করে দাওয়া কে ইয়ে দুনিয়া মেরা দায়েম ঠিকানা।
গোলাম একদম না কার গাফলত, হায়াতী পর না হু গাররা,
খোদাকি ইয়াদ কর হারদম কে, জিস নে কাম আনা হে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

অসাধারণ অনুশোচনা

মুকাশাফাতুল কুলুব এ বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু আলী দাক্কাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একদা একজন অনেক বড় **আল্লাহ্ তায়ালার** ওলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। আমি তাঁকে সেবা করার জন্য তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। তাঁর নিকট সে সময় শিষ্যদের খুব ভিড় ছিল। দেখলাম, ঐ বুযর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কাঁদছেন। আমি আরয করলাম: “হে শায়খ! দুনিয়া ত্যাগ করার কারণে কি কাঁদছেন”? তিনি বললেন: না! বরং নামায কাযা হওয়ার দরুন কাঁদছি। আমি আরয করলাম: হুযুর! “আপনার আবার নামায কাযা কিভাবে হলো?” বললেন: “আমি যখনই নামায আদায় করেছি তখন তা আদায় করেছি অলসতার সাথে, আর যখন সিজদা থেকে মাথা উঠিয়েছি তখন তা উঠিয়েছি অলসতার সাথে, আর এখন অলসতার সাথেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছি। অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ব্যথাভরা কন্ঠে চারটি আরবী ছন্দ পাঠ করলেন, যে গুলোর অনুবাদ নিম্মে দেয়া হলো: (১) আমি নিজের হাশর, কিয়ামতের দিন এবং কবরে আমার মুখ পতিত হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করছি, (২) এত সম্মান ও মর্যাদার পর একা পতিত হবো এবং আপন গুনাহের ভিত্তিতে (অবস্থার) পরিবর্তন হবে এবং মাটিই হবে আমার বালিশ, (৩) আমি আমার হিসাব দীর্ঘ হওয়া এবং আমলনামা প্রদান কালে অপমাণিত হওয়ার ব্যাপারেও চিন্তা করছি, (৪) কিন্তু ওহে আমার সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা, আমি তোমার রহমত প্রত্যাশী, তুমিই আমার গুনাহ ক্ষমাকারী। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২২ পৃষ্ঠা)

ক্রন্দনরত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন, এ ঘটনায় কিরূপ শিক্ষাণীয় বিষয় রয়েছে? এ সকল **আল্লাহ্**ওয়ালাগণের চিন্তাধারার প্রতি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন। যাদের প্রতিটি মুহুর্ত অতিবাহিত হয়ে থাকে **আল্লাহ্ তায়ালার** স্মরণে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

কিন্তু তবুও তাদের বিনয়ের অবস্থা এইরূপ ছিল যে, নিজের ইবাদত ও কঠোর সাধনাকেও তারা তেমন বড় কিছু মনে করতেন না। **আল্লাহ্ তায়ালার** অমুখাপেক্ষিতা ও গোপন ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে ‘অন্তরে ভীষন ভয় পোষণ করে সর্বদা কাঁদতেন। হায়! অলসতার মধ্যে পতিত ব্যক্তিদের জন্য শত আফসোস। কারণ এরা এত যে নেকীশূণ্য, নেকী শব্দের প্রথম অক্ষর নূন (ن) এর বিন্দু পরিমাণ নেকীও তাদের কাছে নাই। যাও সামান্য একটু আছে তাতে ইখলাসের নাম গন্ধ পর্যন্ত নাই। অথচ অবস্থা এমন যে, উচ্চ স্বরে নিজেদের ইবাদতের দাবী করতে ক্লান্তিবোধ করিনা। **আল্লাহ্ তায়ালার** নেক বান্দাগণ গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকা সত্ত্বেও **আল্লাহ্ তায়ালার** ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকেন ও টপ টপ করে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। কিন্তু উদাসীনতায় অভ্যস্ত বান্দাদের এরূপ অবস্থা যে, নির্ভয়ে গুনাহ করে চলে, আবার নিজের গুনাহ সমূহের ব্যাপকভাবে ঘোষনাও দিয়ে থাকে। আর এজন্য জোরে শোরে অট্টহাসি দিতে থাকে, একটু লজ্জিত হয় না। কান লাগিয়ে শুনুন! হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا বলেন: “যে হেঁসে হেঁসে গুনাহ করবে, সে কেঁদে কেঁদে জাহান্নামে প্রবেশ করবে”।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

যদি ঈমান বরবাদ হয়ে যায়, তবে.....

হেঁসে হেঁসে মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বলে এমন ব্যক্তিরা, হেঁসে হেঁসে ওয়াদা ভঙ্গকারীরা, হেঁসে হেঁসে ভেজাল মিশ্রিত মাল বিক্রয়কারীরা, হেঁসে হেঁসে সিনেমা-নাটক দর্শনকারীরা এবং গান-বাজনা শ্রবণকারীরা, হেঁসে হেঁসে শরয়ী অনুমতি ছাড়া মুসলমানদের মনে কষ্ট দানকারীদের জন্য চিন্তার বিষয় যে, যদি **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদের এ সমস্ত কার্য-কলাপের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে যান ও **তাঁর প্রিয় মাহবুব, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও অসন্তুষ্ট হয়ে যান আর উদাসীনতার কারণে ও দুঃসাহসিকতার সাথে হেঁসে হেঁসে গুনাহ করার কারণে

www.dawateislami.net

ঈমান বরবাদ হয়ে যায়। আর এসবের ফল স্বরূপ জাহান্নাম নসীব হয়ে যায় তাহলে কি অবস্থা হবে? একটু মন দিয়ে **আল্লাহ্ তায়ালার** ইরশাদ শুনুন! যেমন- ১০ পারার সূরাতুত তাওবার ৮২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَّلْيَبْكُوا كَثِيرًا

(পারা: ১০, সূরা: তাওবা, আয়াত: ৮২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং তাদের উচিত যেন অল্প হাসে এবং প্রচুর কাঁদে।

মৃত্যুর তিনজন দূত

বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও মালাকুল মওত হযরত সায়্যিদুনা ইযরাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। একবার যখন হযরত সায়্যিদুনা মালাকুল মওত তার কাছে আসলেন তখন হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি আমার সাথে কি সাক্ষাত করতে এসেছেন? নাকি আমার রূহ কবজ করার জন্য এসেছেন? তিনি বললেন: সাক্ষাত করার জন্য এসেছি। হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: আমাকে মৃত্যু দেওয়ার পূর্বে আমার কাছে আপনার দূত পাঠাবেন। মালাকুল মওত বললেন: আমি আপনার কাছে দুই বা তিনজন দূত প্রেরণ করবো। পরবর্তীতে হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর রূহ কবজ করার জন্য একদিন মালাকুল মওত উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন: আপনি আমার মৃত্যুর পূর্বে দূত প্রেরণ করবেন বলেছিলেন, তার কি হলো? হযরত সায়্যিদুনা মালাকুল মওত عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: **"ওহে ইয়াকুব** عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام**! কালো চুলের পর সাদা চুল, শারীরিক শক্তির পর দুর্বলতা ও সোজা কোমরের পর বাঁকা কোমর, মৃত্যুর পূর্বে মানুষের প্রতি এগুলোই আমার দূত।"** (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

একজন আরবী কবি এর দু'টি আরবী কবিতার মধ্যে কতই না শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে:

مَضَى الدَّهْرُ وَالْاَيَّامُ وَالذَّنْبُ حَاصِلٌ وَجَاءَ رَسُوْلُ الْمَوْتِ وَالْقَلْبُ غَافِلٌ

نَعِيْمُكَ فِي الدُّنْيَا غُرُوْرٌ وَّحَسْرَةٌ وَعَيْشُكَ فِي الدُّنْيَا مُحَالٌ وَّبَاطِلٌ

কবিতার অনুবাদ: (১) সময় ও দিন চলে গেলো কিন্তু গুনাহ বাকী রয়ে গেল, মৃত্যুর ফিরিস্তা এসে পৌছেছে এবং অন্তর উদাসীন। (২) তোমার দুনিয়াতে প্রাপ্ত সকল নিয়ামতই ধোকা এবং তোমার আফসোসের কারণ। আর দুনিয়াতে স্থায়ীভাবে প্রশান্তি পাওয়ার কল্পনা করাটা তোমার তোমার ভুল ধারণা।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২২ পৃষ্ঠা)

অসুস্থতাও মৃত্যুর দূত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো; মৃত্যু আসার পূর্বে মালাকুল মওত عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নিজের দূত প্রেরণ করেন। বর্ণনাকৃত তিনজন দূত ছাড়াও হাদীস শরীফে আরো অন্যান্য দূতের আলোচনা পাওয়া যায়। যেমন: রোগাক্রান্ত হওয়া, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তির কমতি হওয়াও মৃত্যুর দূত স্বরূপ। আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ এমন রয়েছে, যাদের কাছে মালাকুল মওত عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর দূত এসে গেছে, অথচ তারা এখনও উদাসীনতার মধ্যে ডুবে আছে। যদি কালো চুলের পর সাদা হতে শুরু করে, প্রকৃত পক্ষে তা এক প্রকার মৃত্যুর দূত। কিন্তু বান্দা নিজের মনকে শান্তনা দেয়ার জন্য বলে যে, এটাতো সর্দির কারণে চুল সাদা হয়ে গেছে! অনুরূপভাবে রোগ-ব্যাধি, যা মৃত্যুর সুস্পষ্ট দূত কিন্তু এতেও সম্পূর্ণ উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। অথচ, অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যুর স্মরণ বেশি হওয়া চাই। "রোগ" এর কারণেই প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর শিকার হচ্ছে। কি জানি, যে রোগ সামান্য মনে হচ্ছে সেটাই জীবন বিনাশকারীর রূপ ধারণ করে মুহুর্তেই সব কিছু নিঃশেষ করে দেয় কিনা। যদি তাই হয় তাহলে তো

www.dawateislami.net

আপনজনেরা কাঁদবে, শত্রুরা আনন্দিত হবে, আর মৃত ব্যক্তি বেশ কয়েক মণ মাটির নিচে অন্ধকার কবরে গিয়ে পৌঁছবে। এখন সেখানে শুধু মৃত ব্যক্তি আর তার ভাল-মন্দ আমলই থাকবে।

জাহান্নামের দরজায় নাম

ওহে আজকের জনাব ও আগামীকালের মরহুমগন! মনে রাখবেন! যে অলসতার শিকার হয়ে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে, সে পথ হারা হয়ে গেছে, এবং উদাসীনতা আমলহীনতার অন্ধকারে ঘোরাঘুরি করছে, আর **আল্লাহ্** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কারণে কবর ও আখিরাতের আযাবে ফেঁসে গেছে। এখন আফসোস করতে ও মাথা মারতে থাকলে কোন উপকার হবে না। সুতরাং এখনো সময় আছে তাড়াতাড়ি নামায ও রমযানের রোযা সমূহ রাখার এবং বিভিন্ন গুনাহ থেকে সত্যিকারভাবে তাওবা করে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার প্রতিজ্ঞা করে নিন। শুনুন! শুনুন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " যে কেউ এক ওয়াক্ত নামাযও ইচ্ছাকৃত ভাবে ছেড়ে দিবে, তার নাম জাহান্নামের ঐ দরজার উপর লিখে দেওয়া হবে যেটা দিয়ে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১০৫৯০) অনুরূপভাবে অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: যে রমযান মাসের একটি রোযাও শরয়ী কারণ ও রোগ ছাড়া কাযা করে, তবে পরবর্তীতে সারা জীবন রোযা রাখলেও সেটার কাযা আদায় হবে না, যদিও পরে তা রেখে নেয়।" (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৭২৩)

চক্ষুদ্বয়ে আগুন

নারীর পিছু ঘুরাফিরাকারী, সুদর্শন বালকের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপকারী, সিনেমা-নাটক দর্শনকারী, গান-বাজনা ও গীবত শ্রবণকারীদের উচিত যেন তাড়াতাড়ি তাওবা করে নেয়। অন্যথায় নিশ্চয়ই যে কঠিন আযাব অপেক্ষা করছে

www.dawateislami.net

তা সহ্য করা যাবেনা। বর্ণিত আছে: যে কেউ নিজের চক্ষুদ্বয়কে হারাম দৃষ্টি দ্বারা পূর্ণ করবে, কিয়ামতের দিন তার চক্ষুদ্বয়ে আগুন ভর্তি করে দেয়া হবে।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১০ পৃষ্ঠা)

আগুনের শলাকা

হযরত আল্লামা আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: নারীর সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া ইবলিসের বিষাক্ত তীর সমূহের অন্যতম একটি তীর। যে ব্যক্তি না-মাহরাম থেকে চোখকে হিফাযত করেনা, কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুনের শলাকা প্রবেশ করানো হবে।

(বাহরুদ দুমু, ১৭১ পৃষ্ঠা)

চোখে ও কানে পেরেক

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হফেজ আবুল কাসেম সুলায়মান তাবারানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: আমার **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক দৃশ্য এমনও দেখেছেন যে, কিছু মানুষের চোখে ও কানে পেরেক ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর খেদমতে আরয করা হলো: এরা এমন লোক, যারা তাই দেখতো, যা তাদের দেখা উচিত নয়। এরা তাই শুনতো যা তাদের শুনা উচিত নয়। (আল মুজামুল কবির লিত ত্বাবরানী, ৮ম খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৬৬৬) অর্থাৎ- হারাম (বস্তু) দর্শনকারী ও শ্রবণকারীদের চোখে ও কানে পেরেক বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। সাবধান! শয়তানের ধোঁকায় পড়ে টিভিতে খবরও দেখবেন না। মনে রাখবেন! পুরুষ মহিলাকে যৌন উত্তেজনা সহকারে দেখুক কিংবা নারী পুরুষকে যৌন উত্তেজনা সহকারে দেখুক, উভয় দলের এ কাজ হারাম আর প্রতিটি হারাম কাজ জাহান্নামে নিক্ষেপকারী বস্তু। (**আল্লাহ্ তায়ালার** পানাহ্)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

চোখে গলিত সীসা

বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি যৌন উত্তেজনার সাথে কোন অপরিচিত (না-মাহরাম) নারীর সৌন্দর্য্য দেখবে, কিয়ামতের দিন তার চোখে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। (হেদায়া, ২য় খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা) নিঃসন্দেহে ভাবীও না-মাহরাম। যে দেবর ভাশুর আপন ভাবীকে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখেই থাকে। ঠাট্টা-মশকরা করে, সে যেন **আল্লাহ্ তায়ালার** শাস্তির ভয়ে তৎক্ষনাৎ সত্যিকারে তাওবা করে নেয়। ভাবী যদি দেবরকে ছোট ভাই এবং ভাশুরকে বড় ভাই বলে দেয়, তা সত্তেও বেপর্দা হওয়া এবং ঠাট্টা-মশকরা করা বৈধ হয় না এবং দেবর ও ভাশুর কুদৃষ্টি দেওয়া ঠাট্টা-মশকরা ইত্যাদি গুনাহের প্রতি বেশী ধাবিত হয়। মনে রাখবেন! ভাশুর ও দেবর এবং ভাবী পরস্পরে প্রয়োজন ব্যতীত কথা-বার্তা বলাও বিপদজনক ও ভয়ানক অবস্থা থেকে মুক্ত নয়, ভাল এটার মধ্যে যে, একে অপরের সাক্ষাত না করা এবং বিনা প্রয়োজনে কথা-বার্তা না বলা।

দেখনা হে তু মদীনা দেখিয়ে,
কছরে শাহী কা নাজারা কুছ নেহী।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দেবর ভাশুর এবং ভাবী প্রমুখ সাবধান যে, হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে: اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَان অর্থাৎ চোখদ্বয় যিনা করে। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৩য় খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হদীস: ৮৮৫২) যাই হোক যদি এক ঘরে অবস্থানকারী নারীর জন্য নিকটবর্তী না-মাহরাম আত্মিয়দের থেকে পর্দা কষ্টকর হয়, তবে চেহারা উন্মুক্ত রাখার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু তবে এমন কাপড় পরিধান করবে না। যেমন- যার দ্বারা শরীর, মাথার চুল ইত্যাদি আকর্ষণ করে, কিংবা এমন পোশাক পরিধান করা যাবে না যে, শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের অবয়ব (আকৃতি) এবং বুকের উত্থান প্রকাশ পায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

অগ্নি পূজারীদের মতো আকৃতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দাঁড়ি মুণ্ডন করা কিংবা এক মুষ্টি থেকে কম করে নেয়া উভয়টি হারাম কাজ। সায়্যিদুনা ইমাম মুসলিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন; **আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "গোফ খুব ছোট করো ও দাঁড়িকে বাড়তে দাও। আর অগ্নি পূজারীদের মতো আকৃতি ধারণ করোনা।" (সহীহ মুসলিম, ১৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৬) এ হাদীস শরীফে মুসলমানদের আত্মসম্মানবোধের প্রতি ধিক্কার রয়েছে। কেমন বিস্ময়কর বিষয় যে, **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতের দাবী করছে আর চেহারা ও আকৃতি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুশমনদের ন্যায় করে রেখেছে।

ছরকার কা আশিক ভী কিয়া, দাঁড়ি মুণ্ডাতা হে? কিউ ইশক্ব কা চেহরে চে, ইযহার নেহী হোতা?

কে কার থেকে পর্দা করবে?

পর্দার মধ্যে থেকে আমার বয়ান শ্রবণকারী ইসলামী বোনেরা! আপনারাও শুনুন, বেপর্দা হওয়া হারাম। পরপুরুষদেরকে যৌন উত্তেজনা সহকারে দেখা হারাম, আর হারাম কাজ হচ্ছে জাহান্নামে নিক্ষেপকারী। চাচাত, জেঠাত, ফুফাত, খালাত, মামাত, ভাই-বোনের সাথে ও চাচী, জেঠী, মামী, এদের সাথেও পর্দা রয়েছে। ভাবী ও দেবর এবং ভাশুরের মধ্যে পর্দা রয়েছে। এমনকি শালী ও দুলাভায়ের, পীর ও মুরীদনীর মধ্যেও পর্দা আবশ্যক। মুরীদনী নিজের পীরের হাত চুম্বন করতে পারবে না। মুর্শিদের হাত নিজের মাথায় বুলিয়ে নিতে পারবে না। মেয়ে যখন নয় (৯) বৎসর বয়সের হবে তখন তাকে পর্দা করান, আর ছেলে যখন বার (১২) বৎসর বয়সের হবে তখন তাকে নারীর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

না-জায়িয ফ্যাশনকারীদের পরিণতি

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “(মিরাজ রজনীতে) আমি কিছু পুরুষকে দেখেছি যাদের চামড়া আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি বললাম: এরা কারা? জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: এ সব লোক নাজায়িয বস্তু সমূহের মাধ্যমে সাজসজ্জা করতো। আর আমি দূর্গন্ধযুক্ত একটি গর্ত দেখলাম, যেখানে খুব হৈচৈ ছিলো। আমি বললাম: এরা কারা? তখন বলা হলো: এর ঐসব নারী যারা অবৈধ জিনিস দ্বারা সাজসজ্জা করতো।”

(তারীখে বাগদাদ, ১ম খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা)

স্মরণ রাখবেন! নেইল পালিশ নখের উপর জমাট বেঁধে যায়, সুতরাং উক্ত অবস্থায় অযু করলে না অযু হয়, না গোসল করলে গোসল হয়। যেখানে অযু ও গোসল হয় না তবে নামায কিভাবে হবে। ইসলামী বোনদের কাছে আমার মাদানী অনুরোধ হচ্ছে যে, আপনারা মাদানী বোরকা পরিধান করুন। হাত-পায়ে মোজাও ব্যবহার করুন। পরপুরুষের সামনে নিজের হাতের তালু ও পায়ের নিম্ম অংশও কখনো প্রকাশ করবেন না।

ওমরী কাযা আদায় করে নিন

যদি **আল্লাহ্** না করুক! নামায-রোযা অনাদায়ী থেকে যায় তবে সেগুলোর হিসাব করে ওমরী কাযা আদায় করে নিন এবং সাথে সাথে তাওবাও করে নিন। ওমরী কাযা নামায আদায়ের সহজ নিয়ম জানার জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত “নামাযের আহকাম ” নামক কিতাবটি হাদিয়া প্রদান পূর্বক সংগ্রহ করে নিন। এতে অযু, গোসল, নামায, ও ওমরী কাযার ঐসব গুরুত্বপূর্ণ বিধাণ আলোচনা করা হয়েছে, যা পাঠ করে নিশ্চয় আপনি বলে উঠবেন, আফসোস! এতদিন পর্যন্ত অযূ ও গোসল এবং নামায বিশুদ্ধভাবে আদায় করা থেকে বঞ্চিত ছিলাম!

www.dawateislami.net

إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

এখন সকল ইসলামী ভাই অন্তরের পাক্কা প্রতিজ্ঞা সহকারে হাত নেড়ে إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর সুমধুর স্লোগানের মাধ্যমে নিজের মাদানী আগ্রহ প্রকাশ করুন। নিয়্যত করুন, এখন থেকে আমার কোন নামায কাযা হবে না (إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ), রমযানুল মোবারাকের কোন রোযা কাযা হবে না (إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ), সিনেমা-নাটক দেখবো না (إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ), গান-বাজনা শুনবো না (إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ), দাঁড়ি মুণ্ডন করবো না (إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ) ও তা এক মুষ্টি থেকে ছোট করবো না (إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ)।

দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী বাহার

আপনারা সবাই **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সাওয়াবের নিয়্যতে সফর এবং ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাত পূরণ করে, প্রতি মাদানী (আরবী) মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করে দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ উভয় জাহানে সফলতা লাভ করবেন। আসুন! আপনাদেরকে উৎসাহের জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বাহারের একটি মাদানী ঘটনা শুনাই। إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ (এটা শুনে) আপনার হৃদয়ও সেটার প্রভাবে আন্দোলিত হবে, আর إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ মদীনার বাগানে পরিণত হবে।

মুহাম্মদ ইহ্‌সান আত্তারীর লাশ

বাবুল মদীনা করাচীর গুলবাহার এলাকার এক মর্ডান যুবক মুহাম্মদ ইহ্‌সান। তিনি যখন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হলেন এবং সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ মাধ্যমে ছরকারে বাগদাদ, হুযুর গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মুরীদ হয়ে গেলেন। ছরকারে গাউছে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর শুধু মুরীদ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

হয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তার জীবনে মাদানী পরিবর্তন এসে গেলো। চেহারা এক মুষ্টি দাঁড়ির মাধ্যমে মাদানী চেহারা হয়ে গেলো। আর মাথায় স্থায়ী ভাবে সবুজ পাগড়ী এর তাজ শোভা পেলো। তিনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র (প্রাপ্ত বয়স্কদের) মাদরাসাতুল মদীনাতে কুরআনে পাক নাযারা, (দেখে দেখে পাঠ করা) শেষ করেছেন আর মানুষের কাছে নিজে গিয়ে গিয়ে নেকীর দা'ওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে লাগলেন এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করতে লাগলেন। একদিন হঠাৎ তার গলায় ব্যথা অনুভব করলেন। চিকিৎসাও করালেন কিন্তু যতই চিকিৎসা করা হলো ততই ব্যথা বাড়তে লাগলো। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে গেলো। এ অবস্থায় তিনি সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ এর প্রকাশিত "রিসালা" মাদানী অসিয়ত নামা (যা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করা যায় তা) সম্মুখে রেখে নিজের অসিয়ত নামা তৈরী করিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র নিজ এলাকার যিম্মাদারকে প্রদান করলেন ও চিরতরে চক্ষু বন্ধ করে নিলেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর হয়েছিল। তাকে গুলবাহারের কবরস্থানে দাফন করা হলো। অসিয়ত অনুযায়ী কম-বেশী ১২ ঘন্টা পর্যন্ত তার কবরের পাশে ইসলামী ভাইয়েরা যিকির ও নাতের ইজতিমা জারী রাখলেন। মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পর ৬ই জমাদিউল আখির, ১৪১৮ হিজরি (৭-১০-১৯৯৭ইং), মঙ্গলবারের ঘটনা হচ্ছে: অন্য ইসলামী ভাই মুহাম্মদ উসমান আত্তারীর লাশ দাফন করার জন্য ঐ কবরস্থানে নেওয়া হলো। কিছু ইসলামী ভাই মরহুম মুহাম্মদ ইহসান আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর কবরে ফাতিহা পাঠ করতে আসলেন। তখন তারা যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তাদের চোখ খোলা রয়ে গেলো। তারা দেখলেন, কবরের এক দিকে খুব বড় একটি ছিদ্র হয়ে গেছে আর প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পূর্বে মৃত্যুবরণকারী মরহুম মুহাম্মদ ইহ্‌সান আত্তারীর মাথায় সবুজ ইমামা শরীফের তাজ সাজানোবস্থায় দেখা যাচ্ছে। আর তিনি সুগন্ধিময় কাফন পড়ে আরামের সাথে শুয়ে আছেন। মুহুর্তেই এই খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। আর অনেক

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

রাত পর্যন্ত দর্শনার্থীরা মুহাম্মদ ইহ্‌সান আত্তারীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাফনে জড়ানো তরতাজা লাশের যিয়ারত করতে লাগলেন। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ব্যাপারে ভুল ধারণার শিকার ব্যক্তিবর্গও **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের উপর **আল্লাহ্ তায়ালা**র এ মহান দয়া ও অনুগ্রহ নিজের চোখে পর্যবেক্ষণ করে বাহ্‌বা ও প্রশংসা করলেন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র শুভাকাঙ্খী হয়ে গেলেন।

জু আপনি যিন্দেগী মে সুন্নাতে উনকী সাজাতে হে,
খোদা ও মুস্তফা আপনা উনহে-পিয়ারা বানাতে হে।

শহীদে দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হয়তো বা আপনাদের জানা আছে; ১৪১৬ হিজরির ২৫শে রজব মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে সুন্নাতের নগন্য খাদিম সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখক) এর প্রাণ হরণের অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। ফলে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দু'জন মুবাল্লিগ হাজী উহুদ রযা আত্তারী ও মুহাম্মদ সাজ্জাদ আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শহীদ হয়েছিলেন। প্রায় আট মাস পর লাহোরে একবার প্রবল বৃষ্টি হওয়ার ফলে, শহীদে **দা'ওয়াতে ইসলামী** হাজী উহুদ রযা আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কবর বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলো। যখন বাধ্য হয়ে কবর খোলা হলো। তখন তার লাশ একেবারে তরতাজা পাওয়া গেলো, আর অনেক লোকের উপস্থিতিতে শহীদে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে অন্য কবরে রাখা হয়েছিলো। পরিশেষে আমার সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের নিকট মাদানী আবেদন হচ্ছে যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে কোন মেম্বারশীপ নেই। আপনি আপনার এলাকায় অনুষ্ঠিত "**দা'ওয়াতে ইসলামী**র" সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করুন ও সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

কাফেলায় আশিকানে রাসুলের সাথে সফর করতে থাকুন। প্রত্যেকের উচিত, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে সুন্নাত সমূহের মাদানী ফুল বিতরণ এবং নেকীর দাওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “সুন্নাত ও আদব” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পাড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আকীকার ২৫টি মাদানী ফুল

❁ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “সন্তান আপন আকীকার ব্যাপারে বন্ধক। সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে প্রাণী জবেহ করবে, তার নাম রাখবে এবং মাথা মুণ্ডন করবে।” (জামে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫২৭) বন্ধকের উদ্দেশ্য হলো; যতক্ষণ পর্যন্ত আকীকা করা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চা থেকে পূর্ণ উপকার অর্জিত হবে না। আর কতিপয় মুহাদ্দিসগণ বলেন: বাচ্চার নিরাপত্তা, তার লালন-পালন এবং তার মধ্যে উত্তম গুনাগুন হওয়া আকীকার সাথে সম্পৃক্ত। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা) ❁ বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার শুকরিয়া আদায় স্বরূপ যে প্রাণী জবেহ করা হয়, তাকে আকীকা বলে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা) ❁ যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হয় তখন তার কানে আযান ও ইকামত দেয়া মুস্তাহাব। আযান দেয়ার ফলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ বিপদাপদ দূর হয়ে যাবে। ❁ উত্তম হলো, ডান কানে

www.dawateislami.net

চারবার আযান এবং বাম কানে তিনবার ইকামত দেয়া। ❁ অনেকের মাঝে এটা প্রচলন আছে: ছেলে সন্তান ভূমিষ্ট হলে আযান দেয় আর কন্যা সন্তান হলে আযান হয় না। এটা উচিত নয়, বরং কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হলেও আযান ও ইকামত দিবে। ❁ সপ্তম দিনে শিশুর নাম রাখবে, তার মাথা মুণ্ডাবে এবং মাথা মুণ্ডানোর সময় আকীকা করবে। আর মাথার চুল পরিমাপ করে তার সমপরিমাণ রূপা বা স্বর্ণ সদকা করা হবে। (প্রাগুক্ত, ৩৫৫ পৃষ্ঠা) ❁ ছেলে সন্তানের আকীকায় দু'টি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের আকীকায় একটি ছাগী জবেহ করবে অর্থাৎ ছেলের ক্ষেত্রে ছাগল আর কন্যার ক্ষেত্রে ছাগী হওয়াটা ভালো। আর ছেলের আকীকায় দু'টি ছাগী ও কন্যার আকীকায় ছাগল হওয়াতে কোন সমস্যা নেই। (প্রাগুক্ত, ৩৫৭ পৃষ্ঠা) ❁ ছেলের জন্য দু'টি জবেহ করা সম্ভব না হলে একটি যথেষ্ঠ হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৮৬ পৃষ্ঠা) ❁ কুরবানীর পশু উট, গরু, ইত্যাদির মধ্যে আকীকার অংশ দেওয়া যাবে। ❁ আকীকা ফরয কিংবা ওয়াজিব নয়, শুধুমাত্র প্রিয় সুন্নাত। (যদি সামর্থ্য থাকে অবশ্যই করবে, না করলে গুনাহগার হবে না, তবে আকীকার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।) দরিদ্র ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সুদি কর্জ নিয়ে আকীকা করবে। (ইসলামী যিন্দেগী, ২৭ পৃষ্ঠা) ❁ সন্তান যদি সপ্তম দিনের পূর্বেই মারা যায়, তবে তার আকীকা না করার কোন প্রভাব শিশুর সুপারিশ (শাফায়াত) ইত্যাদিতে পড়বে না। যেহেতু আকীকার সময় আসার পূর্বেই মারা গিয়েছে। হ্যাঁ! যে, সন্তান আকীকার সময় পেয়েছে অর্থাৎ: সপ্তম দিনের হয়েছে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনা কারণে তার আকীকা করেনি, তার জন্য এটা এসেছে: সে আপন মা-বাবার জন্য সুপারিশ করবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৯৬ পৃষ্ঠা) ❁ জন্মের সপ্তম দিন আকীকা করা সুন্নাত। আর এটাই উত্তম। নতুবা চৌদ্দতম দিন অথবা একুশতম দিনে। (প্রাগুক্ত, ৫৮৬ পৃষ্ঠা) ❁ আর যদি সপ্তম দিনে করতে না পারে, তবে যখন সামর্থ্য সুযোগ হয় করতে পারবে। সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

❁ যার আকীকা করা হয়নি, সে যৌবন, বৃদ্ধ বয়সেও নিজের আকীকা নিজে করতে পারবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৮৮ পৃষ্ঠা) যেমন: **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুয়ত প্রকাশের পর নিজের আকীকা নিজে করেছেন। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৭৪) ❁ কতিপয় আলেমগণ বলেন: সপ্তম দিন অথবা চৌদ্দতম দিন কিংবা একুশতম দিন অর্থাৎ-সপ্তম দিনের খেয়াল রাখা ভালো। আর যদি স্মরণ না থাকে তবে এটাও করা যায় যে, যে দিন ভূমিষ্ট হয়েছে, সে দিনটি স্মরণ রাখবে। সে দিনের পূর্ববর্তী দিনটি যখন আসবে তখন সপ্তম দিন হবে। যেমন: শুক্রবার জন্ম হয়েছে তবে (জীবনের প্রতিটি) বৃহস্পতিবার (তার) সপ্তম দিন। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা) যদি জন্মের দিন স্মরণ না আসে তবে যখন চায় করে নিবে। ❁ বাচ্চার মাথা মুণ্ডানোর পর মাথায় জাফরন পিষে লাগিয়ে দেওয়া উত্তম। (প্রাগুক্ত, ৩৫৭ পৃষ্ঠা) ❁ উত্তম হলো; আকীকার পশুর হাঁড় না ভাঙ্গা বরং হাঁড় থেকে মাংস সমূহ নিয়ে ফেলবে। এটা নিরাপদ (সুস্থ) থাকার ভালো লক্ষণ। আর হাঁড় ভেঙ্গে মাংস নেয়া হলেও সমস্যা নেই। মাংসকে যেভাবে ইচ্ছা রান্না করা যাবে। কিন্তু মিষ্টি করে রান্না করলে, বাচ্চার চরিত্র ভালো হওয়ার লক্ষণ। মিষ্টি মাংস রান্নার পদ্ধতি দু'টি। (১) এক কেজি মাংসের সাথে আদা কেজি মিষ্টি দই, ছোট এলাচি সাঁতটি, ৫০ গ্রাম বাদাম, প্রয়োজন মতো ঘি, বা তেল মিশিয়ে রান্না করে নিন। রান্নার পর প্রয়োজন মতো চিনি মিশ্রিত পানি, সৌন্দর্য্যের জন্য গাজর কুচি, কিসমিস আরো অন্যান্য জিনিস দেওয়া যেতে পারে। (২) এক কেজি মাংসের মধ্যে আদা কেজি চুকান্দর (এক প্রকার মিষ্টি সবজি) দিয়ে উল্লেখিত পদ্ধতিতে রান্না করে নিন। ❁ সর্বসাধারণের কাছে এটা প্রসিদ্ধ হলো, আকীকার মাংস সন্তানের মাতা-পিতা, দাদা-দাদি, নানা-নানি খেতে পারবে না। এটা সম্পূর্ণ ভূল, এ কথার কোন ভিত্তি নেই। (প্রাগুক্ত)
❁ কুরবানীর পশুর হুকুম হলো, আকীকার পশুর চামড়ারও একই হুকুম যে, চাই নিজের ব্যবহারের জন্য রাখতে পারবে অথবা কোন মিসকিনকে দান করবে কিংবা

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

কোন ভালো কাজে, মসজিদে, বা মাদ্রাসায় ব্যয় করবে। (প্রাগুক্ত) ❁ আকীকার প্রাণীর মধ্যে ঐ সকল শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে, যা কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আকীকার পশুর মাংস ফকীর, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে কাঁচা বন্টন করা যাবে অথবা রান্না করেও দেওয়া যাবে। কিংবা মেজবানী হিসাবে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো যাবে। এ সকল পদ্ধতি বৈধ। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা) ❁ আকীকার মাংস চীল, কাককে খাওয়ানোর কোন গুরুত্ব রাখে না। এগুলো (অর্থাৎ চীল, কাক) ফাসেক। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৯০ পৃষ্ঠা) ❁ আকীকা হচ্ছে, ভূমিষ্ট হওয়ার শুকরিয়া স্বরূপ। তাই মৃত্যুর পর আকীকা হয় না। ❁ ছেলের আকীকায় পিতা জবেহ করার সময় এ দোয়া পাঠ করবে:

اَللّٰھُمَّ ھٰذِہٖ عَقِیْقَۃُ ابْنِیْ فُلَانٍ دَمُھَا بِدَمِہٖ وَ لَحْمُھَا بِلَحْمِہٖ
وَ عَظْمُھَا بِعَظْمِہٖ وَ جِلْدُھَا بِجِلْدِہٖ وَ شَعْرُھَا بِشَعْرِہٖ ط
اَللّٰھُمَّ اجْعَلْھَا فِدَاءً لِّابْنِیْ مِنَ النَّارِ ط بِسْمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکْبَرُ۔ (২)

'অমুক' এর স্থানে এ সন্তানের যে নাম হয় তা হবে, আর মেয়ে সন্তান হলে উভয় স্থানে اِبْنِیْ এর জায়গায় بِنْتِیْ এবং ہٖ আছে সেখানে ھَا হবে। যদি (পিতা ছাড়া) অন্য ব্যক্তি জবাই করে তখন উভয় স্থানে اِبْنِیْ فُلَان অথবা بِنْتِیْ فُلَان এর স্থানে فُلَان اِبْنِ فُلَان অথবা فُلَانَہ بِنْتِ فُلَانَہ বলবে। সন্তানকে তার পিতার দিকে সম্পর্কিত করবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৮৫ পৃষ্ঠা) ❁ যদি দোয়া স্মরণ না থাকে, তবে দোয়া পড়া ব্যতীত অন্তরে এ ধারণা করবে যে, অমুকের ছেলে বা অমুকের

(২) অর্থ: হে আল্লাহ্! এটা আমার অমুক ছেলের আকীকা তার (পশুর) রক্ত, তার (ছেলের) রক্তের, তার মাংস ছেলের মাংসের, তার হাড় ছেলের হাড়ের, তার চামড়া ছেলের চামড়ার, তার চুল ছেলের চুলের বিনিময়ে কবুল করো। হে আল্লাহ্! এ পশুকে আমার ছেলের জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ফিদিয়া বানিয়ে দাও। আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, আল্লাহ্ মহান।

www.dawateislami.net

কন্যার আকীকা, بِسۡمِ اللهِ اَللّٰهُ اَکۡبَرۡ۔ বলে জবেহ করবে, আকীকা হয়ে যাবে। আকীকার জন্য দোয়া পড়া অবশ্যক নয়। (জান্নাতী জেওর, ৩২৩ পৃষ্ঠা) ❁ বর্তমানে সাধারণত আকীকার জন্য দাওয়াতের আয়োজন করে আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেওয়া হয়, যা উত্তম আমল এবং অংশগ্রহণকারীরা বাচ্চার জন্য উপহার নিয়ে আসে। এটাও ভালো কাজ অবশ্যই কিছু বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে-যদি মেহমান কোন উপহার নিয়ে না আসে, এতে অনেক সময় দাওয়াত দাতা বা তার ঘরের সদস্যরা মেহমানের বদনাম করে গুনাহে লিপ্ত হয়, এমতাবস্থায় নিশ্চিত যে, এমন ঘটনা ঘটবে সে জায়গায় মেহমানের উচিত সম্ভব হলে না যাওয়া। বাধ্য হয়ে গেলে উপহার নিয়ে যাওয়াতে কোন সমস্যা নেই। দাওয়াতদাতা এ নিয়্যতে গ্রহণ করবে যে, যদি মেহমান উপহার না নিয়ে যায়, তবে দাওয়াতদাতা এই মেহমানের বদনাম করবে অথবা বিশেষ নিয়তে তো নয় কিন্তু দাওয়াতদাতা এমন মন্দ আমল রয়েছে, যেখানে তার প্রবল ধারণা হবে যে, উপহারদাতা এমতাবস্থায় দাওয়াতদাতার বদনাম থেকে বিরত থাকার জন্য উপহার নিয়েছে। তখন গ্রহিতা, দাওয়াতদাতা গুনাহগার এবং জাহান্নামের শাস্তির হকদার হবে। আর এ উপহার টি তার জন্য ঘুষ হবে। হ্যাঁ! যদি বদনাম করার নিয়্যত না থাকে এ মন্দ আমল না হয় তবে উপহার গ্রহণে ক্ষতি নেই।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত বাহারে শরীয়াত ১৬ খন্ড এবং (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত সুন্নাত ও আদাব হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য উত্তম মাধ্যম হলো **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

লুঠনে রহমতে কাফিলে মে চলো,
শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগী হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো,
খাতাম হো শামতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী,
ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২২শে রজব ১৪৩৩ হিজরি
১৩-০৬-২০১২ ইংরেজি

www.dawateislami.net

বয়ান নং ১১

রহস্যময় ধনভান্ডার

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- অমূল্য গুপ্তধন
- সাতটি শিক্ষণীয় লাইন
- জাহান্নামের ভয়ানক আহার
- দুইটি ভয়ানক জিনিস
- খাবারের ৩২টি মাদানী ফুল

পৃষ্ঠা উল্টান

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

রহস্যময় ধনভান্ডার(১)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনি নিজের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন অনুভব করবেন।

হুযুর পুরনূর ﷺ দরূদ পাঠকের মুখমণ্ডলে চুমু দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সাঈদ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ শোয়ার পূর্বে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: একদা যখন দরূদ শরীফ পড়ে রাতে শুয়ে পড়লাম, তখন আমার ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। আমি যে **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ সালাম পড়ে থাকি, ঐ **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার স্বপ্নে তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: "তোমার ঐ মুখ যার দ্বারা তুমি আমার উপর দরূদ পাঠ করে থাকো, তা আমার নিকটবর্তী করো, যাতে আমি এতে চুমু দিতে পারি।" এটা শুনে আমার বড়ই লজ্জা হলো। আমি কিভাবে নিজের মুখ

---

(১) اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ বৃহস্পতিবার রাত (১০-৫-১৪১৮ হিজরি) আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِیَه এর এই বয়ান, আরব আমিরাত থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে দুই স্থানে সম্প্রচারিত হয় এবং সেখান থেকে মুস্তফাবাদ, মন্ডি ফারুকাবাদ, শায়খুপুরা, শাকারগড়, উকাড়া, জিয়া কোট এবং ছিচা ওয়াতানীতে সম্প্রচারিত হয়, যেখানে হাজার হাজার ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন উক্ত বয়ান শুনার সৌভাগ্য অর্জন করে, সংশোধন ও সংযোজন সহকারে লিখিত আকারে তা পেশ করা হলো। --- **মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(অর্থাৎ গাল) **সুলতানে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মোবারকের নিকটবর্তী করবো। আমি আমার মুখ (অর্থাৎ গাল) **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকটবর্তী করে দিলাম আর **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে তাতে চুমু দিলেন। যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন সম্পূর্ণ ঘরে সুগন্ধ বিরাজ ছিলো এবং আমার মুখমন্ডল আট দিন পর্যন্ত খুবই সুগন্ধময় ছিলো। (আল কাওলুল বদী, ২৮১ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করুন। কেননা, এদিক সেদিক দেখতে দেখতে, আঙ্গুল দিয়ে জমিনে উপর খেলা করতে করতে, পেশাক, শরীর অথবা চুল কিংবা দাঁড়ি ইত্যাদি নড়াচড়া করতে করতে শুনলে, কথা-বার্তা বলতে বলতে অথবা ঠেক লাগিয়ে শুনলে বা অর্ধেক বয়ান শুনে চলে যাওয়ার কারণে তার যে বরকত সমূহ রয়েছে তা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। অমনোযোগিতার সাথে কোরআন এবং সুন্নাতের কথা শুনা মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য নয়। সূরা আম্বিয়ার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۙ﴿۲﴾ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, অলিয়ে নেয়ামত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরিকত, বায়েছে খাইর ও বরকত হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

আল হাফেজ ক্বারী শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তরজুমায়ে কোরআন "কানযুল ঈমান" এ তার অনুবাদ কিছুটা এভাবে করেছেন: "যখন তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তাদের নিকট কোন নতুন উপদেশ আসে, তখন তারা সেটা শুনে না, কিন্তু ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলে, তাদের অন্তর খেলাধুলায় পড়ে রয়েছে।"

এতিমদের দেওয়াল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এবং হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর প্রসিদ্ধ কোরআনী ঘটনা, যা ১৫তম পারা থেকে শুরু হয়ে ১৬তম পারায় শেষ হয়েছে। এতে এটাও রয়েছে যে, হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এবং হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام একটি শহরে তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানকার অধিবাসীরা ঐ বুযুর্গদ্বয়ের মেহমানদারীও করলো না এবং খাবারও পেশ করলো না। হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام সেখানে একটি পুরাতন দেওয়ালে যা পতিত হবার উপক্রম ছিলো, সেটিকে ঠিক করে দিলেন। এই ধরণের লোক যারা পানি পর্যন্ত দেয়নি, তাদের দেওয়াল ঠিক করে দেওয়ার বিষয়টি আশ্চার্য্যজনক ছিলো। এজন্য হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে বললেন: "আপনি যদি চাইতেন ঐ সব লোকদের কাছ থেকে কিছু পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।" হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: "এটা দুইজন এতিমের দেওয়াল, যারা হলো একজন নেককার পরহেজগার লোকের সন্তান আর এটির নিচে গুপ্তধন রয়েছে। যদি দেওয়াল পড়ে যেতো, তাহলে গুপ্তধন প্রকাশ হয়ে যেতো এবং লোকেরা নিয়ে যেতো। সুতরাং আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করছেন যে, ঐ ছেলেরা যুবক হয়ে গুপ্তধন বের করে নিবে। তাদের পরহেজগার

www.dawateislami.net

পিতার উছিলায় তাদের উপরও দয়া হয়েছে।" মুফাস্সীরিনে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى বলেন: "এ পরহেজগার ব্যক্তি ঐ ছেলেদের সপ্তম অথবা দশম স্তরে গিয়ে পিতা হচ্ছিলো।" (তাফসীরে সা'বী হতে সংক্ষেপিত, তাফসীরে সাবী, ৪র্থ খন্ড, ১২১১-১২১৩ পৃষ্ঠা)

অমূল্য গুপ্তধন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে তাদের পিতার নেকীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ ছেলেদের নিজেদের নেকীর ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়নি। তাদের পিতা নেককার এবং পরহেজগার ছিলেন। তাই তার অমূল্য গুপ্তধন সংরক্ষণ করা হয়েছে। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا বলেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** মানুষের নেক কাজের কারণে তার সন্তান এবং সন্তানের সন্তানদের মধ্যে সংশোধন করে দেন আর তাঁর বংশ এবং তার প্রতিবেশীদের মধ্যে তার হিফাযত করেন আর তারা সবাই **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে পর্দা এবং নিরাপদে থাকে।" (তাফসীরে দূররে মনছুর, ৫ম খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা) সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন; **সুলতানে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** একজন সৎ (অর্থাৎ পরহেজগার) মুসলমানের বরকতে তার প্রতিবেশীর ১০০টি ঘরের অধিবাসীদের বিপদাপদ দূর করে দেন।"(মুজাম আওসাত, ৩য় খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০৮০) سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! নেককারদের নিকটবর্তী থাকার মধ্যেও উপকার পাওয়া যায়। (খাযায়িনুল ইরফান, ৮৭ পৃষ্ঠা)

সাতটি শিক্ষণীয় লাইন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, নেককার লোকদের বরকতে তাদের সন্তান, বরং প্রতিবেশীদেরও উপকার লাভ হয়ে থাকে। তাই পরহেজগার লোক কত উচ্চ মানের ব্যক্তি হয়ে থাকেন যে, তার ফয়েজ ও বরকত দ্বারা জানি না

www.dawateislami.net

কত লোক ধন্য ও পরিপূর্ণ এবং লাভবান হয়ে থাকে। এখানে যে অমূল্য গুপ্ত ধনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার আলোচনা সূরা কাহাফ পারা ১৬ আয়াত ৮২ তে এভাবে রয়েছে:

وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং সেটার নিচে তাদের গুপ্ত ধনভান্ডার ছিলো এবং তাদের পিতা সৎলোক ছিলো।

এই পবিত্র আয়াতের আলোকে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: সে গুপ্তধন স্বর্ণের একটি তক্তা সম্বলিত ছিলো এবং সেটার উপর সাতটি শিক্ষা মূলক লাইন অংকিত ছিলো:

(১) ঐ ব্যক্তির অবস্থা বড়ই আশ্চার্য্যজনক, যে মৃত্যুকে নিশ্চিত জানা সত্ত্বেও হেসে থাকে।

(২) ঐ ব্যক্তির প্রতি আশ্চার্য্য বোধ হয়, যে দুনিয়াকে অস্থায়ী স্বীকার করা সত্ত্বেও এতে সন্তুষ্ট ও ব্যস্ত এবং ডুবে রয়েছে।

(৩) ঐ ব্যক্তির প্রতি আশ্চার্য্য লাগে, যে তাকদীরের উপর ঈমান আনা সত্ত্বেও দুনিয়ার (নেয়ামত) না পাওয়ার কারণে চিন্তাগ্রস্থ হয়ে থাকে।

(৪) কত আশ্চার্য্যজনক ঐ ব্যক্তি, যার বিশ্বাস হলো, কিয়ামতের দিন বিন্দু বিন্দু পরিমাণ জিনিসের হিসাব দিতে হবে তা সত্ত্বেও দুনিয়ার ধন-সম্পদ জমা করার ধ্যানে মগ্ন রয়েছে।

(৫) আশ্চার্য্য বোধ হয় ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে জাহান্নামকে অত্যন্ত কঠিনতর শাস্তির স্থান স্বীকার করা সত্ত্বেও গুনাহ থেকে বিরত থাকে না।

(৬) আশ্চার্য্য লাগে ঐ ব্যক্তির জন্য, যে **আল্লাহ্ তাআলা**কে চিনার পরেও অন্যের আলোচনা করে থাকে।

(৭) আশ্চার্য্য বোধ হয় ঐ ব্যক্তির জন্য, যে এটা জানে যে, জান্নাতে নেয়ামত আর নেয়ামত রয়েছে। তারপরও দুনিয়াবী সুখ-শান্তিতে হারিয়ে গেছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

এভাবে ঐ ব্যক্তির অবস্থাও আশ্চার্য্যজনক, যে (ব্যক্তি) শয়তানকে প্রাণ এবং ঈমানের শত্রু জানা সত্ত্বেও তার অনুসরণ করে।

(আল মোনাব্বিহাত আলাল ইস্তিদাদ, ৮৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

মৃত্যুকে নিশ্চিত জানা সত্ত্বেও হাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুই এতিমের অমূল্য গুপ্তধনের উপর ঐ সাতটি লাইনের রহস্যময় ধনভান্ডারও খুবই শিক্ষণীয়। এই রহস্যময় ধনভান্ডার আমাদেরকে শিক্ষার সুগন্ধিময় মাদানী ফুল পেশ করছে। বাস্তবেই মৃত্যুকে বিশ্বাসকারীদের হাসা বড়ই আশ্চার্য্যজনক। দুনিয়াকে অস্থায়ী মানা সত্ত্বেও এতে খুশি থাকা অবাক হওয়ার মতো বিষয়। তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও দুনিয়ার সম্পদ না পাওয়ার উপর অথবা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে আহাজারি করা বড়ই আশ্চার্য্যজনক। সম্পদ যত বেশি মুসিবতও তত বেশি। কিয়ামতের দিন হিসাব নিকাশ বেশি দিতে হবে। এই সব বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও সবসময় এই চিন্তায় মগ্ন থাকা যে, কিভাবে সম্পদ বাড়ানো যাবে, এখানে ব্যবসা রয়েছে তবে সেখানেও কিভাবে শাখা খোলা যায়। এরকম চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাওয়া লোকদের প্রতি কেন আশ্চার্য্য হবে না, যখন তার জানা আছে যে, কিয়ামতের দিন, আমাকে প্রতিটি বিষয়ের বিন্দু বিন্দুর হিসাব দিতে হবে। তারপরও সে এত সম্পদ কেন একত্রিত করছে? ধন-সম্পদের লোভীদের শিক্ষণীয় পরিণতি থেকে তার কেন শিক্ষা অর্জন হচ্ছে না? কাল কিয়ামতের দিন প্রচণ্ড রোদে দাড়াঁনো অবস্থায় ধন-সম্পদের হিসাব কিভাবে দিবে?

জাহান্নামের ভয়াবহতা

ঐ বান্দাও কতই আশ্চার্য্যজনক, যে এটা জানে, জাহান্নাম অত্যন্ত কঠিনতম শাস্তির জায়গা, এরপরও গুনাহে লিপ্ত হয়। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জাহান্নামকে যদি সূঁচের ছিদ্র পরিমাণ খুলে দেয়া হয়, তাহলে সকল দুনিয়াবাসী সেটির প্রচন্ড গরমে ধ্বংস হয়ে যাবে। (মুজাম আওসাত, ২য় খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৮৩)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

জাহান্নামবাসীকে যে পানি পান করার জন্য দেওয়া হবে তা এত মারাত্মক যে, যদি সেটির এক বালতি দুনিয়ায় ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে দুনিয়ার সমস্ত ক্ষেত-খামার ধ্বংস হয়ে যাবে। শস্যও উৎপন্ন হবে না এবং ফল-ফলাদীও উৎপন্ন হবে না। জাহান্নামের সাপ এবং বিচ্ছু খুবই ভয়ংকর। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "জাহান্নামে অনারবী উটের গর্দানের মত বড় বড় সাপ হবে, যেগুলো জাহান্নামীদেরকে দংশন করতে থাকবে, এগুলো এমন বিষধর হবে যদি একবার দংশন করে তাহলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার বিষের কষ্ট যাবে না এবং লাগাম লাগানো খচ্চরদের সমান বড় বড় বিচ্ছু জাহান্নামীদেরকে হুল ফোটাতে থাকবে। একবার হুল ফোটানোর কষ্ট চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৭২৯) তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে: "জাহান্নামে 'ছউদ' নামক একটি আগুনের পাহাড় রয়েছে, যার উপর কাফের জাহান্নামীদেরকে ৭০ বছর পর্যন্ত আরোহন করানো হবে। অতঃপর উপর থেকে তাকে ফেলে দেওয়া হবে। তখন সে ৭০ বছরে নিচে পৌছাবে। এভাবে সর্বদা আযাব চলতে থাকবে।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৮৫) জাহান্নামের এমন এমন ভয়ংকর শাস্তির আলোচনা শুনার পরও যে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে না, তার প্রতি বাস্তবেই আশ্চর্য বোধ করার কথা! অবশেষে মানুষকে এই দুনিয়া কি দিয়ে দিবে যেই এর চাকচিক্যে হারিয়ে গেছে, এর লুটপাটে ব্যস্ত রয়েছে।

জাহান্নামের ভয়ানক আহার

সুস্বাদু খাবার মজা করে আহারকারীদের জাহান্নামের ভয়াবহ আহারকে ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে; জাহান্নামবাসীর উপর প্রচণ্ড ক্ষুধা অর্পণ করা হবে, এই ক্ষুধা এ সমস্ত শাস্তির সমান হয়ে যাবে, যাতে তারা লিপ্ত রয়েছে। তারা ফরিয়াদ করবে তখন তাদেরকে আগুনের কাটা বিশিষ্ট খাবার দেওয়া হবে, যেগুলো না মোটা করবে, না ক্ষুধা নিবারণ করবে। অতঃপর তারা খাবার চাইবে, তখন তাদেরকে গলায় আটকে যাওয়া খাবার

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

দেওয়া হবে। তখন তাদের স্মরণ আসবে যে, (দুনিয়ার মধ্যে) এই ধরণের খাবার গ্রহণের সময় তারা পানি পান করতো। সুতরাং তারা পানি চাইবে, তখন তাদেরকে লোহার বালতি থেকে ফুটন্ত পানি দেওয়া হবে। যখন তা তাদের মুখের নিকটে আসবে, তখন তা তাদের মুখ ঝলসে দেবে। অতঃপর যখন তাদের পেটে প্রবেশ করবে, তখন তাদের পেটের প্রত্যেক জিনিসকে কেটে ফেলবে।

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা, হাদিস- ২৫৯৫)

অন্য একটি হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "যাক্কুম অর্থাৎ একটি কাঁটাদার বৃক্ষ, যা জাহান্নামীদেরকে খাওয়ানো হবে। এর একটি ফোঁটা যদি দুনিয়ায় টপকে পড়ে তাহলে দুনিয়াবাসীর খাবার এবং পান করার সমস্ত জিনিসকে (তিক্ত ও দূর্গন্ধময় করে) নষ্ট করে দিবে।"(ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৫৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৩২৫) আহ! জাহান্নামের এমন ভয়ানক শাস্তি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ গুনাহে এত উৎসাহিত কেন?

মিথ্যুকের চোয়াল আলাদা করা হচ্ছিলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে প্রকম্পিত হোন! আর নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করুন! **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "স্বপ্নে এক ব্যক্তি আমার নিকট আসলো এবং বললো: চলুন! আমি তার সাথে চলতে লাগলাম। আমি দুইজন ব্যক্তিকে দেখলাম। তাদের মধ্যে একজন দাঁড়ানো এবং একজন বসা ছিলো। দাঁড়ানো ব্যক্তির হাতে লোহার দন্ড (যেটার এক প্রান্ত বাঁকা থাকে) ছিলো। যেটা সে বসা ব্যক্তির এক চোয়ালে প্রবেশ করিয়ে সেটাকে মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত আলাদা করে দিতো। অতঃপর লোহার দন্ড বের করে দ্বিতীয় চোয়ালের ভিতর প্রবেশ করিয়ে আলাদা করে দিতো। এরই মধ্যে প্রথমোক্ত চোয়াল নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতো। আমি আনয়নকারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম: এটা কে? সে বললো: সে হলো মিথ্যুক ব্যক্তি, তাকে কিয়ামত পর্যন্ত কবরে এই শাস্তি দেয়া হবে।

(মাসাভিল আখলাক, লিল খারায়িতি, ৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

চেহারা এবং বুক আছড়াচ্ছিলো

মিরাজের রাতে **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন যারা তামার নখ দ্বারা নিজেদের চেহারা এবং বুক আছড়াচ্ছিলো। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জিজ্ঞাসা করার ফলে উত্তরে বলা হয়েছে: এই লোকগুলো মানুষের মাংস ভক্ষণকারী। (অর্থাৎ গীবতকারী) এবং লোকদের সম্মান বিনষ্টকারী ছিলো।

(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৭৮)।

জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। অতি শীঘ্রই আমাদের নিঃশ্বাস এর মালা ছিড়ে যাবে এবং আমাদেরকে নিয়ে গর্বকারীরা আমাদেরকে নিজেদের কাঁধে বহন করে নির্জন কবরস্থানের দিকে রাওয়ানা দিবে। আহ! আমাদের সমস্ত আকাংখা মাটির সাথে মিশে যাবে। আমাদের রক্ত ঘামের উপার্জন আমাদের সাথে যাবে না, আর আমাদের তা কোন কাজেও আসবে না।

বেওয়াফা দুনিয়া পে মত কর এতেবার,
তু আছানক মওতকা হোগা শিকার।
মওত আকর হি রহেগী ইয়াদরাখ!
জান জাকর হি রহেগি ইয়াদ রাখ!
গর জাহামে ছ বরছ তুজি ভীলে,
কবর মে তনহা কিয়ামত তক রহে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭১১ পৃষ্ঠা)

আহ! ভবিষ্যতের ডাক্তার!

সরদারাবাদ (ফয়সালাবাদ) এর মেডিকেল কলেজের সমাপনী বর্ষের একজন মেধাবী ছাত্র নিজের বন্ধুর সাথে পিকনিকে গেলো। পিকনিক পয়েন্টে পৌছে তার বন্ধু নদীতে সাঁতার কাটতে নামলো। হঠাৎ ডুবতে লাগলো।

www.dawateislami.net

ভবিষ্যতের ডাক্তার তাকে বাঁচানোর জন্য আবেগে এসে পানিতে লাফ দিলো। কিন্তু সেও সাতার কাটতে জানতো না। সুতরাং নিজেও ফেঁসে গেলো। ভাগ্যের কথা যে, তার বন্ধু কোন মতে বের হবার মধ্যে সফল হয়ে গেলো। কিন্তু আফসোস! ভবিষ্যতের ডাক্তার বেচারা ডুবে গেলো এবং মৃত্যুর ঘাট পার হয়ে গেল। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেলো। মা-বাবার বার্ধক্যের শেষ সম্বল পানির তরঙ্গের মাঝে বলি হয়ে গেলো। পিতা-মাতার সোনালী স্বপ্ন বাস্তবায়ন হলো না আর ঐ বেচারা মেধাবী শিক্ষার্থী **M.B.B.S** এর ফাইনাল পরীক্ষার ফল হাতে আসার পূর্বেই কবরের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে গেলো।

মিলে খাক মে আহলে শা কেইসে কেইসে, মকি হুগেয়ে লামকা কেইসে কেইসে,
হুয়ে নামওয়ার বেনিশা কেইসে কেইসে, যমী খা গেয়ি নওজোয়া কেইসে কেইসে,
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হে,
ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হে।

উচ্চ দালানের কাহিনী

হযরত সায়্যিদুনা ছালেহ মারকদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় সুউচ্চ দালানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "হে সুউচ্চ দালান! ঐসব লোক কোথায় যারা তোমাদের কে নির্মাণ করেছে! আর ঐসব লোক কোন দিকে গেলো যারা সর্বপ্রথম তোমাদেরকে আবাদ করেছে। ঐসব লোক কোন স্থানে লুকালো, যারা সর্বপ্রথম তোমাদের মধ্যে বসবাস করতো? ঐ সুউচ্চ দালান কি উত্তর দেবে! অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ প্রকাশিত হলো: "যে সব লোক প্রথমে এই দালানে থাকতো, তাদের নাম নিশানা মুছে গেছে। এখন তাদের নাম নেয়ার জন্য কেউ অবশিষ্ট নেই। তাদের শরীর মাটিতে মিশে গেছে এবং তাদের আমল তাদের গলার হার হয়েছে।

(আল মুনাব্বিহাত আলাল ইস্তিদাদ, ১৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

উঁচে উঁচে মকান থে জিন কে,
তনগ কবরো মে আজ আন পড়ে।
আজ উহ হে নাহে মকা বাকি,
নাম কো ভি নেহি হে নিশান বাকি।

আমাদের অহেতুক চিন্তাধারা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ওয়ালাদেরও কি সুন্দর মাদানী চিন্তাধারা হয়ে থাকে, তারা সুউচ্চ দালান দেখে তা থেকে শিক্ষা অর্জন করে থাকেন। আর অন্য দিকে আমরা যদি বড় দালান, কারখানা এবং বিল্ডিং দেখি, তবে আরো উদাসীনতার স্বীকার হয়ে যায়। ঐ দালানগুলোর দিকে ঈর্ষার চোখে দেখে থাকি, ঐগুলোর সাজ-সজ্জার পরিদর্শণ করে থাকি। এগুলোর সাজ সজ্জার প্রতি বারবার দেখি। এটার স্থায়িত্বের উপর বিস্তারিত আলোচনা করে থাকি। এগুলোর বাজার মূল্য সম্পর্কে অনুমান করে থাকি। আর জানি না আমরা কত অহেতুক চিন্তায় লিপ্ত হয়ে যাই। হায়! আমাদেরও যদি মাদানী চিন্তাধারা নসীব হয়ে যেতো।

প্রিয় ইসলামী ভাইরা! যে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া পাওয়ার জন্য আজ আমরা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হচ্ছি তার না আছে স্থায়ীত্ব, না আছে স্থিরতা। সেটির প্রকাশ্য রং-ডং ও সজীবতার উপর প্রেমিক লোকেরা! স্বরণ রাখুন!

গরচে যাহের মে মিছিলে গোল হে,
পর হাকিকত মে খার হ্যায় দুনিয়া।
এক জোঁকে মে হ্যায় ইদহর ছে উদহর,
চার দিন কি বাহার হ্যায় দুনিয়া।

www.dawateislami.net

দুইটি ভয়ানক জিনিস

আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে সব বিষয়ে আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে ভয় করছি, ঐগুলোর মধ্যে অধিক ভয়ানক হলো কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ এবং দীর্ঘ আশা-আকাংখা। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সত্য থেকে বিমুখ করে দেয় এবং দীর্ঘ আশা আখিরাতকে ভূলিয়ে দেয়। এই দুনিয়া দ্রুত গতিতে চলে যাচ্ছে আর আখিরাত দ্রুত গতিতে আসছে। ঐ দু’টির মধ্যে (দুনিয়া এবং আখিরাত) প্রত্যেকটির বংশধর (অর্থাৎ তালাশকারী) রয়েছে। যদি তোমরা এটা করতে পারো, যে দুনিয়ার তালাশকারী হয়ো না তাহলে সেটাই করো। কেননা, আজ তোমরা আমলের ময়দানে রয়েছো। যেখানে হিসাব নেই আর আগামীতে তোমরা আখিরাতের ঘরে থাকবে, সেখানে আমল (করার সুযোগ) থাকবে না। (শুয়াবুল ঈমান, ৭ম খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৬১৬)

উচুঁ দালান বিশিষ্ট লোকদের পরিণতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ এবং দীর্ঘ আশা-আকাংখার ধ্বংসলীলা বর্তমানে আমাদের সামনে স্পষ্ট। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত লোকের আধিক্য সর্বত্র বিরাজ করছে। যাকে দেখবেন দুনিয়ার ভালবাসায় আত্মতৃপ্তি লাভ করতে দেখা যাচ্ছে, আখিরাতের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী মানুষ খুবই কম। সবাই দুনিয়ার ভবিষ্যত উজ্জ্বল করার দৌড়াদৌড়িতে ব্যস্ত রয়েছে, এই চিন্তায় রয়েছে যে, যতো পারে ধন সম্পদ জমা করতে থাকে। যথাসম্ভব সার্টিফিকেট অর্জন করো। যথাসম্ভব দুনিয়ার প্লট অর্জন করতে ব্যস্ত। হে দুনিয়ার মধ্যে উঁচু উঁচু দালান পাওয়ার আশাবাদীরা! একটু অন্তরের কান দিয়ে শুনো। পবিত্র কোরআন কি বলছে! পবিত্র কোরআনুল করিমের ২৫ পারার সূরা দুখান আয়াত ২৫ থেকে ২৯ এর মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿۲۵﴾
وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿۲۶﴾
وَّ نَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿۲۷﴾
كَذٰلِكَ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿۲۸﴾
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ
وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿۲۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তারা কত বাগান ও প্রসবণই ছেড়ে গেছে! এবং ক্ষেত ও উত্তম বাসস্থান সমূহ এবং নেয়ামত সমূহ যেগুলোর মধ্যে তারা আনন্দিত ছিলো। আমি অনুরূপই করেছি এবং সেগুলোর উত্তরাধিকারী অন্য সম্প্রদায়কে করে দিয়েছি। সুতরাং তাদের জন্য আসমান ও জমিন ক্রন্দন করেনি এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়নি।

দুনিয়া মন লাগানোর স্থান নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা চিন্তা করেছেন! সু-উচ্চ দালান নির্মাণকারী, সুন্দর বাগান প্রস্তুতকারী, শস্য-শ্যামল ক্ষেত উৎপাদনকারী ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, আর তাদের রেখে যাওয়া সম্পদকে, অন্যদেরকে মালিক করে দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য না জমিন কান্না করেনি এবং না আসমান। না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের আলোচনা শেষ হয়ে গেছে। অতএব, এখন তারা রয়েছে আর তাদের আমল। সুতরাং এই দুনিয়া শিক্ষা ও শিক্ষা অর্জন করার স্থান।

জাহা মে হে ইবরত কে হারছু নো মুনে,
মাগর তুঝ কো আন্ধা কিয়া রঙ্গ ওয়া বু নে।
কভি গওর ছে ভি ইয়ে দেখা হে তুনে,
জু আবাদ থে ওহ মাকাম আব হে ছুনে।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়, ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

মিলে খাক মে আহলে শা কেইছে কেইছে,
মকি হুগেয়ে লামকা কেইছে।
হুয়ে নামওয়ার বেনিশা কেইছে কেইছে,
জমি খা গেয়ী নওজোয়া কেইছে কেইছে।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়, ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।
আজল নে না কিসরাহি ছোড়া নাদারা,
উছিছে সিকান্দর সা ফাতেহ ভি হারা।
হার এক লেকে কিয়া কিয়া না হাছরত সিদহারা,
পড়া রেহগেয়া সব ইউহি ঠাটসারা।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়, ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।
এহি তুজকোদুন হ্যায় রহো সবছে বালা,
হো যীনত নিরালী হো ফ্যাশন নিরালা।
জিয়া করতাহে কিয়া ইউহি মরনে ওয়ালা,
তুজে হুসনে জাহেরনে ধোকেমে ডালা।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়, ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।
ওহ হ্যায় আইশ ওয়া ইশরত কা কুয়ি মহল ভি,
জাহা তাকমে হার ঘড়ি হু আজলভি।
ব্যস আব আপনে ইছ জহল ছে তু নিকল ভি,
ইয়ে জিনে কা আন্দায আপনা বদলভি।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়, ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।
না দিলদাদাহ শের গোয়ী রহেগা,
না গরবিদায়ে শুহরাজুয়ী রহেগা।
না কুয়ী রহা হ্যায় না কুয়ী রহেগা,
রহেগা তো জিকির নেকুয়ী রহেগা।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়, ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।

www.dawateislami.net

যব ইছ বজম ছে উঠগেয়ে দুস্ত আকছর,
আওর উঠতে চলে জারহে হ্যায় বরাবর।
ইয়ে হার ওয়াক্ত পেশে নজর জব হ্যায় মনজর,
ইহাপর তেরা দিল বহলতা হে কিউকর।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়, ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।
জাহা মে কাহি শোরে মাতম বাপা হে,
কাহি পাক্বর ও পাক্বে সে ওহ ওয়া বুকা হে ।
কাহি শিকওয়ায়ে জোর ও মকর ও দাগা হে,
গরজ হার তরফ ছে ইয়েহি ব্যস ছদা হে।
জাগা জি লাগানে কি দুনিুয়া নেহি হ্যায়, ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।
তুঝে পেহলে বাচপননে বরছু খিলায়া,
জাওয়ানি নে পের তুজকো মজনু বানায়া।
বুড়াহ পেনে পির আকে কিয়া কিয়া সাতায়া,
আজল তেরা করদেগী বিলকুল চাপায়া।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়, ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।
বুড়হাপে ছে পাকর পয়ামে কাযা ভি,
না ছুকা না চিতা না ছুনবলা জরা ভি।
কুয়ি তেরী গফলত কি হ্যায় ইনতে হা ভি,
জুনু কব তলক? হোশমে আপনে আভি।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়, ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।
ইয়ে ফানী জাহা হ্যায় মুসলমা তুজকো,
করেগী ইয়ে দুনিয়া পেরেশান তুঝকো
ফাসা দেগী মরকদ মে নাদান তুঝকো,
করেগী কিয়ামত মে হয়রান তুঝকো।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়, ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলার দরবারে তাওবা করে নাও। কেননা, তাঁর দয়া অসীম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই শোরগোল পড়ে যায় যে, তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে! এখন তাড়াতাড়ি গোসল প্রদানকারীকে ডাকো। সুতরাং গোসল প্রদানকারী তক্তা নিয়ে চলে আসছে। গোসল দেয়া হচ্ছে, কাফন পরিধান করানো হচ্ছে। অতঃপর অন্ধকার কবরে শায়িত করা হবে, এরপূর্বে মেনে নিন! তাড়াতাড়ি তাওবা করে নিন!

করলে তাওবা রব কি রহমত হ্যায় বড়ি,
কবর মে ওয়ারনা সাজা হুগি কড়ী। (ওয়াসায়িলে বখ্‌শিশ, ৭১২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষের দিকে সুন্নাত এর ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত এবং আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহান শাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।”

(ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খাবারের ৩২টি মাদানী ফুল

❂ পানাহার দ্বারা উদ্দেশ্য স্বাদ উপভোগ করা যেন না হয় বরং আহারের সময় এ নিয়্যত করুন: আমি **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদতে শক্তি অর্জনের জন্য পানাহার করছি। ❂ **দা’ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান “মাকতাবাতুল মদীনা” কর্তৃক প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “বাহারে শরীয়াত” ১৬তম

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

অংশ, ১৭ পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণিত আছে; ক্ষুধা থেকে কম খাওয়া উচিত আর সম্পূর্ণ ক্ষুধা ভরে পানাহার করা মুবাহ অর্থাৎ সাওয়াবও নয়, গুনাহও নয়। কেননা, তার ও বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য হতে পারে যাতে শক্তি বৃদ্ধি পায় আর ক্ষুধার চেয়ে অতিরিক্ত পানাহার করা হারাম। অতিরিক্ত দ্বারা এই উদ্দেশ্য এত বেশি পানাহার করা, যার কারণে পেট খারাপ হওয়ার আশংকা থাকে। যেমন: ডায়রিয়া আক্রান্ত হওয়া এবং স্বাস্থ্য বিস্বাদ হয়ে যাওয়া। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৬০ পৃষ্ঠা) ❂ ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার মধ্যে অনেক উপকারীতা রয়েছে, প্রায় ৮০% রোগ অতিরিক্ত পেট ভরে আহারের কারণে হয়ে থাকে। তাই এখনো ক্ষুধা বাকি থাকাবস্থায় হাত তুলে ফেলুন। ❂ অধিকাংশ দস্তরখানায় বিভিন্ন লাইন লিখা থাকে। যেমন: কবিতা অথবা কোম্পানির ইত্যাদির নাম)এই ধরণের দস্তরখানা ব্যবহার করা, এগুলোর উপর পানাহার করা উচিত নয়। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৬৩ পৃষ্ঠা) ❂ আহারের পূর্বে এবং পরে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া সুন্নাত। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠা) ❂ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আহারের পূর্বে এবং পরে অযু করা (অর্থাৎ কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ধোয়া) রিজিকের মধ্যে প্রশস্থতা আনে এবং শয়তানকে দূর করে দেয়।" (আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৫০১) ❂ খাবার খাওয়ার সময় জুতা খুলে ফেলুন, এতে পা আরাম পায়। **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমরা পানাহার করো, তখন জুতা খুলে ফেলো। কেননা, তা তোমাদের পাদ্বয়ের জন্য শান্তির কারণ।" (মুজাম আওসাত, ২য় খন্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২০২) ❂ আহারের সময় বাম পা বিছিয়ে দিন এবং ডান হাঁটু খাড়া রাখুন অথবা নিতম্বের উপর বসে যান এবং দুই হাঁটু খাড়া রাখুন। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ২১ পৃষ্ঠা) অথবা দুই পায়ের পিটের উপর দু'জানু হয়ে বসুন। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা) ❂ ইসলামী ভাই হোক অথবা বোন সবার জন্য এই মাদানী ফুল হলো; যখন আহার করতে বসবে, তখন চাদর অথবা জামার আস্তিন

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

দ্বারা পর্দার উপর পর্দা অবশ্য করবেন। ✪ তরকারি অথবা আচারের পেয়ালা রুটির উপর রাখবেন না। (রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৬২ পৃষ্ঠা) ✪ খালি মাথায় পানাহার করা আদবের পরিপন্থী। ✪ বাম হাত জমিনের উপর ঠেক দিয়ে পানাহার করা মাকরুহ। ✪ মাটির বাসনে পানাহার করা উত্তম। যেই নিজের ঘরে মাটির বাসন তৈরী করে, ফেরেশতারা ঐ ঘর জিয়ারত করার জন্য আসে। (প্রাগুক্ত, ৫৬৬ পৃষ্ঠা) ✪ দস্তরখানায় সবজি থাকলে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা) ✪ শুরু করার পূর্বে এই দোয়াটি পড়ে নিবেন, যদি খাবারে অথবা পানিতে বিষও থাকে তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রভাব ফেলবে না। দোয়াটি হলো:

بِسۡمِ اللهِ الَّذِیۡ لَا یَضُرُّ مَعَ اسۡمِهٖ شَیۡءٌ فِی الۡاَرۡضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ یَا حَیُّ یَا قَیُّوۡمُ (১)

অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলার নামে শুরু করছি, যার নামের বরকতে জমিন ও আসমানের কোন জিনিস اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ক্ষতি করতে পারবে না, হে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। (আল ফেরদৌস, ১ম খন্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১০৬)

✪ যদি শুরুতে بِسۡمِ الله পড়া ভুলে যান, তাহলে আহারের সময় স্মরণ আসতেই এভাবে পড়ে নেবেন بِسۡمِ اللهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ **অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলার** নামে আহারের শুরু এবং শেষ। ✪ শুরু এবং শেষে লবণ অথবা লবনাক্ত কিছু খাবেন। এর দ্বারা ৭০ টি রোগ দূর হয়ে যায় (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৬২ পৃষ্ঠা) ✪ ডান হাত দ্বারা খাবেন। বাম হাত দ্বারা খাবার গ্রহণ করা, পানি পান করা, আদান-প্রদান করা শয়তানের পদ্ধতি। অধিকাংশ ইসলামী ভাই লোকমা ডান হাতে খায় কিন্তু মুখের

---

(১) যেই দোয়ায় "یَا حَیُّ یَا قَیُّوۡمُ" এর স্থলে "وَهُوَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ" আছে ঐ দোয়ার ফযীলত "তিরমিযী" এবং "ইবনে মাজাহ"য় এভাবে রয়েছে; **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে বান্দা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা ৩ বার এই কলেমা পড়ে: بِسۡمِ اللهِ الَّذِیۡ لَا یَضُرُّ مَعَ اسۡمِهٖ شَیۡءٌ فِی الۡاَرۡضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ তাহলে তাকে কোন জিনিস ক্ষতি করতে পারবে না।" (তিরমিযি ৫ম খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৩৯৯। ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৬৯)

নিচে বাম হাত রাখে। তখন কিছু দানা এতে পড়ে এবং তা বাম হাতে গিলে ফেলে। এভাবে দস্তরখানায় পতিত দানাগুলো বাম হাতে খেয়ে ফেলে। তাদের উচিৎ ঐ বাম হাতের দানাগুলো ডান হাতে নিয়ে মুখে নিক্ষেপ করা। ❂ বাম হাতে রুটি নিয়ে ডান হাতে লোকমার জন্য রুটি ছিড়া অহংকার দূর করার জন্য। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ৬৬৯ পৃষ্ঠা) হাত বাড়িয়ে থালা অথবা তরকারীর পেয়ালার ঠিক মাঝখানের উপর করে রুটি এবং পাউরুটি ইত্যাদি ছিড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এভাবে রুটির টুকরা অথবা রুটির কণা অথবা রুটির উপর যদি তিল থাকে তখন তা পেয়ালায় পড়বে। না হয় দস্তরখানায় পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। (তিল হয়ত সৌন্দর্য্যের জন্য দেয়া হয়। তেল ছাড়া রুটি নেয়া ভাল, যাতে পড়ে নষ্ট হয়ে না যায়) ❂ তিন আঙ্গুল অর্থাৎ মাঝখানের আঙ্গুল, শাহাদত আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা পানাহার করবেন। কেননা, এটা নবীগণ عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সুন্নাত। যদি চাউলের দানা আলাদা আলাদা হয় এবং তিন আঙ্গুলী দ্বারা লোকমা ধরা সম্ভব না হয়, তাহলে ৪ অথবা ৫ আঙ্গুলী দ্বারা খাবেন। ❂ লোকমা ছোট ছোট নেবেন এবং যাতে ছপড় ছপড় আওয়াজ সৃষ্টি না হয়, এই সতর্কতার সাথে এভাবে চর্বন করবেন, যাতে মুখের খাদ্য পাতলা হয়ে যায়। এভাবে করার মাধ্যমে হজমকারী থুথুও অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। যদি ভাল ভাবে চর্বন করা ছাড়া গিলে ফেলা হয়, তাহলে হজম করতে পাকস্থলীর অত্যন্ত কষ্ট হবে এবং ফলাফল স্বরূপ বিভিন্ন রোগের সম্মুখীন হতে হবে। তাই দাঁতের কাজ পাকস্থলীর দ্বারা নিবেন না। ❂ প্রত্যেক দুই এক লোকমার পরে “يَا وَاجِدُ” পড়ার কারণে পেটে নূর সৃষ্টি হয়। ❂ পানাহার শেষে প্রথমে মাঝখানের অতঃপর শাহাদত আঙ্গুল এবং শেষে বৃদ্ধাঙ্গুল তিনবার করে চাটবেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহারের পর বরকতময় আঙ্গুল সমূহ তিনবার চাটতেন।[১] ❂ বাসনও চেটে নিন।

[১] (আসসামায়েলুল মুহাম্মাদীয়া লিত তিরমিযী, ৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৩)

www.dawateislami.net

পবিত্র হাদীসে বর্ণিত রয়েছে: আহারের পর যে ব্যক্তি বাসন চেটে থাকে, তখন ঐ বাসন তার জন্য দোয়া করে এবং বলে: "**আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুক, যেমনিভাবে তুমি আমাকে শয়তান থেকে মুক্তি দিয়েছো।"[১] অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: সে বাসন তার জন্য ইস্তিগফার (অর্থাৎ গুনাহ ক্ষমার দোয়া) করে থাকে।[২] ❂ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি (আহারের পর) পেয়ালা (থালা) কে চাটে এবং ধৌত করে পান করে। তার জন্য একজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব রয়েছে এবং পতিত টুকরা উঠিয়ে আহার করা জান্নাতী হুরদের মোহর স্বরূপ।[৩] ❂ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি খাদ্যের পতিত টুকরো উঠিয়ে খাবে, সে প্রশস্থতার সাথে জীবন অতিবাহিত করবে এবং তার বংশধরদের মধ্যে কল্যাণ অব্যাহত থাকবে।"[৪] ❂ আহারের পর দাঁতগুলোকে খিলাল করুন। ❂ আহারের পর শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ সহকারে এই দোয়া পড়ুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِیْنَ ط

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্য, যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। ❂ যদি কেউ আহার করায়, তাহলে এই দোয়া পড়বেন:

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِیْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِیْ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! তাকে আহার করাও যে আমাকে আহার করিয়েছে এবং তাকে পান করাও যে আমাকে পান করিয়েছে। (আল হিসনুল হাসিন, ৭১ পৃষ্ঠা)

---

(১) (জমউল জাওয়ামে লিস সূয়ূতী, ১ম খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৫৮)
(২) (ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৭১)
(৩) (ইহ্ইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা)
(৪) (প্রাগুক্ত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

✪ খাবার খাওয়ার পর সূরা ইখলাস এবং সুরা কুরাইশ পড়ুন। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা) ✪ আহারের পর হাঁত সাবান দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে মুছে ফেলবেন। ✪ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: আহরের পর অযু (অর্থাৎ কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ধোয়া) পাগলামী রোগকে দূরে রাখে। (প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, ৪ পৃষ্ঠা)

হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য "মাকতাবাতুল মদীনা" কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত, "বাহারে শরীয়াত" ১৬তম অংশ এবং (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত "সুন্নাত ও আদাব" হাদীয়া দিয়ে সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন। অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা মাদানী কাফেলায় সফর করুন।

লুঠনে রহমতে কাফেলে মে চলো,
শিখনে সুন্নাতে কাফেলা মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফলে মে চলো,
খতম হু শাঁমতে কাফেলা মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী,
ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৮ই রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিজরি
৩১-১২-২০১৪ইংরেজি

www.dawateislami.net

বয়ান নং ১২

টিভির ধ্বংসলীলা

এই রিসালায় আপনারা জানতে পারবেন .....

- ভয়ানক বিচ্ছু
- রক্ত পিপাসু টিকটিকি
- মাওলানা সাহেব! অপরাধী কে?
- গান-বাজনাকারীর উপার্জিত অর্থ হারাম
- প্রিয় নবী ﷺ এর দীদার হয়ে গেলে

পৃষ্ঠা উল্টান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

টিভির ধ্বংসলীলা(১)

শয়তান আপনাকে লক্ষ অলসতা দিবে, তবুও আপনি এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অবশ্যই আপনি আপনার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন অনুভব করতে পারবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান ছাখাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করছেন: **আল্লাহ পাক** হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি তোমার মধ্যে দশ হাজার কান সৃষ্টি করেছি এমন কি তুমি আমার কথা-বার্তা শুনেছো এবং দশ হাজার জিহ্বা সৃষ্টি করেছি যার মাধ্যমে তুমি আমার সাথে কথা-বার্তা বলেছো, তুমি আমার নিকট অধিক প্রিয় ও অধিক নৈকট্যতম ঐ সময় হবে যখন তুমি আমার যিকির করবে এবং **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে। (আল ক্বাওলুল বদী, ২৭৫-২৭৬ পৃষ্ঠা, মুআস্সাসাতুর রিয়ান, বৈরুত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ৩ দিন ব্যাপী বাৎসরিক ইজতিমা (২৪,২৫,২৬ রজবুল ১৪১৯ হিজরি মদীনাতুল আউলিয়া আহমেদাবাদ, ভারত) এর মধ্যে উপস্থাপন করেছেন। প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে আপনাদের খিদমতে পেশ করা হল। **উপস্থাপনায়: - মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ**

www.dawateislami.net

ভয়ানক বিচ্ছু

ভারতের কোন এক শহরের একটি মসজিদে নিকটস্ত এলাকার কিছু শোকাহত মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় মুসল্লিদের নিকট উপস্থিত হলেন। তারা নামাযীদেরকে বলতে লাগলেন, আমাদের এখানে একজনের মৃত্যু হয়েছে আর তাকে কেন্দ্র করে বড়ই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। আপনারা মেহেরবানী করে এসে একটু দোয়া করে দিন। এলাকাবাসীর অনুরোধে যখন মুসল্লীগণ সকলে মৃতের ঘরে পৌঁছল, তখন সেখানে দেখা গেল এক যুবতী মহিলার লাশ ঘরে শোয়ানো রয়েছে এবং তার চারপাশে বড় বড় ভয়ানক বিচ্ছু তাকে ঘিরে আছে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ভয়ে সবাই জড়সড় হয়ে গেল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক বিজ্ঞ লোক বললেন, বুঝা যাচ্ছে এটা মৃতের জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে নির্ধারিত আযাব, যা আমাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র তরফ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। চলুন! আমরা সবাই মিলে তার এই আযাব দূর করে দেয়ার জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট দোয়া করি এবং মৃতের পক্ষ হয়ে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। অতঃপর সকলে তাওবা ও ইসতিগফার করে উচ্চস্বরে কেঁদে কেঁদে অনেক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করলেন। শেষ পর্যন্ত দোয়া ও তাওবার ফলে ঐ ভয়ানক বিচ্ছুগুলো লাশের ঘেরাও ছেড়ে দিয়ে ঘরের এক কোণায় গিয়ে জমা হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে মৃতের কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা হলো। জানাযার নামাযের পর যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানো হলো তখন দেখা গেল প্রচুর পরিমাণে ভয়ঙ্কর বিচ্ছু কবরের এক কোণায় একত্রিত হয়ে আছে। তা দেখে মানুষের মধ্যে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। কোন মতে তরিঘড়ি করে কবরে মাটি চাপা দিয়ে মানুষেরা ঐ স্থান হতে দ্রুত প্রস্থান করল।

দাফনের পর যখন মৃতের মায়ের কাছে মৃত ব্যক্তির আমল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো তখন তিনি বললেন: সে **T.V** দেখার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিল। একদিন টিভির প্রোগামে তার পছন্দনীয় গান বাজতে ছিল আর ঐ সময়

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

আযানও শুরু হলো। আমি বললাম: "বেটি! আযানের সম্মান কর এবং **T.V** বন্ধ করে দাও।" সে এই বলে **T.V** বন্ধ করতে অস্বীকার করল যে, "মা! আযানতো প্রতিদিনই হয়ে থাকে কিন্তু এই প্রোগ্রাম ও গানতো প্রতিদিন আর আসবে না।" আমার মনে হচ্ছে যে, তার এ ধরনের আযাব এ কারণেই হয়েছে। **আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ ব্যাপারে অধিক ভাল জানেন।

ভারী লাশ

রমযানুল মোবারকের এক সন্ধ্যাবেলায় মা তার **T.V** দেখতে ব্যস্ত মেয়েকে বললেন: "আজ ইফতার করার জন্য বাসায় মেহমান আসবেন। এসো মা আমাকে একটু সাহায্য কর।" মেয়েটি উত্তর দিলো, "মা! আজ একটি বিশেষ প্রোগ্রাম চলছে, আমি সেটি দেখছি। মা তার প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে পুনরায় আসার হুকুম দিলেন, কিন্তু সে মায়ের কথাটি শুনেও শুনল না। মায়ের হস্তক্ষেপ থেকে বাঁচার জন্য সে উপরের তলার এক রুমে চলে গেল এবং সেখানকার **T.V** অন করে দিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে **T.V** দেখায় ব্যস্ত হয়ে গেল। ইফতারের সময় মা তাকে চলে আসার জন্য ডাক দিলেন কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না, তখন তিনি উপরে গিয়ে করাঘাত করলেন, কিন্তু সেখান থেকেও কোন উত্তর মিলল না। এখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন আর শোর-চিৎকার করে ঘরের সবাইকে একত্রিত করে ফেললেন। অবশেষে দরজা ভাঙ্গা হলো। এটা দেখে সকলেরই মুখ থেকে আতঙ্কের চিৎকার বেরিয়ে আসলো যে, ঐ যুবতী মেয়ে টিভির সামনে মুখ উপুড় করে পড়ে আছে। যখন নেড়েচেড়ে দেখল, দেখা গেল সে নড়ছেনা। তখন বুঝা গেল যে, সে মারা গেছে। এ ঘটনায় বাড়ীময় কান্নার রোল পড়ে গেল।

গোসল দেয়ার জন্য যখন লাশ তুলতে গেল তখন দেখা গেল লাশ উঠানো যাচ্ছে না। এরকম মনে হলো যেন লাশটি কয়েকটন ওজনের ভারী হয়ে

www.dawateislami.net

গেছে। ইত্যোবসরে ঐ স্থান থেকে সড়ানোর জন্য কেউ যখন **T.V** উঠালেন তখন লাশ হালকা হয়ে গেল এবং লোকেরাও তাকে সহজে তুলে নিল। এখন অবস্থা এমন হলো যে, **T.V** উঠালে লাশ উঠছে আর **T.V** রেখে দিলে লাশ ভারী হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কোন উপায়ে কাফন-দাফনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হলো। এখন যখন কবরে নিয়ে যাওয়ার জন্য জানাযা উঠাতে গেল, তখন কোন মতেই তা উঠছে না, যখন **T.V** কে উঠালো তখনই জানাযা উঠল।

শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তি জানাযার আগে আগে **T.V** নিয়ে চলতে লাগল আর তার পিছনে পিছনে জানাযা নিয়ে আসতে লাগল। জানাযার নামাযের পর যখন দাফন করা হলো তখন লাশ কবর থেকে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসলো, মানুষ এটা দেখে ভয় পেয়ে গেল। অতঃপর পুনরায় যেমনি-তেমনিভাবে লাশ কবরে রাখা হলো কিন্তু এবারও পূর্বের মতই ঘটল। অবশেষে **T.V** যখন কবরে রাখা হলো তখন লাশ আর বাইরে বেরিয়ে আসল না। অতএব **T.V** কেও লাশের সাথেই দাফন করে দেয়া হলো।

এই কথাগুলো বিবেকে আসছে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাবলী শুনে হতে পারে কারো বিবেকে এই রকম কুমন্ত্রণা আসে যে, এসব কিভাবে সম্ভব? কথাগুলো বিবেকে আসছে না। আসল কথা হলো, প্রত্যেক বিষয়কে বিবেকের কষ্টি পাথরে রেখে বিচার করা যায় না। সাওয়াব ও আযাব এর বিষয়টি সত্য। তবে হতে পারে বিবেক দ্বারা চিন্তা-ভাবনাকারীদের **আল্লাহ**র পানাহ! কবর, হাশর ও জান্নাত, জাহান্নামের বিষয়াবলীও বুঝে আসছে না। এসব শিক্ষণীয় ঘটনাবলী বিভিন্নভাবে আমার জানার সুযোগ হয়েছে। তাই এগুলো যখন শরীয়তের সাথে বিরোধীতা করছে না সে কারণে আমি আখিরাতের মঙ্গলের জন্য নিজ ভঙ্গিতে আপনাদের নিকট উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। **আল্লাহ তায়ালা**র শপথ! এগুলো ব্যক্ত করার

www.dawateislami.net

পিছনে দুনিয়াবী ফায়দা হাসিল করার প্রতি আমার কোন লোভ নেই, উম্মতের সংশোধনই একমাত্র উদ্দেশ্য। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এ ধরনের ঘটনাবলী শুনে অসংখ্য লোকের সংশোধন হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে শয়তান কখনই চাইবে না যে, **T.V** ইত্যাদির মাধ্যমে সিনেমা, নাটক ও গান-বাজনার গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা তাওবাকারী হয়ে যাক। এ জন্যে সে এ ধরনের ঘটনাবলী শ্রবণকারীদের নানা ধরনের বাহানা, ভীতি দেখিয়ে উৎসাহিত করে যে, এসব ঘটনাবলীর বিরোধীতা কর, খুব বেশি করে আনন্দ-ফূর্তি কর, যাতে তোমরাও সিনেমা-নাটক ইত্যাদি না দেখার তাওবা থেকে বিরত থাকো এবং অন্যদেরকে এসব গুনাহের মধ্যে খুব পাক্কা বানিয়ে আমার হাতকে শক্তিশালী করো।

ওহে আমার সহজ সরল ইসলামী ভাইয়েরা! যদি বাস্তবেই ধরে নেয়া হয় যে, এসব ঘটনাবলী মন গড়া, বানোয়াট, তবে এটাতো সত্য যে ফিল্ম, ড্রামা ইত্যাদি দেখা কোন ধরনের সাওয়াবের কাজ নয়। এটা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মুসলমান এগুলোকে না-জায়িয কাজ বলেই মনে করেন। **আল্লাহ তায়ালা** আপন বান্দাদের শিক্ষার জন্য কখনো কখনো দুনিয়াতেই কিছু কিছু আযাবের ভয়ংকর দৃশ্য দেখিয়ে থাকেন। এরকম বিভিন্ন ধরনের গুনাহের কষ্টদায়ক আযাবের ঘটনাবলী দ্বারা বুযুর্গদের কিতাব পূর্ণ হয়ে আছে। তা থেকে একটি আশ্চর্যজনক ও দুর্লভ ঘটনা আপনাদের সামনে পেশ করছি। হযরত আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করছেন:

অহংকার করে শাশুড়বাড়ী গমনকারীর আযাব

এক কবর খননকারী, যার চেহারার কিছু অংশ লৌহবর্ণের ছিল। তারই নিজস্ব বর্ণনা হচ্ছে: “একবার রাতের বেলা কবরস্থানে একটি জানাযা আসল। আমি তার কবর খনন করলাম। মৃত ব্যক্তিকে দাফন শেষ করে যখন লোকেরা চলে গেল তখন আমি এক আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখলাম। উটের আকৃতিতে সাদা

www.dawateislami.net

দু’টি পাখি উড়ে আসল। একটি ঐ তাজা কবরের মাথার দিকে আর অপরটি পায়ের দিকে বসে পড়ল। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে একটি পাখি কবর খনন করে কবরে প্রবেশ করল, তখন অপরটি কবরের কিনারায় বসা ছিল তো বসেই রইল। আমি কবরের অতি নিকটেই চলে আসলাম যাতে কী ঘটে তা ভাল করে দেখতে পাই। আমি শুনলাম ঐ পাখিটি মৃত ব্যক্তিকে বলছে: “হে মানব! তুমি কি ঐ মানুষ নও, যে বেশি দামের পোষাক পরিধান করে অহংকার ভরা মন নিয়ে হেলে দুলে শাশুড় বাড়ি যেতে?” ঐ মৃত ব্যক্তিটি ভীত হয়ে বলতে লাগল: “আমি এই আযাবকে সহ্য করতে পারব না।” ঐ পাখিটি মৃত ব্যক্তিটিকে খুব জোরে তিনটি আছাড় দিল, যার কারণে কবরের নীচের সকল তৈল, পানি একত্রে বেরিয়ে আসল। অতঃপর পাখিটি আমার দিকে মাথা তুলে একইভাবে রাগত স্বরে আমাকে বলতে লাগল, “দেখ, সে কোথায় বসে আছে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে অপমানিত করুক।” এটা বলেই সে আমার মুখে প্রচন্ড জোরে এক থাপ্পর মারল, যার ফলে আমি সারারাত বেহুশ অবস্থায় সেখানে পড়ে রইলাম। যখন সকালে হুশ আসল তখন দেখলাম, আমার চেহারার কিছু অংশ লোহার হয়ে গিয়েছে।

(শরহুস সুদূর, ১৭২ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত, মরকযে আহলুস সুন্নাত, বরকাত রযা, ভারত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় ঐ সমস্ত অভিমানী জামাতাদের জন্য শিক্ষাগ্রহণের অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে, যারা শাশুড় বাড়ীর লোকদের উপর নিজ বড়ত্বকে প্রকাশ করে, শুধু শুধু অভিমান করে, তাদেরকে নিজের ক্ষমতার ভয় দেখায়, কথায় কথায় অহংকার দেখায়, ভেল্কি লাগায়, ধমকায়, অপমান মিশ্রিত সূরে কথা-বার্তা বলে এবং না-জায়িযভাবে (বিভিন্ন বস্তু চেয়ে) চাপ সৃষ্টি করে। এমনকি কখনো দা’ওয়াত ইত্যাদির আয়োজন হলে সুখ্যাতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দামী পোশাক পড়ে, খুবই অহংকার ভরে হেলে দুলে খুবই স্মার্টভাবে শাশুড় বাড়ী যায়।

রক্ত পিপাসু টিকটিকি

পাকিস্তানের কোন এক শহরের একটি ঘরের সকল বাসিন্দারা এক নিভৃত কক্ষে **V.C.R** এ ফিল্ম দেখায় ব্যস্ত ছিল। ঐ সময় এক মেয়ে অন্য একটি কক্ষে কুরআনে পাকের তিলাওয়াতে রত ছিল। ছোট বোন এসে বলল: "আপু! খুব দারুণ ফিল্ম চলছে, দেখবেতো এসোনা!" তখন সে কুরআনে করীমে নিশান লাগিয়ে **V.C.R** কক্ষে চলে আসল এবং ফিল্ম দেখায় মগ্ন হয়ে গেল। ফিল্ম যখন শেষ হলো তখন সে পুনরায় তিলাওয়াত করার জন্য নিজের কক্ষে ফিরে আসল। তিলাওয়াতে যেই মন দেবে এমন সময় হঠাৎ প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা একটি টিকটিকি কোথা হতে বেরিয়ে আসল এবং লাফ দিয়ে তার মাথার উপর চেপে বসল। ভয়ে মেয়েটি চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। এঘটনায় ঘরের সকলে ভীত হয়ে গেল। টিকটিকির আক্রমণ থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য সকলে ভয়ে ভয়ে তার দিকে দৌঁড়ে আসলো এবং লাকড়ি দিয়ে ঐ টিকটিকিটিকে দূরে সরানোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কোন কাজ হলো না। এদিকে আবার দ্বিতীয় আরেকটি বিপদ চলে আসল। আর তা হলো ঘরের এক কোণ থেকে অনেকগুলো টিকটিকি বের হয়ে দল বেঁধে তার দিকে আসতে লাগল এবং সবগুলো ঐ মেয়েটিকে একসাথে দংশন করতে আরম্ভ করল। মেয়েটি ভয়ে চিল্লাতেই রইল আর ঘরের সকলে মেয়েটিকে টিকটিকির আক্রমণ থেকে কোন রকমে রক্ষা করতে পারল না। শেষে হয়রান-পেরেশান অবস্থায় দাঁড়িয়ে সবাই দেখতে লাগল। আহ্! ঐ মেয়েটি সবার চোখের সামনে চিৎকার করতে করতে ধরফর ধরফর করে জান দিয়ে দিল।

কাফন-দাফনের পর লোকেরা যখন আপন আপন গন্তব্যে ফিরছিল তখনই হঠাৎ কবরের দিক থেকে একটি বিকট শব্দ শোনা গেল। সবাই এই অনাকাঙ্খিত শব্দশুনে পিছন ফিরে যা দেখতে পেল, তা ছিল এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। আহ্! দেখা গেল মরহুমার কবর ফেটে গিয়েছে এবং ঐ মেয়েটির লাশ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

টুকরো টুকরো হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। উপস্থিত সকল মানুষ এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে ঐ স্থান হতে দ্রুত পালিয়ে গেল।

নেককার মেয়েটির কেন আযাব হলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হতে পারে কারো অন্তরে এই কুমন্ত্রণা এসেছে যে, ফিল্মতো ঘরের সকলে মিলে দেখেছিল কিন্তু তাদের মধ্যে যে মেয়েটি কুরআন পাঠে উৎসাহী ছিল, শেষ পর্যন্ত তার উপর কেন আযাব আসলো? এমনকি কোটি কোটি মুসলমান আজকাল ফিল্ম, নাটক দেখছে, আর তাদের মধ্যে প্রতিদিনই অনেক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটছে, তাদের উপর এরকম কঠিন কোন আযাব কেন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না? এ সমস্ত কুমন্ত্রণার উত্তর হলো যে, সাওয়াব ও আযাব দেয়াটা একমাত্র **আল্লাহ তায়ালার** ইচ্ছাধীন। তিনি চাইলে বড় থেকে অনেক বড় পাপীদের বিনা হিসাবে মাফ করে দিতে পারেন। আবার যদি চানতো অনেক বড় নেককার ব্যক্তিকেও অতিতুচ্ছ গুনাহের কারণে আটকিয়ে শাস্তিতে নিমজ্জিত করতে পারেন। যেমন ৩য় পারায় সূরা বাক্বারায় ২৮৪ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

(পারা: ৩, সূরা: বাক্বারা, আয়াত: ২৮৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা করবেন শাস্তি দিবেন।

নামাযী ও রোযাদার ব্যক্তিও গুনাহের আযাবে লিপ্ত

হযরত আল্লামা আবুল ফরজ আব্দুর রহমান বিন জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (ইন্তিকাল: ৫৯৭ হিজরি) উয়ূনুল হিকায়াত নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন: এক ব্যক্তির উক্তি; আমরা দুইজন একবার এক কবরস্থানের পার্শ্বে মাগরিবের নামায আদায় করি, কিছুক্ষণ পর আমার কানে এক কবর হতে কান্নার আওয়াজ আসতে লাগল। আমি ভাল করে শ্রবণ করার জন্য নিকটে গেলাম। তখন শুনতে পেলাম

www.dawateislami.net

কেউ যেন বলতে লাগল: হায়! আমিতো নামাযও পড়তাম এবং রোযাও রাখতাম। আমি আমার বন্ধুকে কথাটি শ্রবণ করার জন্য কাছে ডাকলাম, সেও নিকটে এসে ঐ একই আওয়াজ শুনতে পেলো। কিছুক্ষণ অবস্থানের পর আমরা সেখান থেকে চলে গেলাম। দ্বিতীয় দিনও পুনরায় ইচ্ছা করে ঐ স্থানেই নামায পড়লাম। নির্দিষ্ট সময়ে ঐ কবর হতে আবার একই আওয়াজ শুনা যেতে লাগল। আমি এই ঘটনায় ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে গেলাম এবং ঘরে এসে অসুস্থ হয়ে দীর্ঘ দুইমাস পর্যন্ত বিছানায় পড়ে রইলাম। (উ'য়ূনুল হিকায়াত, ৩০৪,৩০৫ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃতপক্ষে নেককার ব্যক্তির আযাব দৃষ্টিগোচর হওয়ার পেছনে অনেক রহস্য রয়েছে। তার মধ্যে এই রহস্যটি খুবই স্পষ্ট যে, কেউ যেন নিজের নেকীকে যথেষ্ট মনে করে নিজেকে আযাব থেকে নিরাপদ ও মুক্ত মনে না করে, বরং সবাইকে **আল্লাহ তায়ালার** অমুখাপেক্ষীতাকে ভয় করে সবসময় হয়রান, পেরেশান ও চিন্তিত থাকা চাই। কেউ নিজের ব্যাপারে **আল্লাহ তায়ালার** গোপন রহস্যে সম্পর্কে জ্ঞাত নয়।

এখন প্রশ্ন বাকী রইল; সিনেমা-নাটক দর্শনকারীরা প্রতিদিনই মৃত্যুবরণ করছে, কিন্তু তাদের আযাব কেন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না?

এই প্রশ্নের ধারাবাহিকতায় উত্তর হলো এই, কার আযাব হচ্ছে আর কার হচ্ছে না এ ব্যাপারে আমাদের কোন জ্ঞানই নেই। আর যদি আযাব হয়েই থাকে তবে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হওয়াও আবশ্যক নয়। **আল্লাহ তায়ালাকে** ভয় করা, তাঁর নিকট তাওবা করা এবং আযাব থেকে পরিত্রাণ কামনা করাটাই আমাদের উচিত।

ফিল্ম দেখে আওর গানে সুনে,
ফিল্ম বি কি আঁখ মে দোযখ কি আগ।
কেল উসকি আঁখ কানো মে টুকে,
বাদে মূর্দানে হুগি তুড়ি-ওয়াই সে বাগ।

www.dawateislami.net

সন্তানদেরকে T.V কিনে দেয়ার কারণে আযাব

আরব শরীফে দু'জন আমলদার বন্ধু ছিলো। একজন রিয়াদে অন্যজন জিদ্দা শরীফে বসবাস করতো। রিয়াদ অধিবাসী বন্ধুর একদিন ইন্তিকাল হয়ে গেল। জিদ্দা শরীফের বন্ধুটি রিয়াদবাসী মরহুম বন্ধুকে একদিন স্বপ্নে আযাব অবস্থায় দেখে তাকে এই আযাবের কারণ জিজ্ঞাসা করলো। তখন মরহুম বন্ধুটি বলতে লাগলেন: আমার যদিও ফিল্ম ও ড্রামা দেখার প্রতি ঘৃণা ছিল কিন্তু সন্তানদের বিরক্তির ফলে তাদেরকে T.V কিনে দিয়েছিলাম। আহ্! আমি যেদিন মৃত্যু বরণ করি সেদিন থেকেই পরিবারকে T.V কিনে দেয়ার কারণে আযাব ভোগ করছি। হায়! তারাতো মজা করে করে T.V তে ড্রামা ফিল্ম, নাটক দেখছে আর আমি কবরের মধ্যে এই কারণে আযাব ভোগ করছি। ভাই! একটু মেহেরবানী করুন, আমার আযাব দেখে ভয় করুন এবং আমার পরিবারকে গিয়ে একটু বুঝান যে, তারা যেন আমাকে এই আযাব থেকে মুক্ত করার জন্য T.V কে ঘর থেকে বের করে দেয়।

সকাল হতেই জিদ্দা শরীফ অধিবাসী বন্ধু রাতের স্বপ্নের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। পরদিন রাতেও পুনরায় একই ধরনের স্বপ্ন দেখলেন যে, মরহুম বন্ধু চিৎকার করে করে বলছিল, "আমার প্রতি মেহেরবানি করুন। আমার ঘর থেকে তাড়াতাড়ি T.V বের করার ব্যবস্থা করুন। আমি আর আযাব বরদাশত করতে পারছিনা।" সুতরাং জিদ্দা শরীফের অধিবাসী বন্ধুটি অতিদ্রুত বিমান যোগে রিয়াদ পৌঁছলেন। পরিবারের সকলকে একত্রিত করে নিজ স্বপ্নের কথা শুনালেন। এ কথা শুনতেই সকলে কাঁদতে লাগল, বড় ছেলে উত্তেজিত হয়ে এ.ঠ কে উঠিয়ে জোরে মাটিতে নিক্ষেপ করল, এক আছাড়েই T.V টি মুহূর্তের মধ্যে চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেল। সে ঘরে ঘোষণা করে দিলো যে, "اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আজ থেকে কখনো এই অমঙ্গলজনক T.V আমাদের ঘরে প্রবেশ করবে না। কেননা এর কারণেই আমাদের পরম প্রিয় আব্বুজান কবরে আযাবে নিমজ্জিত হয়েছেন।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

জিদ্দা শরীফ অধিবাসী বন্ধুটি যখন রাতে ঘুমালেন তখন তিনি তাঁর মরহুম বন্ধুটিকে এবার স্বপ্নে স্বর্গীয় পরিবেশে দেখতে পেলেন। মরহুম বন্ধুটি হেসে হেসে বলছিলেন, "যে সময় আমার ছেলে T.V জমিনে নিক্ষেপ করল, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ঐ সময়ই আমার আযাব দূর হয়ে গেছে।"

ছোড় দে টিভি কো ভিসিআর কো, করদে রাযী রবকো আওর ছরকার কো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! T.V কী পরিমাণ ধ্বংসাত্মক বস্তু। আহ্! আজকাল প্রত্যেক নারী-পুরুষ, ভাল-মন্দ সকল ব্যক্তিরাই T.V নামের ধ্বংসাত্মক বস্তুটির প্রেমে আটকা পড়ে গেছে। আফসোস! আজকাল T.V ও V.C.R এ সিনেমা, নাটক দেখা অধিকাংশ লোকদের নিকট مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ**র পানাহ!) কোন অপরাধই নয়। যদি কেউ এগুলির ধবংসলীলা সম্বন্ধে বুঝায় তাহলে অনেক সময় নিজেকে দায়মুক্ত করার জন্য উত্তর আসে, "জনাব! আমার ফিল্ম দেখারতো কোন ইচ্ছা নেই। আমিতো শুধু বাচ্চাদের জন্য কিনেছি। আমি যদি ঘরে T.V না রাখি তবে বাচ্চারা প্রতিবেশীর ঘরে গিয়ে দেখছে।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার এই উত্তর কি হাশরের ময়দানে টিভি কেনার অপরাধ থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারবে? কখনো না, স্মরণ রাখুন! আপনার উপরই রয়েছে আপনার এবং নিজ সন্তান সন্ততিদের সংশোধন করার এবং তাদের দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করার যিম্মাদারী। যেমন: ২৮ পারার সূরা তাহরীম -এর ৬নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করছেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓىٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦

(পারা: ২৮, সূরা: তাহরীম, আয়াত: ৬)

www.dawateislami.net

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলীয়ে নে'মত, আযীমুল বারাকত, আযীমুল মারতাবাত, পারওয়নায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বা'ইসে খায়রো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ স্বীয় বিশ্ব বিখ্যাত প্রসিদ্ধ তরজমায়ে কুরআন **'কানযুল ঈমান'** এ এই আয়াতের অনুবাদ এরকমই করেছেন:

"হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর। যার উপর কঠোর, নির্মম ফিরিস্তাগণ নিয়োজিত রয়েছে, যাঁরা **আল্লাহ**র নির্দেশ অমান্য করেন না এবং যা তাদের প্রতি আদেশ হয় তাই করে।"

আযাব থেকে কিভাবে বাঁচবেন

হযরত সদরুল আফাযিল সায়্যিদুনা মাওলানা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ খাযায়েনুল ইরফান এর মধ্যে এই আয়াতাংশটি یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِیْكُمْ نَارًا এর পাদটিকায় বলেন: **আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করে, ইবাদত আদায় করে, গুনাহ্ থেকে বিরত থেকে এবং পরিবারের সদস্যদেরকে নেকীর প্রতি পথপ্রদর্শন ও খারাপ হতে বাঁধা প্রদান করে তাদের ইলম ও আদব শিক্ষা দিয়ে (হে ঈমানদারগণ! নিজ আত্মা এবং নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে ঐ আগুন হতে বাঁচাও)।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবই জাহান্নামের আগুন খুব বেশি কঠিন, তা কোন অবস্থাতেই কেউ সহ্য করতে পারবে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

জাহান্নামের পরিচিতি

ফরয নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ্জ আদায়ে অলসতাকারীগণ, মা-বাবাকে কষ্ট দাতারা, নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে সুন্নাত অনুযায়ী প্রশিক্ষণ থেকে বিমুখকারীরা, দাঁড়ি মুন্ডনকারীরা, দাঁড়িকে এক মুষ্ঠি থেকে ছোটকারীরা, ভেজাল মাল ধোঁকা দিয়ে বিক্রয়কারীরা, ওজনে কম দিয়ে ব্যবসা পরিচালনাকারীরা, চোররা, ডাকাতরা, পকেটমাররা, **T.V** ও **V.C.R** এবং ইন্টারনেটে সিনেমা, নাটক দর্শনকারীরা, গান-বাজনা শ্রবণকারীরা, নিজ পরিবারবর্গকে ইহার সুযোগ দানকারীরা, নিজ ঘরে ডিস্ এন্টিনা সংযুক্তকারীরা, ফিল্ম ও ড্রামা ইত্যাদি দর্শনকারী, মুসলমানদের নিকট **T.V** ও **V.C.R** বিক্রেতাকারীরা, এই (সিনেমা-নাটক দেখা ও দেখানোর) উদ্দেশ্যে তা মেরামতকারীরা, লোকদেরকে ফিল্মের **LEAD** অথবা **CABLE** দানকারীরা এবং এ জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের গুনাহ্ করে বাজারকে উত্তপ্তকারীদের জন্য চিন্তার বিষয় এটাই যে, তিরমিযী শরীফের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "দোযখের আগুনকে হাজার বছর উত্তপ্ত করা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তা লালবর্ণ ধারণ করল, এরপর আবার হাজার বছর জ্বালানো হলো, এমন কি তা সাদা বর্ণে পরিণত হলো, অতঃপর পুনরায় হাজার বছর জ্বালান হলো, অবশেষে তা কালো রঙ্গের হয়ে গেল। অতএব দোযখের আগুন দেখতে এখন খুবই কালো।" (সুনানুত তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬০০, দারুল ফিকর, বৈরুত)

জাহান্নামের ভয়ে মাহবুবে খোদার ﷺ অঝোড়কান্না

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাফিয আবুল কাসেম সুলাইমান তাবরানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ "তাবরানী আওসত" কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করছেন; একবার **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে হযরত জিবরাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ঐ সত্তার ক্বসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যদি জাহান্নামকে সুঁইয়ের ছিদ্র পরিমাণ খুলে দেয়া হয় তবে জমীনবাসী সকলে তার গরমে ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি দোযখবাসীদের একটি কাপড় আসমান ও জমীনের মাঝখানে ঝুলিয়ে দেয়া হয় তাহলে জমীনবাসী সকলে মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করে যাবে। **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ঐ সত্তার ক্বাসম, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, যদি জাহান্নামে নিযুক্ত একটি ফিরিস্তা দুনিয়াবাসীদের সামনে প্রকাশিত হয়, তবে তাঁর ভয়ংকর আকৃতি দেখে জমীনবাসী সকলে মৃত্যুবরণ করবে। **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ঐ সত্তার ক্বসম! যিনি আপনাকে সত্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, জাহান্নামের শিকল সমূহের একটি আংটা যার বর্ণনা কুরআনে করীমে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি তা দুনিয়ার পাহাড় সমূহের উপর রেখে দেয়া হয় তবে তা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং তাহতাস সারায় (অর্থাৎ সাত জমীনের নীচে) গিয়ে পৌঁছবে। **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে জিবরাঈল! শেষ করুন, এতটুকু বর্ণনাই যথেষ্ট। অন্তর ফেটে আবার আমার যেন ইন্তিকাল হয়ে না যাই। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সায়্যিদুনা জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام কে দেখলেন যে, তিনি কাঁদছেন? ইরশাদ করলেন: হে জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام! আপনি কাঁদছেন কেন? **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে আপনারতো একটি বিশেষ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থান রয়েছে। আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কেন কাঁদব না, এরূপ কখনো না হোক যদি **আল্লাহ তায়ালা**র ইলমের মধ্যে আমার এই বর্তমান অবস্থার পরিবর্তে অন্য আর কোন অবস্থা থাকে, কখনো যদি ইবলিসের মত আমাকেও পরীক্ষার সম্মুখীন করে দেন, আবার কখনো যদি হারুত-মারুতের মত যাচাই-বাছাই করা হয় (তাহলে আমার কি অবস্থা হবে?)।

www.dawateislami.net

বর্ণনাকারী বলেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ কথা শুনার পর নিজেও কান্না করতে লাগলেন। মহান ব্যক্তিদ্বয় এত অঝোড়ে কাঁদতে লাগলেন যে, শেষ পর্যন্ত গায়েবী আওয়াজ আসল, “হে জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام, হে মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনারা উভয়কে **আল্লাহ পাক** তাঁর নাফরমানী করা থেকে হিফাযত করে নিয়েছেন। (এ ঘোষণা শুনার পর) হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আসমানের দিকে যাত্রা করলেন। **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাহিরে তাশরীফ আনলেন। কিছু আনসার সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে তাদেরকে হাস্যরত অবস্থায় দেখলেন। তিনি বললেন, “তোমরা হাসছো অথচ তোমাদের পিছনে দোযখ। তোমরা যদি ঐ কথাগুলো জানতে যা আমি জানি, তাহলে তোমরা কম হাসতে আর বেশি করে কাঁদতে, খানাদানা ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটে চলে যেতে আর কষ্ট সহ্য করে ইবাদত করতে।”

আওয়াজ আসলো, “**হে মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার বান্দাদেরকে নৈরাশ করবেন না, আমি আপনাকে সুসংবাদদাতারূপে প্রেরণ করেছি, কৃপণরূপে প্রেরণ করিনি। অতঃপর **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “সোজা সরল রাস্তায় অটল থাকো এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো। (আল মু’জামুল আওসত, ২য় খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৮৩)

আফসোস! আমাদের অন্তর ভয়ে কাঁপছে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীরভাবে চিন্তা করুন, আমার **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিষ্পাপ, শুধু তাই নয় বরং নিষ্পাপগণের সরদার, আর জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام-ও নিষ্পাপ এবং নিষ্পাপ ফিরিস্তাগণের সরদার হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নামের আলোচনা স্মরণ হতেই **আল্লাহ তায়ালার** ভয়ে অঝোড় নয়নে কান্না-কাটি করতেন। অথচ আমরা গুনাহের উপর গুনাহ করে যাচ্ছি কিন্তু জাহান্নামের

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

ভীষণ আযাবের কথা শুনে ভয়ে আমাদের অন্তর না কাঁপছে, না কলিজা ফাটছে আর না কান্নায় চোখের পাতা ভিজছে। আফসোস! জাহান্নামের ভয়ঙ্কর আযাবের কথা শুনেও না আমাদের লজ্জা হচ্ছে, না পেরেশানী, না শরম হচ্ছে, না অনুশোচনা।

নাদামত ছে গুনাহ্ কা ইজালা কুচ তো হোজাতা, হামে রুনাভী আতা নেহী হায়ে নাদামত ছে।

সমাজ ধ্বংসে T.V এর ধ্বংসাত্মক চরিত্র

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমন মনে হচ্ছে যেন, গুনাহ করতে করতে আমাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে। আহ্! আমরা গুনাহে অভ্যস্থ হয়ে গেছি। না নফস ও শয়তান আমাদেরকে নেকীর দিকে আসতে দিচ্ছে, না আমরা নিজেরাই গুনাহ্ থেকে বাঁচার জন্য যথার্থ চেষ্টা করছি। আমরাতো দুনিয়ার ধান্দায় এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে গেছি যে, ইবাদতে মনোযোগ দেয়ার সময় কোথায়! শুধু সম্পদ উপার্জন করাই আমাদের লক্ষ্য হয়ে গেছে। না সঠিক অর্থে আমাদের নামাযের উৎসাহ্ আছে, না রোযার প্রতি আসক্তি আছে। দুনিয়ার কাজ হতে যখনই অবসর মিলে যায় তখনই ঝটফট **T.V** এর কোন একটি চ্যানেল অন করে বসি। **V.C.R** অথবা **INTERNET** (ইন্টারনেট) এ কোন একটি অযথা ফিল্ম চালু করে দেই এবং নিজ সময় নষ্ট ও আমলনামা ধ্বংসে লিপ্ত হয়ে যাই। এর আলোচনা যখন চলে এসেছে তখন বাস্তব এটাই যে আমাদের সমাজ জীবনের ধ্বংসের পিছনে **T.V, V.C.R** ও **INTERNET** (ইন্টারনেট) এর অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

মাওলানা সাহেব! অপরাধী কে?

অহংকারের সাথে সিনেমা-নাটক দর্শনকারীদের খেদমতে অশ্লীল ও লজ্জাকর হলেও শিক্ষাগ্রহণের জন্য বাধ্য হয়ে ঘটনাটি পেশ করছি। আমাকে মক্কায়ে মুকাররমায় কোন এক ব্যক্তি এক চরিত্রহীনা, নির্লজ্জ মহিলার চিঠি পাঠ

www.dawateislami.net

করতে দিয়েছিল। যার সারমর্ম অনেকটা এ রকম ছিল। মহিলা নিজেই বর্ণনা করে; "আমাদের ঘরে পূর্ব থেকেই **T.V** ছিল। আব্বুর আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে একদিন একটি ডিস্ এন্টিনা কিনে নিয়ে আসলেন। ডিস এন্টিনার সুবাদে এখন দেশীয় ফিল্মের সাথে সাথে বিদেশী ফিল্মও দেখার সুযোগ হয়ে গেল। একদিন আমার স্কুলের এক বান্ধবী বলল, "অমুক "চ্যানেল" অন করবেতো যৌন তাড়নায় উদ্দীপ্ত দৃশ্যাবলী দেখে যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে।"

একদিন আমি ঘরে একাকী থাকায় সুযোগ মত ঐ চ্যানেল অন করে দিলাম। জীবের (জীব-জন্তু, নারী-পুরুষ ইত্যাদির অবৈধ মেলামেশার) বিভিন্ন দৃশ্য দেখে আমি মানবীয় যৌন তাড়নায় ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। যৌন তাড়না সামলাতে না পেরে নিজেই ঘর থেকে অধৈর্য হয়ে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে পড়ি। বড় রাস্তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই হঠাৎ একটি কার আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, দেখলাম তা এক সুদর্শন যুবক চালাচ্ছিল। কার এ আর কেউ ছিল না। আমি তার কাছে লিফ্ট (সাহায্য) চাইলাম। সেও আমাকে আগ্রহ ভরে তার কারে তুলে নিল। অতঃপর দুজন যুবক যুবতী একাকী মিলিত হলে যা হয় তাই হয়ে গেল আমি তার সাথে অবৈধ কাজে শামিল হয়ে গেলাম। আমার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেল। আমার মুখে কলঙ্কের দাগ লেগে গেল, আমি বরবাদ হয়ে গেলাম। মাওলানা সাহেব! আপনিই এখন বলুন, অপরাধী কে? আমি নিজে, নাকি আমার আব্বু! যিনি প্রথমে ঘরে **T.V** এনেছিলেন এবং পরে ডিস এন্টিনাও লাগিয়েছিলেন!"

দিল কে পেপোলে জ্বল উঠে সীনে কে দাগ ছে,
ইচ ঘর কো আগ লাগ গেয়ি ঘরকে চেরাগ ছে।

আহ্! জানিনা এভাবে **T.V, V.C.R** ও **INTERNET** (ইন্টারনেট) এ ফিল্ম, ড্রামা দেখে আরও কত যুবতীর সম্ভ্রম হানী ঘটছে। জানি না কত যুবক-যুবতী এগুলির কালো থাবায় দুনিয়াতেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

www.dawateislami.net

আমাকে আমার বাবা ধ্বংস করে দিয়েছে

এক যুবক আমাকে একটি বেদনাদায়ক চিঠি দিয়েছে। তার মুখনিসৃত কথা অনেকটা এরকম: "আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে নতুন নতুন সম্পৃক্ত হয়েছিলাম। একবার রাতের প্রথমাংশে আমি আমার কামরায় গুনাহের কারণে লজ্জায় ও অনুতাপে মহান **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে হাত উঠালাম এবং কেঁদে কেঁদে নিজ গুনাহ্ হতে তাওবা করছিলাম। কান্নার শব্দ শুনে আমার বাবা ভীত হয়ে আমার কামরায় চলে আসলেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ সম্পর্কে না জানার কারণে আমার কান্নার কারণ তাঁর বুঝে আসল না। তিনি আমার বাহু ধরে তাঁর নিজের কক্ষে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং T.V অন করে দিয়ে বললেন, "এত তাড়াতাড়ি এ বয়সে পরিপূর্ণ মওলভী হয়ে যেও না, এগুলোও দেখে নাও।"

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলের বরকতে আমি সিনেমা-নাটক, গান-বাজনা ইত্যাদি থেকে ইতিপূর্বেই তাওবা করে নিয়েছিলাম। তা করা সত্ত্বেও জোরপূর্বক বাবা আমাকে T.V দেখতে বাধ্য করলেন। তখন T.V তো কোন একটি নাটক চলছিল। বেহায়া মেয়েদের কৌতুক পূর্ণ অঙ্গভঙ্গি আচার-আচরণ আমার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে লাগল। কিন্তু আহ! কিছুক্ষণ পূর্বে যেই আমি **আল্লাহ তায়ালা**র ভয়ে ভীত হয়ে কান্নারত ছিলাম, আর এখন...... এখন সে আমি আর নেই।......নফসের কু-প্রবৃত্তি আমার উপর বিজয় লাভ করছে। সুযোগ বুঝে শয়তান আমার উপর তার ষ্টিম রোলার চালিয়ে দিল এবং ওখানে বসাবস্থায়ই আমার উপর "গোসল ফরয" হয়ে গেল।

এই ঘটনার পর আমি পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলাম এবং গুনাহের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গেলাম। এই জালিম সমাজের কু-প্রথা আমার বৈধ বিয়ের ব্যাপারে অনেক বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়াল, শেষ পর্যন্ত চরিত্রের অতি নিম্নস্থরে

www.dawateislami.net

পৌঁছে গেলাম। আমি যৌন উত্তেজনা নিবারণ করার জন্য হস্তমৈথুনেও অভ্যস্ত হয়ে গেলাম এবং এই খারাপ কাজের কারণে আমার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে আমি বিবাহ করার যোগ্যতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেললাম। বলে দিন! অপরাধী কে? আমি নিজে নাকি আমার বাবা?

T.V ঘর থেকে বের করে দিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই পরম সত্যকে নির্দ্বিধায় স্বীকৃতি দিতে হবে যে, **T.V** এবং **V.C.R** এর কারণে আমাদের সমাজ আজ গুনাহের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। **T.V** তে সিনেমা, নাটক দেখে দেখে, গান শুনে শুনে আজকাল ছোট ছোট শিশুদেরকেও রাস্তায় অলিতে গলিতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পা লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে দেখা যায়। আহ্! সিনেমা, নাটক, সঙ্গীত এবং গান-বাজনার আক্রমণ কাউকে রেহায় দিচ্ছেনা। যদি আমরা আখিরাতের সফলতা এবং পরিবারের ও সমাজের সংশোধনের আশা করি তবে **T.V** ও **V.C.R** কে নিজেদের ঘর থেকে অবশ্যই বের করে দিতে হবে। **T.V** কে ঘর থেকে বের করে দিন এবং **আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুশি করে নিন। আসুন! আপনাদেরকে ঈমান উদ্দীপ্তকারী এমন একটি ঘটনা শুনাই যা শুনে আপনার অন্তর অতি খুশিতে নেচে উঠবে।

T.V ঘর থেকে বের করে দেয়ার কারণে প্রিয় নবী ﷺ এর শুভাগমন

কয়েক বছর গত হলো, এক ইসলামী বোনের শপথকৃত একটি দীর্ঘ চিঠির মধ্যে কিছু অংশ এটাও ছিল যে, “আমার ফুফুজান যিনি আমাদের সাথেই থাকতেন। আপনার মাধ্যমে তরীকতে সম্পৃক্ত হয়ে “আত্তারীয়া” হয়ে গেলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আপনি **T.V** এর প্রচন্ড বিরোধী, কেননা মানুষ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এটাকে সিনেমা আর নাটক দেখার জন্যেই ব্যবহার করছে। তাই তাঁর অন্তরে এই প্রেরণা সৃষ্টি হলো যে, "আমার পীরের অপছন্দ আমারও অপছন্দ।" প্রথমে তার মাথায় এটা আসল যে **T.V** টা এখনই বিক্রি করে দিবো, সাথে সাথে আবার খেয়ালে আসল যে, যদি এটি কোন মুসলমানের নিকট বিক্রি করা হয় তাহলে এর মাধ্যমে সেও গুনাহে লিপ্ত হতে পারে। অবশেষে তিনি **T.V** এর সব তার কেটে দিয়ে তা ষ্টোর রুমে ফেলে রাখলেন। ঐ দিন জুমাবার ছিল, আমি দুপুর বেলা মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত না'তের ছোট কিতাব "মদীনে কি ধূল" থেকে না'তের চর্চা করছিলাম। ("মদীনে কি ধূল" এর সব নাত, নাতিয়া দিওয়ান "মুগীলানে মদীনাতে" সংযোজন করা হয়েছে। মাকতাবাতুল মদীনা হতে হাদীয়ার মাধ্যমে যে কেউই সংগ্রহ করতে পারেন।) নাতের চর্চা করতে করতে আমার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। কপালের চোখ বন্ধ হয়েছে তো অন্তরের চোখ খুলে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **গায়েবের সংবাদদাতা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে আমার দীদার হয়ে গেল। **মক্কী মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুব আনন্দিত দেখাচ্ছিল। হঠাৎ তাঁর বরকতময় ঠোঁটদ্বয় নড়ে উঠল, আর তা থেকে রহমতের ফুল ঝড়তে লাগল। আর জবানে পাকে যেসব শব্দ শোভা পেয়েছিল তার মধ্যে এটাও ছিল যে, "আজ আমি এ কারণে খুবই খুশি হয়েছি যে, **T.V** কে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। আজ তোমাদের ঘরে আসার কারণ ইহাই।"

মেরে ঘর মে ভী তুম আও, মেরে ঘর রৌশনী হোগি,
মেরে কিসমত জাগা জাও ইনায়ত ইয়ে বড়ী হোগি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো, **T.V** এর প্রতি আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কতই না অসন্তুষ্ট এবং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

T.V কে বের করে দেয়াতে কতই খুশি হয়েছেন। عقلمنداں را اشارہ کافی است অর্থাৎ জ্ঞানীদের জন্য ইশারায় যথেষ্ট।

T.V কিভাবে মৃত্যুর কারণ হলো

২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ তারিখের ৩০টি সংবাদপত্রে এরকমের এক খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে, "লাহোরে গত রাতে তুফান এবং বৃষ্টির পর খুবই বিজলী চমকায়, যা এক ঘরের ছাদে লাগানো এন্টিনা হয়ে তারের মাধ্যমে T.V তে প্রবেশ করে। যার দরুন টিভির পর্দা বিকট আওয়াজে ফেটে যায়। এর পরপরই বিদ্যুৎ, টিভির পাশেই ঘুমন্ত মহিলার উপর আক্রমণ করে বসে। সে ভয়ে শোর-চিৎকার শুরু করে দিল, চিৎকার শুনে তার স্বামী তাকে বাঁচানোর জন্য দৌঁড়ে এল। কিন্তু হায়! সেও বিদ্যুতের আয়ত্বে চলে আসল। সাথে সাথে সে জ্বলে পুড়ে মৃত্যু বরণ করল। অতঃপর ঐ বিদ্যুৎ দরজা হয়ে ভেন্টিলেটার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। তার স্ত্রীকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলো।" **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে এবং তারা উভয়ে যদি মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকেও ক্ষমা করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কতইনা শিক্ষণীয় মৃত্যু।

জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে,
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহি হে।

T.V 'র মাধ্যমে শারীরিক রোগ

এক ডাক্তারী গবেষণা মতে, টিভি'র মাধ্যমে "ফেরিরেডিকল্স" সৃষ্টি হয়, যা ক্যান্সার, হার্টের রোগ, অস্থির গড়ন হালকা, মস্তিষ্ক বিকৃতি হওয়ার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। নিয়মিত টিভি দর্শন মস্তিষ্কে এভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে যার দরুন বার্ধক্য তাড়াতাড়ি চলে আসে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

সূরা লুক্বমান এর ৬ নং আয়াতে করীমায় **আল্লাহ তায়ালার** ইরশাদ করেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۶﴾

(পারা: ২১, সূরা: লুকমান, আয়াত: ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং কিছু লোক খেলাধুলার কথাবার্তা ক্রয় করে। যেন **আল্লাহ**র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়, না বুঝে এবং সেটাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ রূপে গ্রহণ করে নেয়। তাদের জন্য লাঞ্চনার শাস্তি রয়েছে।

উপন্যাস ও কাহিনী

"খাযায়েনুল ইরফান" এর মধ্যে এই আয়াতের পাদটিকায় বর্ণিত রয়েছে: لَهْو (লাহ্ও) বলতে ঐ সকল অবৈধ কাজকে বুঝায় যা মানুষকে নেকী ও ভালকাজের থেকে উদাসীন করে। যেমন: উপন্যাস, গল্প, কাল্পনিক কিচ্ছা-কাহিনী এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

শানে নুযুল: আয়াতটি নজর বিন হারেস বিন কালাদাহ্ এর ব্যাপারে নাযিল হয়। ব্যবসার উদ্দেশ্যে সে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করত। সে অনারবীদের বিভিন্ন পুস্তিকা ক্রয় করেছে যেখানে কিচ্ছা-কাহিনী ছিলো। ঐগুলো সে কুরাইশদের শুনাত এবং বলত; **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাদেরকে আদ, সমুদ গোত্রের ঘটনাবলী শুনান আর আমি রুস্তম, ইসফান্দিয়ার এবং পারস্যের বাদশাদের কাহিনী শুনাচ্ছি।" কিছু লোক ঐ সমস্ত কাহিনী শুনায় মগ্ন হয়ে গেল এবং কুরআনে পাক শুনা হতে তারা বিরত রইল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াতে কারীমাটি নাযিল হয়। এই আয়াত থেকে গোয়েন্দা ও রোমান্টিক কল্প কাহিনী, ভূত-দেবতার কাল্পনীক কাহিনী শ্রবণকারীরা এবং কৌতুক আবৃত্তিকারীও শিক্ষা গ্রহণ করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলছেন: কিছু শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ও তাবেঈ যেমন সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, সায়্যিদুনা সাঈদ ইবনে যুবাইর, সায়্যিদুনা হাসান বসরী, সায়্যিদুনা ইকরামা, মুজাহিদ ও মকহুল প্রমূখ সাহাবা ও তাবেঈগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان "لَهْوَ الْحَدِيْث" (লাহওয়াল হাদীস) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাঁশি, সঙ্গীত, গান-বাজনার কথা উল্লেখ করেছেন।" কেননা **আল্লাহ তায়ালার** স্মরণ থেকে উদাসীন করার ক্ষেত্রে এগুলো শক্তিশালী ঔষধের উপকরণ।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা সংকলিত)

ঢোল বাজনা নস্যাত করো

হে ম্যাজিক সেন্টার পরিচালনাকারীরা , গান-বাজনা নিজে শ্রবণ করে অপরকেও শোনাতে রত ব্যক্তিরা, নিজ হোটেলে এবং পানের দোকানে গান-বাজনাকারীরা, নিজ গাড়ী ও বাসে গানের ক্যাসেট চালনাকারীরা, নায়ক, গায়ক, বাদক দলের সদস্যগণ! সকলে মনযোগ দিয়ে শোন! মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মধ্যে রয়েছে, **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাক** আমাকে সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত এবং হেদায়তকারী রূপে প্রেরণ করেছেন। আর আমাকে মুখ ও হাত দ্বারা বাজানো যায় এমন যন্ত্র বাঁশি ও গান-বাজনার সামগ্রীকে ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছেন। ঐ সমস্ত মূর্তি গুলোকে ধ্বংস করার হুকুম দিয়েছেন, জাহেলী যুগে যেগুলোর পূঁজা করা হতো। আমার প্রতিপালাক **আল্লাহ পাক** আপন সত্তার শপথ করে বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এক ঢোক মদ পান করবে তাকে এর বদলায় জাহান্নামের ময়লাযুক্ত উত্তপ্ত, বিষাক্ত পানি পান করাব, চাই তাকে আযাবে নিমজ্জিত করা হোক বা মাফ করে দেয়া হোক। আর যে ব্যক্তি কোন অবোধ শিশুকে মদ পান করাবে তাকেও (যে পান করিয়েছে) জাহান্নামের ময়লাযুক্ত,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

উত্তপ্ত, বিষাক্ত পানি পান করাব, চাই তার আযাব হোক বা তাকে মাফ করে দেয়া হোক। আর গায়িকাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা, গান-বাজনার প্রশিক্ষণ দেয়া এবং এর বিনিময় গ্রহণ করা সবই হারাম।

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২২২৮১, দারুল ফিকর, বৈরুত)

ঘরে ঘরে মিউজিক সেন্টার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীরভাবে চিন্তা করুন, যেই **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেম আমরা সর্বদা হৃদয়ে সঞ্চিত করে রাখি, তাঁকেই তাঁর প্রাণ প্রিয় **আল্লাহ তায়ালা** সঙ্গীত সামগ্রী অর্থাৎ ঢোল, তবলা, একতারা, তাঁনপুরা, সারিন্দা, বাঁশি ইত্যাদিকে ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছেন। পরিতাপের বিষয়, বদনসীব মুসলমানরা অবৈধ বাদ্যযন্ত্রগুলোকে প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় মনে করে। আহ্! **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সঙ্গীত সামগ্রীকে ধ্বংস করতে চাচ্ছেন কিন্তু আমরা **প্রিয় আক্বা, মক্কী মদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম উচ্চারণকারীরা অলিতে গলিতে মিউজিক সেন্টার খুলে রেখেছি। নয়, নয়, বরং আজতো মুসলমানদের অধিকাংশ ঘরই মিউজিক সেন্টারে পরিণত হয়েছে। বর্ণনাকৃত উক্ত হাদীস শরীফে শরাবীদের জন্যও শিক্ষা রয়েছে। পানকারীদেরকে জাহান্নামের উত্তপ্ত গরম পানি পান করানো হবে।

বানর ও শুয়োর

'উমদাতুল ক্বারী'র মধ্যে রয়েছে; **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "শেষ যমানায় আমার উম্মতের এক সম্প্রদায়কে আকৃতি পরিবর্তন করে বানর ও শুয়োর বানিয়ে দেয়া হবে।" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি এরা সাক্ষী দেয় যে, আপনি **আল্লাহ তায়ালার রাসূল**

www.dawateislami.net

এবং **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়।” ইরশাদ করলেন: “হাঁ, (এই রকম স্বাক্ষী দিলেও) চাই তারা নামায পড়ুক, রোযা রাখুক, হজ্ব করুক।” আরয করা হলো: “তাদের অপরাধ কী?” ইরশাদ করলেন: “তারা মহিলাদের গান শুনবে, নিজেরা বাজনা বাজাবে এবং শরাব পান করবে, এই খেলতামাশার মধ্যে মত্ত হয়ে তারা রাত কাটাবে আর সকালে তাদেরকে বানর ও শুয়োরের আকৃতি করে দেয়া হবে।” **(উমদাতুল ক্বারী, ১৪তম খন্ড, ৫৯৩ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর, বৈরুত)**

জমিনে ধসে যাবে

জামে তিরমিযীর মধ্যে **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমার উম্মতের মধ্যে ভূমিকম্পে জমি ধসে যাওয়া, পাথর বর্ষন হওয়া এবং চেহারা পাল্টে যাওয়ার ঘটনা ঘটবে।” মুসলমানদের মধ্য হতে একজন আরয করল: “এটা কবে হবে?” ইরশাদ করলেন: “যখন মহিলা গায়িকা এবং গানের উপকরণ সামগ্রী প্রকাশ পাবে ও মদপান করা হবে।”

(সুনানুত তিরমিযী, ৪ খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২২১৯, দারুল ফিকর, বৈরুত)

মোবাইল ফোনে মিউজিক্যাল টোন

আহ্! আজতো যেখানে সঙ্গীতের প্রচলন শুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেক জায়গায় সঙ্গীতের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এমনকি দেখতে অভিজাত মুসলমান বাহ্যিকভাবে ধার্মিকও মনে হয়, এমন অনেক ব্যক্তির মোবাইল ফোনেও مَعَاذَاللهِ عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ**র পানাহ!) মিউজিক্যাল টোন রক্ষিত থাকে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! “এখনো কি **T.V** এবং **V.C.R** এ সিনেমা, নাটক এবং নাচ-গান দেখা ও শুনা থেকে সত্যিকার তাওবা করবেন না?”

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

গান-বাজনাকারীর উপার্জিত অর্থ হারাম

“কানযুল উম্মাল” নামক কিতাবে রয়েছে; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমাকে বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।” আরো ইরশাদ করেন: “গায়ক-গায়িকার উপার্জিত অর্থ হারাম, পতিতার (দেহ ব্যবসায়ী মহিলা) উপার্জিত অর্থ হারাম আর মহান **আল্লাহ পাক** নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন যে, হারাম অর্থে লালিত-পালিত শরীরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।”

(কানযুল উম্মাল, ১৫ খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৬৮২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

অতি নগন্য সম্পদ

আহ আফসোস! শত সহস্র আফসোস! অতি সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী সুনামের লোভে গায়ক-গায়িকারা, বাদক, নর্তক-নতর্কীরা **আল্লাহ তায়ালার** অসন্তুষ্টিকে কিনে নিচ্ছে আর **আল্লাহ তায়ালা**র রাগকে দা’ওয়াত দিয়ে নিজেদের জন্য জাহান্নামের ভয়ানক আগুন, ভয়ঙ্কর সাপ ও বিষাক্ত বিচ্ছুর ব্যবস্থা করছে।

কানে উত্তপ্ত গলিত সীসা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত; “যে ব্যক্তি কোন গায়িকার নিকট বসে গান শুনে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** তার কানে উত্তপ্ত গলিত সীসা ঢেলে দিবেন।”

(কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৬৬২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি হোটেল-রেস্তোরায়, পানের দোকানে, বাসে এবং কারে গানের ক্যাসেট বাজানো বন্ধ হয়ে যেত আর তৎপরিবর্তে চারিদিকে তিলাওয়াতে কুরআনে পাক, দুরূদো সালাম, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর না’তে পাক এবং সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট বাজানোর ধারা ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যেত!

www.dawateislami.net

সঙ্গীতের আওয়াজ শুনা থেকে বাঁচা ওয়াজিব

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “(শরীর হেলিয়ে-দুলিয়ে) নাচা, ঠাট্টা করা, তালি বাজান, সেতারা বাজান, সারঙ্গী, বেহালা, বাঁশি, নুপুর, বিউগল ইত্যাদি বাজানো মাকরূহে তাহরীমী (অর্থাৎ হারামের কাছাকাছি)। কেননা, এই সব কাফিরদের চিহ্ন। অনুরূপভাবে বাঁশির ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সূর শুনাও হারাম। যদি হঠাৎ শুনে ফেলে তবে তা ক্ষমাযোগ্য এবং তার উপর ওয়াজিব যে, না শুনার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করা।

(রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৫১ পৃষ্ঠা, দারুল মা'রিফাত, বৈরুত)

কানে আঙ্গুল দেয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐ মুসলমান খুবই ভাগ্যবান, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক **আল্লাহ তায়ালার** কালামে পাকের তিলাওয়াত, **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতে পাক এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনেন কিন্তু সিনেমায় গান ও সঙ্গীতের আওয়াজ কানে এলে, না শুনার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করা অবস্থায় সওয়াবের নিয়্যতে কানে আঙ্গুল দিয়ে ঐ স্থান হতে দ্রুত দূরে সরে যান।

যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা নাফে رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: “আমি (ছেলে বেলায়) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। কোথাও থেকে আমাদের চলার রাস্তায় বাঁশি বাজানোর আওয়াজ আসতে লাগল। ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا নিজের উভয় কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন এবং পথ পরিবর্তন করে রাস্তা থেকে অন্য দিকে ফিরে চলতে লাগলেন আর অনেক দূরে যাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলেন: নাফে! (এখনও কি বাঁশির) আওয়াজ আসছে? আমি আরয করলাম: এখন আর আসছে না? তখন তিনি কান থেকে আঙ্গুল বের করলেন এবং বললেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

"একবার আমি **নবীদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-ও এ রকমই করেছিলেন যেরকম আমি করেছি।"

(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৯২৪, দারুল ফিকর, বৈরুত)

সঙ্গীতের আওয়াজ আসলে সরে দাঁড়ান

উপরের আলোচনা থেকে এটাই উপলব্ধি করা গেল যে, যখনই সঙ্গীতের সূর কানে আসে তখনই কানে আঙ্গুল দিয়ে ঐ স্থান হতে দ্রুত দূরে সরে যাওয়া উচিৎ। কেননা, শুধু কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন কিন্তু ঐ স্থান হতে সরলেন না বরং ঐ স্থানেই দাঁড়িয়ে বা বসে রইলেন অথবা স্বাভাবিকভাবে একটু সরে দাঁড়ালেন তবে সঙ্গীতের আওয়াজ থেকে কখনো বাঁচতে পারবেন না। কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়াতেই শেষ নয় বরং যে কোন ভাবেই হোক সঙ্গীতের আওয়াজ থেকে বাঁচার জন্য ভরপুর চেষ্টা করা ওয়াজিব।

আহ্! আহ্! আহ্! এখন তো সমাজে সঙ্গীতের সূর থেকে বাঁচা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বাস, গাড়ি, বিমান, ঘর, দোকান, গলি, বাজার ইত্যাদি যেখানেই যান না কেন সেখানেই সঙ্গীতের সুর, আর যত্রতত্র মোবাইল ফোনেও مَعَاذَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহর** পানাহ!) মিউজিক্যাল টোন শুনিয়ে দিচ্ছে। এসব সত্ত্বেও যে জন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিওয়ানা, গুনাহ্ থেকে বাঁচার জন্য কানে আঙ্গুল দিয়ে দূরে সরে যায় তার ফায়দা সে অবশ্যই লাভ করবে।

উহ দৌর আয়া কে দিওয়ানায়ে নবী,
হার এক হাথ মে পাত্থর দেখায়ী দে তা হে।

www.dawateislami.net

সঙ্গীত, গান-বাজনা থেকে বেঁচে থাকার পুরস্কার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে, সঙ্গীত ও গান-বাজনা শুনা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তির পুরস্কার কী তা একটু শুনে নিন। হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেছেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** বলবেন; ঐ সমস্ত লোকেরা কোথায়? যারা নিজ কান এবং চোখকে শয়তানি বাঁশি, বাদ্যযন্ত্র (কর্মকান্ড) থেকে বিরত রেখেছে? তাঁদেরকে সকল দল থেকে পৃথক করে দাও। ফিরিস্তাগণ তাদেরকে পৃথক করে মিশক ও আম্বরের চুড়ায় বসিয়ে দিবেন। অতঃপর **আল্লাহ পাক** ফিরিস্তাদেরকে বলবেন; এদেরকে আমার তাসবীহ্ এবং প্রশংসা ধ্বনি শুনাও। তখন ফিরিস্তারা এমন মধুর আওয়াজে **আল্লাহ তায়ালার** যিকির শুনাবেন যা শ্রবণকারী ইতিপূর্বে কখনই শুনেনি।"

(কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা, হাদিস নং- ৪০৬৫৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

জান্নাতের ক্বারী

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি (ইচ্ছাকৃতভাবে) গান শুনেছে তাকে জান্নাতে روحانیین (রূহানিয়্যিন) এর আওয়াজ শুনার অনুমতি দেয়া হবে না।" জিজ্ঞাসা করা হলো روحانیین (রূহানিয়্যিন) কে? ইরশাদ করলেন: "তিনি জান্নাতের ক্বারী।"

(কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৬৫৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

তাওবার পদ্ধতি

প্রত্যেক ঐ সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের নিকট মাদানী আবেদন, যারা জীবনে কখনো কখনো সিনেমা, নাটক দেখেছেন, গান-বাজনা

www.dawateislami.net

শুনেছেন বা অন্যকে শুনিয়েছেন তারা দুই রাকাত তাওবার নামায আদায় করে আপন প্রতিপালাক **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে কান্নাকাটি করে ঐ সমস্ত গুনাহ্ হতে বরং জীবনের সকল গুনাহ্ হতে একনিষ্টভাবে তাওবা করে নিন এবং **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে ওয়াদা করুন যে, আগামীতে কখনো সিনেমা, নাটক, গান-বাজনা এবং অন্যান্য গুনাহের ধারে কাছেও যাবেন না। যারা ঘরের কর্তা রয়েছেন তাদের উচিত, ঘর থেকে **T.V** ও **V.C.R** বের করে দেয়া।

এক মেজরের প্রতিক্রিয়া

সেনাবাহিনীর এক মেজর এভাবে ব্যক্ত করেছেন: **দা'ওয়াতে ইসলামীর** কোন এক মুবাল্লিগ মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বায়ানের কয়েকটি ক্যাসেট আমাকে উপহার দিলেন। এগুলো শুনে আমার অন্তরে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হলো। বিশেষ করে একটি ক্যাসেটের বয়ানকৃত এই ঘটনাটি আমার উপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছে।

টিভির কারণে মৃতের আর্তচিৎকার

ঘটনাটি হলো; সিন্ধু প্রদেশের এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন: এক রাতে আমি কোন এক কবরস্থানে গিয়ে একটি কবরের পাশে বসে গেলাম। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ আমার তন্দ্রা এলো। তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম, যে কবরের পাশে আমি বসেছি সেই কবরে আযাব হচ্ছে আর মৃত ব্যক্তি চিৎকার আর আর্তনাদ করতে করতে আমাকে বলছে: "বাঁচাও, বাঁচাও!" আমি বললাম, "আমি তোমাকে কিভাবে আযাব থেকে রক্ষা করব।" সে বলতে লাগল: "পার্শ্ববর্তী ঐ এলাকায় অমুক নম্বর বাড়িটি আমার। আমার মাত্র একটাই ছেলে। আর সে এই সময় **T.V** চালাচ্ছে। আহ্! যখনই সে টিভিতে কোন সিনেমা বা নাটক দেখে তখনই আমার উপর আযাব শুরু হয়ে যায়। হায়, আফসোস! আমি

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

কেন তাকে সঠিক ভাবে কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষায় শিক্ষিত করলাম না? হায়! আমি কেনই বা তাকে T.V কিনে দিলাম?" এ হৃদয় বিদারক স্বপ্ন দেখতে দেখতে এক সময় আমার চক্ষু খুলে গেল। সকালে আমি ঐ এলাকায় গেলাম এবং তার ছেলেকে তালাশ করে রাতের ঘটনাটি শুনালাম। ঘটনা শুনে ছেলেটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এবং ঐ মুহুর্তেই সে তাওবা করল আর নিজ ঘর থেকে T.V বের করে দিল।"

প্রিয় নবী ﷺ এর দীদার হয়ে গেল

মেজর সাহেব ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা করলেন, মেজর সাহেব বললেন: "ক্যাসেট থেকে এই ঘটনা শুনে আমি **আল্লাহ তায়ালার** ভয়ে কেঁপে উঠলাম, (আর ভাবতে লাগলাম) আজতো জীবনের চাকচিক্য আছে, অতি শীঘ্রই আমাকে মৃত্যুবরণ করে কবরে যেতে হবে। যদি আমি (ঘর থেকে T.V বের করে দেয়ার) সামর্থ্য, কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও ঘরে T.V রেখে দিই তাহলে আমিও অনুরূপ আযাবে ফেঁসে যেতে পারি। অতএব, আমি আমার পরিবারের সকলকে একত্রিত করে টিভির খারাপ পরিণতি সম্পর্কে বুঝালাম, শেষ পর্যন্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমরা সম্মিলিত সিদ্ধান্তে নিজেদের ঘর থেকে T.V বের করে দিলাম। **আল্লাহর শপথ**! এ ঘটনায় আমাদের তক্বদির খুলে গেল। প্রায় এক সপ্তাহ পর আমার বাচ্চার আম্মার (অর্থাৎ স্ত্রীর) স্বপ্নে **সুলতানে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব হয়ে গেল। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ধন্য হোক, তোমাদের ঘর থেকে T.V বের করে দেয়ার আমলটা **আল্লাহ পাক** কবুল করেছেন।"

উহ তাশরীফ লায়ে ইয়ে উনকা করম থা,
ইয়ে ঘর থা কাহা উনকে আনেকে কাবিল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

সুন্নাতের বাহার

الحمد لله عزوجل আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। ان شاء الله عزوجل এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** ان شاء الله عزوجل নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। ان شاء الله عزوجل

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net